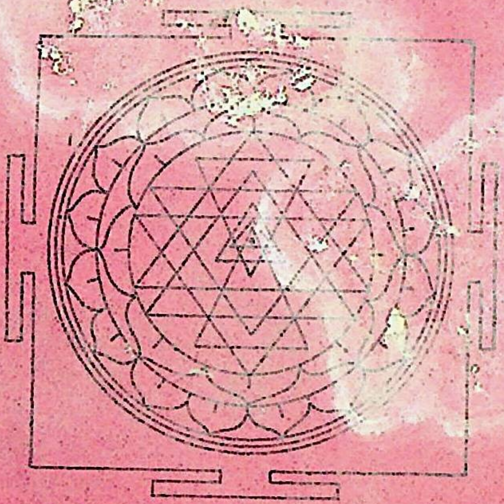
জ্ঞানার্ণব তন্ত্র

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম্

(মূল, টিপ্পনী, বঙ্গানুবাদ ও যন্ত্রচিত্রাদি সহ)



নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-১

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম্

(মূল, টিপ্পনী, বঙ্গানুবাদ ও যন্ত্রচিত্রাদি সহ)

দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম
সম্পাদিত

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

মূল্য : তিরিশ টাকা

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রাকর : শ্রীঅরুণকুমার রায় শ্রীকমল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫৪।১বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

জ্ঞানার্ণবের সূচীপত্র

ভূমিকা

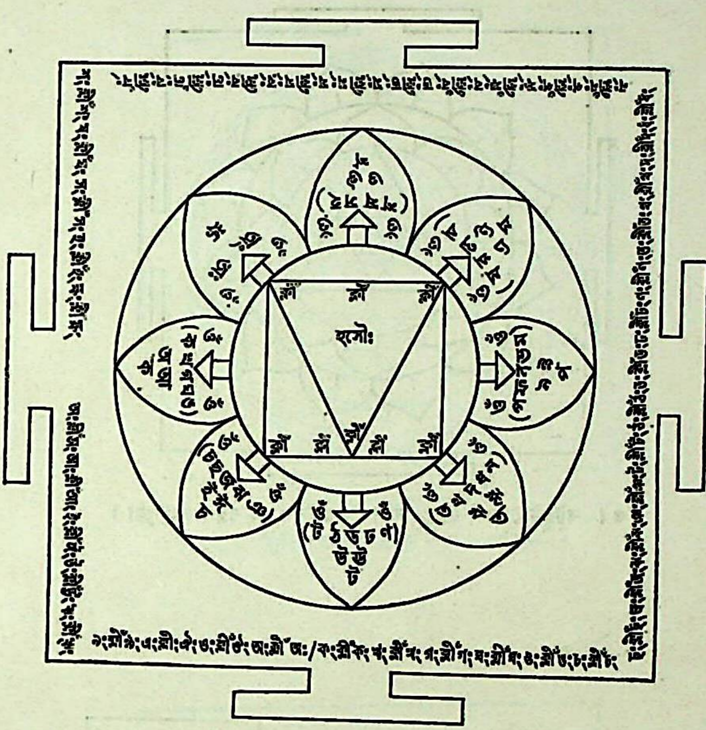
তন্ত্রশাস্ত্র ত্রিবিধ, যথা—আগম, যামল ও তন্ত্র। যাহাতে সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার পূজা, সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম ও ধ্যানযোগ—এই সাতটি বিষয় বর্ণিত হয়, তাহাকে আগম বলে। আর যাহাতে—সৃষ্টি, জ্যোতিস্তত্ত্ব, নিত্য কর্তব্য, সাধনক্রম, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম ও আখ্যায়িকা থাকে তাহাকে যামল বলে। যে শাস্ত্রে—সৃষ্টি, প্রলয়, তন্ত্রের নিশ্চয়, দেবতাদের শরীরবর্ণন, তীর্থবর্ণন আশ্রমধর্ম, বিপ্রের শরীর সন্নিবেশ, ভূতসকলের সন্নিবেশ, যন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদের উৎপত্তি, বৃক্ষের কল্প সংজ্ঞা, জ্যোতিষ [শাস্ত্রের বা জ্যোতিঃ পদার্থের] ও পুরাণের আখ্যান, ভুবনকোশের বর্ণন, ব্রতাভিধান, শৌচ অশৌচের কথন, নরকের বর্ণন, হরচক্রের কথন, স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও অধ্যাত্মবর্ণন করা হয়, তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্র বলা হয়। জ্ঞানার্ণবতন্ত্র গ্রন্থটিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয়ে কিছু বলা নাই। এইজন্য ইহাকে মূল তন্ত্র বা আগম বলা যায় না, কিন্তু প্রকরণ গ্রন্থ বলা যায়। তথাপি, এই তন্ত্রটি অতিশয় উপাদেয়, যেহেতু ইহাতে ন্যাস, পূজা, মুদ্রা, যন্ত্র, হোম, অভিষেক, ধ্যান, সমাধি ও ব্রত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার স্বরচিত তন্ত্রসারে সর্বত্র পূজা, হোমাদি বিষয়ে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের উদ্ধৃতি করিয়াছেন। ইহাতে ত্রিপুরাদেবীর পূজা, সাধন প্রভৃতিই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি কয়েকটি দেবীর পূজা মন্ত্রাদি উল্লিখিত হইয়াছে। শেষে পবিত্রারোপণ ও দমনারোপণ উৎসবের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে ২৬টি পটল ও ১৭১০টি শ্লোক আছে। প্রথম পটলে মাতৃকাবর্ণদ্বারা ত্রিপুরার আরাধনার প্রশংসা দ্বিতীয় পটলে ত্রিপুরাপূজার অঙ্গরূপে বিবিধ ন্যাস প্রভৃতির বর্ণনা, তৃতীয় পটলে ত্রিপুরার যন্ত্র, চতুর্থে ত্রিপুরার ধ্যান, পঞ্চ-প্রেতাসন ও নানাবিধ মুদ্রার বর্ণনা, পঞ্চমে বলিবিধান, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টমে পঞ্চ সিংহাসনের বর্ণনা, নবমে ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর মন্ত্রোদ্ধার সকল বর্ণিত হইয়াছে। দশমে নাদবিন্দু প্রভৃতির বর্ণন ও শ্রীবিদ্যাচক্রের উদ্ধার করা হইয়াছে। একাদশে শ্রীবিদ্যার নবাক্ষর মেরুর বর্ণনা, দ্বাদশে শ্রীবিদ্যা বহু সাধক কর্তৃক আরাধিতারূপে বর্ণিত। ত্রয়োদশে ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যার বর্ণনা, চতুর্দ্দশে অঙ্গের সহিত শ্রীবিদ্যার পূজার বিশদ বিবরণ ও প্রসঙ্গক্রমে

বিবিধ ন্যাস, পঞ্চদশে নিত্যামণ্ডলের মন্ত্র ও পূজাবিধি, ষোড়শে অঙ্গ ও আবরণ সহিত শ্রীবিদ্যার বিশেষ পূজাবিধির বিস্তার, সপ্তদশে শ্রীবিদ্যার প্রয়োগবিধি. অষ্টাদশে স্বর্ণরত্নাদিনির্মিত পুষ্প দ্বারা শ্রীবিদ্যার পূজার ফলভেদ, উনবিংশে শ্রীবিদ্যার বীজত্রয়ের ও নানাবিধ ধ্যানের নানাবিধ ফলবর্ণন, বিংশপটলে — ত্রিবিধ জপ, তদীয় ফল ও হোমকুণ্ডের নানা প্রকার ভেদ ও নানা প্রকার হোমের নানা ফলবর্ণন, একবিংশে জ্ঞানাত্মক হোমের বর্ণন, দ্বাবিংশে কুমারী-পূজার আবশ্যকতা কথনপূর্বক দূতীযাগ বিধিবর্ণন, ত্রয়োবিংশে জ্ঞানদূতী-যাগের বর্ণনা, চতুর্বিংশে শাক্তাভিষেক দীক্ষার বর্ণন, পঞ্চবিংশে পবিত্রারোপণ ও ষড়্‌বিংশে দমনারোপণ বিধির বর্ণন করতঃ গ্রন্থসমাপ্ত করা হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে পূজা ও সাধনবিধি যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ত্রিপুরা দেবীর পূজা হোমাদি সাধনবিধির যেরূপ বিস্তার এই গ্রন্থে দেখা যায়, অনেক তন্ত্রে তাহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। তন্ত্রের তত্ত্ব কি এই বিষয়েও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা তন্ত্রান্তরে দুর্লভ। জ্ঞানের সাধনেরও বর্ণনা ইহাতে বিন্যস্ত আছে, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে জ্ঞানার্ণবতন্ত্র। এই সমস্ত বিচার করিলে এই তন্ত্রের উপাদেয়তা স্বতঃই পরিলক্ষিত হয়।

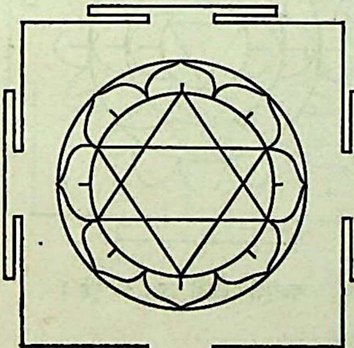
পুণার আনন্দাশ্রম সংস্করণ গ্রন্থটি আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলির অধ্যক্ষ দুইটি মূল পুস্তক হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। একটি পুস্তক আনন্দাশ্রমস্থিত, তাহার নাম দিয়াছেন (ক), দ্বিতীয় পুস্তকও আনন্দাশ্রমেরই সংগৃহীত, উহার নাম (খ)। এই দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৬৬২ শকাব্দায় লিখিত বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কাহার কর্তৃক লিখিত তাহার বিবরণ নাই। যাহা হউক, এই আনন্দাশ্রম প্রকাশিত গ্রন্থে মূলমাত্রই আছে, নিম্নে নানাপ্রকার পাঠভেদ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা পুণার আনন্দাশ্রম প্রকাশিত জ্ঞানার্ণব তন্ত্রখণ্ডটিকেই আকর করিয়া অনুবাদ, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সমাবেশ, মন্ত্রের উদ্ধার, পূজার বিস্তৃত বিধি এবং চিত্রের সাহায্যে যন্ত্রের উদ্ধার করিয়া পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আনন্দাশ্রম অনুসারে পাঠভেদও দিয়াছি। পাঠক ও সাধকদের কথঞ্চিৎ উপকার হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। নিবেদন ইতি।

দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রমঃ

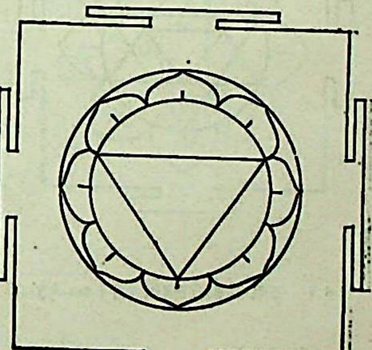
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র



১। ত্রিপুরাবালার চক্ররাজ (২৪ পৃষ্ঠা)

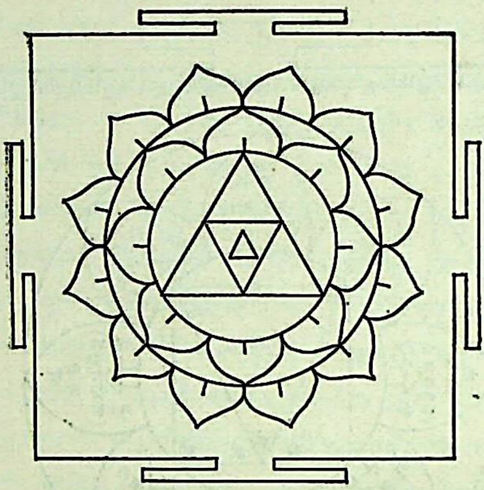


২। ত্রৈলোক্যমোহন যন্ত্র (৫৫ পৃষ্ঠা)

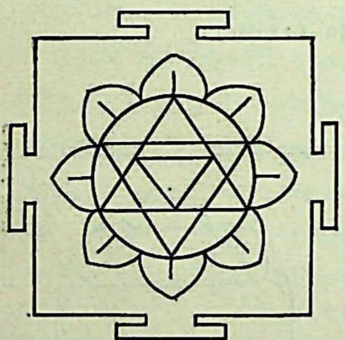


৩। ত্রিপুরাযন্ত্র (৬১ পৃষ্ঠা)

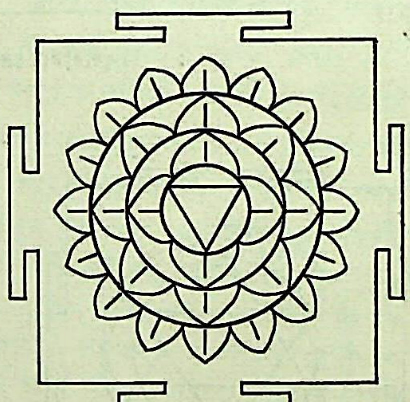
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিহ্ন



৪। ষট্‌কূট ভৈরবী যন্ত্র ; নিত্যা ভৈরবীরও এই যন্ত্র (৬৪ পৃষ্ঠা)

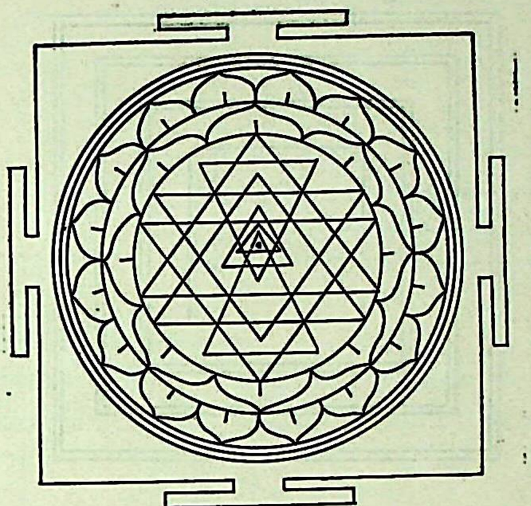


৫। ভুবনেশ্বরী ভৈরবী যন্ত্র (৬৯ পৃষ্ঠা)

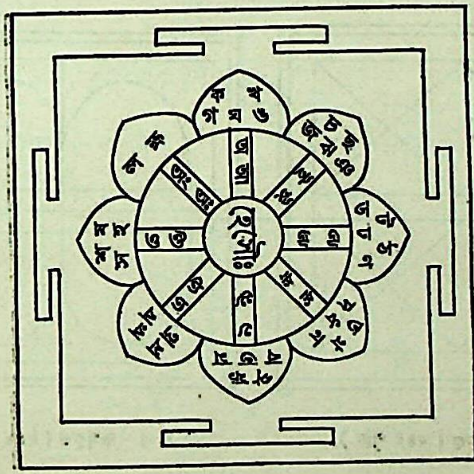


৬। অন্নপূর্ণা ভৈরবী যন্ত্র (৭১ পৃষ্ঠা)

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র

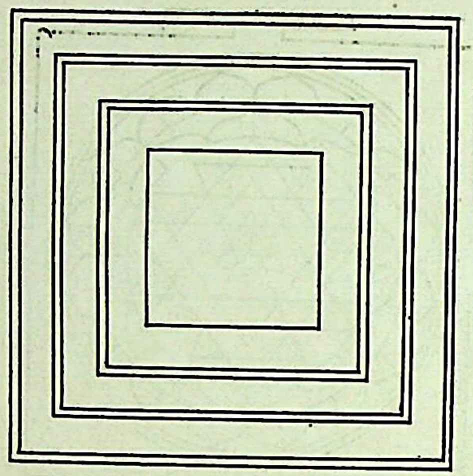


৭। শ্রীবিদ্যাযন্ত্র বা শ্রীচক্র (৮৯—৯৩ পৃষ্ঠা)

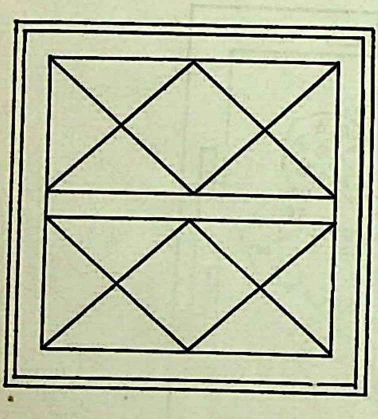


৮। মাতৃচক্র (২৩৮ পৃষ্ঠা)

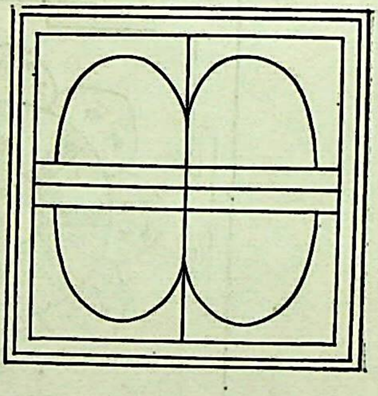
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র



৯। চতুরস্রকুণ্ড (২৪৪ পৃষ্ঠা)

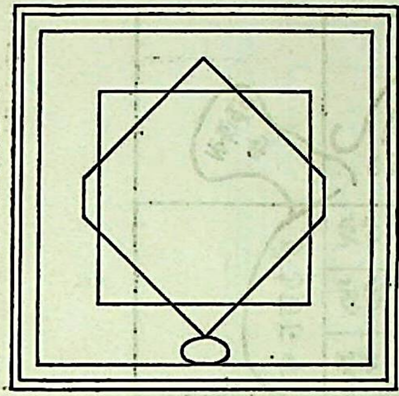


১০। যোনিকুণ্ড (২৪৫ পৃষ্ঠা)

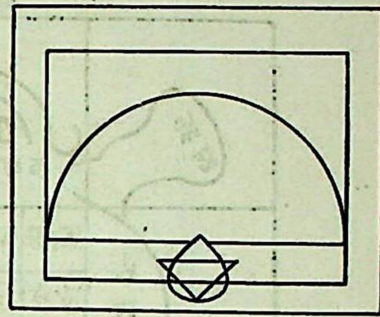


১১। ভগকুণ্ড (২৪৬ পৃষ্ঠা)

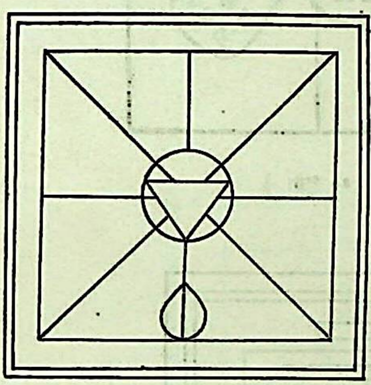
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র



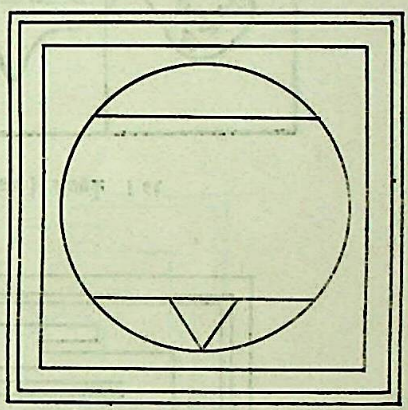
১২। ষড়স্রকুণ্ড (২৪৪ পৃষ্ঠা)



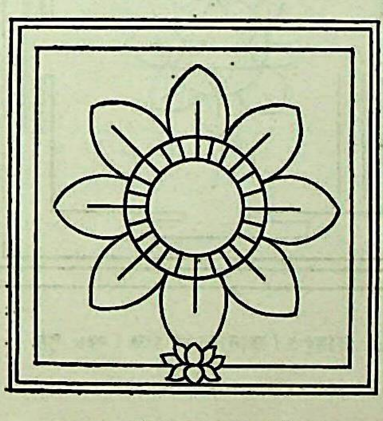
১৩। অর্ধচন্দ্রকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠা)



১৪। নবত্রিকোণকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠা)

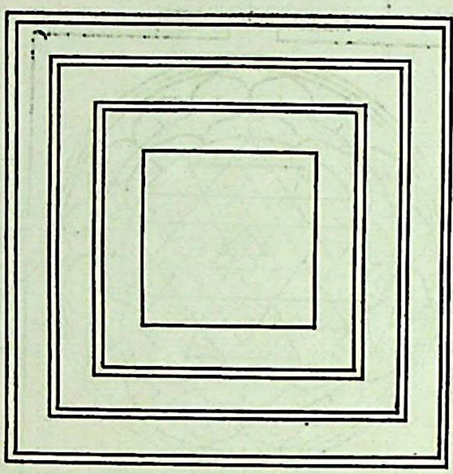


১৫। বর্তুলাকৃতিকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠ)

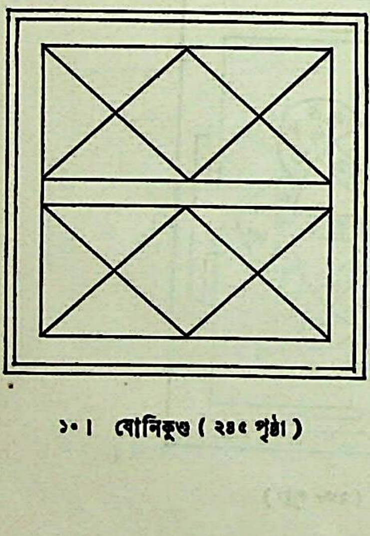


১৬। অষ্টপত্রকুণ্ড (২৪৮ পৃষ্ঠা)

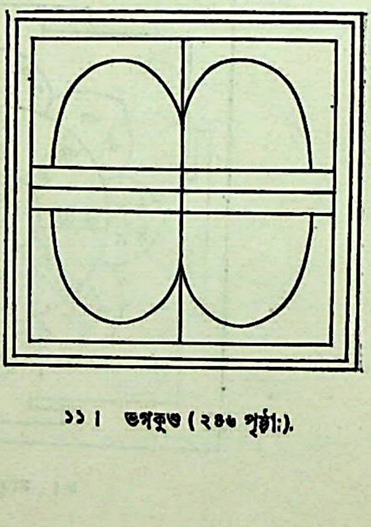
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র



৯। চতুরস্রকুণ্ড (২৪৪ পৃষ্ঠা)

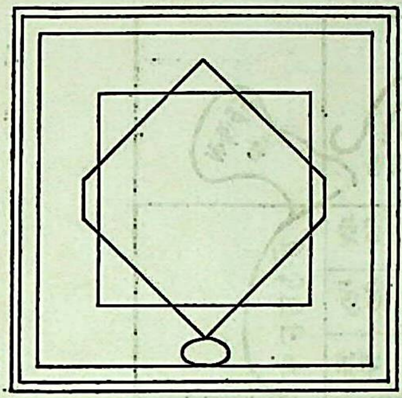


১০। যোনিকুণ্ড (২৪৫ পৃষ্ঠা)

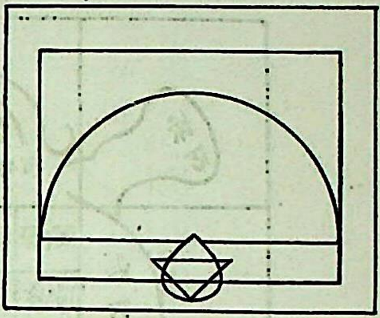


১১। ভগকুণ্ড (২৪৬ পৃষ্ঠা).

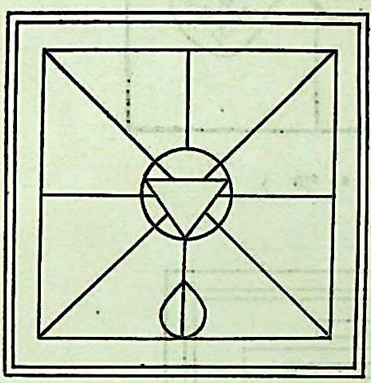
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র



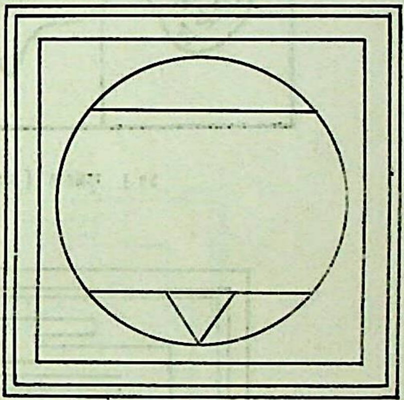
১২। ষড়স্রকুণ্ড (২৪৪ পৃষ্ঠা)



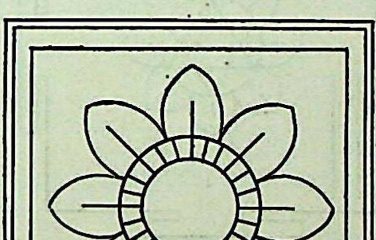
১৩। অর্ধচন্দ্রকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠা)



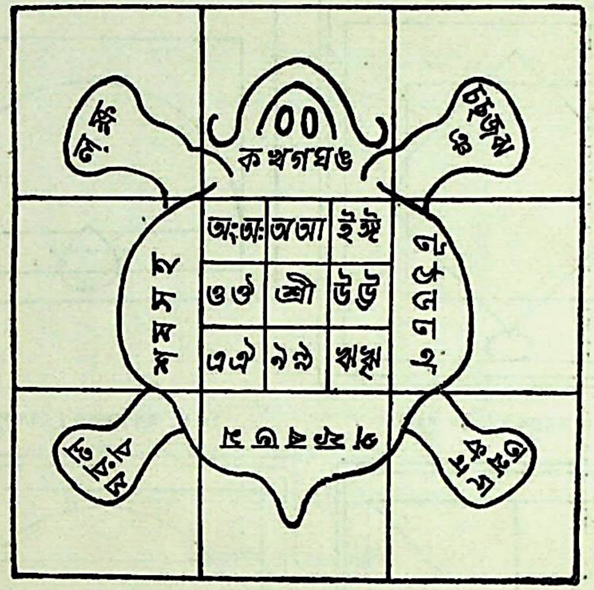
১৪। নবত্রিকোণকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠা)



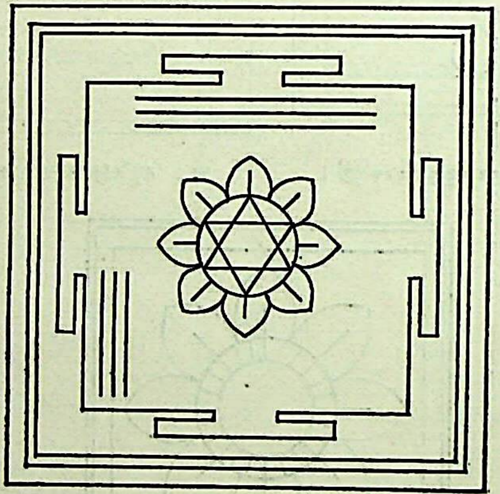
১৫। বর্তুলাকৃতিকুণ্ড (২৪৭ পৃষ্ঠ)



১৬। অষ্টপত্রকুণ্ড (২৪৮ পৃষ্ঠা)

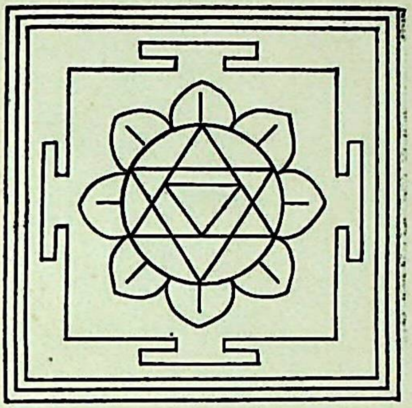


১৭। কূর্মচক্র (২৪৮—২৫০ পৃষ্ঠা)

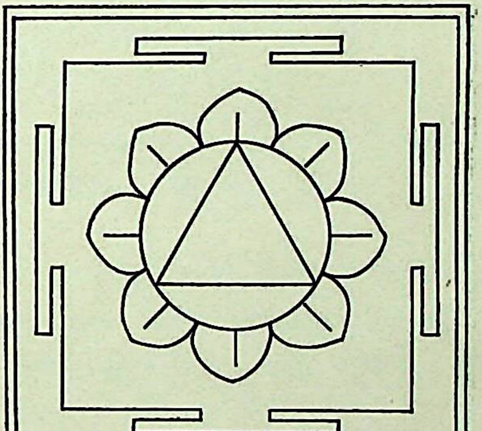


১৮। হোমকুণ্ড (জ্ঞানার্ণবতন্ত্র মতে) ২৪৮ পৃষ্ঠা

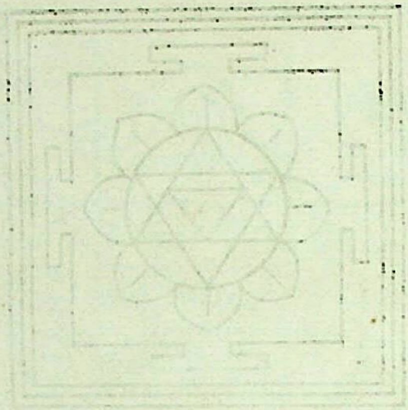
জ্ঞানার্ণবতন্ত্রোক্ত যন্ত্র-চিত্র

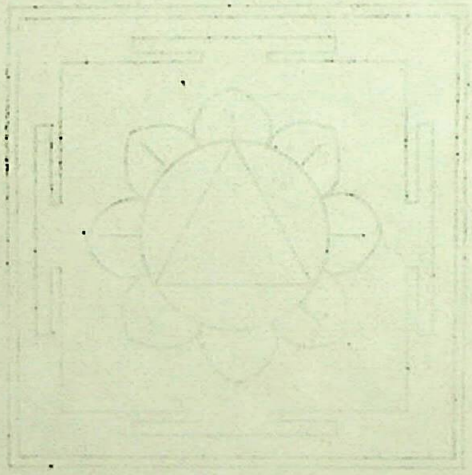


১৯। মধ্যে নব-কোণান্বিত দীক্ষা চক্র (৩০৮ পৃষ্ঠা)



২০। ত্রিকোণমণ্ডল (৩৩৩ পৃষ্ঠা)





শ্রীগণেশায় নমঃ

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম

প্রথমঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

গণেশ-নন্দি-চণ্ডেশ-সুরেন্দ্র-পরিবারিত।
সর্ববন্দ্য[১] গণাধীশ কিং ত্বয়া জপ্যতে সদা॥ ১॥
অক্ষমালেতি কিং নাম সংশয়ো মে হৃদি স্থিতঃ।
শব্দাতীতং পরং ব্রহ্ম ত্বমেব পরমার্থবিৎ।
কথয়ানন্দ-নিষ্পন্দ-[নিস্পন্দ] সান্দ্রমানস নিশ্চয়াৎ॥ ২॥

ঈশ্বর উবাচ।

কথয়ামি বরারোহে যন্ময়া জপ্যতে সদা॥ ৩॥

মাতৃকাবর্ণাঃ শব্দাতীতব্রহ্ম চ

অং কারাদি-ক্ষং কারান্তা মাতৃকা[৪] পীঠরূপিণী।
চতুর্দশস্বরোপেতা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা॥ ৪॥

শ্রীদেবী বলিলেন—হে [প্রমথাদি] গণের অধিপতি; গণেশ, নন্দী, চণ্ডেশ [মহাদেবের একজন পরিবার] ও ইন্দ্র কর্তৃক পরিবেষ্টিত! তুমি সর্বদা কি জপ কর?॥ ১॥

'অক্ষমালা'—এই নামটি কাহাকে বুঝায়? এই বিষয়ে আমার হৃদয়ে [অন্তঃকরণে] সন্দেহ আছে। তুমিই পরমার্থবিৎ, আনন্দধারায় তোমার মন নিবিড় নিষ্পন্দযুক্ত, তুমি নিশ্চয় করিয়া [আমাকে] অক্ষমালা এবং শব্দাতীত পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বল॥ ২॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে সুন্দরি [মনোহর কটিদেশ যাঁহার]! আমি যাহা জপ করি তাহা বলিতেছি॥ ৩॥

হে দেবেশি! অনুস্বাররূপ একটি বিন্দুর [দেবনাগর অক্ষরে '৹'

১। জগদ্বন্দ্য। ২। হকারাদি।
৩। ক্ষিসকারান্তা। ৪। মাতৃকাবর্ণরূপিণী।

অনুস্বারেণ দেবেশি বিন্দুনৈকেন মণ্ডিতা।
বিসর্গেণ চ বিন্দুভ্যাং সংলগ্নাভ্যাং বিরাজিতা ॥ ৫ ॥
কলামণ্ডলমাখ্যাতং শক্তিরূপং মহেশ্বরি।
ককারাদি-ক্ষকারান্তা বর্ণাস্তু শিবরূপিণঃ ॥ ৬ ॥
ব্যঞ্জনত্বাৎ সদাঽঽনন্দেনোচ্চার-সহিতা যতঃ।
উচ্চরেৎ স্বরসংভিন্নাংস্তদা দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপেণ শব্দাখ্যং বস্তু সুব্রতে।
অকারঃ প্রথমো দেবি ক্ষকারোঽন্তিম ইষ্যতে ॥ ৮ ॥
অক্ষমালেতি বিখ্যাতা মাতৃকা বর্ণরূপিণী।
শব্দব্রহ্মস্বরূপেয়ং শব্দাতীতং তু জপ্যতে ॥ ৯ ॥
শব্দাতীতং পরং ধাম গণনারহিতং সদা।
আত্মস্বরূপং জানীহি হংসস্তু পরমেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

এইরূপ একটি বিন্দুকে অনুস্বার বলে] দ্বারা ভূষিত, বিসর্গরূপ দুইটি বিন্দুদ্বারা সংলগ্ন অতএব তিনটি বিন্দুদ্বারা বিভূষিত, চৌদ্দটি স্বরযুক্ত [অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই ১৪টি স্বর] অকারাদি 'ক্ষ'কার পর্যন্ত বর্ণগুলিকে মাতৃকাপীঠরূপিণী বা মাতৃকাবর্ণরূপিণী বলে ॥ ৪-৫ ॥

হে মহেশ্বরি! কলাসমূহ অর্থাৎ ১৪টি স্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গ এই ১৬টি শক্তিস্বরূপ বলিয়া কথিত হয়, আর ক হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত বর্ণগুলি শিবস্বরূপ ॥ ৬ ॥

হে দেবি! যেহেতু ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণগুলি ব্যঞ্জন বলিয়া সর্বদা আনন্দের সহিত অর্থাৎ স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়, সেইহেতু স্বরমিশ্রিতরূপে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

হে সুব্রতে, হে দেবি! পঞ্চাশটি বর্ণরূপ বস্তুকে শব্দ বলা হয়। উহাদের মধ্যে 'অকার' প্রথম এবং ক্ষকার শেষস্থ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণকে অক্ষমালা বলিয়া বর্ণনা করা হয়—ইহা শব্দব্রহ্ম স্বরূপা। আমি কিন্তু শব্দাতীত [ব্রহ্ম] জপ করি ॥ ৮-৯ ॥

যাহা শব্দের অতীত, পরম আশ্রয়, সর্বদা গণনাশূন্য, তাহাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিবে, কিন্তু 'হংস' হইতেছে পরমেশ্বর ॥ ০ ॥

বিন্দুত্রয়ম্

অস্মিন্নেব পরে তত্ত্বে বিন্দুত্রয়বিভূষিতে।
মাতৃকাসংপুটত্বেন সংস্থিতং ব্যক্তিমাগতম্ ॥ ১১ ॥
বিন্দুত্রয়ং প্রবক্ষ্যামি বীজরূপং বরাননে।
হকারং বিন্দুরূপেণ ব্রহ্মাণং বিদ্ধি পার্বতি ॥ ১২ ॥
সকারঃ সর্গ[১]বিন্দুভ্যাং হরিশ্চাহং সুরেশ্বরি।
অবিনাভাব[২]সংস্থানাল্লোকে হরিহরাবিতি ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মবিন্দুর্মহেশানি বামা শক্তির্নিগদ্যতে।
বিশ্বং বমতি যস্মাত্তদ্বামেয়ং পরিকীর্তিতা ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠা তু বৈষ্ণবীশক্তিঃ পালয়ন্তী জগত্ত্রয়ম্।
ততো রৌদ্রী গ্রসন্তী[৩] তু ক্রমেণ পরমেশ্বরী ॥ ১৫ ॥

তিনটি বিন্দু দ্বারা ['হং' এইখানে একটি বিন্দু এবং 'সঃ' এইখানে দুইটি বিন্দু—এইভাবে তিনটি বিন্দু] অলঙ্কৃত [যুক্ত], এই পরম তত্ত্বে ["হংসঃ"-রূপ পরম তত্ত্বে], মাতৃকাবর্ণগুলি একীভূতরূপে অবস্থিত থাকিয়া তাহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ॥ ১১ ॥

হে বরাননে! হে পার্বতি! বীজরূপ [জগতের বীজস্বরূপ] বিন্দুত্রয়ের কথা বলিব। বিন্দুরূপে হকারকে অর্থাৎ বিন্দুযুক্ত হকারকে [হং] ব্রহ্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

হে সুরেশ্বরি! সর্গবিন্দুদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত সকারটি হরি এবং আমি [হর], হরি এবং হর অবিচ্ছিন্ন আকারযুক্ত বলিয়া লোকে এক সঙ্গে হরিহর শব্দ বলা হয় ॥ ১৩ ॥

হে মহেশগৃহিণি! বিন্দুকে ব্রহ্ম বলা হয়, আর শক্তিকে বামা বলা হয়; যেহেতু শক্তি সমস্ত জগৎকে বমন করেন [নিজ হইতে সৃষ্টি করেন] সেইহেতু তিনি বামা বলিয়া খ্যাত ॥ ১৪ ॥

জ্যেষ্ঠা বৈষ্ণবী শক্তি ত্রিজগৎ পালন করেন, তারপর পরমেশ্বরা রৌদ্রী ক্রমে ক্রমে জগত্রয় গ্রাস করেন ॥ ১৫ ॥

১। বিন্দুশক্তিভ্যাম্। ২। অবিনাভাবসম্বন্ধাৎ। ৩। গ্রসন্তী তৎ।

এবং বিন্দুত্রয়ং বিদ্ধি গুণত্রয়বিভূষিতম্।
বিন্দুশব্দেন শূন্যং তু তথাপি গুণসূচকম্॥ ১৬॥
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপং[1] ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরূপকম্।
পুরত্রয়াত্মকং বিদ্ধি তত্ত্বত্রয়ময়ং প্রিয়ে॥ ১৭॥
বিন্দুত্রয়ে মহেশানি সর্বমেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
অম্বিকাবিন্দুভির্দেবি গুণত্রয়পরম্পরা[2]॥ ১৮॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ বিন্দুত্রয়ভবা শিবে।
জাগ্রৎসত্ত্বগুণা জ্ঞেয়া কেবলং শক্তিরূপিণী॥ ১৯॥
মনোব্যাবৃত্তিবিস্তারা দুঃখদোষাভিলাষিণী।
শিবরূপা সুষুপ্তিস্তু সর্বব্যাবৃত্তিহারিণী॥ ২০॥
দেহধর্মপরিত্যক্তা শিবতত্ত্বস্বরূপিণী[3]।
তমোগুণময়ী কর্ম গ্রসন্তীঃ মোক্ষরূপিণী॥ ২১॥

এইভাবে বিন্দুত্রয়কে ['হংসঃ' শব্দের বিন্দুত্রয়কে বা বিন্দুত্রয়যুক্ত 'হংসঃ' কে] সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণরূপ গুণত্রয়ভূষিত বলিয়া জানিবে। যদিও বিন্দু শব্দের দ্বারা শূন্য বুঝায় তথাপি উহা তিন গুণের সূচক॥ ১৬॥

হে প্রিয়ে! উক্ত বিন্দুত্রয়কে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বরূপ, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ স্বরূপ তিনটি পুর [পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ] রূপ, ত্রিতত্ত্বাত্মক জানিবে॥ ১৭॥

হে মহেশ্বরি! বিন্দুত্রয়ে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। হে দেবি! অম্বিকাস্বরূপ বিন্দুত্রয়ের দ্বারা তিন গুণের [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ] বিস্তার॥ ১৮॥

হে শিবে! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বিন্দুত্রয় হইতে উৎপন্ন। জাগ্রদবস্থাকে কেবল শক্তিরূপিণী সত্ত্বগুণাত্মক বলিয়া জানিবে॥ ১৯॥

স্বপ্ন, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তির বিস্তার স্বরূপ এবং দুঃখ ও দোষের [রাগ, দ্বেষ, মোহ] ইচ্ছাকারী। শিবরূপা সুষুপ্তি বাহ্য ও আন্তর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিবৃত্তিকে বহন করে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়, মন, এবং তাহাদের সমস্ত বিষয়ের নিবৃত্তি হয়॥ ২০॥

দেহধর্মবর্জিতা, মোক্ষরূপিণী, শিবতত্ত্বস্বরূপা যিনি, তিনি তমোগুণময়ী বলিয়া কর্মকে গ্রাস করেন অর্থাৎ নিবৃত্ত করেন॥ ২১॥

১। ইচ্ছাজ্ঞানাক্রিয়ারূপং। ২। গুণত্রয়পরাপরা।
৩। নিশ্চলা শিবতত্ত্বিনী। ৪। গ্রসন্তী সর্বমোক্ষিণী।

সুষুপ্ত্যন্তে জাগরাদৌ স্বপ্নাবস্থা রজোময়ী।
উভয়ৈর্লক্ষণৈর্যুক্তা তৃষ্ণা-লক্ষণ-লক্ষিতা[১] ॥ ২২ ॥
অবস্থাত্রয়মেতত্তু কথিতং বিন্দুসম্ভবম্।
এতস্মিন্ বৈন্দবে জ্ঞাতে তুর্যাবস্থাং শৃণু প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে স্ফুরত্তামাত্রলক্ষণা।
অবস্থা পূর্ণতাং প্রাপ্তা তুর্যাবস্থা পরা কলা ॥ ২৪ ॥
ভাবাভাবপরিত্যক্তা গুণাতীতা সুনিশ্চলা।
ইয়মেব যদা দেবি মনসা প্রাপ্যতে সদা ॥ ২৫ ॥

উন্মনী অবস্থা

উন্মনী নাম সদ্রূপা জ্ঞানবল্লী চিদাত্মিকা।
বিন্দুত্রয়েণ নাদেন প্রসৃতানন্দরূপিণী[২] ॥ ২৬ ॥
বিন্দুত্রয়সমাযোগাত্ত্রিপুরানাম্নরূপিণী[৩]।
বর্ণাতীতা সবর্ণাপি কেবলং জ্ঞানচিৎকলা ॥ ২৭ ॥

সুষুপ্তির শেষে অথচ জাগ্রতের আদিতে রজোগুণময়ী স্বপ্নাবস্থা, সত্ত্ব ও তমঃ এই উভয়ের লক্ষণের দ্বারা যুক্ত এবং তৃষ্ণালক্ষণ সমন্বিত। স্বপ্নাবস্থাতে জাগ্রদ্ভোগের বাসনাবশত বিষয়ভোগতৃষ্ণার অনুবৃত্তি হয় ॥ ২২ ॥

হে প্রিয়ে! বিন্দুত্রয় হইতে উৎপন্ন এই তিন অবস্থা [জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির] কথিত হইল। এই বিন্দুত্রয়জনিত অবস্থা জ্ঞাত হইলে, এখন তুরীয় অবস্থা শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

নিদ্রার আদিতে অথচ জাগ্রতের শেষে যে প্রকাশমাত্র স্বরূপ অবস্থা, তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তুরীয় অবস্থা হয়, তাহাকে পরা কলাও বলা হয় ॥ ২৪ ॥

হে দেবি! গুণাতীত, ভাব ও অভাব শূন্য, অতিশয় নিশ্চল এই তুরীয় অবস্থা যখন সর্বদা মনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় উন্মনী নামক সদ্রূপ, চিদাত্মক জ্ঞানলতা, বিন্দুত্রয়াত্মক নাদের দ্বারা প্রসার লাভ করত আনন্দরূপিণী অবস্থা উদ্ভূত হয়, সেই অবস্থা বিন্দুত্রয়ের [পূর্বোক্ত বিন্দুত্রয়ের] সম্যক্ যোগ বশতঃ ত্রিপুরাসম্বন্ধ [ত্রিপুরা নাম্নী] রূপিণী, বর্ণযুক্ত হইয়াও বর্ণাতীত কেবল জ্ঞানচৈতন্য কলাস্বরূপিণী ॥ ২৫ - ২৭ ॥

১। স্বষ্ট্যা লক্ষণলক্ষিতা। ২। প্রসূতানন্দরূপিণী। ৩। ত্রিপুরানামধারিকা।

এনাং বিদ্যাং সমারাধ্য সর্বজ্ঞত্বং ময়ি প্রিয়ে।
উপাস্যতে ময়া দেবি ত্রিপুরা চাক্ষমালয়া ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে স্বরূপজ্ঞেয়মাত্রং
নাম প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে! এই বিদ্যার [অক্ষমালা ও বর্ণাতীত স্বরূপবিদ্যার] সম্যক্ আরাধন করিয়া আমাতে সর্বজ্ঞত্ব হইয়াছে। হে দেবি! আমি অক্ষমালার দ্বারা ত্রিপুরার উপাসনা করি ॥ ২৮ ॥

শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে স্বরূপ [আত্মস্বরূপ] জ্ঞেয়মাত্র নামক
প্রথম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ত্রিপুরা পরমেশান জ্ঞানমার্গেণ সূচিতা।
তত্ত্বরূপেণ[1] কথয় যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ১ ॥
ত্রিপুরায়াঃ প্রকারস্তু মন্ত্রভেদশ্চ কিংবিধঃ[2]।
সর্বং তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি যেন সৌভাগ্যমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ

ত্রিপুরা ত্রিবিধা দেবি বালা তু প্রথমং শৃণু।
যয়া বিজ্ঞাতয়া দেবি সাক্ষাৎ সুরগুরু[3] র্ভবেৎ ॥ ৩ ॥
সূর্যস্বরং সমুচ্চার্য বিন্দুনাদকলান্বিতম্।
স্বরান্তং পৃথিবীযুক্তং[4] তুর্যস্বরবিভূষিতম্ ॥ ৪ ॥
বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ।
শক্রস্বরসমাপেতো বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবী বলিলেন—হে পরমেশ্বর! আপনি জ্ঞানমার্গে ত্রিপুরার সূচনা করিয়াছেন। আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তাহা হইলে, তত্ত্বরূপে [যথার্থস্বরূপে] ত্রিপুরার কথা বলুন ॥ ১ ॥

ত্রিপুরার প্রকার [ভেদ] এবং মন্ত্রভেদ [মন্ত্রবিশেষ] কিরূপ? এই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব ॥ ২ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন; হে দেবি! ত্রিপুরা তিন প্রকার; প্রথম বালার [বালা ত্রিপুরা] কথা শ্রবণ কর। হে দেবি! যে বালা ত্রিপুরাকে জানিলে সাক্ষাৎ দেবগুরু হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

সূর্যস্বর অর্থাৎ দ্বাদশ স্বর 'ঐ' সম্যক্ উচ্চারণ করিয়া, তাহা আবার বিন্দু এবং নাদকলা অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অর্থাৎ 'ঐঁ' উচ্চারণ করিয়া স্বরের অন্ত 'ক্' পৃথিবী অর্থাৎ 'ল্' যুক্ত অর্থাৎ 'ক্ল', তুর্যস্বর অর্থাৎ চতুর্থ 'ঈ' এই স্বর বিভূষিত এবং বিন্দুনাদ কলাক্রান্ত [ঁ] অর্থাৎ 'ক্লীঁ' তারপর সর্গবান্ অর্থাৎ বিসর্গযুক্ত

১। তত্ত্বরূপেণ ২। কিং বিধিঃ। ৩। সুরগুরুপ্রভঃ। ৪। পৃথিবীসংস্থম্।

গঙ্গাতরঙ্গকল্লোল-বাক্[১]পটুত্ব-প্রদায়িনী।
মহাসৌভাগ্যজননী মহাসারস্বতপ্রদা ॥ ৬ ॥
মহাসৌন্দর্যসুভগা মহামৃত্যুবিনাশিনী।
ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেন্দ্রাদি-বন্দিতা পাপহারিণী[২] ॥ ৭ ॥
সবতীর্থময়ী দেবী স্বর্ণরত্নাদিদায়িনী।
সর্বলোকময়ী[৩] দেবী সর্বলোকবশঙ্করী[৪] ।৮ ॥
সর্বক্ষেত্রময়ী[৫] দেবী সর্বকার্যার্থসাধিকা।
মহামোক্ষপ্রদা শান্তা[৬] মহামুক্তিপ্রদায়িনী[৭] ॥ ৯ ॥
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি।
বর্ণিতুং নৈব শক্যেয়ং বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী পরা[৮] ॥ ১০ ॥

যে ভৃগু অর্থাৎ সকার, তাহা আবার শক্রস্বর [ইন্দ্রস্বর] অর্থাৎ ষোড়শ 'ঔ' স্বরযুক্ত অর্থাৎ 'সৌঃ' এই তিন অক্ষরের বিদ্যা-"ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ" অর্থাৎ মন্ত্র, বালা ত্রিপুরার মন্ত্ররূপে অভিপ্রেত ॥ ৪—৫ ॥

এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা অর্থাৎ "ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ" মন্ত্র, গঙ্গার তরঙ্গের অবিচ্ছিন্ন কল্লোলের [শব্দের] মত বাক্‌পটুত্ব প্রদান করে, মহাসৌভাগ্য উৎপাদন করে, মহাবিদ্যা প্রদান করে ॥ ৬ ॥

এই বিদ্যা মহাসৌন্দর্যরূপ ঐশ্বর্যযুক্ত, মহামৃত্যুবিনাশকারী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতা কর্তৃক বন্দিত ও উহা পাপ নাশ করে ॥ ৭ ॥

ইহা সকল তীর্থস্বরূপ, এই দেবী [মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা অভিন্ন বলিয়া এই মন্ত্র দেবীস্বরূপ] স্বর্ণরত্নাদি দান করেন, ইনি সকল লোক [ভূরাদিলোক] স্বরূপ, এবং ইনি সকল লোককে [সকল প্রাণীকে] বশীভূত করেন ॥ ৮ ॥

ইনি সকল ক্ষেত্র [দেবতায়ন বা ভূস্থান] স্বরূপ, এই দেবী সকল কার্য ও সকল প্রয়োজন সাধন করেন, ইনি মহামোক্ষ [বন্ধননিবৃত্তি] প্রদান করেন, ইনি শান্ত অর্থাৎ সকল উপদ্রব শূন্য, এবং ইনি মহামুক্তি অর্থাৎ কৈবল্যমুক্তি প্রদানকারিণী ॥ ৯ ॥

এই তিন অক্ষর বিশিষ্ট পরা বিদ্যা [মহামন্ত্র], সহস্রকোটি মুখের দ্বারা, শতকোটি জিহ্বার দ্বারা বর্ণনা করিতে পারা যায় না ॥ ১০ ॥

১। বাগ্‌গুম্ফপদদায়িনী। ২। সুরেন্দ্রাদিমহতার্মিতি হারিণী। ৩। সর্বক্ষেত্রময়ী দেবী। ৪। সর্বরাজবশঙ্করী। ৫। সর্বানন্দময়ী। ৬। মহামোক্ষপ্রদা নিত্যং। ৭। মহাভোগপ্রদা সতাম্। ৮। মত।

ত্রিপুরাত্র্যক্ষরীবিদ্যাগুণাঃ

পঞ্চবক্ত্রেণ জিহ্বাভিঃ পঞ্চভির্নৈব শক্যতে।
বাগ্‌ভবেনেন্দুমহসা বাগীশত্বপ্রদায়িনী ॥ ১১ ॥
কামরাজেন বীজেন শক্রগোপস্ফুরত্ত্বিষা।
ত্রৈলোক্যং মোহয়ন্তীয়ং শক্তিবীজেন সুব্রতে ॥ ২ ॥
স্ফুরৎসুবর্ণবর্ণেন সৌভাগ্যং তস্য মন্দিরে।
এতস্যাঃ সাধনং দেবি কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ১৩ ॥
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ব্রহ্মরন্ধ্রে১ নিজং গুরুম্।
স্মৃত্বা দেবীময়ো ভূত্বা তৎপ্রভাপটলামলঃ ॥ ১৪ ॥
স্নানকর্ম ততঃ কুর্যান্মূলমন্ত্রং স্মরন্ বুধঃ।
ত্রিবারমঞ্জলৌ বারি মন্ত্রয়িত্বা চ মূর্ধনি ॥ ১৫ ॥

এই বিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরামন্ত্র পাঁচ মুখে পাঁচ জিহ্বায় বর্ণনা [ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা] করিতে পারা যায় না। এই ত্রিপুরা মন্ত্র চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ঐকারের দ্বারা অর্থাৎ 'ঐঁ' বীজটির দ্বারা ত্রিপুরা মন্ত্র বাগীশ্বরত্ব প্রদান করে, কামরাজ বীজ অর্থাৎ 'ক্লীঁ' বীজের দ্বারা, ইন্দ্রগোপস্ফুরণকারী প্রভা এবং 'সৌঃ' বীজ দ্বারা ত্রৈলোক্য মোহিত করে। হে সুব্রতে! [পার্বতীর সম্বোধন] এই বিদ্যা শক্তিবীজের অর্থাৎ 'হ্রীঁ' বীজের দ্বারাও ত্রৈলোক্য মোহিত করে। 'হ্রীঁ' এই শক্তি বীজটি ত্রিপুরার আর একটি মন্ত্র। তাহার সাধনেরও ফল ত্রৈলোক্যমোহন ॥ ১১—১২ ॥

শক্তিবীজ জপকালে সেই মন্ত্র যদি উজ্জ্বল সুবর্ণের মত মানস নয়নে দেখা যায়, তাহা হইলে সাধকের গৃহে সৌভাগ্য লাভ হয়। হে দেবি! এই ত্রিপুরা বিদ্যার [ত্রিপুরা মন্ত্রের] সাধন সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১৩ ॥

হে দেবেশ্বরি! প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজের গুরুকে স্মরণ করিয়া দেবীময় [ত্রিপুরা দেবীর চিন্তায় তন্ময়] হইয়া সেই দেবীর চিন্তাবশত তাঁহার ছটায় নির্মল হইবে [যে যাহার চিন্তা গাঢ়ভাবে করে, সে তন্ময় হয়, সুতরাং সেই ধ্যেয় বস্তুর ছায়া বা গুণ সাধকে সংক্রামিত হয়] ॥ ১৪ ॥

তারপর বুধব্যক্তি [জ্ঞানী -জ্ঞানলাভে তৎপর] মূলমন্ত্র স্মরণ করত স্নান করিবে। অঞ্জলিতে তিনবার জল মন্ত্রিত করিয়া মস্তকে প্রদান করিবে ॥ ১৫ ॥

১। ব্রাব্যতে। ২। বাগ্বীজেন। ৩। হৃদ্‌যন্ত্রে।

ত্রিপুরাবালায়াঃ সাধনম্

নিঃক্ষিপেৎ পরমেশানি ত্রিধা চাচম্য তর্পয়েৎ।
ত্রিধা চ প্রোক্ষয়েদ্দেহং সূর্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬ ॥
মূলমন্ত্রেণ দেবেশি সূর্যমন্ত্রেণ বা প্রিয়ে।
শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্রবিভূষিতম্ ॥ ১৭ ॥
বিন্দুনাদসমাযুক্তং[১] হংসঃপদমথোচ্চরেৎ[২]।
অনেন মনুনা দেবি সূর্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥
যথাশক্ত্যা জপেন্মন্ত্রং[৩] গায়ত্রীং পরমেশ্বরীম্[৪]।
মূলবিদ্যাদ্যমুচ্চার্য বাগীশ্বরি চ বিদ্মহে ॥ ১৯ ॥
দ্বিতীয়ং বীজমুচ্চার্য কামেশ্বরি চ ধীমহি।
তৃতীয়ং বীজমুচ্চার্য তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২০ ॥

হে পরমেশ্বরি! [পূর্বোক্তপ্রকারে তিনবার মস্তকে জল] নিঃক্ষেপ করিবে। তিনবার আচমন করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। তিনবার দেহ প্রোক্ষণ [দেহে বিশেষ মুদ্রায় জল নিঃক্ষেপ] করিবে। সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ১৬ ॥

হে দেবেশ্বরি! হে প্রিয়ে! মূলমন্ত্রে অথবা সূর্যমন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। [সূর্যমন্ত্র যথাঃ—] হে দেবি! শিববীজ অর্থাৎ 'হ্' বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ 'র' যুক্ত, বামনেত্র বিভূষিত অর্থাৎ 'ঈ' কারযুক্ত, বিন্দুনাদ যুক্ত অর্থাৎ 'ঁ' [চন্দ্রবিন্দু] যুক্ত, তারপর "হংসঃ" পদ উচ্চারণ করিবে। সুতরাং "হ্রীঁ হংসঃ" এই মন্ত্র হইল। এই মন্ত্রে সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে ॥ ১৭-১৮ ॥

[তারপর] যথাশক্তি পরমেশ্বরী গায়ত্রী অর্থাৎ ত্রিপুরার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে। সেই গায়ত্রী যথা:—মূলবিদ্যার আদ্য অক্ষর অর্থাৎ 'ঐঁ' উচ্চারণ করিয়া 'বাগীশ্বরি বিদ্মহে' বলিবে। তারপর দ্বিতীয়বীজ অর্থাৎ 'ক্লীঁ' উচ্চারণ করিয়া 'কামেশ্বরি ধীমহি' বলিবে। তারপর তৃতীয় বীজ অর্থাৎ 'সৌঃ' উচ্চারণ করিয়া "তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ" বলিবে। সুতরাং 'ঐঁ বাগীশ্বরি বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বরি ধীমহি সৌঃ তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ' ইহাই বালা ত্রিপুরার গায়ত্রী সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

১। বিন্দুনাদসমাযুক্তম্। ২। হংসঃপদমথোল্লিখেৎ। ৩। জপেৎ পশ্চাদ্ গায়ত্রীং।
৪। পরমাক্ষরীম্।

যথাশক্ত্যা জপেৎ পশ্চাদ্ যাগমণ্ডপমাবিশেৎ।
ধাতারং চ বিধাতারং গঙ্গাং চ যমুনাং তথা ॥ ২১ ॥
দ্বারশ্রিয়ং দেহলীং চ পুরুষং বাস্তুসংজ্ঞকম্।
সংপূজ্য পরমেশানি পূজয়েদাসনং বুধঃ ॥ ২২ ॥
পরাবীজং সমুচ্চার্য ততশ্চাধারপূর্বকম্।
শক্তীতি পদমালিখ্য কমলাসনমালিখেৎ ॥ ২৩ ॥
ঙেন্তং নমঃ পদং কৃত্বা চাসনস্য মনুঃ প্রিয়ে।
উপবিশ্য ততো' দেবি ভূতাৎ সংত্রাসয়েদ্ বুধঃ ॥ ২৪ ॥
ভূতশুদ্ধিবিধিং কুর্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ তু।
বায়ুবীজং সমুচ্চার্য ষট্‌কোণাদাগতং মহৎ ॥ ২৫ ॥

প্রাণায়ামঃ ভূতশুদ্ধিশ্চ

কৃষ্ণবর্ণং মহেশানি শোষয়েত্তেন চ তনুম্।
আসনে সম্যগাসীনো বামেনাপূর্য চোদরম্॥ ২৬ ॥
কুম্ভকেন ত্রিরাবৃত্ত্যা দক্ষিণেন চ রেচয়েৎ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ-র্যন্নাসাপুটধারণম্ ॥ ২৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! বালা ত্রিপুরার পূর্বোক্ত গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া যাগমণ্ডপে [পূজামন্দিরে] প্রবেশ করিবে। তারপর ধাতা, বিধাতা, গঙ্গা, যমুনা, দ্বারলক্ষ্মী, দেহলী (দরজার পার্শ্ব) এবং বাস্তু পুরুষের পূজা করিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তি আসনের পূজা করিবে ॥ ২১—২২ ॥

হে প্রিয়ে! হে দেবি! পরাবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' উচ্চারণ করিয়া তারপর অধারপূর্বক শক্তিপদ অর্থাৎ আধারশক্তি পদ ঙেন্ত অর্থাৎ চতুর্থ্যন্ত লিখিয়া কমলাসন পদ চতুর্থ্যন্ত লিখিয়া 'নমঃ' পদ বলিলেই আসনের মন্ত্র হয় অর্থাৎ "হ্রীঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আসনের পূজা করিবে। তারপর আসনে উপবেশন করিয়া বুধব্যক্তি ভূতাপসারণ করিবে ॥২৩—২৪॥

তারপর প্রাণায়াম ক্রমে অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া ভূতশুদ্ধির অনুষ্ঠান করিবে। ষট্‌কোণ অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চক্র হইতে আগত মহৎ বায়ুবীজ উচ্চারণ করিয়া হে মহেশ্বরি! আসনে সম্যক্ উপবেশন পূর্বক বামনাসিকার দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া সেই বায়ুবীজের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের শরীর শোষিত করিবে (ঐরূপ ভাবনা করিবে) ॥ ২৫—২৬ ॥

প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়-স্তর্জনীমধ্যমে বিনা।
বামকুক্ষিস্থিতং পাপ-পুরুষং কজ্জলপ্রভম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মহত্যা শিরো যস্য স্বর্ণস্তেয়ং ভুজদ্বয়ম্।
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্ব-মঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্।
উপপাতক-রোমাণং[১] কৃষ্ণশ্মশ্রু বিলোচনম্ ॥ ৩০ ॥
খড়্গচর্মধরং ক্রুদ্ধং কুক্ষৌ পাপং বিচিন্তয়েৎ।
শোষয়েদ্বায়ুবীজেন[২] দেহং চ পরমেশ্বরি ॥ ৩১ ॥
পাপেন সহিতং শুষ্কং কৃত্বা তেন ক্রমেণ হি।
বহ্নিবীজেন সন্দগ্ধং পাপেন রহিতং শিবে ॥ ৩২ ॥

তারপর কুম্ভক করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। এইরূপ তিনবার আবৃত্তি করিবে অর্থাৎ প্রথমে বামনাসাদ্বারা পূরণ, তারপর উভয় নাসাবন্ধ করিয়া কুম্ভক, তারপর দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু রেচন, পরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পূরণ, তারপর উভয় নাসা বন্ধ করিয়া কুম্ভক তারপর বাম-নাসা দ্বারা রেচন. তারপর বামনাসা দ্বারা পূরণ, উভয়নাসা বন্ধ পূর্বক কুম্ভক ও দক্ষিণ নাসার বায়ুরেচন করিবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুট এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হয়, তর্জনী এবং মধ্যমা বর্জন করিতে হয়। ইহাকে প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে। পূরকের সময় বায়ুদ্বারা পাপপুরুষকে শুকাইয়া কুম্ভকের সময় তাহার শরীর দগ্ধ করিতে হয়। সেই পাপপুরুষ উদরের মধ্যে বামভাগে থাকে; তাহার গায়ের প্রভা কজ্জলের মত কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণহত্যা তাহার মস্তক, সুবর্ণচৌর্য তাহার ভুজদ্বয়, মদ্যপানরূপ হৃদয়ের দ্বারা সেই পাপপুরুষ হৃদয়বিশিষ্ট, গুরুপত্নী তাহার কটিদ্বয়, তাহার পদদ্বয় সেই গুরুপত্নীসংসর্গস্বরূপ, অন্যান্য পাপ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ. তাহার রোম উপপাতকস্বরূপ, তাহার শ্মশ্রু [দাড়ি] এবং তিন নেত্র কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৭ – ৩০ ॥

সেই পাপপুরুষ খড়্গ ও চর্ম [একপ্রকার অস্ত্র] ধারণ করে, সে ক্রুদ্ধ, এইরূপ পাপপুরুষকে উদরের মধ্যে চিন্তা করিবে। [যে প্রবৃত্তির

১। উপপাতকরোমাণমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। ২। শোষয়েত্তেন বীজেন।

পাপেন রহিতং পশ্চাৎ প্লাবয়েদমৃতাম্বুনা[১]।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ জীবং দেহে নিধাপয়েৎ ॥ ৩৩ ।
মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য হংসন্তু বিপরীততঃ।
উচ্চরেৎ পরমেশানি বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী ভবৎ [ভবেৎ] ॥ ৩৪ ॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্বকর্মাণি[২] সাধয়েৎ।
তেনৈব বিধিনা দেবি স্থিরীকুর্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ৩৫ ॥

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

বিশুদ্ধদেহো দেবেশি ন্যাসং কুর্যাৎ সমাহিতঃ।
ঋষিরস্য মহেশানি দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ন্যসেচ্ছিরসি পূজ্যত্বাৎ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো মুখে প্রিয়ে।
দেবতা হৃদয়ে বালা ত্রিপুরা পরমেশ্বরি ॥ ৩৭ ॥

ফলে মানুষ নানাপ্রকার পাপকর্ম করে, সেই প্রবৃত্তিকে পাপপুরুষরূপে শাস্ত্রে কল্পনা করা হইয়াছে]। হে পরমেশ্বরি! 'যং' এই বায়ুবীজ দ্বারা উক্ত পাপ-পুরুষকে এবং নিজের দেহকে শোষণ করিবে হে শিবে! পাপের সহিত দেহকে শুষ্ক করিয়া সেই ক্রমে বহ্নিবীজের [রং এই বহ্নিবীজ] দ্বারা, পাপের সহিত দেহকে দগ্ধ করিয়া পাপরহিত করিবে। পাপের দ্বারা রহিত দেহকে পশ্চাৎ অমৃতজল [সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃত] দ্বারা প্লাবিত [ধৌত বা যুক্ত] করিবে। তারপর প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে [আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" ইত্যাদিক্রমে] দেহে জীবকে নিহিত করিবে। হে পরমেশ্বরি! মুখবৃত্ত অর্থাৎ 'হৌঁ' উচ্চারণ করিয়া 'হংসঃ" বিপরীতভাবে উচ্চারণ করিবে অর্থাৎ "হৌঁ হংসঃ" ইহা উচ্চারণ করিবে। এই বিদ্যা বা মন্ত্র তিন অক্ষরবিশিষ্ট হয়। [মুদ্রিত পুস্তকে ৩৪ শ্লোকের শেষে 'ভবৎ' পাঠ আছে, বন্ধনীমধ্যে শুদ্ধরূপে 'ভবেৎ' পাঠ দেওয়া হইল]। হে দেবি! এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্র সর্বকর্ম সাধন করে। উক্ত বিধিতে নিজের দেহ স্থির করিবে ॥ ৩১—৩৫ ॥

হে দেবাধীশ্বরি! [ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামাদি দ্বারা] বিশুদ্ধদেহ হইয়া একাগ্রমনে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। হে মহেশ্বরি! এই ত্রিপুরাবালামন্ত্রের ঋষি অব্যয় দক্ষিণামূর্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

ঋষির পূজ্যত্বনিবন্ধন মস্তকে ঋষির বিন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! উক্ত

১। প্লাবয়েদমৃতাম্বুনা। ২। সর্বকর্মাণি।

বীজং তু বাগ্‌ভবং শক্তিস্তার্তীয়ং কীলকং তথা।
কামরাজং মহেশানি ছন্দো ন্যাস উদাহৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
নাভ্যাদিপাদপর্যন্তং গলাদানাভি চাপরম্।
মূর্ধাদিগলপর্যন্তং ত্র্যক্ষরীং বিন্যসেৎ ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥
বামপাণিতলে চৈকং দক্ষপাণিতলে তথা।
উভয়োঃ সংপুটে বিদ্যাং ত্রিবীজাং বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
পঞ্চ বাণান্ ক্রমেণৈব করাঙ্গুলিষু বিন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং ক্রমেণ পরমেশ্বরি ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রের ছন্দঃ পঙ্‌ক্তি, সেই ছন্দঃ মুখে বিন্যাস করিবে। পরমেশ্বরী ত্রিপুরা বালা দেবী এই মন্ত্রের দেবতা ; দেবতাকে হৃদয়ে বিন্যাস করিবে ॥ ৩৭ ॥

উক্ত মন্ত্রের বীজ বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐং'। শক্তি তৃতীয় অক্ষর অর্থাৎ 'সৌঃ'। কীলক কামরাজ অর্থাৎ 'ক্লীং'। হে মহেশানি! এইভাবে ছন্দোন্যাস অর্থাৎ মন্ত্রের ন্যাস [ঋষ্যাদি ন্যাস] বলা হইল। "ঐং ক্লীং সৌঃ ইত্যস্য মন্ত্রস্য দক্ষিণামূর্তিঃ ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ত্রিপুরা বালা দেবতা ঐং বীজং সৌঃ শক্তিঃ ক্লীঁ কীলকং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।" এইরূপ ঋষ্যাদিন্যাস এখানে সূচিত আছে। মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, মূলাধারে বীজ, পাদে শক্তি, সর্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে ॥ ৩৮ ॥

তারপর বীজন্যাস করিবে—ত্র্যক্ষরী মন্ত্রকে অর্থাৎ 'ঐং ক্লীং সৌঃ' মন্ত্র বলিতে বলিতে নাভি হইতে পা পর্যন্ত, গলা হইতে নাভি পর্যন্ত এবং মস্তক হইতে গলা পর্যন্ত ক্রমে ন্যাস করিবে ॥ ৩৯ ॥

তারপর বামহস্ত তলে একবার, দক্ষিণ হস্ত তলে একবার এবং উভয় হস্তে তিন অক্ষরের বীজযুক্ত উক্ত বিদ্যা অর্থাৎ 'ঐং ক্লীং সৌঃ' মন্ত্রের বিন্যাস করিবে ॥ ৪০ ॥

হে পরমেশ্বরি! অঙ্গুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত হস্তাঙ্গুলিসমূহে ক্রমে ক্রমে পঞ্চ বাণের ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—'দ্রাং ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ'। তর্জনীদ্বয়ে—'দ্রীং দ্রাবণ্যৈ নমঃ'। মধ্যমাদ্বয়ে—'ক্লীঁ আকর্ষিণ্যৈ নমঃ'। অনামিকাদ্বয়ে—'ব্লূঁ বশীকরণ্যৈ নমঃ' কনিষ্ঠাদ্বয়ে—'সঃ উন্মাদিন্যৈ নমঃ'। এইরূপ ন্যাস করিবে। ইহাকে বাণন্যাস বলে। [পরবর্তী শ্লোকগুলিতে উক্ত অর্থ ব্যক্ত হইবে] ॥ ৪১ ॥

থান্তদ্বয়ং সমালিখ্য[১] বহ্নিসংস্থং ক্রমেণ হি।
মুখবৃত্তেন নেত্রেণ বামেন পরিমণ্ডিতম্॥ ৪২॥
বাণদ্বয়মিদং প্রোক্তং মাদনং ভূমিসংস্থিতম্।
চতুর্থস্বরবিন্দ্বাঢ্যং নাদরূপং বরাননে॥ ৪৩॥
ফান্তং ক্রমসমাযুক্তং[২] বামকর্ণ-বিভূষিতম্।
বিন্দুনাদসমাযুক্তং সর্গবাংশ্চন্দ্রমাঃ প্রিয়ে॥ ৪৪॥

বাণন্যাসঃ

পঞ্চবাণা মহেশানি নামানি শৃণু পার্বতি।
ক্ষোভণদ্রাবণৌ দেবি তথা কর্ষণ-সংজ্ঞকঃ॥ ৪৫॥
বশ্যোন্মাদৌ ক্রমেণৈব নামানি পরমেশ্বরি।
কামান্তত্রৈব বিজ্ঞেয়াস্তেষাং বীজানি সংশৃণু[৩]॥ ৪৬॥

থকারের অন্ত অর্থাৎ দ্ কার; ক্রমে ক্রমে দুইটি দকার, বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ র্ কার যুক্ত করিয়া—প্রথম 'দ্র' কারে মুখবৃত্ত অর্থাৎ 'আকার' যোগ করিয়া দ্বিতীয় 'দ্র' কারে বামনেত্র অর্থাৎ 'ঈকার' যোগ করিয়া তাহাকে পরিমণ্ডিত অর্থাৎ অনুস্বারে ভূষিত করিলে = ইহা প্রথম দুইটি বাণ কথিত হয় [দ্রাং (১) দ্রীং (২)]। তারপর মাদন অর্থাৎ 'ক্' [কাম মাদন বলিয়া কামের বাচক 'ক্' মাদন] ভূমি অর্থাৎ 'ল' কার, সংস্থিত লকার যুক্ত করিয়া, চতুর্থস্বর = 'ঈ', বিন্দু ও নাদের দ্বারা আঢ্য অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ँ যুক্ত করিতে হইবে, হে সুন্দরমুখি! [ইহাতে 'ক্লীँ' এই বীজ হইবে]। তারপর ফ্ এর অন্ত অর্থাৎ 'ব্' ক্রমসমাযুক্ত অর্থাৎ ল্ কার যুক্ত [প্ ফ্ ব্—য্ র্ ল্ - এইক্রম] করিয়া তাহাতে বামকর্ণ অর্থাৎ 'উ' কার বিভূষিত করিয়া বিন্দু [ং] নাদ [ँ] অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু ँ যুক্ত করিলে 'ব্লূँ' এই বীজ সিদ্ধ হইবে। হে প্রিয়ে! তারপর সর্গবান্ অর্থাৎ বিসর্গযুক্ত 'চন্দ্রমা অর্থাৎ 'স' লিখিবে, অর্থাৎ 'সঃ' এইরূপ বীজ করিবে। [এখানে বীজগুলি দেখান হইয়াছে, এর পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সম্পূর্ণ বাণন্যাস মন্ত্র প্রদর্শিত হইবে]॥ ৪২—৪৪॥

হে মহেশ্বরি! হে পার্বতি! হে পরমেশ্বরি! পঞ্চবাণের নাম ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর। যথা:—ক্ষোভণ, দ্রাবণ, আকর্ষণ, বশ্য ও উন্মাদ। সুতরাং পঞ্চবাণ ন্যাস এইরূপ হইবে—অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—'দ্রাং ক্ষোভণৈ্য নমঃ।'

১। সমুদ্ধৃত্য। ২। শক্রসগারূঢ়ম্। ৩। বিদ্যাবীজানি।

পরাবীজং মধ্যবাণং বাগ্ভবং পরমেশ্বরি।
তুর্যবাণং[১] ততশ্চৈব স্ত্রীবীজং চ ক্রমাৎ প্রিয়ে॥ ৪৭॥
পঞ্চকামা[২] ইমে দেবি নামানি শৃণু বল্লভে।
কামমন্মথকন্দর্প-মকরধ্বজ-সংজ্ঞকাঃ॥ ৪৮॥
মীনকেতুর্মহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীর্তিতঃ।
এতান্ বিন্যস্য দেবেশি করন্যাসং ততঃ পরম্॥ ৪৯॥
মূলবিদ্যাং দ্বিরাবৃত্ত্যা সর্বাঙ্গুলিতলেষু চ।
ষড়ঙ্গক্রমযোগেন মাতৃকাং বিন্যসেত্ততঃ॥ ৫০॥

তর্জনীদ্বয়ে—'দ্রাঁ দ্রাবণৈ্য নমঃ।' মধ্যমাদ্বয়ে—ক্লীঁ আকর্ষিণৈ্য নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে – ব্লূঁ বশীকরণৈ্য নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—সঃ উন্মাদিন্যৈ নমঃ। সেই খানেই অর্থাৎ পঞ্চবাণের ন্যাস স্থলেই কাম [কামবীজ] বীজ জানিবে। সেই কামসকলের বীজ শ্রবণ কর। হে পরমেশ্বরি, হে প্রিয়ে! পরাবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ', মধ্যবাণ অর্থাৎ 'ক্লীঁ', বাগ্ভব অর্থাৎ 'ঐং', তুর্যবাণ অর্থাৎ 'ব্লূঁ'। স্ত্রীবীজ অর্থাৎ 'স্ত্রীং', এইরূপ বীজের ক্রম। হে বল্লভে [প্রিয়ে] এইগুলি পঞ্চকাম, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। হে মহেশ্বরি! কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ এবং পঞ্চম মীনকেতু। হে দেবেশি – পঞ্চকামের ন্যাস করিয়া তারপর করন্যাস করিবে। পঞ্চকাম ন্যাসের প্রয়োগ এইভাবে হইবে। যথা :—অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে—হ্রীং কামায় নমঃ। তর্জনীদ্বয়ে—ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। মধ্যমাদ্বয়ে—ঐং কন্দর্পায় নমঃ। অনামিকাদ্বয়ে—ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে—স্ত্রীং মীনকেতবে নমঃ॥ ৪৫—৪৯॥

করন্যাস কিরূপ হইবে? ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—মূলবিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরা বালার মূলমন্ত্র দুইবার আবৃত্তি করিয়া অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা কনিষ্ঠা ও করতল-করপৃষ্ঠ = এই ছয়টি ক্রমে করন্যাস করিবে। মূলবিদ্যা হইতেছে 'ঐং ক্লীঁ সৌঃ'। ইহাকে দুইবার আবৃত্তি করন্যাস করিতে হইবে। যথা :—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ [দুই অঙ্গুষ্ঠে]। ক্লীঁ তর্জনীভ্যাং স্বাহা [তর্জনীদ্বয়ে]। সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ [মধ্যমাদ্বয়ে]। ঐ অনামিকাভ্যাং হুঁ [অনামিকাদ্বয়ে]। ক্লীঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ [কনিষ্ঠাদ্বয়ে]। সৌঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ [করতল ও কর-পৃষ্ঠে]। তারপর ষড়ঙ্গ পূর্বক মাতৃকান্যাস করিবে॥ ৫০॥

১। তুর্যবাণং চতুর্থং স্যাৎ। ২। পঞ্চকামান্ মহেশানি।

মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যাসাৎ পাপনিকৃন্তনীম্ ।
ঋষির্ব্রহ্মাঽস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে ॥ ৫১ ॥
দেবতা মাতৃকা দেবি বীজং ব্যঞ্জনসঞ্চয়ঃ ।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ৫২ ॥
অং আং মধ্যে কবর্গং চ ইং ঈং মধ্যে চবর্গকম্ ।
উং ঊং মধ্যে টবর্গং চ এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্ ॥ ৫৩ ॥
ওঁ ঔঁ [ওং ঔং] মধ্যে পবর্গং চ ক্রমেণ পরমেশ্বরি ।
অনুস্বারবিসর্গান্তে যশবর্গৌ সলক্ষকৌ ॥ ৫৪ ॥

হে দেবেশি ! মাতৃকা শ্রবণ কর। এই মাতৃকান্যাস করিলে পাপ ধ্বস্ত হয়। এই মাতৃকামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, মাতৃকা [সরস্বতীরূপা] দেবতা, বীজ ব্যঞ্জনসমূহ, স্বরসকল শক্তি। হে দেবি ! মাতৃকান্যাসের পূর্বে ষড়ঙ্গ-ন্যাস [হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র, করতলকরপৃষ্ঠ অস্ত্র] ন্যাস করিবে। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের অর্থে মাতৃকার ঋষ্যাদি ন্যাস যথা :—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃশক্তয়ঃ "অব্যক্তং কীলকং সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।" এই " " চিহ্ন মধ্যস্থ কথাগুলি এখানে জ্ঞানার্ণবে উল্লিখিত না হইলেও উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যেহেতু অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত। অতএব এই জ্ঞানার্ণবে সূচিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। তারপর, শিরসি—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—মাতৃকাসরস্বত্যৈ নমঃ। মূলাধারে—হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—অব্যক্তকীলকায় নমঃ ॥৫১—৫২ ॥

[মাতৃকার—ষড়ঙ্গ ন্যাস বলিতেছেন]— অং আং এই দুইটি বর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইং ঈং =এই দুয়ের মধ্যে চবর্গ, উং ঊং এই দুয়ের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুয়ের মধ্যে তবর্গ, ওঁ ঔঁ [বা ওং ঔং] এই দুয়ের মধ্যে পবর্গ ; হে পরমেশ্বরি ! অনুস্বার ও বিসর্গের মধ্যে [কোন স্বরবর্ণ ব্যতীত অনুস্বার ও বিসর্গ উচ্চারিত হয় না বলিয়া – অগত্যা] প্রথমে 'অং শেষে অঃ' বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে যবর্গ অর্থাৎ 'যরলব', শবর্গ অথাৎ 'শ ষ স হ' এবং ল ক্ষ সহিত ক্রমে ক্রমে হৃদয়, শিরঃ, শিখা, কবচ [বাহুর উপরিভাগ স্কন্ধদ্বয়] নেত্র ও অস্ত্র [করতল ও করপৃষ্ঠে] ন্যাস করিবে। এই হৃদয় প্রভৃতি শব্দ ঙেন্ত অর্থাৎ

হৃদয়ং চ শিরো দেবি শিখাং চ কবচং ততঃ।
নেত্রমস্ত্রং ন্যসেন্ ঙেন্তং নমঃ স্বাহা ক্রমেণ তু ॥ ৫৫ ॥
বষড্ঢং বৌষড়ন্তং চ ফড়ন্তং যোজয়েৎ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গোঽয়ং মাতৃকায়াঃ সর্বপাপহরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৬ ॥
দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ।
দ্বাদশচ্ছদহৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ ॥ ৫৭ ॥
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্দশ।
ষট্পত্রে লিঙ্গসংস্থে চ বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্ ॥ ৫৮ ॥
আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্ বাদীংশ্চতুর্দলে।
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥

চতুর্থ্যন্ত হইবে। এবং শেষে ক্রমে ক্রমে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্ যোজনা করিবে। হে প্রিয়ে! ইহাই মাতৃকার ষড়ঙ্গ, ইহা সকল পাপ হরণ করে বলিয়া শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে। উক্ত চারিটি শ্লোক হইতে এইরূপ মাতৃকার ষড়ঙ্গন্যাস পাওয়া গেল – অং কং খং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ [করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং] অস্ত্রায় ফট্। এই জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে তাহাতে [ ] এই চিহ্নের মধ্যে 'করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং' অংশটি নাই। তাছাড়া প্রচলিত প্রক্রিয়া অনুসারে এর পূর্বে "অং কং খং গং ঘং ঙং আং আঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি করন্যাস আছে—জ্ঞানার্ণব অনুসারে তাহা নাই। পরন্তু অন্যপ্রকার ন্যাস পূর্বে বলা হইয়াছে ॥ ৫৩—৫৬ ॥

[এখন মাতৃকান্যাস বলিতেছেন]—দুই আট অর্থাৎ ষোল দলযুক্ত পদ্মে অর্থাৎ কণ্ঠদেশে ষোড়শদল পদ্মে ষোলটি স্বর বিন্যাস করিবে। দ্বাদশদলযুক্ত হৃৎপদ্মে ককার প্রভৃতি দ্বাদশ [১২] বর্ণের বিন্যাস করিবে ॥ ৫৭ ॥

নাভিতে দশদল পদ্মে ডকার প্রভৃতি দশবর্ণের বিন্যাস করিবে। লিঙ্গস্থিত ষড়্দলপদ্মে বকার প্রভৃতি ছয়টি বর্ণের ন্যাস করিবে ॥ ৫৮ ॥

আধারে গুহ্যদেশে—অর্থাৎ মূলাধারে চতুর্দলপদ্মে বকার প্রভৃতি চারবর্ণের ন্যাস করিবে। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্মে হ ও ক্ষ, এই দুইটি বর্ণের বিন্যাস করিবে।

ইত্যন্তর্মাতৃকাং ন্যস্য সর্বাঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মূর্ধনি মুখবৃত্তে চ নেত্রকর্ণেষু পার্বতি ॥ ৬০ ॥
নাসাগণ্ডোষ্ঠদন্তেষু মূর্ধাস্যেষু চ বিন্যসেৎ।
পাণিপাদযুগস্যান্তে সন্ধ্যগ্রেষু ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥

সর্বাঙ্গন্যাসঃ

পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠনাভিজঠরেষু ক্রমান্ন্যসেৎ।
যাদীন্ সধাতুকান্ দেবি ক্রমেণৈব ততো ন্যসেৎ ॥ ৬২ ॥
ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থি-মজ্জাশুক্রাণি ধাতবঃ।
প্রাণাত্মা চৈব জীবাত্মা পরমাত্মা চ বিন্যসেৎ ॥ ৬৩ ॥
হৃদয়ে বাহুমূলে চ তথাঽপরগলে প্রিয়ে।
কক্ষয়োর্হৃদয়প্রান্তে পাণিপাদযুগে তথা ॥ ৬৪ ॥

মাতৃকান্যাসের ক্রম—উক্ত তিনটি শ্লোক হইতে এই রূপ পাওয়া গেল—কণ্ঠে ষোড়শদল পদ্মে—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে -কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ। নাভিতে দশদল পদ্মে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ। লিঙ্গমূলে ষড়্দলে—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ। মূলাধারে চতুর্দলে,—বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ ॥ ৫৯ ॥

এইভাবে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিয়া সর্বাঙ্গন্যাস [অপর নাম বাহ্য মাতৃকান্যাস] করিবে। হে প্রিয়ে! মস্তক, মুখবৃত্ত [সমগ্র মুখমণ্ডল] চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক [মস্তকের উপরিভাগ – ব্রহ্মরন্ধ্র] ও মুখে এবং হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়ের অগ্র, সন্ধি ও অন্তে ক্রমে ক্রমে [ন্যাস করিবে] ॥ ৬০ – ৬১ ॥

হে দেবি! পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে, উদরে ন্যাস করিবে। তারপর ধাতুর সহিত যকারাদির ন্যাস ক্রমে ক্রমে করিবে ॥ ৬২ ॥

ত্বক্, অসৃক্ [রক্ত], মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র—এইগুলি ধাতু। প্রাণাত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহাদেরও বিন্যাস করিবে ॥ ৬৩ ॥

[যকারাদির ন্যাসের ক্রম] হৃদয়, বাহুমূল [স্কন্ধদ্বয়] গলার পশ্চাদ্ভাগ, উদরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ, হৃদয়প্রান্ত, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর ও মুখে ক্রমে ব্যাপক ন্যাস করিবে ॥ ৬৪½ ॥

জঠরাননয়োর্দেবি ব্যাপকং চ ক্রমান্ন্যসেৎ।
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাং চ কন্দর্পশশিভূষণাম্ ॥ ৬৫ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতাম্।
মুক্তাবজ্রস্ফুরদ্ভূষাং জপমালাং কমণ্ডলুম্ ॥ ৬৬ ॥
পুস্তকং বরদানং চ বিভ্রতীং পরমেশ্বরীম্।
এবং ধ্যাত্বা ন্যসেৎ পশ্চাদ্বিদ্যান্যাসং সুরেশ্বরি ॥ ৬৭ ॥
কুর্বীত দেহসংনাহং ত্রিভির্বীজৈঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে।
করয়োর্বিন্যসেদাদৌ মণিবন্ধে তলে নখে ॥ ৬৮ ॥
দক্ষে বামে চ বিন্যস্য কক্ষকূর্পরপাণিষু।
পুনর্দক্ষে চ বামে চ পাদয়োশ্চ তথা ন্যসেৎ ॥ ৬৯ ॥
নাদান্তে হৃদয়ে লিঙ্গে ন্যসেদ্দেবি ততঃ পরম্।
এতেষঙ্গেষু দেবেশি সংহারক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ৭০ ॥
বিদ্যাং সৃষ্টিক্রমেণৈব জানীহি পরমেশ্বরি।
ততো ন্যসেন্মহাদেবি নবযোন্যঙ্কিতাভিধম্ ॥ ৭১ ॥

[পরমেশ্বরীকে এইরূপ ধ্যান করিবে যথা] পঞ্চাশদ্ বর্ণরূপা, কাম ও চন্দ্র-রূপ অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃতা শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, শুদ্ধ ক্ষৌম [পশমী] বস্ত্র পরিহিতা, মুক্তা ও বজ্র দ্বারা প্রকাশমান অলঙ্কারযুক্তা জপমালা, কমণ্ডলু ধারণকারিণী ॥ ৬৫২—৬৬ ॥

হে সুরেশ্বরি! পুস্তক ও বরদান ধারণকারিণী পরমেশ্বরীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ বিদ্যান্যাস করিবে ॥ ৬৭ ॥

হে প্রিয়ে! তিনটি বীজের [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] দ্বারা ক্রমে ক্রমে দেহ সন্নাহ [দেহকে বক্র করিয়া প্রণাম] করিবে। তারপর প্রথমে দুই হস্তে, মণিবন্ধে [কনুইতে], করতলে, নখে উক্ত বীজত্রয়ের বিন্যাস করিবে। দক্ষিণ, বাম হস্তের বাহুমূল, কনুই, করতল, নখে বিন্যাস করিয়া পরে উদর, পৃষ্ঠ, ও হস্তে বিন্যাস করিবে। পুনঃ দক্ষিণ ও বামপাদের পাদমূল, জানু, অঙ্গুলিমূল, অঙ্গুলিমধ্য ও অঙ্গুল্যগ্রে ন্যাস করিবে। হে দেবি, তারপর নাদান্তে অর্থাৎ ওঁ কারান্তে বীজ [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] যুক্ত করিয়া হৃদয় ও লিঙ্গে ন্যাস করিবে। হে দেবি! এই সকল অঙ্গে সংহার ক্রমে ন্যাস করিবে। হে পরমেশ্বরি!

নবযোন্যঙ্কিতন্যাসঃ

কর্ণয়োশ্চবুকে ভূয়ঃ শঙ্খয়োর্মুখমণ্ডলে।
নেত্রয়োর্নাসিকায়াং চ বাহুযুগ্মে হৃদি প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥
তথা কূর্পরয়োর্নাভৌ জান্বোরন্ধ্রুনি বিন্যসেৎ।
পাদয়োর্দেবি গুহ্যে চ পার্শ্বয়োর্হৃৎস্তনদ্বয়ে ॥ ৭৩ ॥
কণ্ঠে চ নবযোন্যাখ্যং ন্যসেদ্বীজত্রয়াত্মকম্।
ষড়ঙ্গমাচরেদ্দেবি দ্বিরাবৃত্ত্যা ক্রমেণ তু ॥ ৭৪ ॥
ত্রিদ্ব্যেকদশকত্রিদ্বিসংখ্যয়া শৈলসম্ভবে।
অঙ্গুলীনাং পুনর্দেবি বাণান্ কামাংশ্চ বিন্যসেৎ ॥ ৭৫ ॥

সৃষ্টিক্রমে বিদ্যা [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] ন্যাস জানিবে। হে মহাদেবি! তারপর নবযোন্যঙ্কিত নামক ন্যাস করিবে।

এখানে ন্যাসের ক্রম এইরূপ হইবে। আগে "ওঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ" ক্ষং নমঃ নাভ্যাদি মুখ পর্যন্ত স্থানে ন্যাস। ওঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ লং মুখাদি নাভি পর্যন্ত এইভাবে সংহারক্রমে ন্যাস করিয়া পরে ঐ বিদ্যা অর্থাৎ "ওঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ" বীজের দ্বারা ললাটাদিক্রমে নাভ্যাদি মুখ পর্যন্ত ন্যাস করিবে অর্থাৎ বাহ্যমাতৃকান্যাসের ক্রমে ন্যাস করিবে। মন্ত্র 'ওঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ' ইহাই গ্রহণীয় হইবে ॥ [নবযোন্যঙ্কিত ন্যাস পরেই বলিতেছেন] ॥ ৬৯—৭১ ॥

হে প্রিয়ে! কর্ণদ্বয়ে, অধর ওষ্ঠে, পুনঃ শ্রোত্রদ্বয়ে, মুখমণ্ডলে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকায়, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, কনুইদ্বয়ে, নাভিতে, জানুর বিপরীত পার্শ্বে, পাদদ্বয়ে. গুহ্যে, পার্শ্বদ্বয়ে, হৃদয়োপরি স্তনদ্বয়ে এবং কণ্ঠে বীজত্রয়াত্মক নবযোন্যাখ্য ন্যাস করিবে। 'ওঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ' এই বীজ মন্ত্রে কর্ণ প্রভৃতি ১৭ স্থানে ন্যাস করিবে, ইহাকেই নবযোনি ন্যাস বলে। হে দেবি! ইহার পর দুইবার আবৃত্তি করিয়া ক্রমে ক্রমে ষড়ঙ্গ আচরণ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। অর্থাৎ ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং কবচায় হুং। ওঁ ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সৌঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ষড়ঙ্গ ন্যাস, নবযোনিন্যাসের পরে করিবে। হে পর্বতনন্দিনি! নবযোন্যঙ্কিত ন্যাস তিন, দুই, এক, দশ, তিন, দুই সংখ্যায় অর্থাৎ ২১ সংখ্যায় হইবে। যদিও ২১টি স্থানে ন্যাসকে নবযোনি ন্যাস বলে, তাহা হইলেও এই ২১টির মধ্যে নয়টি যোনি হইতেছে—কর্ণদ্বয়,

ললাটগলহৃন্নাভিমূলাধারেষু যৈঃ ক্রমাৎ।
মূলেন ব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীমজ্ জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে বালান্যাসবিধির্নাম
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥২॥

চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, নাভি ও গুহ্য। এই নবযোনি অঙ্কিত অর্থাৎ যুক্ত বলিয়া ইহাকে নবযোন্যঙ্কিতন্যাস বলে। হে দেবি! পুনরায় অঙ্গুলীসমূহে পূর্ববৎ বাণন্যাস ও কামন্যাস (১৫ পৃঃ উক্ত) করিবে। তবে এখানে পঞ্চ কামন্যাস ললাট, গলদেশ, হৃদয়, নাভি ও মূলাধারে হইবে অর্থাৎ ললাটে—স্ত্রীঁ কামায় নমঃ। গলদেশে—ক্লীঁ মন্মথায় নমঃ। হৃদয়ে—ঐং কন্দর্পায় নমঃ। নাভিতে—ব্লূং মকরধ্বজায় নমঃ। মূলাধারে - স্ত্রীঁ মীনকেতবে নমঃ। এইরূপ হইবে। তারপর মূলমন্ত্রে (ঐং ক্লীঁ সৌঃ) ব্যাপক ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে॥ ৭২—৭৬ ॥

জ্ঞানার্ণবে দ্বিতীয় পটলানুবাদ সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

এবং বিন্যস্তদেহঃ[১] সন্ সমাহিতমনাস্ততঃ।
অন্তর্যাগবিধিং কুর্যাৎ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে ॥ ১ ॥
মূলাধারে মূলবিদ্যাং বিদ্যুৎকোটি-সমপ্রভাম্।
সূর্যকোটি-প্রতীকাশাং চন্দ্রকোটিদ্রবাং প্রিয়ে ॥ ২ ॥
বিসতন্তুস্বরূপাং তাং বিন্দুত্রিবলয়াং প্রিয়ে।
ঊর্ধ্বশক্তিনিপাতেন সহজেন বরাননে ॥ ৩ ॥
মূলশক্তিদৃঢ়ত্বেন মধ্যবীজপ্রবোধতঃ[২]।
পরমানন্দসন্দোহ-সানন্দং চিন্তয়েৎ পরাম্ ॥ ৪ ॥
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ।
তত্র প্রাঙ্মুখ আসীন-শ্চক্রোদ্ধারং সমাচরেৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন। হে প্রিয়ে! এইরূপে [পূর্বোক্তরূপে] দেহের ন্যাস করিয়া একাগ্রমনা হইয়া তারপর সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় [ব্রহ্মভাবনাযুক্ত] অন্তর্যাগবিধি করিবে ॥ ১ ॥

মূলাধারে—কোটি বিদ্যুতের প্রভাসদৃশ প্রভাযুক্ত, কোটিসূর্যের আলোক-সদৃশ আলোকযুক্ত, কোটিচন্দ্রের ন্যায় অমৃতধারাযুক্ত মূলবিদ্যা অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান। হে বরাননে! হে প্রিয়ে! তিনি [কুণ্ডলিনীশক্তি] মৃণাল-তন্তুসদৃশ অতি সূক্ষ্ম, তাঁহার তিন দিকে তিন বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণমণ্ডল। তাঁহাকে ঊর্ধ্বশক্তি নিপাত অর্থাৎ প্রবল চিন্তার দ্বারা [তিনি মূলাধার হইতে উত্থিত হইতেছেন—এইরূপ চিন্তা দ্বারা] সেই মূলশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে দৃঢ়ভাবে মধ্যবীজ অর্থাৎ 'হুঁ' এই বীজ উচ্চারণপূর্বক জাগরিত করিয়া পরম আনন্দ ধারায় আনন্দযুক্তরূপে সেই পরা শক্তিকে চিন্তা করিবে ॥ ২—৪ ॥

এইভাবে অন্তর্যাগ করিয়া বাহ্যপূজার আচরণ করিবে। সেই বাহ্যপূজায় পূর্বমুখে সমাসীন হইয়া চক্রের উদ্ধার করিবে ॥ ৫ ॥

১। সন্ন্যস্তদেহঃ। ২। মধ্যশক্তিপ্রবোধতঃ।

চক্রোদ্ধারঃ

সুস্থলে শ্রীভবে পট্টে লিখেদ্ যন্ত্রমনুত্তমম্।
ঈশানাদগ্নিপর্যন্তমৃজুরেখাং সমালিখেৎ ॥ ৬ ॥
ঈশাদগ্নেস্তদগ্রাভ্যাং রেখে আকৃষ্য দেশিকঃ।
একীকৃত্য চ বারুণ্যাং শক্তিরেখা পরা প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
ত্রিকোণাকাররূপেয়ং তস্যা[1] উপরি সংলিখেৎ।
ত্রিকোণাকাররূপাত্তু শক্তিদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ৮ ॥
পূর্বশক্ত্যগ্রভাগে তু মানযষ্টিবদালিখেৎ।
রেখাং তু পরমেশানি বায়ুরাক্ষসকোণগাম্ ॥ ৯ ॥
সন্ধিভেদক্রমেণৈব তয়োঃ শক্ত্যোস্ততঃ পরম্।
রেখে আকৃষ্য কোণাভ্যাং তদগ্রাৎ পূর্বগে কুরু ॥ ১০ ॥
বহ্নিমণ্ডলমেতত্তু পূর্বাগ্রং বীরবন্দিতে।
একেন বহ্নিনা শক্তিদ্বয়েনৈতদ্ ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১১ ॥
নবযোনিবিশোভাঢ্যং চক্ররাজমিদং প্রিয়ে।
সর্বসৌভাগ্যজনকং সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়কম্ ॥ ১২ ॥

উত্তম স্থানে সুন্দর পট্টবস্ত্রে অতি উত্তম যন্ত্র লিখিবে। প্রথমে ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত সরলরেখা অঙ্কিত করিবে ॥ ৬ ॥

হে প্রিয়ে! ঈশান ও অগ্নির অগ্রভাগ হইতে দুইটি রেখা আকর্ষণ [টানিয়া] করিয়া গুরু সেই রেখা দুইটিকে একীকৃত করিয়া পশ্চিমে সম্মিলিত করিবেন। ইহা শ্রেষ্ঠ শক্তিরেখা এবং ইহা ত্রিকোণাকাররূপা। তাহার [সেই ত্রিকোণাকার রেখার] উপরে ত্রিকোণাকার রূপ দুইটি শক্তি কথিত হইয়াছে ॥ ৭—৮ ॥

পূর্বশক্তির অগ্রভাগে প্রমাণদণ্ডের মত বায়ু ও নৈঋত কোণগামী রেখা লিখিবে। হে পরমেশানি! সন্ধিভেদক্রমে সেই দুইটি শক্তির পরে অগ্রভাগে দুইকোণ হইতে দুইটি রেখা টানিয়া পূর্বগামী কর ।৯—;০ ॥

হে বীরবন্দিতে! হে প্রিয়ে! এই পূর্বাগ্র ত্রিকোণ কিন্তু বহ্নিমণ্ডল নামে খ্যাত। এক বহ্নি দুই শক্তিরূপে এই মণ্ডল অর্থাৎ দুইটি পূর্বাগ্র ত্রিকোণ একই বহ্নিমণ্ডল ॥ ১১ ॥

১। তস্যোপরি চ সংলিখেৎ।

সর্বসিদ্ধিপ্রদং রোগহরণং ধনদায়কম্।
এতদ্বাহ্যে তু সংলেখ্যং বৃত্তং পূর্ণেন্দুসন্নিভম্ ॥ ১৩ ॥
তল্লগ্নমষ্টপত্রং চ গ্রন্থিভিশ্চাষ্টভির্যুতম্।
গ্রন্থয়ঃ প্রণবাভ্যাং চ সংপুটত্বেন কারয়েৎ ॥ ১৪ ॥
গ্রন্থয়ঃ কুলিশা জ্ঞেয়াঃ প্রণবৈরেব সুব্রতে।
ত্রিশূলাষ্টকমালিখ্য চতুরস্রং লিখেৎ প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥
চতুর্দ্বারবিশোভাঢ্যং সর্বানন্দকরং তথা।
হসৌকারং ত্রিকোণান্তঃ সংলিখ্য বরবর্ণিনি ॥ ১৬ ॥
কামবীজং মধ্যমং যদষ্টকোণেষু সংলিখেৎ।
স্বরান্ ষোড়শ দেবেশি যুগ্মযুগ্মমভেদতঃ ॥ ১৭ ॥
দলাষ্টকেষু সংলিখ্য পশ্চিমাদিপ্রদক্ষিণম্।
গ্রন্থিস্থানেষু[1] বর্গাণাং কাদীনাং[2] পরমেশ্বরি ॥ ১৮ ॥

হে প্রিয়ে! নবযোনি দ্বারা বিশোভিত এই চক্ররাজ [শ্রেষ্ঠ চক্র] সমস্ত সৌভাগ্যের জনক, সমস্ত ঐশ্বর্যপ্রদায়ক, সর্বসিদ্ধিপ্রদ, রোগনাশক, এবং ধনদায়ক। এই বহ্নিমণ্ডলের বাহিরে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বৃত্ত [গোলাকাররেখা] লিখিবে ॥ ১২—১৩ ॥

সেই বৃত্তের সহিত সংলগ্ন করিয়া আটটি পত্র [পদ্মের পত্রের মত পত্র] আটটি গ্রন্থির দ্বারা যুক্ত করিয়া অঙ্কিত করিবে। গ্রন্থিগুলিকে দুই দুইটি ওঁকারের দ্বারা সংপুটিত করিবে ॥ ১৪ ॥

হে সুব্রতে! হে প্রিয়ে! ওঁকারের দ্বারা পুটিত গ্রন্থিগুলিকে বজ্র বলিয়া জানিবে, এইভাবে আটটি ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া চতুরস্র [চতুষ্কোণ] লিখিবে ॥ ১৫ ॥

হে বরবর্ণিনি [সুন্দরি]! চতুর্দ্বারের দ্বারা শোভিত করিয়া সকলের আনন্দদায়ক যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ত্রিকোণের মধ্যে 'হসৌঃ' কার লিখিয়া মধ্যম যে কামবীজ [ক্লীঁ] তাহা আটকোণে লিখিবে। হে দেবেশি! ষোলটি স্বর [বর্ণ] দুইটি দুইটি অভিন্ন করিয়া [একত্রিত করিয়া] পশ্চিম দিক হইতে আটটি দলে [পদ্ম পত্রে] লিখিবে। হে পরমেশ্বরি! আটটি

১। গ্রন্থিং স্থানেষু। ২। কাদীনাং স্থানে ঈশ্বরি ইতি পাঠান্তর।

বিলিখেৎ সপ্তসংখ্যানামাদ্যার্ণং ক্রমতঃ প্রিয়ে।
ক্ষকারমষ্টমে যোজ্যং শেষান্ বর্ণান্ ক্রমেণ তু ॥ ১৯ ॥
ত্রিশূলাগ্রেষু সংলিখ্য পশ্চিমাদিক্রমেণ তু।
তদ্বাহ্যে মাতৃকাবৃত্তং বিলিখ্য পরমেশ্বরি ॥ ২০ ॥
চতুরস্রে মহেশানি মাতৃকাং কামগর্ভিতাম্ ॥
বিলিখ্য পূজয়েদ্ যন্ত্রং হেমরৌপ্যাদি-পট্টকে ॥ ২১ ॥
তাম্রে বা দর্পণে তালে[১] কাশ্মীর-প্রভবেঽপি বা[২]।
চন্দনাদ্যন্বিতে ভূমৌ কুঙ্কুমেনাথ[৩] বা পুনঃ ॥ ২২ ॥
সিন্দূররজসা বাপি কস্তুরীঘুসৃণেন্দুভিঃ।
ভূর্জে গোরচনাদ্রব্যৈঃ কল্পিতং মানসেঽথবা ॥ ২৩ ॥
সুবর্ণ-রত্নলেখিন্যা সর্বকার্যার্থসাধকঃ[৪]।
বিলিখ্য যন্ত্রং দেবেশি পূজাদ্রব্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

গ্রন্থিস্থানে কাদি বর্গের সপ্তসংখ্যক বর্ণের প্রথম বর্ণ ক্রমে ক্রমে লিখিবে। [ক, চ, ধ, ত, প, য, শ—এই সাতবর্গ]। অষ্টম দলে ক্ষ'কার রূপ বর্ণ এবং ক্রমে অবশিষ্ট বর্ণ যোজনা করিবে ॥ ১৬ – ১৯ ॥

হে পরমেশ্বরি। ত্রিশূলাগ্রসমূহে পশ্চিমাদিক্রমে অবশিষ্ট খকারাদি বর্ণ লিখিয়া তাহার বাহিরে [পদ্মের বাহিরে] মাতৃকাবৃত্ত লিখিবে ॥ ২০ ॥

হে মহেশানি ! চতুরস্রে [চতুষ্কোণের মধ্যে] ক্লীঁ গর্ভিত মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া সুবর্ণ বা রৌপ্যাদি নির্মিত পট্টে [সুবর্ণাদি পাত্র স্থিতে] যন্ত্রের পূজা করিবে ॥ ২১ ॥

হে দেবেশি ! সকল কার্যের [সর্বসিদ্ধির] সাধক ; তাম্র পাত্রে, অথবা দর্পণে, হরিতালে, কাশ্মীরদেশজাত ধাতুতে, অথবা চন্দনাদির দ্বারা যুক্ত ভূমিতে কুঙ্কুমের দ্বারা, বা সিন্দূরগুঁড়ার দ্বারা, বা কস্তুরীচূর্ণ দ্বারা বা কর্পূরের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে। অথবা ভূর্জপত্রে গোরচনাদ্রব্যের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে কিংবা মনে মনে যন্ত্রের কল্পনা করিবে। সমস্ত কার্যের সাধক সুবর্ণ বা রত্নের লেখনী দ্বারা যন্ত্র লিখিয়া পূজাদ্রব্যের যন্ত্র লিখিয়া পূজাদ্রব্যের দ্বারা পূজা করিবে ॥ ২২—২৪ ॥

১। স্থানে। ২। বা এই পাঠ অন্যত্রও আছে। ৩। কুঙ্কুমাগরুচন্দনৈঃ।
৪। সর্বকার্যার্থকসঃ।

কুলাগমক্রমেণৈব ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিকাশিনীম্ ।
মূলাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিসতন্তুতনীয়সীম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাদেবীধ্যানম্

উদ্যদাদিত্যরুচিরাং স্মরেদশুভশান্তয়ে ;
ভ্রমদ্ভ্রমরনীলাভধম্মিল্লামলপুষ্পিণীম্ ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রস্ফুরদ্ভৃঙ্গমুক্তারেখাবিরাজিতাম্ ।
মুক্তারেখালসদ্রত্নতিলকাং মুকুটোজ্জ্বলাম্ ॥ ২৭ ॥
বিশুদ্ধমুক্তারত্নাঢ্যাং চন্দ্ররেখাকিরীটিনীম্ ।
ভ্রমদ্ভ্রমরনীলাভ-নয়নত্রয়রাজিনীম্ ॥ ২৮ ॥
সূর্যভাস্বন্মহারত্ন-কুণ্ডলালঙ্কৃতাং পরাম্ ।
শুক্রাকারস্ফুরন্মুক্তা-হারভূষণভূষিতাম্ ॥ ২৯ ॥
গ্রৈবেয়াঙ্গদ[১]মুক্তাভিঃ স্ফুরৎকান্তি-[২] বিরাজিতাম্ ।
গঙ্গাতরঙ্গকর্পূর-শুভ্রাম্বরবিরাজিতাম্ ॥ ৩০ ॥
শ্রীখণ্ডবল্লীসদৃশ-বাহুবল্লী বিরাজিতাম্
কঙ্কণাদিলসদ্ভূষাং মণিবন্ধ[৩]লসৎপ্রভাম্ ॥ ৩১ ॥

কুলাগম অর্থাৎ তন্ত্রের রহস্য বিধি অনুসারে মৃণাল তন্তুর মত সূক্ষ্মতরা ব্রহ্মভাববিকাশকারিণী ত্রিপুরা দেবী মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ব্যাপিনী শক্তিকে ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

ভ্রমরের ন্যায় নীল চঞ্চল কেশপাশে নির্মল পুষ্পে শোভিতা, উদীয়মান আদিত্যের মত কান্তিযুক্তা দেবীকে [ত্রিপুরাদেবীকে] অশুভ শান্তির নিমিত্ত স্মরণ করিবে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রকাশমান ভ্রমরতুল্য মুক্তারেখারূপে বিরাজিতা, মুক্তারেখায় শোভমান রত্নরূপ তিলকযুক্তা, মুকুটের দ্বারা উজ্জ্বলা, বিশুদ্ধ মুক্তা ও রত্ন-শোভিতা, চন্দ্ররেখারূপ মুকুটমালিনী, ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণনয়নত্রয়যুক্তা, সূর্যতুল্য উজ্জ্বল মহারত্নের কুণ্ডলের দ্বারা অলঙ্কৃতা, পরাদেবী, শুকতারার মত প্রকাশমান মুক্তার হাররূপ ভূষণে ভূষিতা, কণ্ঠহার কেয়ূর ও মুক্তা দ্বারা দীপ্যমান কান্তিযুক্তা, গঙ্গাতরঙ্গ ও কর্পূরতুল্য শুভ বস্ত্র দ্বারা সুশোভিতা, চন্দনসদৃশ

১। গ্রৈবেয়াঙ্গদপত্রালিস্ফুরৎকান্তিবিরাজিতাম্ । ২। স্ফুরৎকান্তিজিতামৃতা ।
৩। মণিবন্ধমণিপ্রভাম্ ।

প্রবালপল্লবাকার-পাণিপল্লবরাজিতাম্।
বজ্রবৈদূর্যমুক্তালি-মেখলাং বিমলপ্রভাম্॥ ৩২॥
রক্তোৎপলদলাকার-পাদপল্লবভূষিতাম্।
নক্ষত্রমালাসংকাশ-মুক্তামঞ্জীরমণ্ডিতাম্॥ ৩৩॥
বামেন পাণিনৈকেন পুস্তকং চাপরেণ তু।
অভয়ং চ প্রযচ্ছন্তীং সাধকায় বরাননে॥ ৩৪॥
অক্ষমালাং চ বরদং দক্ষপাণিদ্বয়েন হি।
দধতীং চিন্তয়েদ্দেবীং বশ্যসৌভাগ্য-বাক্প্রদাম্॥ ৩৫॥
ক্ষীরকুন্দেন্দুধবলাং প্রসন্নাং সংস্মরেৎ প্রিয়ে॥ ৩৬॥
ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরেশ্বরীধ্যানং
নাম তৃতীয়ঃ পটলঃ॥৩॥

বাহুলতা দ্বারা বিরাজিতা, কঙ্কণ প্রভৃতি দীপ্যমান অলঙ্কারযুক্তা, মণিবন্ধের [কনুইর] শোভমান প্রভাযুক্তা, প্রবাল ও নূতন পল্লবতুল্য পাণিপল্লবে দীপ্তা, হীরক বৈদূর্য ও মুক্তা সমূহ দ্বারা নির্মিত মেখলা [চন্দ্রহার] যুক্তা, বিমল দীপ্তিমতী, রক্তপদ্মের পত্রসদৃশ রক্ত পাদপল্লবশোভিতা, নক্ষত্রসমূহ সদৃশ মুক্তার নূপুরভূষিতা, বামদিকের একহস্তে পুস্তকধারিণী এবং অপর হস্তে সাধককে অভয় প্রদায়িনী দক্ষিণ দিকের এক হস্তে অক্ষমালাধারিণী অপরহস্তে বরদান-কারিণী, বশ্য ও সৌভাগ্যপ্রদায়ক বাক্যপ্রদানকারিণী দেবীকে, হে বরাননে! চিন্তা করিবে। হে প্রিয়ে! দুগ্ধ, কুন্দ, ও চন্দ্রের মত শুভ্রা, প্রসন্না দেবীকে সম্যক্ স্মরণ করিবে॥ ২৭—৩৬॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে তৃতীয় পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥৩॥

চতুর্থঃ পটলঃ

[পীঠদেবতা]

শ্রীদেব্যুবাচ।

চক্রমণ্ডলমাখ্যাতং ন পূজা তত্র মণ্ডলে।
কথিতা পরমেশান শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পূজামণ্ডলমুত্তমম্।
পীঠপূজাং বিধায়াদৌ রবিদেববিরাজিতাম্[১] ॥ ২ ॥
বামা জ্যেষ্ঠা চ রৌদ্রী চ অম্বিকেচ্ছা ততঃ পরম্।
জ্ঞানা ক্রিয়া কুব্জিকা চ ঋদ্ধিশ্চৈব বিষঘ্নিকা ॥ ৩ ॥
দূতরী চৈব আনন্দা দেবি দ্বাদশ শক্তয়ঃ।
মুক্তাফলামলমণি-স্ফুরচ্ছত্রং শশিপ্রভম্ ॥ ৪ ।
গঙ্গাতরঙ্গধবলং চামরদ্বয়মদ্রিজে।
নবরত্নস্ফুরদ্দীপ্তি-তাম্বূলস্য করণ্ডকম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতীদেবী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন]। হে পরমেশ! আপনি চক্রমণ্ডলের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই চক্রমণ্ডলে পূজার কথা বলেন নাই। যথার্থভাবে সেই চক্রমণ্ডলে পূজা শুনিতে চাই ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে দেবি! পূজামণ্ডল [মণ্ডলে পূজা] বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে দ্বাদশসংখ্যক দেবতা শোভিত পীঠের পূজার বিধান করিবে ॥ ২ ॥

বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, অম্বিকা, ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া, কুব্জিকা, ঋদ্ধি, বিষঘ্নিকা, দূতরী এবং আনন্দা; হে দেবি! এই বারজন শক্তি [পীঠশক্তি]। হে পর্বতনন্দিনি! ইঁহারা মুক্তাফল ও নির্মলমণিস্ফুরিত চন্দ্রপ্রভাতুল্য ছত্র, গঙ্গাতরঙ্গের ন্যায় শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, নবরত্নের দীপ্তিমণ্ডিত তাম্বূলের করণ্ড [সাজি বা ঝাঁপি], মল্লিকা, মালতী, যূঁই ও পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পের মাল্যদ্বারা

১। রবিদেবিরাজিতাম্।

মল্লিকামালতীজাতি-শতপত্রাদিদামভিঃ।
পূর্ণং রত্নময়ং ভাণ্ডং তথাঽলঙ্কার-পূরিতাম্।
পেটিকাং ব্যজনদ্বন্দ্বং নবরত্নাভি-ভূষিতম্।
নীলকণ্ঠস্য পিচ্ছৈস্তু তথোশীর-বিরাজিতম্ ॥ ৭ ॥
কর্পূরমৃগনাভ্যাঢ্যং কুঙ্কুমক্ষোদ-মণ্ডিতম্।
চষকং স্বর্ণরচিতং কঙ্কতীং হরিরাজিতাম্ ॥ ৮ ॥
কজ্জলস্য শলাকাং চ করণ্ডং চন্দ্রপূরিতম্।
দধানাঃ পরমেশানি শক্তয়ঃ পীঠসংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥
পূর্বাদিপরিতঃ পূজ্যা রবিসংখ্যা বরাননে।
সংপূজ্য মধ্যে দেবেশি প্রেতসিংহাসনং যজেৎ ॥ ১০ ॥

প্রেতাসনবর্ণনা

রত্নস্বর্ণাকৃতিস্ফারং[১] দীপ্তিমচ্ছুদ্ধমব্যয়ম্।
পঞ্চপ্রেতাসনং সাক্ষান্মোক্ষদায়ি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ

পঞ্চ প্রেতান্ মহেশান ব্রূহি তেষাং তু কারণম্।
নির্জীবা অবিনাশাস্তে নিত্যরূপাঃ কথং বিভো।
নির্জীবে নাশ এবাস্তি তে কথং নিত্যতাং গতাঃ ॥ ১২ ॥

পরিপূর্ণ রত্নময় ভাণ্ড; অলঙ্কারপরিপূর্ণ পেটিকা [ট্রাঙ্ক]; নবরত্ন ভূষিত, ময়ূরপুচ্ছ সমন্বিত, বেনারমূলশোভিত, কর্পূর ও মৃগনাভিকস্তুরী সংযুক্ত, কুঙ্কুমচূর্ণ ভূষিত দুইটি ব্যজন [পাখা], স্বর্ণরচিত চষক [পানপাত্র-বিশেষ], সিংহাঙ্কিত চিরুণী, কজ্জল শলাকা [কাজলপাতি], কর্পূরপূরিত ঝাঁপি [সাজি] ; হে পরমেশানি! হে বরাননে! পীঠস্থিত শক্তিগণ এই সমস্ত ভূষণাদি ধারণ করিয়া আছেন। পূর্বদিক হইতে সেই পীঠশক্তি দেবতাগণের বার জনকে পূজা করিবে। হে দেবেশি! ইঁহাদের পূজা করিয়া মধ্যস্থলে প্রেতসিংহাসনের পূজা করিবে ॥ ২—১০ ॥

রত্ন ও স্বর্ণের আকার সদৃশ, দীপ্তিমান, শুদ্ধ, অব্যয়, বিপুল পঞ্চপ্রেতাসন মোক্ষদায়ক, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহেশ! পঞ্চপ্রেত এবং

১। রত্নস্বর্ণাদিভিঃ স্ফারঃ।

ঈশ্বর উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে পঞ্চপ্রেতময়ং কথম্ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
পঞ্চ প্রেতা বরারোহে নিশ্চলা এব সর্বদা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণঃ পরমেশানি[১] মাতৃত্বং স্থষ্টিরূপকম্।
বামাশক্তেস্তু বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
শিবস্য করণং নাস্তি শক্তেস্তু করণং সদা।
ব্রহ্মাণ্ডলক্ষনির্মাণং জায়তে শক্তিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ।
বিষ্ণৌ চ পালনং নাস্তি পালয়ন্তী পরা শিবা ॥ ১৭ ॥
জ্যেষ্ঠাভিধা মহেশানি সৈব বিষ্ণুরিতীরিতা।
বিষ্ণুস্তু নিশ্চলো দেবি বৈষ্ণবী ব্যাপ্তিকারিণী।
পালয়ন্তী জগৎ সর্বং বিশ্বনাটককারিণী ॥ ১৮ ॥

তাহাদের কারণ বলুন। হে বিভো! সেই প্রেত নির্জীব হইয়া কিরূপে অবিনাশী নিত্যস্বরূপ হইল? জীবরহিত পদার্থের নাশই আছে। অথচ সেই প্রেতসকল কিরূপে নিত্যতা প্রাপ্ত হইল॥ ১২ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে ভদ্রে! পঞ্চপ্রেতময় [সিংহাসন] কিরূপ ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ ॥ ১৩ ॥

হে বরারোহে [উৎকৃষ্ট শরীরবিশিষ্ট]! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব এই পাঁচ জন প্রেত, ইঁহারা সর্বদা নিশ্চল ॥ ১৪ ॥

হে পরমেশ্বরি! ব্রহ্মার বামাশক্তিরই স্থষ্টিরূপ নির্মাণকারিত্ব জানিবে, স্বরূপত ব্রহ্মা স্থষ্ট্যসমর্থ, অতএব ব্রহ্মা প্রেত—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

হে প্রিয়ে! শিবের ক্রিয়াকারিত্ব নাই, শক্তিরই ক্রিয়াকারিত্ব সর্বদা আছে। শক্তি হইতেই লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

হে মহেশ্বরি! যেহেতু শিবাত্মক ব্রহ্মার ক্রিয়াকারিত্ব নাই, সেইহেতু ব্রহ্মা প্রেত [স্বরূপ], ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বিষ্ণুতে জগৎপালন কার্য নাই, পরা শিবা অর্থাৎ শক্তিই পালন করেন ॥ ১৭ ॥

হে মহেশানি! সেই পরা শিবাই জ্যেষ্ঠা নামে অভিহিত হন, তিনিই

১। ব্রহ্মণঃ পরমেশানি কর্তৃত্বং।

অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ।
রুদ্রস্তু পরমং তত্ত্বং শিবো[1] নিশ্চল এব হি ॥ ১৯ ॥
গ্রসন্তী রুদ্রশক্তিস্তু তমোরূপা বরাননে।
গুণত্রয়ং শিবে নাস্তি গুণাতীতঃ পরেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
নির্গুণস্য কথং গ্রাসো নিশ্চলস্য বরাননে।
গ্রসন্তী রুদ্রশক্তিস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥

সৃষ্ট্যাদিকং সগুণস্যৈব

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ গুণাতীতাঃ সদা প্রিয়ে।
সগুণাঃ পরমেশানি সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকাঃ ॥ ২২ ॥
ঈশ্বরোঽপি বরারোহে মহাপ্রেতঃ সদানঘে।
শিবে নিশ্চলতা কস্মাদীশ্বরত্বং ভবেৎ প্রিয়ে[2] ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণু বলিয়া কথিত। হে দেবি! বিষ্ণু [পুরুষ] নিশ্চল, বৈষ্ণবী [শক্তিই] ব্যাপ্তিকারিণী, তিনিই সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং তিনিই এই বিশ্বরূপ নাটককারিণী [জগৎপ্রপঞ্চ বৈষ্ণবী শক্তির নাট্য-স্বরূপ] ॥ ১৮ ॥

হে মহেশানি! যেহেতু শিব বা পুরুষাত্মক বিষ্ণু পালন করিতে অসমর্থ সেইহেতু তিনি প্রেত; এই বিষয়ে সংশয় নাই। এইভাবে পরমতত্ত্ব রুদ্র অর্থাৎ শিব নিশ্চলই; হে বরাননে! তমোরূপা রুদ্রশক্তিই জগৎগ্রাস অর্থাৎ সংহার করেন। শিবে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ নাই, তিনি গুণাতীত পরম ঈশ্বর। হে বরাননে! নির্গুণ কর্তৃক কিরূপে গ্রাস বা সংহার হইবে, যিনি নির্গুণ তিনি নিশ্চল, তাঁহার দ্বারা গ্রাস সম্ভব নয়। অতএব রুদ্রশক্তিই চরাচরের সহিত ত্রৈলোক্য গ্রাস করেন ॥ ১৯—২১ ॥

হে প্রিয়ে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র সর্বদা গুণাতীত। কিন্তু হে পরমেশানি! সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সগুণ ॥ ২২ ॥

হে শিবে! হে বরদেহে! নিষ্পাপে! প্রিয়ে! ঈশ্বরও [ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র হইতে ভিন্ন জগৎকর্তা ঈশ্বর] সর্বদা মহাপ্রেত। ঈশ্বরত্ব কিরূপে নিশ্চলতা-বিশিষ্টে সম্ভব হইবে ॥ ২৩ ॥

১। শিবে। ২। ঈশ্বরত্বং প্রপেদিরে।

যঃ কর্তা চ স্বয়ং হর্তা স ঈশো নান্যথা ভবেৎ।
কর্তৃহর্তৃত্বযুগলং নিশ্চলে ন হি সুন্দরি ॥ ২৪ ॥
ঈশ্বরত্বং শিবায়াং তু ন শিবে পরমেশ্বরি।
অতএব মহাপ্রেত ঈশ্বরো নান্যথা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
সদাশিবো মহাপ্রেতঃ কেবলং নিশ্চলঃ[১] প্রিয়ে।
অব্যক্তঃ পরমানন্দো ব্রহ্মানন্দময়ী[২] শিবা ॥ ২৬ ॥
শক্ত্যা বিনা শিবে[৩] দেবি[৪] বাসনা ন প্রবর্ততে।
অতএব মহেশানি মহাপ্রেতাসনং যজেৎ[৫] ॥ ২৭ ॥
চক্রমধ্যে স্থিতং বীজং সদাশিব-মহাপদম্।
প্রেতপদ্মাসনং ঙেন্তং হৃন্মনুর্মনুরীরিতঃ ॥ ২৮ ॥
মহাসনস্য মন্ত্রোঽয়ং কলার্ণঃ পরমেশ্বরি।
সিংহাসনং সমভ্যর্চ্য ততশ্চাবাহনং কুরু ॥ ২৯ ॥

হে সুন্দরি! যিনি স্বয়ং কর্তা এবং স্বয়ং সংহর্তা তিনি ঈশ্বর, এই বিষয়ে অন্যথা নাই। কিন্তু নিশ্চলে কর্তৃত্ব ও হর্তৃত্ব এই উভয় নাই ॥ ২৪ ॥

হে পরমেশ্বরি! শিবাতেই [শক্তিতেই] ঈশ্বরত্ব [জগৎ কর্তৃত্বাদি], শিবে ঈশ্বরত্ব নাই। অতএব ঈশ্বর মহাপ্রেত—ইহার অন্যথা হয় না ॥ ২৫ ॥

হে প্রিয়ে! কেবল নিশ্চল সদাশিব মহাপ্রেত এবং তিনি অব্যক্ত পরমানন্দ স্বরূপ। আর শিবা [শক্তি] ব্রহ্মানন্দময়ী ॥ ২৬ ॥

হে দেবি! শক্তি ব্যতীত শিবে বাসনা [সৃষ্ট্যাদির বাসনা] প্রবৃত্ত হয় না। হে মহেশানি! অতএব মহাপ্রেতাসন পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

চক্রমধ্যে বীজ অবস্থিত আছে, তাহা হইতেছে সদাশিব মহাপদ অর্থাৎ হৌঁ, আর ঙেন্ত, চতুর্থ্যন্ত প্রেতপদ্মাসন, হৃৎমন্ত্র—হূঁ—ইহাই মন্ত্র বলিয়া কথিত—অর্থাৎ "হৌঁ মহাপ্রেতপদ্মাসনায় হূঁ"—এইরূপ বীজ মন্ত্র, চক্রমধ্যে-স্থিত বলিয়া জানিবে। ইহা মহাসনের [মহাপ্রেতপদ্মাসনের] মন্ত্র। হে পরমেশ্বরি—এই মন্ত্র কলা বা কলাদেবীর মন্ত্র। প্রথমে সিংহাসনের [মহাপ্রেত পদ্মাসনের] অর্চনা করিয়া তারপর আবাহন করিবে ॥ ২৮-২৯ ॥

১। কেবলং নির্মলং ভবেৎ। ২। ব্রহ্মানন্দময়ঃ শিবে। ৩। শিবা। ৪। কিঞ্চিদপি। ৫। ভবেৎ।

বহন্নাড়ীক্রমেণৈব মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রগাম্।
সংবিৎকলাং পরেশানি সর্বজ্ঞাং কুলসুন্দরীম্ ॥ ৩০ ॥
আবাহ্য চক্রমধ্যে তু তর্পয়েৎ কুলসুন্দরীম্।
আবাহনাদিমুদ্রাস্তু কথয়ামি তবানঘে ॥ ৩১ ॥
ঊর্ধ্বাঞ্জলিমধঃ[১] কুর্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ।
ইয়ং তু বিপরীতা স্যাত্তদা বৈ স্থাপনী মতা ॥ ৩২ ॥

আবাহনাদিমুদ্রাঃ

মিলিতং মুষ্টিযুগলং সন্নিধায়নরূপিণী।
অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং[১] সংনিরোধনরূপিণী ॥ ৩৩ ॥
এতস্যা এব মুদ্রায়াস্তর্জন্যৌ সরলে যদা[২]।
সব্যাপসব্যভ্রমণান্মুদ্রেয়মবগুণ্ঠনী ॥ ৩৪ ॥

হে পরমেশানি! মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত সুষুম্নানাড়ী মধ্যে ব্যাপ্ত জ্ঞানকলা সর্বজ্ঞা কুলসুন্দরী কালীকুলাদির মধ্যে সুন্দরী ত্রিপুরাদেবীকে বহন্নাড়ী-ক্রমে অর্থাৎ অন্তঃস্থিত বায়ুকে পূরণ করিয়া বা পূরণকালে সেই বায়ুর সহিত দেবী আসিতেছেন এইরূপ চিন্তা পূর্বক আবাহন করিয়া সেই কুলসুন্দরীকে [ত্রিপুরাদেবীকে] তর্পণ করিবে। হে অনঘে! তোমাকে আবাহনাদি মুদ্রা বলিতেছি ॥ ৩০—৩১ ॥

ঊর্ধ্বাঞ্জলিকে অধোদিকে নামাইবে—ইহা দ্বারা [এইরূপ করিলে] আবাহনী মুদ্রা হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ উবুড় করা অঞ্জলিকে উপরে নীচে সঞ্চালন করাইলে স্থাপনী মুদ্রা হইয়া থাকে। (অন্যত্র এই মুদ্রার নাম সংস্থাপনী) ॥ ৩২ ॥

হস্তের মুষ্টিযুগল মিলিত করিলে সন্নিধায়নরূপ মুদ্রা হয়। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া দুই হস্তে মুষ্টিযুগল করিলে সেই মুদ্রার নাম হয় সংনিরোধনী ॥ ৩৩ ॥

এই সংনিরোধনী মুদ্রায় যখন তর্জ্জনীদ্বয় সরল আকার করাইয়া মুষ্টিদ্বয় দক্ষিণে ও বামে ভ্রামিত করা হয় তখন এই মুদ্রার নাম হয় অবগুণ্ঠনী॥ [অন্যান্য তন্ত্রে-এই পঞ্চমুদ্রার নাম যথাক্রমে—আবাহনী, সংস্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী ও সম্মুখীকরণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহার সন্নিবেশও এই জ্ঞানার্ণবতন্ত্র হইতে কিছু ভিন্ন। বিস্তার ভয়ে এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না। পাঠক বা সাধক অন্য তন্ত্র অন্বেষণ করিবেন] ॥৩৪॥

১। ঊর্ধ্বাঙ্গুলমধঃ কুর্যাৎ ২। যদি।

অঙ্গমন্ত্রৈর্ন্যসেদ্দেবি দেব্যঙ্গে সাধকোত্তমঃ।
সকলীকরণং নাম মুদ্রেয়ং ব্যাপ্তিকারিণী ॥ ৩৫ ॥
করাবেকত্র সংযোজ্যাবঙ্গুষ্ঠৌ১ বন্ধয়েৎ প্রিয়ে।
পরমীকরণং নাম মুদ্রেয়ং তু ততঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥
পরিবর্ত্য করৌ পশ্চাত্তর্জনীমধ্যমাযুগম্।
কনিষ্ঠানামিকাযুগ্মং পরস্পরযুতং কুরু ॥ ৩৭ ॥
ধেনুমুদ্রেয়মাখ্যাতা অমৃতীকরণং২ ভবেৎ।
এতাঃ সাধারণা মুদ্রা দর্শয়িত্বা ততঃ পরম্ ॥ ৩৮ ॥
বরদাভয়মুদ্রে চ বরদাভয়বৎ প্রিয়ে।
পুস্তকবদ্বামকরং কুর্যাৎ সমতলং প্রিয়ে ॥ ৩৯ ॥
পুস্তকং নাম মুদ্রেয়ং বাগ্বিলাসং প্রযচ্ছতি।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগে তু দক্ষহস্তে তু পার্বতি ॥ ৪০ ॥

হে দেবি! সাধকোত্তম অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা দেবীর অঙ্গে ন্যাস করিবেন। এই মুদ্রার নাম সকলীকরণ, ইহা ব্যাপ্তকারিণী। অর্থাৎ—'ঐং হৃদয়ায় নমঃ', 'ক্লীঁ শিরসে স্বাহা', 'সৌঃ শিখায়ৈ বষট্', 'ঐঃ কবচায় হুঁ', 'ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্','সৌঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্' এইরূপ ছয় মন্ত্রে দেবীর ছয় অঙ্গে ন্যাস করাকে সকলীকরণ মুদ্রা বলে ॥ ৩৫ ॥

হে প্রিয়ে! দুই হস্ত একত্র সংযুক্ত করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠকে বদ্ধ করিবে। ইহার নাম পরমীকরণ মুদ্রা। এই মুদ্রা করিয়া তারপর—দুই হস্ত পরিবর্তন অর্থাৎ পরস্পরের অঙ্গুলিগুলিকে অপর হস্তের অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বিপরীত দিকে করিয়া তর্জনীদ্বয় ও মধ্যমাদ্বয় এবং কনিষ্ঠাদ্বয় ও অনামিকাদ্বয় পরস্পর যুক্ত করিবে। এইরূপে ধেনুমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা ধেনুমুদ্রা নামে আখ্যাত হয়। ইহার দ্বারা অমৃতীকরণ হয়। এই সকল সাধারণ মুদ্রা দেখাইয়া বরদান ও অভয় প্রদর্শনের মত বরদ ও অভয় মুদ্রা দেখাইবে। [দক্ষিণ হস্ত প্রসৃত করিয়া অধোভাগে স্থাপন করিলে বর বা বরদ মুদ্রা হয়। বামহস্তের অঙ্গুলিসকল প্রসৃত করিয়া ঊর্ধ্বীকৃত করিলে অভয় মুদ্রা হয়।] হে প্রিয়ে! পুস্তকের মত বামহস্ত সমতল করিবে। ইহার নাম পুস্তক মুদ্রা, ইহা বাগ্‌বিলাস (বাক্যের সাবলীলতা) প্রদান করে। হে পার্বতি! দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের

১। সংযুজ্য। ২। অমৃতীকরণে।

অক্ষমালেতি মুদ্রেয়ং জ্ঞানমুদ্রা চ বৈ ভবেৎ।
মুষ্টিং বদ্ধা দক্ষকরে তর্জন্যঙ্কুশরূপিণী ॥ ৪১ ॥
অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী ভবেৎ।
তর্জনীযুগলং দেবি বামাংশে[১] শৃঙ্খলাকৃতি ॥ ৪২ ॥
পাশমুদ্রা সমাখ্যাতা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা।
যথাহস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে।
চাপমুদ্রেয়মাখ্যাতা বামহস্তে ব্যবস্থিতা ॥ ৪৩ ॥
যথাহস্তগতো বাণস্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে।
বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী ॥ ৪৪ ॥
বামহস্ততলং দেবি কপালাকৃতি কারয়েৎ।
কপালমুদ্রা দেবেশি দেব্যানন্দকরী সদা ॥ ৪৫ ॥
হস্তাভ্যাং কমলাকারো যদা তৎ কমলং ভবেৎ।
এষা কমলমুদ্রা চ লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরী মতা ॥ ৪৬ ॥

যোগ করিলে অক্ষমালা মুদ্রা হয়, ইহাকে জ্ঞানমুদ্রাও বলে। দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জনীকে অঙ্কুশের মত করিলে অঙ্কুশ নামক মহামুদ্রা হয়, ইহা ত্রৈলোক্য আকর্ষণকারী হয়। হে দেবি! তর্জনীদ্বয় শৃঙ্খলাকার করিয়া বামস্কন্ধে স্থাপন করিলে পাশ মুদ্রা হয়। ইহাও ত্রৈলোক্যাকর্ষণে সমর্থ। হে প্রিয়ে! হস্তস্থিত চাপ [ধনুঃ] যেমন করা হয়, হস্তকে সেইরূপ কর, এইরূপ বামহস্তের সন্নিবেশ করিলে তাহা চাপমুদ্রা নামে কথিত হয় ॥ ৩৬ – ৪৩ ॥

হে প্রিয়ে! হাতে ধনুর্বাণ থাকিলে যেরূপ হাতের সন্নিবেশ হয়, হাতকে সেইরূপ কর। ইহা বাণমুদ্রা নামে খ্যাত; ইহা রিপুসমূহের ছেদনকারিণী ॥ ৪৪ ॥

হে দেবি! হে দেবেশি! বামহস্তের তলকে কপালের [মাটির থালার মত পাত্র] আকারের মত কর। ইহা কপালমুদ্রা, সর্বদা দেবীর [ত্রিপুরাবালার] আনন্দকারিণী ॥ ৪৫ ॥

দুই হস্তদ্বারা পদ্মের আকার করিলে উহা কমলমুদ্রা হয়। উহা লক্ষ্মীবৃদ্ধিকারিণী বলিয়া সাধকগণের অভিমত ॥ ৪৬ ॥

১। বামাঙ্গে।

ইতি চায়ুধমুদ্রাস্তু দর্শয়িত্বা বরাননে।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীনি দদ্যাৎ স্ত্রীসহিতঃ সদা ॥ ৪৭ ॥
উপচারৈরলঙ্কারৈস্তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
লয়াঙ্গং কল্পয়েদ্দেহে সম্যক্ সন্তর্পয়েচ্ছিবাম্ ॥ ৪৮ ॥
পরিবারার্চনং পশ্চাদাদাবঙ্গাকৃতিং প্রিয়ে।
গুরুপূজানন্তরং[১] তু প্রথমং গুরুমর্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
প্রাগ্‌যোনিমধ্যযোন্যোস্তু মধ্যে নিজগুরুং যজেৎ।
বিশেষমুদ্রাং দেবেশি দর্শয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৫০ ॥
পরিবর্ত্য করৌ সম্যক্ তর্জনীবাহনী[২] সমে।
মধ্যমে কুরু তন্মধ্যে যোজয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৫১ ॥
অন্যোন্যানামিকে দেবি কনিষ্ঠে তু যথাস্থিতে।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং যোজিতাভ্যাং যোন্যাকারং তু কল্পয়েৎ ॥ ৫২ ॥

হে বরাননে! এই সকল আয়ুধমুদ্রা দেখাইয়া স্ত্রীর সহিত গন্ধ, পুষ্প, আতপচাল প্রভৃতি দিবে ॥ ৪৭ ॥

উপচার [পাদ্যাদি উপচার] ও অলঙ্কারের দ্বারা পরমেশ্বরীকে সন্তুষ্ট করিবে। নিজ দেহে লয়াঙ্গ [দেবী যেন নিজদেহে লীন হইলেন এইরূপ] কল্পনা করিবে। তারপর শিবাকে [দেবীকে] সম্যক্ তর্পণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

হে প্রিয়ে! পশ্চাৎ পরিবারদের [দেবীর পরিবারবর্গের] পূজা করিবে। কিন্তু গুরুর পূজার অনন্তর প্রথমে [দেবীপূজার প্রথমে] অঙ্গদেবতাগণের পূজা করিবে। সর্বপ্রথম কিন্তু গুরুপূজা করিবে ॥ ৪৯ ॥

পূর্বযোনি ও মধ্যযোনির মধ্যে [পূর্বত্রিকোণ এবং মধ্যত্রিকোণের মধ্যে] নিজগুরুর পূজা করিবে। হে দেবেশি! সর্বসিদ্ধি লাভের জন্য বিশেষ মুদ্রা দেখাইবে ॥ ৫০ ॥

দুই হস্ত সম্যক্ পরিবর্তিত করিয়া [দুই হাতের অঙ্গুলিকে পরস্পরের মধ্য দিয়া বিপরীত দিকে করিয়া] তর্জনীদ্বয় এবং মধ্যমাদ্বয় সমান করিয়া তাহার মধ্যে [তর্জনী এবং মধ্যমাদ্বয়ের মধ্যে] পরস্পর অনামিকাদ্বয় স্থাপন কর। কনিষ্ঠাদ্বয় যথাস্থিত স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয় যুক্ত করিয়া

১। গুরুং পূজানন্তরং তু। ২। তর্জ্জন্যৌ বামনে।

যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা পরা ত্রৈলোক্যমাতৃকা।
ইয়মেব হৃদি ক্ষিপ্তা ত্রৈলোক্যক্ষোভিণী ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥
ত্রৈলোক্যদ্রাবিণী নাম মুখস্থা পরমেশ্বরী।
ভ্রূমধ্যস্থা মহাদেবি ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
ললাটস্থা মহাদেবি ত্রৈলোক্যবশকারিণী।
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতা দেবি ত্রৈলোক্যোন্মাদকারিণী[1] ॥ ৫৫ ॥

ষড়ঙ্গাদিপূজা

পঞ্চমুদ্রাময়ীং মুদ্রাং যোনিমুদ্রাং চ দর্শয়েৎ।
ততঃ ষড়ঙ্গাবরণং পরিতঃ পীঠমদ্রিজে ॥ ৫৬ ॥
অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যে দিক্ষু চ পূজয়েৎ।
অগ্রে কোণে রতিং যষ্ট্বা প্রীতিমুত্তরকোণকে।
মনোভবাং দক্ষকোণে ততো বাণান্ সমর্চয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

যোনির আকার কর। ইহা যোনিমুদ্রা নামে আখ্যাত, ইহা শ্রেষ্ঠ মুদ্রা—ইহা ত্রৈলোক্যমাতৃকারূপিণী। এই মুদ্রাকে হৃদয়ে বিন্যস্ত করিলে ইহা ত্রৈলোক্য-ক্ষোভিণী হয়। মুখে বিন্যস্ত করিলে ত্রৈলোক্যদ্রাবিণী হয়। উহা পরমেশ্বরী স্বরূপা। হে মহাদেবি! এই মুদ্রাকে [যোনিমুদ্রাকে] ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিলে উহা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী হয়। হে মহাদেবি! ইহাকে ললাটে স্থাপন করিলে ত্রৈলোক্যবশকারিণী হয়। হে দেবি! ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত হইলে এই মুদ্রা ত্রৈলোক্যের উন্মাদকারিণী হয় ॥ ৫১—৫৫ ॥

পঞ্চমুদ্রাময়ী অর্থাৎ পাঁচ মুদ্রা স্বরূপ [ত্রৈলোক্যমাতৃকা, ত্রৈলোক্যক্ষোভিণী, ত্রৈলোক্যদ্রাবিণী, ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী ও ত্রৈলোক্যোন্মাদকারিণী—এই পঞ্চমুদ্রা স্বরূপ যোনিমুদ্রা] যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। হে পর্বতকন্যে! তারপর পীঠের চারিদিকে ষড়ঙ্গাবরণ পূজা করিবে—[হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতল এই ষড়ঙ্গের পূজা] ॥ ৫৬ ॥

অগ্নি, ঈশান, নৈঋ্ঁত ও বায়ুকোণের মধ্যে এবং চার দিকে অন্যান্য দেবতার পূজা করিবে। তার মধ্যে অগ্রকোণ অর্থাৎ অগ্নিকোণে 'রতির' পূজা করিয়া

১। সর্বাহ্লাদকরী মতা।

উত্তরস্যাং দ্বয়ং দেবি দক্ষিণস্যাং দিশি দ্বয়ম্।
অগ্রে চৈকং ক্রমেণৈব বাণান্ পঞ্চাব্রিজে যজেৎ ॥ ৫৮ ॥
পঞ্চকামাংস্তথা দেবি বাণবৎ পরিপূজয়েৎ।
অনঙ্গকুসুমাং দেবি তথানঙ্গাদিমেখলাম্ ॥ ৫৯ ॥
অনঙ্গমদনাং পশ্চাদনঙ্গমদনাতুরাম্।
সুভগাং পঞ্চমীং দেবি ভগাং চ ভগসর্পিণীম্ ॥
ভগমালাং মহাদেবি পূর্বাদিক্রমতো যজেৎ ॥ ৬০ ॥
অষ্টযোনিষু দেবেশি ততো ব্রাহ্ম্যাদিকা যজেৎ।
যুগ্মযুগ্মপ্রভেদেন বসুপত্রে বরাননে ॥ ৬১ ॥
অসিতাঙ্গং তথা ব্রাহ্মীং রুরুং মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
চণ্ডং কৌমারিকাং চৈব ক্রোধং বৈষ্ণবদেবতাম্ ॥ ৬২ ॥
উন্মত্তং চৈব বারাহীং মাহেন্দ্রীং চ কপালিনম্।
ভীষণং চৈব চামুণ্ডাং সংহারং চাষ্টমং যজেৎ।
মহালক্ষ্মীং মহাদেবি যুগ্মানি পরিপূজয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

উত্তরকোণে অর্থাৎ ঈশাণকোণে 'প্রীতির' পূজা করিবে, দক্ষিণকোণে অর্থাৎ নৈঋর্তকোণে 'মনোভবা'র পূজা করিবে। তারপর পঞ্চ বাণের পূজা করিবে। হে দেবি! উত্তরদিকে দুই বাণের অর্থাৎ ক্ষোভণ ও দ্রাবণ এবং দক্ষিণ দিকে আকর্ষণ ও বশ্য এই দুই বাণের আর পূর্বদিকে উন্মাদ নামক বাণের পূজা করিবে। হে দেবি! এইভাবে পঞ্চ কামের পূজা করিবে—অর্থাৎ উত্তরে কাম, মন্মথ, দক্ষিণে কন্দর্প, মকরধ্বজ এবং পূর্বে মীনকেতুর পূজা করিবে। হে গিরিকন্যে! তারপর পূর্বাদিক্রমে [পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ ইত্যাদিক্রমে] (১) অনঙ্গকুসুমা, ২) অনঙ্গাদিমেখলা, (২) অনঙ্গমদনা, (৪) অনঙ্গমদনাতুরা, (৫) পঞ্চমী সুভগা, (৬) ভগা, (৭) ভগসর্পিণী, ৮) ভগমালার পূজা করিবে ॥ ৫৭—৬০ ॥

হে দেবেশি! তারপর অষ্টযোনিতে [পদ্মের আটটি দলমধ্য ভাগকে যোনিরূপে কল্পনা করিয়া সেই আট স্থানে] ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিবে। হে বরাননে! আটটি পদ্মপত্রে দুই দুইজনভেদে [ভৈরব এবং শক্তি—এই যুগ্মভেদে] পূজা করিবে ॥ ৬১ ॥

পূর্বাদিক্রমে অর্থাৎ পূর্বপদ্মপত্রে অসিতাঙ্গভৈরব ও ব্রাহ্মীশক্তি, অগ্নিকোণ-

ক্ষেত্রপাললোকপালপূজা

পশ্চিমাদিক্রমেণৈব ততঃ পীঠাষ্টকং১ যজেৎ।
কামরূপং চ মলয়ং ততঃ কৌলগিরিং তথা ॥ ৬৪ ॥
কুলান্তকং চ চৌহারং২ জালন্ধরমতঃ পরম্।
উড্ডীয়ানং দেবকূটং পীঠাষ্টকমিদং ক্রমাৎ ॥ ৬৫ ॥
গ্রন্থিস্থানেষু সংপূজ্য পশ্চিমাদিক্রমেণ তু।
ত্রিশূলং পরিতো দেবি মাতৃকাবৃত্তমণ্ডলে ৬৬ ॥
ভৈরবা দশ সংপূজ্যাঃ পশ্চিমাদিক্রমাৎ প্রিয়ে।
হেতুকং চৈব বেতালং তন্মধ্যে ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৬৭ ॥
অগ্নিজিহ্বং চ কালান্তং তথা চৈব কপালিনম্।
একপাদং ভীমরূপং মলয়ং হাটকেশ্বরম্ ॥ ৬৮ ॥

পত্রে রুরুভৈরব ও মাহেশ্বরীশক্তি, দক্ষিণপত্রে—চণ্ডভৈরব ও কৌমারীশক্তি; নৈর্ঋতকোণের পত্রে—ক্রোধভৈরব ও বৈষ্ণবীশক্তি; পশ্চিমপত্রে – উন্মত্তভৈরব ও বারাহীশক্তি; বায়ুকোণের পত্রে—কপালিভৈরব ও মাহেন্দ্রীশক্তি; উত্তর পত্রে ভীষণভৈরব ও চামুণ্ডাশক্তি এবং ঈশানকোণের পত্রে -- সংহারভৈরব ও মহালক্ষ্মী শক্তির পূজা করিবে ॥ ৬২-৬৩ ॥

হে মহাদেবি! তারপর পশ্চিমাদিক্রমে [পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত = এইক্রমে] আটটী পীঠের পূজা করিবে। ক্রম যথাঃ— কামরূপ, মলয়, কৌলগিরি, কুলান্তক, চৌহার [পাঠান্তরে চোহার] জালন্ধর, উড্ডীয়ান ও দেবকূট। ইহাই ক্রমে ক্রমে আটটি পীঠ ॥ ৬৪ - ৬৫ ॥

হে দেবি! উক্ত আটটি পীঠকে গ্রন্থিস্থানে পশ্চিমাদিক্রমে পূজা করিবে ॥ ৬৬ ॥

হে প্রিয়ে! পশ্চিমাদিক্রমে মাতৃকাবৃত্তমণ্ডলে ত্রিশূলের চারিদিকে দশজন ভৈরবের [অন্যত্র ইহাদিগকে ক্ষেত্রপাল বলে। এই ক্ষেত্রপালকে এখানে ভৈরব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। একটু পরে ইহাদিগকে ক্ষেত্রপালও বলা হইয়াছে] পূজা করিবে। (১ হেতুক, (২) বেতাল, ইহাদের মধ্যে

১। পীঠার্চনং। ২। চোহারং। ৩। ভীমরূপমচলম্।

দশাভ্যর্চ মহাদেবি ভৈরবান্মাতৃমণ্ডলে।
চতুরস্রে মহেশানি লোকপালাষ্টকং যজেৎ ॥ ৬৯ ॥
ইন্দ্রমগ্নিং যমং দেবি রাক্ষসং বরুণং তথা।
বায়ুং কুবেরমীশানং পূর্বাদিক্রমতো যজেৎ।
ব্রহ্মাণং চৈব বিষ্ণুং চ উর্ধ্বাধঃ ক্রমতো যজেৎ ॥ ৭০ ॥
বাংকারং বীজমুচ্চার্য বটুকায় নমো লিখেৎ।
যাংকারং বীজমুচ্চার্য যোগিনীভ্যো নমস্তথা ॥ ৭১ ॥
ক্ষাংকারং বীজমুচ্চার্য ক্ষেত্রপালায় বৈ নমঃ।
গাংকারং বীজমুচ্চার্য ততো গণপতিং লিখেৎ[১]।
ঙেন্তং নমঃ পশ্চিমাদিদিক্ষু পূজ্যাঃ ক্রমেণ তু ॥ ৭২ ॥

ত্রিপুরান্তক (২), (৪) অগ্নিজিহ্ব, (৫) কালান্ত, (৬) কপালী, (৭ একপাদ, (৮) ভীমরূপ (৯) মলয়, ও (১০) হাটকেশ্বর। হে মহাদেবি! মাতৃমণ্ডলে [যে মণ্ডলে মাতৃকাবর্ণ লিখিত হইয়াছে সেই মণ্ডলে] এই দশজন ভৈরবের পূজা করিয়া চতুরস্রে [চতুষ্কোণ মধ্যে] হে মহেশানি! আটজন লোকপালের পূজা করিবে; [লোকপাল দশজন অন্যত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে উর্ধ্ব ও আধোদশে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লোকপালরূপে বিবক্ষা না করায় আটজন লোকপাল বলা হইয়াছে]। হে দেবি! পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের এবং ঈশানকে পূজা করিবে। উর্ধ্বে ব্রহ্মা এবং অধোদেশে ক্রমে বিষ্ণুকে পূজা করিবে ॥ ৬৭-৭০ ॥

বাংকার বীজ উচ্চারণ করিয়া 'বটুকায় নমঃ' লিখিবে অর্থাৎ 'বাং বটুকায় নমঃ' এই মন্ত্রে বটুকের পূজা করিবে। [এখানে 'লিখেৎ' এর অর্থ পূজা করিবে —এইরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠান্তরে 'যজেৎ' পদও আছে]। যাংকার বীজ উচ্চারণ পূর্বক 'যোগিনীভ্যো নমঃ' অর্থাৎ 'যাং যোগিনীভ্যো নমঃ' মন্ত্রে যোগিনীগণের পূজা করিবে ॥ ৭১ ॥

এইরূপ ক্ষাংকার বীজ উচ্চারণ পূর্বক 'ক্ষেত্রপালায় নমঃ' অর্থাৎ "ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" মন্ত্রে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। গাংকার বীজ উচ্চারণপূর্বক গণপতিকে পূজা করিবে; গণপতি শব্দকে ঙেন্ত অর্থাৎ চতুর্থ্যন্ত করিয়া 'গাং গণপতয়ে নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। পশ্চিমাদিক্রমে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে

১। যজেৎ।

চতুরস্রে তু সংপূজ্যা বিদিক্ষু পরমেশ্বরি।
বায়ব্যাদিক্রমেণৈব বক্ষ্যমাণা মহেশ্বরি ॥ ৭৩ ॥
বসবো দ্বাদশাঽদিত্যা রুদ্রাশ্চৈব ততঃ প্রিয়ে।
সর্বে ভূতা বরারোহে ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
পূজাং বিধায় দেবেশীমুপচারৈঃ প্রপূজয়েৎ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা যদা চক্রং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
উত্তরাশা তদা দেবি পূর্বাশৈব ব্যবস্থিতা।
পশ্চিমাশামুখো দেবি যদা চক্রং[১] প্রপূজয়েৎ।
পশ্চিমাশা তদা দেবি পূর্বাশৈব ব্যবস্থিতা ॥ ৭৬ ॥
দক্ষিণাশামুখো দেবি যদা চক্রং প্রপূজয়েৎ।
দক্ষিণাশা ততো দেবি পূর্বাশৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীমজ্ জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরেশ্বরীপূজাক্রমবিধির্নাম চতুর্থঃ পটলঃ ॥৪॥

গণপতি, বায়ুকোণে বটুক, উত্তরদিকে যোগিনী এবং পূর্বদিকে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে ॥ ৭২ ॥

হে সুন্দরি! হে পরমেশ্বরি! হে মহেশ্বরি! বিদিকে অর্থাৎ বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্‌দিকগুলিতে চতুষ্কোণমণ্ডলে বক্ষ্যমাণ দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা:—অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, হে প্রিয়ে! তারপর সর্বভূত— এইক্রমে পূজা করিবে। এইভাবে পূজা করিয়া উপচারের দ্বারা [ষোড়শাদি উপচারে] দেবেশীর [ত্রিপুরাবালার] পূজা করিবে। হে দেবি! যখন উত্তরমুখ হইয়া সাধক চক্রের পূজা করিবে তখন উত্তর দিকই পূর্বদিক্ রূপে ব্যবস্থিত হইবে অর্থাৎ উত্তরদিকই পূর্বদিক্ হইবে। সাধক যখন পশ্চিম মুখে পূজা করিবে তখন পশ্চিম দিকই পূর্বদিক্ হইবে। সাধক যখন দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া চক্রের পূজা করিবে তখন দক্ষিণদিকই পূর্বদিক্ হইবে—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৭২—৭৭ ॥

জ্ঞানার্ণবে চতুর্থ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪॥

১। চক্রং চক্রং সমুদ্ধরেৎ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

ধূপনিবেদনম্

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুমারীক্রম আখ্যাতো মুদ্রাসনসমন্বিতঃ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বলিদানাদিকং বিভো॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ

ধূপং বিস্তারয়েৎ সম্যঙ্ মূলমন্ত্রং হৃদি স্মরন্।
বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো ধূপ উত্তমঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং পরিগৃহ্যতাম্॥ ২॥
অনেন মনুনা দেবি দেব্যৈ ধূপং নিবেদয়েৎ॥ ৩॥
সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বত্র তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৪॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [প্রশ্ন করিলেন]। হে বিভো! মুদ্রা ও আসনের সহিত কুমারীগণের ক্রম [আপনি—(মহাদেব)] বলিয়াছেন। এখন বলিদান [পূজার উপচারদান] প্রভৃতি শুনিতে ইচ্ছা করি। [চতুর্থ পটলে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতির যে ক্রম বলা হইয়াছে—তাহা কুমারীক্রম এবং ধেনুমুদ্রা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, আর প্রেতাসন বলা হইয়াছে। অতএব চতুর্থ পটলে—কুমারীক্রম, আসন, মুদ্রা—বলা হইয়াছে। এখন দেবী পূজোপচারদানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছেন] ১॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]। দেবি! মূল মন্ত্র [ত্রিপুরাবালার মূলমন্ত্র "ঐং ক্লীং সৌঃ'] হৃদয়ে স্মরণ করিয়া সম্যগ্ভাবে ধূপ জ্বালিয়া প্রদান করিবে। বনস্পতির রস হইতে উৎপন্ন সুগন্ধযুক্ত সমস্ত দেবতার সম্যক্ আঘ্রাণযোগ্য এই উত্তম ধূপ গ্রহণ কর [ইহা মন্ত্রের অর্থ]। বনস্পতি ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে [ত্রিপুরাবালাকে] ধূপ নিবেদন করিবে।২—৩॥

অতি উত্তম প্রকাশশীল, সর্বত্র বাহ্য ও আভ্যন্তরে অন্ধকারনাশক, মহাদীপ, এই জ্যোতিঃ অর্থাৎ তেজোবিশেষরূপ দীপ গ্রহণ কর [যাঁহাকে নিবেদন করা হয় তাঁহাকে বলা হইতেছে—গ্রহণ কর। ইহা দীপদানের মন্ত্রের অর্থ]। হে

তথৈব দীপমন্ত্রোঽয়ং বিদ্যান্তে পরমেশ্বরি।
আরাত্রিকং ততঃ কুর্যাৎ সর্বকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫॥
সৌবর্ণে রাজতে কাংস্যে স্থালকে পরমেশ্বরি।
কুঙ্কুমেন লিখেৎ পদ্মং বসুপত্রং মনোহরম্ ॥ ৬ ॥
চন্দ্ররূপং চরুং কৃত্বা তন্মধ্যে মস্তকে শিবে।
দীপমেকং বিনিক্ষিপ্য বসুপত্রেঽষ্টদীপকান্ ॥ ৭ ॥
যবগোধূমমুদ্গাদি-রচিতাঞ্ শর্করাযুতান্।
চষকান্বিতমুদ্রাভিঃ শোভিতান্ ঘৃতপূরিতান্ ॥ ৮ ॥
অভিমন্ত্র্য মহেশানি রত্নেশ্বর্যা ততঃ পরম্।
শ্রীবীজং চ পরাবীজং সংলিখ্য বরবর্ণিনি ॥ ৯ ॥
গসৌ চ মপনাঃ পশ্চাদিন্দ্রস্থাঃ ক্রমতঃ প্রিয়ে।
বামকর্ণসমাযুক্তা বিন্দুনাদবিভূষিতাঃ ॥ ১০ ॥
বীজপঞ্চকমেতত্তু পঞ্চ রত্নানি সুন্দরি।
পূর্ববীজে বিলোমেন রত্নেশীয়ং নবাক্ষরী ॥ ১১॥

পরমেশ্বরি! বিদ্যাশেষে অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ" এই মন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তারপর—"সুপ্রকাশো…প্রতিগৃহ্যতাম্।" এই দীপ মন্ত্রে দেবীকে দীপ প্রদান করিবে। তারপর সর্বকার্য সিদ্ধির নিমিত্ত আরত্রিক করিবে ॥ ৪—৫ ॥

হে পরমেশ্বরি! সুবর্ণ, রৌপ্য বা কাঁসার থালায় কুঙ্কুমের দ্বারা সুন্দর অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে ॥ ৬ ॥

সেই পদ্মের মধ্যে স্বর্ণের চরু [স্বর্ণযুক্ত চরু] করিয়া তাহার মস্তকে [উপরে] একটি দীপ রাখিয়া পদ্মের আটটি পত্রে আটটী দীপ রাখিবে ॥ ৭ ॥

যব, গম, মুগ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত, শর্করাযুক্ত, সুরাযুক্ত মুদ্রার [ঘৃতান্ন, বা লুচি বা আট ভাজাকে মুদ্রা বলে] দ্বারা শোভিত ঘৃতপূরিত নৈবেদ্য, হে দেবি! হে মহেশানি! রত্নেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত [করিয়া] করিবে। হে প্রিয়ে! হে বরবর্ণিনি! শ্রীবীজ [শ্রীঁ], পরাবীজ [হ্রীঁ] লিখিয়া পশ্চাৎ গ, স, ম, প, ন বর্ণকে ইন্দ্রস্থ (ঔকারযুক্ত] ক্রমে বিন্দুনাদ [চন্দ্রবিন্দু ঁ] যুক্ত বামকর্ণ [ঊ] যুক্ত করিবে অর্থাৎ "গৌঁ সৌঁ মূঁ পূঁ নূঁ"

আরাত্রিকবিধিঃ

মূলমন্ত্রেণ চাভ্যর্চ ততশ্চাহ্হরাত্রিকং চরেৎ।
স্থালকং সমুদ্ধৃত্য মস্তকান্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥
নববারং মহেশানি ততো নীরাজনং চরেৎ।
সমস্তচক্রচক্রেশীযুতে দেবি নবাত্মিকে ॥ ১৩ ॥
আরাত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।
নীরাজনমনুর্দেবি বিদ্যান্তে প্রকটীকৃতঃ ॥ ১৪ ॥
আরাত্রিকে মহেশানি চক্রমুদ্রা ব্যবস্থিতা।
বামহস্তাঙ্গুষ্ঠগর্ভে কনিষ্ঠাং দক্ষিণাং নয়েৎ ॥ ১৫ ॥
কনিষ্ঠাগর্ভগে বামে দক্ষাঙ্গুষ্ঠং বিনিক্ষিপেৎ।
অন্যোহন্যকরয়োর্দেবি[১] চক্রমুদ্রেয়মীরিতা ॥ ১৬ ॥

এইরূপ লিখিবে। হে সুন্দরি! এই পাঁচটি বীজ [গৌঁ সৌঁ মূঁ পূঁ নূঁ] পাঁচটি রত্নস্বরূপ। পূর্ববীজকে বিলোমভাবে স্থাপন করিলে নবাক্ষরী রত্নেশী বীজ হয়—অর্থাৎ "গৌঁ সৌঁ মূঁ পূঁ নূঁ ঈঁ হৌঁ ঈঁ শৌঁ" এইরূপ নবাক্ষরী বীজকে রত্নেশী বীজ বলে ॥ ৮—.১ ॥

মূলমন্ত্রে [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] দীপমালা অর্চনা করিয়া পূর্বোক্ত দীপযুক্ত থালা উঠাইয়া পুনঃ পুনঃ দেবীর মস্তক পর্যন্ত আরত্রিক করিবে ॥ ১২ ॥

হে মহেশ্বরি! তারপর নয়বার আরত্রিকের দীপমালা ঘুরাইবে। 'সমস্ত-চক্রের চক্রেশ্বরীযুক্তে, নবস্বরূপে দেবি, আমার সিদ্ধির জন্য হে দেবি! এই আরত্রিক গ্রহণ কর' [এইটী মন্ত্রের অর্থ], হে দেবি! বিদ্যার [মূলমন্ত্রের] অন্তে এই আরত্রিক মন্ত্র প্রকটিত হইল। অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ সমস্তচক্র-চক্রেশীযুতে দেবি নবাত্মিকে। আরত্রিকমিদং দেবি গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।" এই মন্ত্রের দ্বারা [মন্ত্র বলিয়া] আরত্রিক করিবে ॥ ১৩ ১৪ ॥

হে মহেশানি! হে দেবি! আরত্রিকে চক্রমুদ্রা ব্যবস্থিত অর্থাৎ দীপমালা উৎসর্গ করিয়া চক্রমুদ্রা দেখাইয়া আরত্রিক করিতে হয়। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠের গর্ভে কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বিন্যস্ত করিয়া সেই বামহস্তকে দক্ষিণে লইবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠগর্ভে কনিষ্ঠাঙ্গুলি বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তকে বামে লইবে।

১। অন্যোহন্যযোগতো।

আরাত্রিকবিধিং কৃত্বা নৈবেদ্যং তু নিবেদয়েৎ ।
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশ-শ্চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভঃ ॥ ১৭ ॥
লসত্তণ্ডুলজো দেবি চারুমৃদ্বোদনঃ প্রিয়ে ।
হিঙ্গুজীরমরীচাঢ্যে-রার্দ্রকৈ রুচিরঃ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥
বটকঃ কুঙ্কুমাকারঃ পায়সং হেমসন্নিভম্ ।
দুগ্ধগম্ভীরসুভগং শর্করাপুরপূরিতম্ ॥ ১৯ ॥
কপিলাঘৃতসংযুক্তং ভূর্জত্বঙ্মণ্ডকাঃ প্রিয়ে ।
শর্করালোলিতা দেবি সূপং মুদ্গোদ্ভবং তথা ॥ ২০ ॥
নানাবিধানি পেয়ানি ব্যঞ্জনানি বহূনি চ ।
ইত্যাদ্যন্নরসোপেতং নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্ বুধঃ ॥ ২১ ॥
মনঃকল্পিতরূপং বা ত্রিপুরায়ৈ নিবেদয়েৎ ।
হেমপাত্রগতং দিব্যং পরমান্নং সুসংস্কৃতম্ ॥২২ ॥

এইভাবে হস্তদ্বয় পরস্পর বিপরীতগামী করিলে উহা চক্রমুদ্রা নামে কথিত হয় ॥ ১৫—১৬ ॥

হে প্রিয়ে! আরত্রিক করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। শুদ্ধ স্ফটিকের মত চন্দ্ররশ্মি তুল্য শুক্ল তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন মনোহর মৃদু [পক্ব অন্ন যেন শক্ত না থাকে] অন্নে, হিং, জীরা, মরীচ [গোলমরীচ, (লঙ্কা নয়)] ও আদা প্রভৃতি দিয়া রুচিযুক্ত করিবে ॥ ১৭ - ১৯ ॥

কুঙ্কুমের রং এর মত সাদা বা ঈষৎ রক্ত পিষ্টক, সুবর্ণের বর্ণসদৃশ পায়স, দুগ্ধের দ্বারা গম্ভীর অর্থাৎ দুগ্ধের প্রাচুর্যসমন্বিত সুদৃশ্য শর্করাপূর অর্থাৎ মিছরির দ্বারা পূরিত কপিলা গাভীর ঘৃতসংযুক্ত পায়স রন্ধন করিয়া দিবে। হে প্রিয়ে! ভূর্জত্বকের মত পাতলা পিষ্টকবিশেষ শর্করা দ্বারা যুক্ত করিবে। মুগের ডাল করিবে। নানাপ্রকার পানীয়, বহুবিধ ব্যঞ্জন, ইত্যাদি অন্নরস যুক্ত নৈবেদ্য বুধব্যক্তি রচনা করিবে। অথবা নিজের মত রচিত নৈবেদ্য ত্রিপুরাদেবীকে নিবেদন করিবে। হে পরমেশ্বরি! "সুবর্ণের পাত্রে দিব্য সুসংস্কৃত, পাঁচ

১। রতিঃ।

পঞ্চধা ষড়্রসোপেতং গৃহাণ পরমেশ্বরি ।
বিদ্যান্তে পরমেশানি নৈবেদ্যমনুরীরিতঃ । ২৩ ॥
পরিষিচ্য ততো দেবি নিত্যহোমং সমাচরেৎ ।
মূলমন্ত্রেণ দেবেশি হুনেৎ পঞ্চাহুতীঃ ক্রমাৎ ॥ ২৪ ॥
প্রাণাপাণৌ তথা ব্যান উদানশ্চ সমানকঃ ।
এতৎস্বরূপং জানীয়াদাহুতীনাং চ পঞ্চকম্ ॥ ২৫ ॥

ষড়ঙ্গাহুতিঃ বলিদানবিধিশ্চ

ষডাহুতীঃ ষড়ঙ্গেন নিত্যহোমোঽয়মীরিতঃ ।
নিত্যহোমবিধিং কৃত্বা বলিদানবিধিং চরেৎ ॥ ২৬ ॥
ঈশানে চ তথাঽগ্নেয়ে নৈঋর্ত্যে চ তথা প্রিয়ে ।
বায়ব্যে ক্রমতো দেবি মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥
শ্রীচক্রমভিতো দেবি ত্রিকোণং ব্যোম চালিখেৎ ।
পূর্বমন্ত্রৈঃ সমভ্যর্চ্য বটুকাদিভিরদ্রিজে ॥ ২৮ ॥

প্রকার, ছয় রসযুক্ত পরমান্ন গ্রহণ কর" [মন্ত্রার্থ]; হে পরমেশানি! বিদ্যার শেষে এই নৈবেদ্য মন্ত্র কথিত হইল। অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ হেমপাত্র-গতং দিব্যং পরমান্নং সুসংস্কৃতম্। পঞ্চধা ষড়্রসোপেতং গৃহাণ পরমেশ্বরি।" এই মন্ত্রে ত্রিপুরাদেবীকে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ॥ ১৯—২৩ ॥

হে দেবি! এইভাবে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া তারপর নিত্যহোম করিবে। হে দেবেশি! মূলমন্ত্রে [ঐং ক্লী সৌঃ] ক্রমে পঞ্চ আহুতি দিবে। সেই পঞ্চ আহুতিকে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমানরূপ পঞ্চপ্রাণস্বরূপ জানিবে ॥ ২৪—২৫ ॥

তারপর ষড়ঙ্গের দ্বারা ছয়টি আহুতি দিবে। যথা :—'ঐং হৃদয়ায় স্বাহা।' 'ক্লীঁ শিরসে স্বাহা', 'সৌঃ শিখায়ৈ স্বাহা', 'ঐঁ কবচায় স্বাহা', 'ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় স্বাহা', 'সৌঃ অস্ত্রায় স্বাহা' এইভাবে ষড়ঙ্গ হোম করিবে। এইভাবে নিত্যহোম কথিত হইল। নিত্য-হোমের অনুষ্ঠান করিয়া বলিদান রিধির আচরণ করিবে ॥ ২৬ ॥

হে প্রিয়ে! হে পর্বতকন্যে! শ্রীচক্রের চারিদিকে ঈশান, অগ্নি, নৈঋর্ত ও বায়ুকোণে চারিটি ত্রিকোণ মণ্ডল ও আকাশ মণ্ডল লিখিবে। পূর্বমন্ত্রে অর্থাৎ 'ঐং ক্লীঁ সৌঃ' এই বীজমন্ত্রে বটুকাদির পূজা করিয়া বলি দিবে। এহেহি

এহ্যেহি দেবি পুত্রান্তে বটুকান্তেঽথ নাথ চ।
কপিলান্তে জটাভার ভাস্বরান্তে ত্রিনেত্র চ ॥ ২৯ ॥
জ্বালামুখ চ সর্বান্তে বিঘ্নান্নাশয় নাশয়।
সর্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ দ্বিধাপদম্ ॥ ৩০ ॥
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বটুকস্য উদাহৃতঃ।
অনেন বিধিনা দেবি বটুকস্য বলিং প্রিয়ে ॥ ৩১ ॥
ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা,
পাতালে বাঽনলে বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা।
ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন,
প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ ॥ ৩২ ॥
এতদন্তে মহেশানি যাংবীজং যোগিনী ততঃ।
ভ্যঃ স্বাহা সর্ববর্ণান্তে যোগিনীপদমালিখেৎ ॥ ৩৩ ॥
কবচং চাস্ত্রমালিখ্য বহ্নিজায়াং পুনর্লিখেৎ।
অনেন মন্ত্রনা দেবি যোগিনীনাং বলিং হরেৎ ॥ ৩৪ ॥

দেবীপুত্রবটুক তাহার অন্তে নাথ বলিবে, কপিলের অন্তে জটাভারের ভাস্বরের অন্তে ত্রিনেত্রের তারপর জ্বালামুখ, সর্বপদের অন্তে বিঘ্নান্ নাশয় নাশয়, সর্বোপচার-সহিতং বলিং, দুইবার গৃহ্ণপদ দিয়া বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহাযুক্ত মন্ত্র বটুকের মন্ত্র বলিয়া কথিত। অর্থাৎ "এহ্যেহি দেবীপুত্রবটুক নাথ কপিল জটাভার ভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় সর্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" এই মন্ত্রে বটুককে বলি দিবে। হে প্রিয়ে! বটুকের এই মন্ত্র—আর এই বিধিতে বটুকদের বলি দিবে ॥ ২৭—৩১॥

ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে, স্বর্গাদিলোকে. আকাশতলে [অন্তরিক্ষে], ভূতলে, চন্দ্রকলাবর্জিতস্থলে, পাতালে, অগ্নিতে, জলে, বায়ুতে অথবা যে কোন স্থলে স্থিত কিম্বা ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, বীরশ্রেষ্ঠগণের বন্দিত দেবীগণ [যোগিনীগণ] ধূপদীপাদির দ্বারা, শুভ বলিবিধিদ্বারা প্রীত হইয়া আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন [ইহা মন্ত্রের অর্থ]। মূলে লিখিত—"ঊর্ধ্বং" হইতে…বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ' পর্যন্ত মন্ত্রটি বলিয়া 'হে মহেশানি! 'যাং' বীজ তারপর 'যোগিনীভ্যঃ স্বাহা', তারপর 'সর্ব' এই বর্ণগুলির অন্তে 'যোগিনী' পদ লিখিবে। তারপর

ষড়্দীর্ঘস্বরসংভিন্নং ক্ষকারং বিলিখেৎ প্রিয়ে।
স্থানক্ষেত্রপদং পাল-ধূপদীপাদি চালিখেৎ ॥ ৩৫ ॥
সহিতং বলিমালিখ্য গৃহ্ণ গৃহ্ণ ততো বদেৎ।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রঃ ক্ষেত্রপালস্য সুন্দরি ॥ ৩৬ ॥

বলিবিধিঃ

অনেন মনুনা দেবি ক্ষেত্রপালবলিঃ স্মৃতঃ।
গাং গীং গূং ত্রয়মালিখ্য ঙেন্তং[১] গণপতিং ততঃ ॥ ৩৭ ॥
বরান্তে বরদান্তে চ সর্বান্তে জনমালিখেৎ।
মে বশং চানয় প্রোচ্য সর্বোপপদমালিখেৎ ॥ ৩৮ ॥
চারান্তে সহিতং চোক্ত্বা বলিং গৃহ্ণ দ্বিধাপদম্।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো গণপস্য বলিং হরেৎ ॥ ৩৯ ॥

কবচ [হুঁ] অস্ত্র [ফট্] লিখিয়া পুনরায় বহ্নিজায়া [স্বাহা] লিখিবে। অর্থাৎ "যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা সর্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে যোগিনীগণকে বলি দিবে ॥ ৩২—৩৪ ॥

হে সুন্দরি! হে প্রিয়ে! ছয়টি দীর্ঘ স্বরযুক্ত 'ক্ষ' বর্ণ অর্থাৎ "ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ" লিখিবে। তারপর "স্থান" পদ, তারপর 'ক্ষেত্রপাল' পদ তারপর 'ধূপদীপাদি' লিখিবে। তারপর 'সহিতং বলিং' লিখিয়া "গৃহ্ণ গৃহ্ণ" বলিবে, তারপর শেষে 'বহ্নিজায়া' [স্বাহা] দিলে ক্ষেত্রপালের মন্ত্র হইবে। অর্থাৎ—"ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ স্থান ক্ষেত্রপাল ধূপদীপাদিসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" এই মন্ত্রে ক্ষেত্রপালের বলি দিতে হইবে। [বলি পূজোপকরণ] ॥ ২৫—৩৬ ॥

হে দেবি! এই মন্ত্রে [ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং...স্বাহা—এই পূর্বোক্তমন্ত্রে] ক্ষেত্র-পালের বলি শাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে। গাং গীং গূং—এই তিনটি বীজ উল্লেখ করিয়া তারপর চতুর্থ্যন্ত গণপতিশব্দের [গণপতয়ে] উল্লেখ করিবে ॥ ৩৭ ॥

তারপর 'বর' শব্দের শেষে 'বরদ' শব্দ, তার শেষে 'সর্ব' শব্দ, তার অন্তে 'জনম্' শব্দ উল্লেখ করিবে। তারপর 'মে বশং চানয়' উল্লেখ করিয়া 'সর্বোপ' পদ উল্লেখ করিবে, তার পর 'চার' শব্দ, তারপর 'সহিতং' পদ বলিয়া 'বলিং'

---

১ ঙেন্তং।

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বটুকস্য বলিং হরেৎ।
তর্জন্যনামিকাং[১] চৈব মধ্যমোপরি যোজয়েৎ ॥ ৪০ ॥
যোন্যাকারেণ বামেন যোগিনীনাং বলির্ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠমধ্যমানাম [মা] যোন্যাকারেণ যোজয়েৎ ॥ ৪১ ॥
বামমুষ্টিং বিধায়াদৌ তর্জনীং সরলাং কুরু।
অনয়া মুদ্রয়া দেবি ক্ষেত্রপালবলির্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
তথা মুষ্টেস্তু মধ্যস্থামঙ্গুলীং দণ্ডবৎ কুরু।
গজতুণ্ডা মহামুদ্রা গণপস্য বলির্ভবেৎ ॥ ৪৩ ।
অথবা বামভাগে তু মণ্ডলং চৈকমালিখেৎ।
তত্রৈব বলিদানং তু কুর্যাৎ সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥
আত্মবিদ্যাং শিবৈস্তত্ত্বৈর্গুরুং সন্তর্প্য দেবতাম্।
সংতোষ্যানন্দসহিতঃ সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

'বলিয়া 'গৃহ্ণ' ইহা দুইবার বলিবে; 'বহ্নিজায়া' [স্বাহা] পদ শেষে দিয়া গণপতির উদ্দেশ্যে বলি [পূজোপকরণ] প্রদান করিবে অর্থাৎ "গাং গীং গূং গণপতয়ে বর বরদ সর্বজনং মে বশমানয় সর্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" এই মন্ত্রে গণপতিকে বলি দিবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বটুকের বলিপ্রদান করিবে। তর্জনী ও অনামিকা মধ্যমার উপরে যুক্ত করিবে—বামহস্তে এইরূপ যোনির আকার করিলে যে মুদ্রা হয়, সেই মুদ্রা দ্বারা যোগিনীগণের বলি হইবে [এইমুদ্রায় যোগিনীগণের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করিবে]। হে দেবি! প্রথমে বামহস্তের মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনীকে সরলাকার করিবে। এই মুদ্রা দ্বারা ক্ষেত্রপালের বলি হইবে [এই মুদ্রাযোগে ক্ষেত্রপালের উদ্দেশ্যে বলি নিবেদন করিবে] ॥ ৪০—৪২ ॥

মুষ্টি হইতে মধ্যমাঙ্গুলীকে দণ্ডের মত কর অর্থাৎ দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিকে দণ্ডবৎ সরল করিলে গজতুণ্ডা নামক মহামুদ্রা হয়। এই গজতুণ্ডা মুদ্রায় গণপতিকে বলি দিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

অথবা বামভাগে একটি মণ্ডল অঙ্কিত কর, সেইখানে সমস্ত অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত [সকল কার্যসিদ্ধির জন্য] বলিদান কর ॥ ৪৪ ॥

---

১ তর্জন্যনামিকামধ্যে।

অনেন বিধিনা দেবি পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
পঞ্চসিংহাসনোন্নদ্ধাং[১] পরমানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪৬ ॥
পঞ্চসিংহাসনোন্নদ্ধাং চিৎকলাং চিন্তয়েৎ সদা।
বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং হুনেৎ প্রিয়ে । ৪৭ ॥
তর্পণং তু তথা কুর্যাং সর্বসৌভাগ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥
ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরেশ্বরীযজনবিধির্নাম পঞ্চমঃ পটলঃ ॥৫॥

শিব তত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চ তত্ত্বের [মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন] দ্বারা গুরুকে তৃপ্ত করিয়া আত্মবিদ্যা নামক দেবতা অর্থাৎ পরমেশ্বরীকে [পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা] সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিবে। [এই শ্লোকটি সমস্ত পুস্তকে নাই] ॥ ৪৫ ॥

হে দেবি ! এই পঞ্চম পটলোক্ত বিধিতে পঞ্চসিংহাসনে সুসজ্জিতা [উপবিষ্টা] পরমানন্দস্বরূপিণী পরমেশ্বরীকে [ত্রিপুরাদেবীকে] পূজা করিবে ॥ ৪৬ ॥

হে প্রিয়ে ! পঞ্চসিংহাসনে সজ্জিতা বা উপবিষ্টা চৈতন্যকলারূপিণী দেবীকে সর্বদা চিন্তা করিবে। বর্ণলক্ষ অর্থাৎ চার লক্ষ মন্ত্র [মূলমন্ত্র] জপ করিবে; তাহার দশাংশ [চল্লিশ হাজার] হোম করিবে ॥ ৪৭ ॥

সেইরূপ অর্থাৎ হোমের দশাংশ [চার হাজার] তর্পণ করিবে, তাহাতে সকল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে পঞ্চম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫॥

১। পঞ্চসিংহাসনানন্দাম্।

ষষ্ঠঃ পটলঃ

পঞ্চসিংহাসনবর্ণনম্

শ্রীদেব্যুবাচ

পঞ্চসিংহাসনগতা কথং সা ত্রিপুরাপরা।
কথয়স্ব মহেশান কথং সিংহাসনং ভবেৎ ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

যথা শ্রীত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।
সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্মলমানসে ॥ ২ ॥
শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থৌ বাগ্‌ভবং[১] তদনন্তরম্।
কামরাজং তথা দেবি শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ ॥ ৩ ॥
পৃথ্বীবীজান্তবহ্ন্যাঢ্যং তার্তীয়ং শৃণু বল্লভে।
শক্তিবীজে মহেশানি শিবং বহ্নিং চ যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥
ব্যোমাদিবহ্নিসংস্থং তু বিশেষং শৃণু বল্লভে।
কুমার্যাঃ পরমেশানি হিত্বা[২] সর্গং তু বৈন্দবম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [প্রশ্ন করিলেন]। হে মহেশ্বর! সেই পরা ত্রিপুরা কিরূপে পঞ্চসিংহাসন গতা হন্ এবং সিংহাসনই বা কিরূপ—ইহা বলুন ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]—হে নির্মলমানসে! [পার্বতীর সম্বোধন] শ্রীত্রিপুরা বালা যেরূপ সম্পৎপ্রদা, ত্রিপুরভৈরবীও সেইরূপ সম্পৎপ্রদা। ইহাদের নাম সম্পৎপ্রদা। তাঁহার [ত্রিপুর ভৈরবীর] সম্বন্ধে শ্রবণ কর। অথবা তাঁহার সম্পৎপ্রদা নাম শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

হে দেবি! শিব [হ] চন্দ্র [স] বহ্নি [র] স্থিত, তারপর বাগ্‌ভব (ঐং) কামরাজ [ক্লীঁ], তারপর শিবচন্দ্র যুক্ত [হ্স্] পৃথ্বীবীজ [ল] অন্তে বহ্নিযুক্ত তৃতীয় বীজ। হে বল্লভে [প্রিয়ে]! শ্রবণ কর। হে মহেশানি! শক্তিবীজে [হ্রীঁ] শিব [হ] ও বহ্নি [র] যোজনা করিবে। হে প্রিয়ে! আকাশাদি বহ্নিস্থিত বিশেষ শ্রবণ কর। হে পরমেশ্বরি; কুমারী ত্রিপুরার এই বিশেষ

১। বাগ্‌ভবে। ২। ভিত্বা।

ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী মহাসংপৎপ্রদা প্রিয়ে।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা॥ ৬॥
ব্রহ্মানন্দময়ী সাক্ষাৎ সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী।
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি মহাসংপৎপ্রদং প্রিয়ে॥ ৭॥
আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রজটাশিখাম্[১]।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্॥ ৮॥
স্রবদ্রুধির[২]-পঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবলীযুতাম্।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্॥ ৯॥
মুক্তাহারলতারাজৎ-পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
*ত্রিবলীখচিতালগ্নাং নানাভরণভূষিতাম্॥ ১০॥
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্।
পুস্তকং চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্॥ ১১॥
বরদানরতাং নিত্যং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ।
ন্যাসপূজাদিকং সর্বং কুমার্যা ইব সুব্রতে॥ ১২॥

জানিলে এই সংসার পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এখানে ত্রিপুরা ভৈরবীর মন্ত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যথা "হৈং স্রং ক্লীঁ হসক্লৌং"। বিশেষ মন্ত্র "হ্স্রৌং"। হে প্রিয়ে; ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী মহাসম্পৎপ্রদা, ইঁহার সদৃশী বিদ্যা [কাল্যাদি মহাবিদ্যা] তিন লোকে দুর্লভ॥ ৩—৬॥

হে প্রিয়ে! ইনি [ত্রিপুরা ভৈরবী] সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দময়ী, সকল সাম্রাজ্য-দানকারিণী, ইঁহার ধ্যান বলিতেছি। যে ধ্যান মহাসম্পৎপ্রদ॥ ৭॥

ঈষৎ রক্তবর্ণের সহস্র সূর্যের প্রভাতুল্য প্রভাযুক্তা, জটারূপ শিখা দীপ্যমান চন্দ্রসদৃশ, রত্নের দ্বারা শোভমান ও বিচিত্র মুক্তাদ্বারা চিত্রিত মুকুটযুক্তা, নয়নত্রয়ের দ্বারা শোভিতা, পূর্ণচন্দ্রতুল্যমুখমণ্ডলযুক্তা, পীন ও উন্নত ঘন স্তনোপরি মুক্তার হার বিরাজিত, ত্রিবলী দ্বারা সম্যগ্ লগ্না, নানা প্রকার অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতা* পরিধানে রক্তবস্ত্র, যৌবনবশত উন্মত্তরূপিণী, বামহস্তে পুস্তক ও অভয়, দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা ও নিত্য বরদানরতা, মহাসম্পৎপ্রদা—দেবীকে

১। স্ফুরচ্চন্দ্রজটাকুলাম্। ২। বমদ্রুধির।
* এই চিহ্নিত অর্ধশ্লোক সমস্ত পুস্তকে নাই।

পঞ্চসিংহাসনানি

ত্রিপুরাভৈরবী দেবী পঞ্চসিংহাসনান্বিতা।
প্রথমং শৃণু দেবেশি ব্রহ্মা সৃষ্টিকরো যদা ॥ ১৩ ॥
নিশ্চেতনোঽপি দেবেশি তদা ত্রিপুরদেবতাম্।
সমারাধ্যাভবৎ কর্তা সৃষ্টেস্তু পরমেশ্বরি ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাণং তং সমারাধ্য তপসা মহতা প্রিয়ে।
শক্রোঽভূদ্দেবরাজোঽয়ং পূর্বস্যাং দিশি পালকঃ ॥ ১৫ ॥
তদা প্রসন্না ত্রিপুরা পূর্বসিংহাসনস্থিতা।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পূর্বসিংহাসনস্থিতাম্ ॥ ১৬ ॥
বাগ্‌ভবং বীজমুচ্চার্য জীবপ্রাণসমন্বিতাম্।
সকলা ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্ । ॥ ১৭ ॥
জীবং প্রাণং বহ্নিসংস্থং শক্রস্বরবিভূষিতম্।
বিসর্গাঢ্যং মহেশানি বিদ্যা ত্রৈলোক্যমাতৃকা ॥ ১৮ ॥

[ত্রিপুরা ভৈরবীকে] স্মরণ করিবে। হে সুব্রতে! [পার্বতীর সম্বোধন] ত্রিপুরাবালার ন্যাস পূজাদির মত ত্রিপুরা ভৈরবীরও ন্যাস পূজাদি সমস্ত অনুষ্ঠেয় ॥ ৮—১২ ॥

হে দেবেশি! ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী পঞ্চসিংহাসনসমন্বিতা। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকারক হন, সেই প্রথম কথা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

হে দেবেশি! হে পরমেশ্বরি! ব্রহ্মা নিশ্চেতন অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ে জ্ঞানবর্জিত হইলেও যখন ত্রিপুরদেবতাকে [ত্রিপুরভৈরবীকে] আরাধনা করিলেন, তখন সৃষ্টির কর্তা হইলেন ॥ ১৪ ॥

হে প্রিয়ে! দেবরাজ ইন্দ্র, সেই ব্রহ্মাকে মহৎতপস্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া পূর্বদিকের পালক [দিক্‌পাল] হইলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মার আরাধনায় তখন পূর্বসিংহাসনস্থিতা ত্রিপুরা প্রসন্না হইলেন। হে দেবি! শ্রবণ কর, পূর্বসিংহাসনস্থিতা ত্রিপুরার সম্বন্ধে বলিব ॥ ১৬ ॥

বাগ্‌ভববীজ অর্থাৎ 'ঐং' উচ্চারণ করিয়া জীবও প্রাণ-সমন্বিত। ঐঁ উচ্চারণ করিয়া সকলা ভুবনেশানী অর্থাৎ স্ক্লীঁ তার পর দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত করিবে, যথা জীব অর্থাৎ স, প্রাণ অর্থাৎ হ কে বহ্নিসংস্থ অর্থাৎ র যুক্ত করিয়া তাহাতে ইন্দ্রস্বর অর্থাৎ 'ঔ' ও বিসর্গ যুক্ত করিলে হে মহেশানি! ত্রৈলোক্য-

ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবি পরব্রহ্মচিদাত্মিকা।
চৈতন্যভৈরবী নাম চেতনা নিষ্কলে[১] শিবে ॥ ১৯ ॥
উদ্যদ্ভাস্বৎসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
মুকুটোজ্জ্বলসচ্চন্দ্রলেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্ ॥ ২০ ॥
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্ত-কপালিনীম্।
বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্ ॥ ২১ ॥
এবং ধ্যাত্বা ভজেদ্দেবীং[২] পূর্বসিংহাসনস্থিতাম্।
দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ সর্বাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥
যন্ত্রমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি দেবি ত্রৈলোক্যমোহনম্।
ত্রিকোণং চৈব ষট্কোণং বসুপত্রং বরাননে ॥ ২৩ ॥
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ।
তত্রাবাহ্য মহাদেবীং পূর্ববৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥

মাতৃকা বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র হয়। সুতরাং এই মন্ত্র হইল এইরূপ—"সৈঁহ সক্লহ্রীঁ সেহ্রৌঃ।" এই বিদ্যা বা মন্ত্রকে ত্রৈলোক্যমাতৃকা ["সৈঁ হ স্ ক্লহ্রীঁ সেহ্রৌঃ"] বলে ॥১৭-১৮ ॥

হে দেবি! চৈতন্যাত্মক পরব্রহ্মস্বরূপ, ত্রৈলোক্যমোহিনী, চৈতন্যভৈরবী নামক দেবী, নিষ্কল শিবে চেতনাস্বরূপ ॥ ১৯ ॥

এই দেবীর [চৈতন্যভৈরবীর] কান্তি উদীয়মান সহস্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তি-যুক্ত, ইনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, ইঁহার মুকুটে উজ্জ্বল চন্দ্ররেখা বিদ্যমান, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, নিত্যা, বামহস্তে কপাল [নরশিরঃ] ধারণ করিয়াছেন, বরদানকারিণী, অভয়মুদ্রা দ্বারা শোভান্বিতা, পীন [স্থূল] উন্নত ঘনস্তনশালিনী। এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্বদিক্‌স্থিত সিংহাসনস্থিতা দেবীকে [ত্রিপুরাভৈরবীকে] ভজনা করিবে। দুইবার আবৃত্তি করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে অর্থাৎ "ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীঁ শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুঁ, ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, সৌঃ অস্ত্রায় ফট্"—এইরূপ সর্বাঙ্গলক্ষণ ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে ॥ ২০—২২ ॥

হে দেবি! ইঁহার [ত্রিপুরাভৈরবীর] ত্রৈলোক্যমোহন যন্ত্র বলিব। হে বরাননে! প্রথমে ত্রিকোণ, তারপর ষট্কোণ, অষ্টদলপদ্ম, চতুষ্কোণ এবং

১। নিশ্চলে। ২। জপেদ্দেবীম্।

ত্রিপুরাভৈরবীপরিবারার্চনম্

মুদ্রাঃ[১] প্রদর্শয়েৎ পশ্চাৎ পরিবারার্চনং যজেৎ।
প্রথমাবরণং দেবি ষড়ঙ্গানাং তু পূর্ববৎ ॥ ২৫ ॥
রত্যাদিকাস্ততঃ পূজ্যাঃ পূর্ববৎ পরমেশ্বরি।
অগ্রে বসন্তং বামে তু কামদেবং বরাননে।
চাপং দক্ষিণকোণে চ বাণান্ পূর্ববদদ্রিজে ॥ ২৬ ॥
ডাকিনীং রাকিণীং চৈব লাকিনীং কাকিনীং তথা ॥
শাকিনীং হাকিনীং দেবি পশ্চিমাদিক্রমাদ্ যজেৎ ॥ ২৭ ॥

চতুর্দ্বার সমন্বিত এইরূপ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে সেই মণ্ডলে পূর্বের মত [ত্রিপুরাবালার আবাহনের মত মহাদেবী পরমেশ্বরীকে আবাহন করিয়া পশ্চাৎ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। হে দেবি! পরিবারের [ত্রিপুরাভৈরবীর পরিবারগণের] পূজা করিবে। প্রথম আবরণ ষড়ঙ্গের পূজা পূর্ববৎ অর্থাৎ "ঐং হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ", "ক্লীঁ শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ", "সৌঃ শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। "ক্লীঁ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিং শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ", "সৌঃ অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এইরূপ মন্ত্রে প্রথমে ষড়ঙ্গশক্তির পূজা করিতে হইবে ॥ ২৩ – ২৫ ॥

হে পরমেশ্বরি! হে বরাননে! হে পর্বতকন্যে! তারপর পূর্বের মত অর্থাৎ ত্রিপুরাবালার পূজায় যেমন রতি প্রভৃতির পূজার কথা বলা হইয়াছে সেইভাবে 'রতি' প্রভৃতির পূজা করিবে। যথাঃ—অগ্নিকোণে 'রতির' পূজা করিবে। ঈশানকোণে 'প্রীতির', নৈঋর্তকোণে 'মনোভবার' পূজা করিবে। তারপর সাধক নিজের অগ্রে [সম্মুখে] 'বসন্তের' বামভাগে 'কামদেবের', দক্ষিণকোণে অর্থাৎ নৈঋর্তকোণে 'চাপের' পূজা করিবে। তারপর পূর্ববৎ বাণের [পঞ্চ বাণের] পূজা করিবে। যথাঃ—উত্তরদিকে—ক্ষোভণ ও দ্রাবণ এই দুই বাণের পূজা করিবে। দক্ষিণদিকে—আকর্ষণ ও বশ্য –এই দুই বাণের পূজা করিবে। পূর্বদিকে – উন্মাদ নামক বাণের পূজা করিবে। পশ্চিমাদিক্রমে অর্থাৎযথাক্রমেপশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, পূর্ব ও অগ্নিকোণে—যথাক্রমে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীশক্তির পূজা করিবে ॥২৬-২৭॥

১। মুদ্রাদি দর্শয়ন্ পশ্চাৎ।

অনঙ্গকুসুমা মুখ্যা বসুপত্রেষু পূর্ববৎ।
পরভৃৎসারসৌ চৈব শুকমেঘাহ্বয়ৌ পুনঃ ॥
অপাঙ্গভ্রূবিলাসৌ চ হাবভাবৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাস্তু ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ।
পূর্বসিংহাসনে দেবি কথিতা বীরবন্দিতে ॥ ২৯ ॥
কামেশ্বরী চ রুদ্রাণাং পূর্বসিংহাসনস্থিতা।
এতস্যা এব বিদ্যায়া বীজদ্বয়মুদাহৃতম্ ॥ ৩০ ॥
তদন্তে পরমেশানি নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে।
এতস্যা এব তার্তীয়ং রুদ্রাণাং পরমেশ্বরি ॥ ৩১ ॥
পূজাধ্যানাদিকং দেবি চৈতন্যায়াশ্চ[১] পূর্ববৎ।
ত্রিকোণে তু বিশেষোঽস্তি কথয়ামি তবানঘে ॥ ৩২ ॥

অষ্টদলপদ্মের পত্রসমূহে পূর্ববৎ অনঙ্গকুসুমা মুখ্যা অর্থাৎ আটটি পদ্মপত্রে পূর্বাদিক্রমে—অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গাদিমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী ও ভগমালার পূজা করিবে। ইঁহাদের মধ্যে অনঙ্গকুসুমা—মুখ্যা। তারপর অষ্টদলপদ্মের পূর্বাদিক্রমে পত্রসমূহে যথাক্রমে—কোকিল, সারস, শুক, চাতক, অপাঙ্গ, ভ্রূবিলাস, হাব ও ভাবের পূজা করিবে ॥ ২৮ ॥

তারপর দশদিকে পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পূজা করিবে। হে বীরবন্দিতে! এই লোকপালগণ পূর্ব সিংহাসনে কথিত হন ॥ ২৯ ॥

একাদশরুদ্রের—কামেশ্বরী পূর্বসিংহাসনে স্থিতা। ইঁহার [কামেশ্বরীর] বিদ্যার অর্থাৎ মন্ত্রের দুইটী বীজ [ঐং ক্লীঁ] পূর্বে বলা হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

হে পরমেশানি! সেই দুইটি বীজের অর্থাৎ 'ঐং ক্লীঁ' এর অন্তে 'নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে' এই বীজটি সেই কামেশ্বরীর তৃতীয় বীজ হয়। সুতরাং রুদ্রের কামেশ্বরীর মন্ত্র—"ঐং ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে" এইরূপ হয় ॥ ৩১ ॥

হে দেবি! চৈতন্যার অর্থাৎ চৈতন্যভৈরবীর পূজাধ্যান প্রভৃতি পূর্ববৎ অর্থাৎ ত্রিপুরাভৈরবীর পূজাদির মত। হে নিষ্পাপে! ত্রিকোণে বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি ॥ ৩২ ॥

১। চৈতন্যাইব।

অগ্রকোণক্রমেণৈব নিত্যাং ক্লিন্নাং মদদ্রবাম্ ।
ষড়ঙ্গাবরণাৎ পশ্চাৎ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥
অনেনৈব প্রকারেণ পূর্বসিংহাসনস্থিতাম্ ।
ত্রিপুরাং ভৈরবীং দেবীং পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে পূর্বসিংহাসনকথনং নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ ॥৬॥

ষড়ঙ্গদেবতার পূজার পর ত্রিকোণের অধঃকোণে 'নিত্যার', বামদিকের ঊর্ধ্বকোণে 'ক্লিন্নার' এবং ডানদিকের ঊর্ধ্বকোণে মদদ্রবার পূজা সর্বসিদ্ধির জন্য করিবে ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকারে [এই ষষ্ঠপটলে কথিত প্রকারে] পূর্বসিংহাসনস্থিতা পরমেশ্বরী ত্রিপুরাভৈরবী দেবীকে পূজা করিবে ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানার্ণবে ষষ্ঠ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমঃ পটলঃ

মহাত্রিপুরভৈরব্যা আরাধনা

ঈশ্বর উবাচ

এতামারাধ্য দেবেশি মহাত্রিপুরভৈরবীম্।
পালকোঽভূন্নিশ্চলোঽপি প্রেতত্বাৎ সুরবন্দিতে॥ ১॥
যোগনিদ্রাচ্ছলাদ্দেবি প্রেতত্বং তস্য নিশ্চলম্।
তদ্ধ্যানেন স্বয়ং শক্তিরভূৎ কুবলয়েক্ষণে॥ ২॥
তামারাধ্য মহাবিষ্ণু-রঘোরেণ মুখেন চ।
ত্রিপুরো নির্জিতো দেবি ত্রৈলোক্যভয়কারকঃ॥ ৩॥
তদা সিংহাসনে প্রৌঢ়া দক্ষিণে পরমেশ্বরি।
মন্ত্রং তস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি রিপুভারনিকৃন্তনম্॥ ৪॥
শিবচন্দ্রৌ মাদনান্তং পান্তং বহ্নিসমন্বিতম্।
শক্তিভিন্নং বিন্দুনাদ-কলাঢ্যং বাগ্‌ভবং প্রিয়ে॥ ৫॥

হে দেবেশি! হে দেববন্দিতে! বিষ্ণু [বা মহাদেব] প্রেতত্ববশত নিশ্চল হইলেও এই মহাত্রিপুরভৈরবীকে আরাধনা করিয়া পালক [জগতের পালন কর্তা] হইয়াছেন॥ ১॥

হে দেবি! হে পদ্মনয়নে! যোগনিদ্রার ছলনায় সেই বিষ্ণুর প্রেতত্ব নিশ্চল। মহাত্রিপুরভৈরবীর ধ্যানের দ্বারা বিষ্ণু স্বয়ং শক্তি হইয়াছিলেন॥২॥

হে দেবি! মহাবিষ্ণু সেই মহাত্রিপুরভৈরবীকে আরাধনা করিয়া অঘোর-মুখে অর্থাৎ অঘোররূপে ত্রৈলোক্যের ভয়কারক ত্রিপুর জয় করিয়াছেন। [পুরাণাদিতে মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিপুরারি নামে খ্যাত। এখানে মহাবিষ্ণু অঘোরমুখে ত্রিপুর জয় করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে মহাদেবের—বামদেব, সদ্যোজাত, ঈশান, অঘোর ও তৎপুরুষ এই পঞ্চমূর্তির অঘোরমূর্তি মহাবিষ্ণুরই রূপ]॥ ৩॥

হে পরমেশ্বরি! ত্রিপুর নির্জিত হইলে তখন দক্ষিণের সিংহাসনে দেবী আরূঢ়া হইয়াছিলেন। তাঁহার [মহাত্রিপুরভৈরবীর] শত্রুভারছেদনকারী মন্ত্র বলিব॥ ৪॥

হে প্রিয়ে! শিব [হ্] চন্দ্র [স্] মাদনান্ত [খ] পান্ত [ক] বহ্নি [র্] সমন্বিত, শক্তি [এ] ভিন্ন মিশ্রিত, বিন্দুনাদকলাযুক্ত [ঁ] ইহা মহাত্রিপুরভৈরবীর

সম্পৎপ্রদায়া ভৈরব্যাঃ কামরাজং তদেব হি।
সদাশিবস্য বীজং তু সিংহাসনগতস্য চ ॥ ৬ ॥
এষা বিদ্যা মহেশানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে।
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি রিপুভারনিকৃন্তনম্ ॥ ৭ ॥

মহাত্রিপুরাভৈরবীধ্যানম্

উদ্যৎসূর্যসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং সর্ববৈরিনিকৃন্তনীম্ ॥ ৮ ॥
স্রবদ্রুধিরমুণ্ডালিকলিতাং রক্তবাসসম্।
ত্রিশূলং ডমরুং চৈব খড়্গং খেটকমেব চ ॥ ৯ ॥
পিনাকং চ পরান্ দেবি পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ।
পুস্তকং চাক্ষমালাং চ শিবসিংহাসনে স্থিতাম্ ॥ ১০ ॥
এবং ধ্যাত্বা মহেশানি পূজামণ্ডলমারভেৎ[১]।
ত্রিকোণং চৈব বৃত্তং চ বৃত্তাষ্টদলনীরজম্[২] ॥ ১১ ॥

বাগ্ভব প্রথম বীজ অর্থাৎ—'হ্স্খ্ফ্রেঁ' এইটি প্রথম বীজ। সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীর বীজ অর্থাৎ "হ্স্ক্লীঁ" এইটি মহাত্রিপুরভৈরবীর দ্বিতীয় কামরাজ বীজ, মহাসিংহাসনগত সদাশিবের বীজ অর্থাৎ 'হ্সৌঃ' এইটি তৃতীয় বীজ। সুতরাং মহাত্রিপুরভৈরবীর সম্পূর্ণ মন্ত্র হইল—"হ্স্খ্ফ্রেঁ 'হ্স্ক্লীঁ হ্সৌঃ"। হে মহেশানি! এই বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র কে বর্ণনা করিতে পারে? ইঁহার [মহাত্রিপুর-ভৈরবীর] শত্রুভারচ্ছেদক ধ্যান বলিব ॥ ৫—৭ ॥

উদীয়মান সহস্র সূর্যের প্রভাতুল্য প্রভাযুক্তা, ললাটে চন্দ্রসমন্বিতা, ত্রিনয়না, নানাভূষণে সৌভাগ্যবতী, সর্বশত্রুবিনাশিনী, [প্রবহমাণ] রক্তধারা-বর্ষিমুণ্ডমালাযুক্তা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, ত্রিশূল, ডমরু, খড়্গ, খেটক, পিনাক, শর, পাশ ও অঙ্কুশযুগল, পুস্তক ও অক্ষমালা—এইগুলি ক্রমে ক্রমে হস্তে ধারণ-কারিণী, শিবের সিংহাসনে স্থিতা দেবীকে [মহাত্রিপুরভৈরবীকে] এইরূপ ধ্যান করিয়া, হে দেবি! হে মহেশানি! পূজামণ্ডল [যন্ত্র] অঙ্কিত করিবে। প্রথমে ত্রিকোণ, তারপর বৃত্ত [গোলাকার], তারপর পুনরায় বৃত্ত, তারপর

১। মাচরেৎ। ২। দলমম্ভুজে।

বৃত্তং ভূসদনোপেতমেষা ত্রিপুরযন্ত্রিকা।
বামাং জ্যেষ্ঠাং চ রৌদ্রীং চ কালীং চ বরলোচনে ॥ ১২ ॥
কলাঢ্যাং চ বলাঢ্যাং চ যজেদ্ বিকরিণীং প্রিয়ে।
বলপ্রমথিনীং চৈব সর্বভূতান্তমাবদেৎ ॥ ১৩ ॥
দমনীং চ তথার্চিত্বা মনোন্মনীপদান্বিতাম্।
এবং পীঠং সমভ্যর্চ্য ততঃ সিংহাসনং যজেৎ ॥ ১৪ ॥
অঘোরবিদ্যারূপং তু মহাপাপনিকৃন্তনম্।
অঘোরে বাগ্ভবং১ দেবি ঘোরে তু ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১৫ ॥
ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ২ বিলিখ্য সুরবন্দিতে।
সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যো দেব্যা বীজযুগং লিখেৎ।
নমস্তেঽস্তু পদং কুর্যাৎ রুদ্ররূপে হসৌ লিখেৎ ॥ ১৬ ॥
ত্রিংশস্তিশ্চ ত্রিভি র্বর্ণৈর্বিদ্যেয়ং কথিতা প্রিয়ে।
অনেন মনুনা দেবি যজেৎ সিংহাসনং বুধঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টদল পদ্ম, তারপর বৃত্ত, তারপর ভূপুর অঙ্কিত করিবে। ইহাই ত্রিপুরার যন্ত্র। হে বরলোচনে! এইযন্ত্রে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, বলবিকরিণী, বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী, মনোন্মনী—এই সকল পীঠদেবতার অর্চনা করিয়া তারপর সিংহাসনের পূজা করিবে ॥ ৮—১৪ ॥

অঘোরবিদ্যা স্বরূপটি মহাপাপের বিনাশক। হে দেবি! হে সুরবন্দিতে! প্রথমে 'অঘোরে' উল্লেখ করত বাগ্ভব অর্থাৎ 'ঐং' উল্লেখ করিবে। তারপর 'ঘোরে' বলিয়া 'ভুবনেশ্বরীম্' অর্থাৎ 'হ্রীঁ' বলিবে, তারপর 'ঘোরঘোরতরেভ্যঃ' বলিয়া "সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যঃ" উল্লেখ করিবে, তারপর দেবীর বীজদ্বয় অর্থাৎ 'হ্রীঁ শ্রীঁ' বলিবে, তারপর 'নমস্তেঽস্তু' বলিয়া রুদ্ররূপে 'হ্সৌ' বলিবে। সুতরাং অঘোরবিদ্যা বা অঘোর মন্ত্রটি এইরূপ হইল—'অঘোরে ঐং ঘোরে হ্রীঁ ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যঃ হ্রীঁ শ্রীঁ নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপে হ্সৌঃ"। হে প্রিয়ে! হে দেবি! ৩৩টি বর্ণে এই বিদ্যা কথিত হইল। এই মন্ত্রের দ্বারা বুধ [বিদ্বান্] ব্যক্তি সিংহাসনের পূজা করিবে। অতঃপর আবাহনাদি

১। চোক্তা অঘোরে ভুবনেশ্বরীম্। ২। ঘোরঘোরতরে রম্যে শর্বে সর্বাধিদেবতে।

আবাহনাদিকং কুর্যাৎ ক্রমার্চনমতঃ পরম্।
আদাবঙ্গাবৃত্তির্দেবি দ্বিরাবৃত্ত্যাঽঙ্গপূজনম্ ॥ ১৮ ॥
রত্যাদিত্রয়মভ্যর্চ্য তথাঽনঙ্গাদিকা যজেৎ।
ব্রাহ্ম্যাদিযুগ্মং সম্পূজ্য বসুপত্রেষু মাতৃকাঃ ॥ ১৯ ॥
ভূবিম্বে লোকপালাংশ্চ সায়ুধান্ পরমেশ্বরি।
দ্বিতীয়সিংহাসনগাং পূজয়েদ্রুদ্রভৈরবীম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমজ জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে দ্বিতীয়সিংহাসনে
রুদ্রভৈরবীযজনং নাম সপ্তমঃ পটলঃ ॥৭॥

করিয়া ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। হে দেবি! প্রথমে অঙ্গাবৃত্তি অর্থাৎ মূলমন্ত্র দুইবার আবৃত্তি করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে অর্থাৎ হ স্খ্ফ্রেঁ হৃদয়ায় নমঃ। হ্স্ক্ল্হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। হ্স্খ্ফ্রেঁ কবচায় হুঁ। হ্স্ক্ল্হ্রীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্সৌঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ পূজা করিবে। তারপর 'রতি, প্রীতি ও মনোভবার' পূজা করিয়া অনঙ্গকুসুমাদি ৮ জনের [৫৭ পৃঃ উল্লিখিত] পূজা করিবে। পদ্মের অষ্টপত্রে পূর্বাদিক্রমে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহী এই অষ্টমাতৃকার পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! ভূপুরে আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিবে। তারপর দ্বিতীয় সিংহাসন [দক্ষিণ সিংহাসন] স্থিতা রুদ্রভৈরবীর পূজা করিবে। মহাত্রিপুরভৈরবীর অপর নাম রুদ্রভৈরবী। ॥১৫ – ২০

জ্ঞানার্ণবে সপ্তম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৭॥

অষ্টমঃ পটলঃ

ষট্‌কূটাভৈরবী

ঈশ্বর উবাচ

পশ্চিমে ভৈরবী দেবী[১] ষট্‌কূটা পরমেশ্বরী।
যৎস্ফূর্ত্যা স শিবো দেবি সৃষ্টিসংহা ণক্ষমঃ ॥ ১ ॥
ডাকিনীরাকিণীবীজে লাকিনীকাকিনীযুগাৎ[২]।
বীজে আহৃত্য দেবেশি যোজয়েচ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ২ ॥
আদ্যমৈকারসংযুক্ত-মন্যদীকারমণ্ডিতম্।
শক্রস্বরসমাযুক্তং[৩] তার্তীয়ং বীজমালিখেৎ ॥ ৩ ॥
বিন্দুনাদকলাক্রান্তং[৪] তৃতীয়ং শৈলসম্ভবে।
এষা বিদ্যা মহেশানি রুদ্রসিংহাসনে স্থিতা ॥ ৪ ॥
ধ্যানমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি সর্বভূতনিকৃন্তনম্।
বালসূর্যপ্রভাং দেবীং জপাকুসুমসন্নিভাম্ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন. হে দেবি! পশ্চিমে [পশ্চিমসিংহাসনে] পরমেশ্বরী ষট্‌কূটা ভৈরবী দেবী বিদ্যমান। যাঁহার প্রকাশে সেই শিব সৃষ্টি ও সংহারে সমর্থ ॥ ১ ॥

হে দেবেশি! হে পর্বতনন্দিনি! ডাকিনী ও রাকিণীর বীজ [ড্ ও র্] এবং লাকিনী ও কাকিনী বীজদ্বয় [ল্, ক্] আহরণ করিয়া চন্দ্র [স] ও সূর্য [হ] এ যোজনা করিবে। প্রথমবীজ ঐকার-সংযুক্ত, দ্বিতীয় বীজ ঈকার-যুক্ত, তৃতীয় বীজ শক্রস্বর অর্থাৎ ঔকার সংযুক্ত, তারপর বিন্দু নাদ ও কলা অর্থাৎ 'ঁ' যুক্ত তৃতীয় বীজ। সুতরাং ষট্‌কূটাভৈরবীর সমস্ত মন্ত্র হইল—"ড্‌র্‌ল্‌ক্‌স্‌হৈঁ ড্‌র্‌ল্‌ক্‌স্‌হীঁ" ড্‌র্‌ল্‌ক্‌স্‌হৌঁ"। এই বিদ্যা অর্থাৎ ষট্‌কূটা ভৈরবী রুদ্র-সিংহাসনে অবস্থিতা। ॥ ২—৪ ॥

-সকলভূতের বিনাশক ইঁহার ধ্যান বলিব। বালসূর্যের প্রভাতুল্য প্রভাযুক্তা, জবাপুষ্পবর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্টা [দেবী] মুণ্ডমালাসমূহদ্বারা রম্যা, বলসূর্যের বর্ণ সদৃশ

১। দেবি। ২। লাকিনীকাকিনীযুগম্। ৩। শক্রস্বরক্রমাদ্দেবি।
৪। কলাক্রান্তং ত্রিতয়ং।

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্।
সুবর্ণকলশাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্[১] ॥ ৬ ॥
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকং চ দধানাং জপমালিকাম্।
এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবীং মানসৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭ ॥
দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি বিধায় পরমেশ্বরি।
যন্ত্রমস্যা বরারোহে ত্রিকোণং তৎপুটং লিখেৎ ॥ ৮ ॥
বহিরষ্টদলং পদ্মং রবিপত্রং[২] সমালিখেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৯ ॥
ষড়ঙ্গাবরণং দেবি পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ প্রিয়ে।
রত্যাদিত্রিতয়ং দেবি ত্রিকোণে পরিপূজয়েৎ ॥ ১০ ॥
ডাকিন্যাদ্যাস্তু ষট্‌কোণে বসুপত্রে ততঃ পরম্।
ব্রাহ্ম্যাদিযুগলং পশ্চাৎ রবিপত্রে ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

বর্ণবিশিষ্টবস্ত্রপরিহিতা, সুবর্ণকলসসদৃশ স্থূল ও উন্নত স্তনবিশিষ্টা, পাশ, অঙ্কুশ, পুস্তক ও জপমালা ধারিণী দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস উপচারে পূজা করিবে ॥ ৫—৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! দুইবার আবৃত্তি পূর্ব্বক ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। যথা:— ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৈং হৃদয়ায় নমঃ। ড্ র্ ল্ ক্ স্ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ড্ র্ ল্ ক্ স্ হ্রৌঁ শিখায়ৈ বষট্। ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৈঁ কবচায় হুঁ। ড্ র্ ল্ ক্ স্ হ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ড্‌র্‌ল্‌ক্‌স্ হ্রৌঁ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া দেবীর [ষট্‌কূটা ভৈরবীর] যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। হে সুন্দরি! প্রথমে ত্রিকোণ তারপর পুটিত ত্রিকোণ অর্থাৎ প্রথম ত্রিকোণের বাহিরে ভিতরে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তাহার বাহিরে অষ্টদলপদ্ম, তার বাহিরে দ্বাদশপত্র পদ্ম লিখিবে। হে প্রিয়ে! পূর্ব্বৎ ষড়ঙ্গাবরণের পূজা করিবে অর্থাৎ ড্ র্ ল্ ক্ স্ হৈঁ হৃদয়াঙ্গ-শক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাসের রীতি দুইবার আবৃত্তি করিয়া পূজা করিবে। হে দেবি! ত্রিকোণে রত্যাদি ত্রিতয়ের পূজা করিবে অর্থাৎ নীচের ডানদিকের কোণে রতি, বামদিকের কোণে প্রীতি ও উর্দ্ধকোণে মনোভবার পূজা করিবে।

১। পীনোন্নতঘনস্তনীম্। ২। রবিপত্রং ততো লিখেৎ।

বালায়াঃ পীঠশক্তীস্তু বামাদ্যাঃ পূজয়েৎ প্রিয়ে।
চতুরস্রে লোকপালান্ সায়ুধান্ পরমেশ্বরি ॥ ১২ ॥
এবং পূজাবিধিং কুর্যাদ্ ভোগমোক্ষফলাপ্তয়ে।
অনেনৈব বিধানেন নিত্যাখ্যাং ভৈরবীং যজেৎ ॥ ১৩ ॥
সর্বসৌভাগ্যদাং[১] নিত্যাং সর্বসাম্রাজ্যদায়িনীম্।
এতস্যা এব বিদ্যায়াঃ ষড়্ বর্ণান্ ক্রমতঃ স্থিতান্ ॥ ১৪ ॥
বিপরীতান্ বদ[২] প্রৌঢ়ে বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষদা।
নিত্যাখ্যা ভৈরবী দেবি রিপুভারনিকৃন্তনী ॥
ন্যাসপূজাদিকং সর্বমস্যাঃ পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥ ১৫ ॥
ইতি শ্রীমজ্ জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে পশ্চিমসিংহাসনকথনং নামাষ্টমঃ পটলঃ ॥৮॥

তারপর দুইটি ত্রিকোণের ষট্‌কোণে অধঃকোণে, বামদিকের ঊর্ধ্বকোণ ডানদিকের ঊর্ধ্বকোণ, [তারপর ত্রিকোণের] নীচে ডানকোণে, বামকোণে ও ঊর্ধ্বকোণে যথাক্রমে ডাকিণী, রাকিণী লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীর পূজা কবিবে। তারপর অষ্টদলপদ্মের আট পত্রে যথাক্রমে ব্রাহ্মী অসিতাঙ্গ; মাহেশ্বরী রুরু; কৌমারী চণ্ড; বৈষ্ণবী ক্রোধ; বারাহী উন্মত্ত; মাহেন্দ্রী কপালী; চামুণ্ডা ভীষণ; মহালক্ষ্মী সংহার; এই যুগল যুগলের পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! তার পর দ্বাদশ পত্রে ত্রিপুরা বালার পীঠশক্তি বামাদির পূজা করিবে। অর্থাৎ বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, বলবিকরিণী, বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী, মনোন্মনী—ইহাদের পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি ! তারপর চতুরস্র অর্থাৎ যন্ত্রের চতুঃকোণে আয়ুধের সহিত ইন্দ্রাদিলোকপালের পূজা করিবে। ভোগ ও মোক্ষফলের প্রাপ্তির জন্য এইরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ বিধিতে নিত্যা ভৈরবীর পূজা করিবে ॥ ৮-১৩ ॥

এই নিত্যা ভৈরবী সকলসৌভাগ্যপ্রদা সকল সাম্রাজ্যদায়িনী। ষট্‌কূটা-ভৈরবীর মন্ত্রের ক্রমে স্থিত ছয়টি বর্ণকে বিপরীতভাবে বল। তাহা হইলেই হে প্রৌঢ়ে! নিত্যা ভৈরবীর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র ভোগ ও মোক্ষ প্রদানকারী হয়। সুতরাং নিত্যা ভৈরবীর মন্ত্র হইতেছে—"হ্‌স্‌খ্‌ফ্‌রেঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রড়ীঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌রড়ৌঁ।" নিত্যা ভৈরবী শক্রর ভারছেদনকারিণী। ইঁহার ন্যাস ও পূজা প্রভৃতি সমস্তই পূর্বের মত অর্থাৎ ষট্‌কূটা ভৈরবীর ন্যাস পূজাদির মত করিবে ॥১৪-১৫॥

জ্ঞানার্ণবে অষ্টম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৮॥

১। সর্বসৌখ্যপ্রদাম্। ২। বিপরীতান বর প্রৌঢ়ে।

নবমঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাবিদ্যাং চিন্তিতেষ্টফলপ্রদাম্।
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ ভুবনাধিপতি র্ভবেৎ ॥ ১ ॥
হংসাদ্যং[১] বাগ্ভবং চাদ্যং হসকান্তে সুরেশ্বরি।
ভূবীজং ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্॥ ২ ॥

ভুবনেশ্বরীভৈরব্যা মন্ত্রঃ ন্যাসাদিশ্চ

শিবচন্দ্রৌ মহেশানি শক্রস্বরবিভূষিতম্।
বিন্দুনাদ-কলাক্রান্তং তৃতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্॥ ৩ ॥
এষা বিদ্যা মহেশানি ভুবনেশ্বরভৈরবী।
মধ্যবীজেন দেবেশি ষড়্দীর্ঘস্বরভেদিনা ॥ ৪ ॥
ষড়ঙ্গানি প্রবিন্যস্য ধ্যায়েদ্দেবীং চতুর্ভুজাম্।
জপাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুম-প্রভাম্॥ ৫ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে দেবি! চিন্তামাত্রে ইষ্টফলপ্রদা মহাবিদ্যার কথা শ্রবণ কর, যাঁহার জ্ঞানমাত্রে সাধক ভুবনের অধিপতি হয় ॥ ১ ॥

হে সুরেশ্বরি! প্রথমে 'হংস' তারপর বাগ্ভব অর্থাৎ 'ঐঁ' যোগ করিলে প্রথম বীজ হয়। তারপর 'হসক' এরপর ভূবীজ অর্থাৎ 'ল', তারপর ভুবনেশানী অর্থাৎ হ্রীঁ যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত হয় ॥ ২ ॥

হে মহেশ্বরি! শক্রস্বর অর্থাৎ 'ঔকার' দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ যুক্ত শিব [হ্] চন্দ্র [স্] বিন্দুনাদকলাক্রান্ত অর্থাৎ 'ঁ' চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ উদ্ধৃত হয়। সুতরাং ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর সম্পূর্ণ মন্ত্র বা বীজ হইল "হ্সৈঁ হ্স্ক্লহ্রীঁ হ্সৌঁ"। হে মহেশানি! এই বিদ্যা অর্থাৎ এই মন্ত্র ভুবনেশ্বরীভৈরবীর মন্ত্র। হে দেবেশি! ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া মধ্যম বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অর্থাৎ 'হসকলহ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসকলহ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হসকলহ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। হসকল হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। হসকলহ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হসকলহ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দেবীকে [ভুবনেশ্বরীভৈরবীকে] ধ্যান করিবে।

১। হংসাদ্যং।

চন্দ্ররেখাজটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্ ।
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্ ॥ ৬ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং স্মরেৎ ।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েদ্দেবীং যন্ত্রোদ্ধারং চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যভৈরবীদেবীযন্ত্রবৎ পরমেশ্বরি ।
সিংহাসনং সমভ্যর্চ্য পরিবারার্চনং যজেৎ ॥ ৮ ॥
ষড়ঙ্গাবরণং দেবি পূর্ব্ববৎ পরিপূজয়েৎ ।
রত্যাদ্যাঃ পূজয়েদ্দেবি ত্রিকোণে তদনন্তরম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পূজ্যাস্তত্রৈব সুন্দরি ।
ডাকিন্যাদ্যাস্তথা পূজ্যা বসুপত্রে ততঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

চতুর্ভুজা, জবাপুষ্পসদৃশরক্তবর্ণা, দাড়িমীপুষ্পতুল্য প্রভাযুক্তা, জটাসমূহে চন্দ্ররেখাসমন্বিতা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, নানালঙ্কারে মনোহরা, স্থূল, উন্নত ঘনস্তনযুক্তা, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণকারিণী, শিবা অর্থাৎ মঙ্গলা ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া দেবী ভুবনেশ্বরীকে পূজা করিবে। যন্ত্রের উদ্ধার পূর্ব্বের মত অর্থাৎ চৈতন্য ভৈরবীর যন্ত্রের মত ॥ ৩-৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! এই ভুবনেশ্বরভৈরবীর যন্ত্র চৈতন্যভৈরবীর যন্ত্রের মত হইবে। সিংহাসনের [দেবীর সিংহাসনের] পূজা করিয়া তারপর পরিবারগণের পূজা করিবে। হে দেবি! পূর্ব্বের মত ষড়ঙ্গরূপ আবরণের পূজা করিবে। অর্থাৎ হসকলহ্রাং হৃদয়াঙ্গশক্তয়ে নমঃ। সহকলহ্রীঁ শিরোঽঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রূঁ শিখাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রৈং কবচাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রৌঁ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রঃ অস্ত্রাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। তারপর ত্রিকোণে রতি, প্রীতি ও মনোভবার পূজা করিবে। হে সুন্দরি ; সেইখানেই অর্থাৎ ত্রিকোণেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের পূজা করিবে। তারপর ডাকিনী, রাকিণী লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীর পূজা করিবে। তারপর অষ্টদলপদ্মের অষ্টপত্রে অনঙ্গকুসুমাদির অর্থাৎ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গাদিমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী ও ভগমালার পূজা করিবে। তারপর ব্রাহ্ম্যাদি যুগল অর্থাৎ ব্রাহ্মী-অসিতাঙ্গভৈরব, মাহেশ্বরী-রুরু, কৌমারী-চণ্ড, বৈষ্ণবী-ক্রোধ, বারাহী-উন্মত্ত, মাহেন্দ্রী-কপালী, চামুণ্ডা-ভীষণ, মহালক্ষ্মী-সংহার এই যুগল যুগলের পূজা করিবে। তারপর

নবমঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাবিদ্যাং চিন্তিতেষ্টফলপ্রদাম্।
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ ভুবনাধিপতি র্ভবেৎ ॥ ১ ॥
হংসাদ্যং[১] বাগ্‌ভবং চাদ্যং হসকান্তে সুরেশ্বরি।
ভূবীজং ভুবনেশানী দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্ ॥ ২ ॥

ভুবনেশ্বরীভৈরব্যা মন্ত্রঃ ন্যাসাদিশ্চ

শিবচন্দ্রৌ মহেশানি শক্রস্বরবিভূষিতম্।
বিন্দুনাদ-কলাক্রান্তং তৃতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩ ॥
এষা বিদ্যা মহেশানি ভুবনেশ্বরভৈরবী।
মধ্যবীজেন দেবেশি ষড়্‌দীর্ঘস্বরভেদিনা ॥ ৪ ॥
ষড়ঙ্গানি প্রবিন্যস্য ধ্যায়েদ্দেবীং চতুর্ভুজাম্।
জপাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুম-প্রভাম্ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে দেবি! চিন্তামাত্রে ইষ্টফলপ্রদা মহাবিদ্যার কথা শ্রবণ কর, যাঁহার জ্ঞানমাত্রে সাধক ভুবনের অধিপতি হয় ॥ ১ ॥

হে সুরেশ্বরি! প্রথমে 'হংস' তারপর বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐঁ' যোগ করিলে প্রথম বীজ হয়। তারপর 'হসক' এরপর ভূবীজ অর্থাৎ 'ল', তারপর ভুবনেশানী অর্থাৎ হ্রীঁ যোগ করিলে দ্বিতীয় বীজ উদ্ধৃত হয় ॥ ২ ॥

হে মহেশ্বরি! শক্রস্বর অর্থাৎ 'ঔকার' দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ যুক্ত শিব [হ্] চন্দ্র [স্] বিন্দুনাদকলাক্রান্ত অর্থাৎ 'ঁ' চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে তৃতীয় বীজ উদ্ধৃত হয়। সুতরাং ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর সম্পূর্ণ মন্ত্র বা বীজ হইল "হ্‌সৈঁ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌হ্রীঁ হ্‌সৌঁ"। হে মহেশানি! এই বিদ্যা অর্থাৎ এই মন্ত্র ভুবনেশ্বরীভৈরবীর মন্ত্র। হে দেবেশি! ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া মধ্যম বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অর্থাৎ 'হসকলহ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হসকলহ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হসকলহ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। হসকল হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। হসকলহ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হসকলহ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া দেবীকে [ভুবনেশ্বরীভৈরবীকে] ধ্যান করিবে।

১। হংসাদ্যং।

চন্দ্ররেখাঙ্গজটাজূটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসম্ ।
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্ ॥ ৬ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং স্মরেৎ ।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েদ্দেবীং যন্ত্রোদ্ধারং চ পূর্ববৎ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যভৈরবীদেবীযন্ত্রবৎ পরমেশ্বরি ।
সিংহাসনং সমভ্যর্চ্য পরিবারার্চনং যজেৎ ॥ ৮ ॥
ষড়ঙ্গাবরণং দেবি পূর্ববৎ পরিপূজয়েৎ ।
রত্যাদ্যাঃ পূজয়েদ্দেবি ত্রিকোণে তদনন্তরম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ পূজ্যাস্তত্রৈব সুন্দরি ।
ডাকিন্যাদ্যাস্তথা পূজ্যা বসুপত্রে ততঃ পরম্ ॥ ১০ ॥

চতুর্ভুজা, জবাপুষ্পসদৃশরক্তবর্ণা, দাড়িমীপুষ্পতুল্য প্রভাযুক্তা, জটাসমূহে চন্দ্র-রেখাসমন্বিতা, ত্রিনেত্রা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, নানালঙ্কারে মনোহরা, স্থুল, উন্নত ঘনস্তনযুক্তা, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণকারিণী, শিবা অর্থাৎ মঙ্গলা ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া দেবী ভুবনেশ্বরীকে পূজা করিবে। যন্ত্রের উদ্ধার পূর্বের মত অর্থাৎ চৈতন্য ভৈরবীর যন্ত্রের মত ॥ ৩-৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! এই ভুবনেশ্বরভৈরবীর যন্ত্র চৈতন্যভৈরবীর যন্ত্রের মত হইবে। সিংহাসনের [দেবীর সিংহাসনের] পূজা করিয়া তারপর পরিবার-গণের পূজা করিবে। হে দেবি! পূর্বের মত ষড়ঙ্গরূপ আবরণের পূজা করিবে। অর্থাৎ হসকলহ্রাং হৃদয়াঙ্গশক্তয়ে নমঃ। সহকলহ্রীঁ শিরোঽঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রূঁ; শিখাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রৈং কবচাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রৌঁ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তয়ে নমঃ। হসকলহ্রঃ অস্ত্রাঙ্গশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে। তারপর ত্রিকোণে রতি, প্রীতি ও মনোভবার পূজা করিবে। হে সুন্দরি ; সেইখানেই অর্থাৎ ত্রিকোণেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের পূজা করিবে। তারপর ডাকিনী, রাকিণী লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীর পূজা করিবে। তারপর অষ্টদলপদ্মের অষ্টপত্রে অনঙ্গকুসুমাদির অর্থাৎ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গাদিমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, সুভগা, ভগা, ভগসর্পিণী ও ভগমালার পূজা করিবে। তারপর ব্রাহ্ম্যাদি যুগল অর্থাৎ ব্রাহ্মী-অসিতাঙ্গভৈরব, মাহেশ্বরী-রুরু, কৌমারী-চণ্ড, বৈষ্ণবী-ক্রোধ, বারাহী-উন্মত্ত, মাহেন্দ্রী-কপালী, চামুণ্ডা-ভীষণ, মহালক্ষ্মী-সংহার এই যুগল যুগলের পূজা করিবে। তারপর

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ ব্রাহ্ম্যাদিযুগলং ততঃ।
ভূবিম্বে লোকপালাংশ্চ বটুকাদ্যাংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১১ ॥

অন্নপূর্ণাভৈরবীমন্ত্রঃ

যোগিনীনাং চতুঃষষ্টিং পূজয়েৎ সুরবন্দিতে।
সদাশিবসখা যস্মাৎ কুবেরঃ পরমেশ্বরি ॥ ১২ ॥
যেনেয়ং প্রার্থিতা দেবী রাজরাজস্ততো ভবেৎ।
তেনৈব প্রার্থিতা বিদ্যা গৌরী গৌরফলপ্রদা ॥ ১৩ ।
অন্নপূর্ণেশ্বরী নাম সর্বসম্পৎপ্রদা সতাম্।
অনয়া বিদ্যয়া দেবি কুবেরো ধননায়কঃ। ১৪ ॥
লোকপালেষু সর্বেষু ধনরত্নাদিপূর্ণতা।
তথান্নপূর্ণতা তস্মিন্ সুস্থিরাস্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥
অন্নপূর্ণা মহাদেবি সাক্ষাৎ কামদুঘাঽদ্রিজে।
মন্ত্রমস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৬ ॥

ভূপুরে [চতুষ্কোণ] লোকপাল [দশ] এবং বটুকাদির পূজা করিবে। ব্রহ্মাণীপুত্রবটুক, মাহেশ্বরীপুত্রবটুক, বৈষ্ণবীপুত্রবটুক ; কৌমারীপুত্রবটুক, ইন্দ্রাণীপুত্রবটুক, মহালক্ষ্মীপুত্রবটুক, বারাহীপুত্রবটুক ও চামুণ্ডাপুত্রবটুকের পূজা এবং হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল, কাল, করাল, একপাদ ও ভীমনাথ ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে ॥ ৮-১১ ॥

হে দেববন্দিতে! তারপর চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! যেহেতু কুবের সদাশিবের সখা এই ভুবনেশ্বরীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেইহেতু রাজরাজ অর্থাৎ যক্ষগণের রাজা হইয়াছেন। আবার তিনিই [কুবেরই] গৌরফলপ্রদা বিদ্যা, গৌরীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

অন্নপূর্ণেশ্বরী নামক দেবী সদ্ব্যক্তিগণের সর্বসম্পৎপ্রদানকারিণী। এই বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ অন্নপূর্ণার মন্ত্র দ্বারা কুবের ধনাধিপতি হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

হে দেবি! ইঁহার [অন্নপূর্ণার] প্রসাদে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের ধনরত্নাদিপূর্ণতা এবং অন্নপূর্ণত্ব সুস্থির হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

হে মহাদেবি! হে পর্বতকন্যে! অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ কাম্যপূরণকারিণী। ইঁহার সর্বসিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র বলিব ॥ ১৬ ॥

তারং চ ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামরাজকম্।
হৃদন্তে ভগবত্যর্ণা মাহেশ্বরি পদং লিখেৎ ॥ ১৭ ॥
অন্নপূর্ণেঽগ্নিজায়া চ বিদ্যেয়ং বিংশদক্ষরী।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা সিদ্ধিদা নাস্তি ভূতলে ॥ ১৮ ॥
ভুবনেশ্যা মহেশানি ষড়্দীর্ঘস্বরভিন্নয়া।
ষড়ঙ্গানি মহেশানি চ্ছন্দোন্যাসাদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
ঋষির্ব্রহ্মাঽস্য মন্ত্রস্য পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বরাননে।
অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবী[১] দেবতা পরিকীর্তিতা ॥ ২০ ॥
বীজং চ ভুবনেশানী শ্রীবীজং শক্তিরুচ্যতে।
কীলকং কামরাজং স্যাৎ ষড়ঙ্গানন্তরং ততঃ ॥ ২১ ॥

তার অর্থাৎ ওঁকার তারপর ভুবনেশানী অর্থাৎ হ্রীঁ, শ্রীবীজ অর্থাৎ শ্রীঁ, কামরাজ অর্থাৎ ক্লীঁ, তারপর হৃৎমন্ত্র অর্থাৎ 'নমো', তারপর 'ভগবতি' এই বর্ণ-সকল, তারপর 'মাহেশ্বরি' এই পদ লিখিবে ॥ ১৭ ॥

তারপর 'অন্নপূর্ণে' পদ উল্লেখ করিয়া শেষে অগ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' পদ উল্লেখ করিবে। সুতরাং অন্নপূর্ণা ভৈরবীর মন্ত্র হইল "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা"। এই কুড়ি অক্ষরের এই বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র। ভূতলে ইহার সদৃশ বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র নাই ॥ ১৮ ॥

হে মহেশানি! ছন্দঃপ্রভৃতি ন্যাসের পর ছয়টি দীর্ঘস্বরের দ্বারা যুক্ত [আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ] ভুবনেশী অর্থাৎ হ্রীঁ বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। সেই ষড়ঙ্গ-ন্যাস, যথাঃ—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রূং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুঁ। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ১৯ ॥

হে বরাননে! এই অন্নপূর্ণামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ পঙ্‌ক্তি, অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবতা, ভুবনেশানী অর্থাৎ 'হ্রীঁ' বীজ, শ্রীবীজ [শ্রীঁ] শক্তি, কামরাজ [ক্লীঁ] কীলক, হইবে। অর্থাৎ অন্নপূর্ণার ঋষ্যাদিন্যাস এই রূপ হইবে। "[হ্রীঁ] অস্য [অন্নপূর্ণা] মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ অন্নপূর্ণেশ্বরী দেবতা হ্রীঁ বীজং শ্রীঁ শক্তিঃ ক্লীঁ কীলকং পুরুষার্থচতুষ্টয়সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ"। এরপর ষড়ঙ্গন্যাস করিবে, তারপর ॥ ২০-২১ ॥

১। দেবি।

*একমেকং পুনশ্চৈকং পুনরেকং দ্বয়ং চতুঃ।
চতুশ্চতুস্তথা দ্বাভ্যাং পদান্যেতানি পার্বতি ॥ ২২ ॥
পদানি নব দেবেশি নব দ্বারেষু বিন্যসেৎ।
মূর্ধাদিগুদপর্যন্তং পুনস্তেষু বরাননে ॥ ২৩ ॥

অন্নপূর্ণাভৈরবীপূজায়াং পদন্যাসাদি

গুদাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং পদানাং নবকং ন্যসেৎ।
ব্রহ্মরন্ধ্রাস্যহৃদয়-মূলাধারেষ্বনুক্রমাৎ ॥ ২৪ ॥
চতুর্বীজানি বিন্যস্য স্বরেষ্বন্যান্ প্রবিন্যসেৎ।
গোলকং চ ততো দেবি বিন্যস্য বিধিবৎ প্রিয়ে।
প্রাণায়ামং প্রকুর্বীত পূজামণ্ডলমালিখেৎ ॥ ২৫ ॥

এক [ওঁ] এক [হ্রীঁ] পুনরায় এক [শ্রীঁ] পুনঃ এক [ক্লীঁ] দুই [নমঃ] চার [ভগবতি] চার [মাহেশ্বরি] এবং চার [অন্নপূর্ণে] দুই [স্বাহা] দ্বারা। এইভাবে নয়টি পদ ; হে দেবেশি! এই নয়টি পদের দ্বারা নবদ্বারে [মূর্ধা, চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ ও গুহ্য] ন্যাস করিবে। অর্থাৎ—"মস্তকে ওঁ নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে—হ্রীঁ নমঃ, শ্রীঁ নমঃ। কর্ণদ্বয়ে ক্লীঁ নমঃ, নমো নমঃ। নাসিকাদ্বয়ে ভগবতি নমঃ, মাহেশ্বরি নমঃ। মুখে—অন্নপূর্ণে নমঃ। গুহ্যে—স্বাহা নমঃ। এইরূপ ন্যাস করিবে। ইহাকে পদন্যাস বা নবন্যাস বলে। হে বরাননে! মস্তক হইতে গুহ্য পর্যন্ত পুনরায় গুহ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নয়টি পদের বিন্যাস করিবে অর্থাৎ—"গুহ্যে—স্বাহা নমঃ। মুখে—অন্নপূর্ণে নমঃ। নাসাদ্বয়ে [প্রথমে বাম পরে ডান] মাহেশ্বরি নমঃ ভগবতি নমঃ। কর্ণদ্বয়ে—[বাম ডান] নমো নমঃ, ক্লীঁ নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে—[বাম ডান] শ্রীঁ নমঃ, হ্রীঁ নমঃ। মস্তকে—ওঁ নমঃ। এইরূপ পুনরায় বিপরীতক্রমে পদন্যাস করিবে। হে দেবি! তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, হৃদয় ও মূলাধারে—যথাক্রমে স্বরগুলির চারিটি [ওঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, ক্লীঁ] বিন্যাস করিয়া অন্যান্য পদগুলি গোলকে অর্থাৎ ভ্রূমধ্য, নাসিকা, কণ্ঠ, নাভি ও লিঙ্গে ন্যাস করিবে। ইহার নাম নবচক্র ন্যাস। ইহার ক্রম এইরূপ—ব্রহ্মরন্ধ্রে—ওঁ নমঃ। মুখে—হ্রীঁ নমঃ। হৃদয়ে—শ্রীঁ নমঃ। মূলাধারে—ক্লীঁ নমঃ। ভ্রূমধ্যে—নমো নমঃ। নাসিকায়—ভগবতি নমঃ। কণ্ঠে—মাহেশ্বরি নমঃ। নাভিতে অন্নপূর্ণে

---

* অয়ং শ্লোকঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে।

ত্রিকোণং চ চতুঃপত্রং বসুপত্রং ততঃ পরম্।
কলাপত্রং চ ভূবিম্বং চতুর্দ্বারং সমালিখেৎ ॥ ২৬ ॥
সিংহাসনস্থ পরিতঃ পীঠদেবীঃ সমর্চয়েৎ।
সিংহাসনে দক্ষিণে তু কথিতাঃ পীঠনায়িকাঃ।
তা এব পূজয়েৎ পীঠে বামাদ্যাঃ পরমেশ্বরি ॥ ২৭ ॥
জয়া চ বিজয়া চৈব অজিতা চাপরাজিতা।
নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী অঘোরা মঙ্গলাত্মিকা ॥ ২৮ ॥
নবমী পরমেশানি সিংহাসনসমীপগাঃ[১]।
সমাবাহ্য যজেদ্দেবীং ধ্যানং কুর্বন্ সমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্ত-মুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্ ॥ ৩০ ॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং মদিরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলশাকার-পীনোন্নতঘনস্তনীম্ ॥ ৩১ ॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠ-বিরাজিতম্ ॥ ৩২ ॥

নমঃ। লিঙ্গে—স্বাহা নমঃ। তারপর প্রাণায়াম [হ্রীঁ মন্ত্রে] করিয়া পূজা-যন্ত্র লিখিবে ॥ ২২-২৫ ॥

প্রথমে ত্রিকোণ, চতুর্দলপদ্ম, তারপর অষ্টদল পদ্ম, তারপর কলা অর্থাৎ ষোড়শদলপদ্ম, ভূপুর এবং চতুর্দ্বার লিখিবে ॥ ২৬ ॥

সিংহাসনের চারদিকে পীঠদেবতার পূজা করিবে। এই দক্ষিণ সিংহাসনে পীঠনায়িকা কথিত হইয়াছে। হে পরমেশ্বরি! পীঠে সেই বামাদির অর্থাৎ বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কলবিকরিণী, বলবিকরিণী, বলপ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী ও মনোন্মনীর পূজা করিবে। হে পরমেশানি! তারপর সিংহাসনের নিকটস্থ জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও নবমী মঙ্গলার পূজা করিবে। তারপর দেবীকে [অন্নপূর্ণাকে] আবাহন করিয়া একাগ্রভাবে ধ্যান করত পূজা করিবে ॥ ২৭—২৯ ॥

তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ তুল্য কান্তিযুক্তা, মস্তকে বালচন্দ্রশোভিতা, নবরত্নের প্রভায় তাঁহার মুকুট উজ্জ্বল, কুঙ্কুমসদৃশ অরুণবর্ণা, চিত্রবস্ত্রপরিহিতা, মত্তলোচনা, ত্রিনেত্রা,

---

১। সিংহাসনসমীপগা।

কপর্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমতিসংহৃষ্টং১ দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥ ৩৩॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং২ মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥ ৩৪॥

আবরণপূজা

এবং ধ্যাত্বা যজেদ্দেবি ষড়ঙ্গাবরণং যজেৎ।
অগ্নীশাসুরবায়ব্য-মধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনম্॥৩৫॥
অথ বক্ষ্যে মহেশানি ত্রিকোণস্য চ পূজনম্।
তারং প্রাসাদবীজং চ হৃচ্ছিবায় ততঃ পরম্॥৩৬॥
সপ্তাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্বনয়া দেবি পূজয়েৎ।
নৃত্যন্তমীশ্বরং দেবি ত্রিকোণাগ্রে সুরেশ্বরি॥৩৭॥

সুবর্ণকলশসদৃশ স্থূল ও উন্নত ঘনস্তনসমন্বিতা, গোদুগ্ধতুল্য শ্বেতবর্ণ, পঞ্চমুখ, ত্রিলোচন, প্রসন্নবদন, শান্ত, নীলকণ্ঠশোভিত, জটাজূটসমন্বিত, কম্পিতসর্পভূষণ, কুন্দপুষ্পসদৃশধবল, অতিহৃষ্ট মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়া অতিশয় আনন্দান্বিতা, আনন্দযুক্তস্ফুরিত চঞ্চলনেত্রা, কটিতে মেখলা যুক্তা, অন্নদানরতা, নিত্যা, ভূমি ও লক্ষ্মী এই দুই সখী দ্বারা বিভূষিতা [অন্নপূর্ণাকে ধ্যান করিবে]॥ ৩০—৩৪॥

হে দেবি! এইরূপ ধ্যান করিয়া দেবীর [অন্নপূর্ণার] পূজা করিবে। তারপর ষড়ঙ্গ দেবতার পূজা করিবে। অগ্নি, ঈশান, নৈঋর্ত, বায়ু, মধ্য ও চতুর্দিকে অঙ্গ পূজা করিবে অর্থাৎ—অগ্নিকোণে—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঈশানকোণে—হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ—ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে॥৩৫॥

হে মহেশানি! অতঃপর তিন কোণের পূজার কথা বলিব। তার [ওঁ] প্রাসাদ বীজ [হৌঁ] হৃৎ [নমঃ] তারপর 'শিবায়' অর্থাৎ "ওঁ হৌঁ নমঃ শিবায়" এই সাত অক্ষরের মহাবিদ্যা বা মহামন্ত্র। হে সুরেশ্বরি! এই মন্ত্রের দ্বারা ত্রিকোণের অগ্রকোণে নৃত্যকারী মহাদেবের পূজা করিবে॥৩৬—৩৭॥

১। নৃত্যন্তমতিসংহৃষ্টাম্। ২। সানন্দমুখলোলাক্ষীম্।

ওঁ নমঃ পদমাভাষ্য ততো ভগবতে পদম্।
ততো বরাহরূপায় ভূর্ভুর্বঃস্বপতিং তথা ॥৩৮॥
ঙেন্তং চ ভূপতিং চ ত্বং মে দেহীতি চ দাপয় ।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বরাহস্য বরাননে ॥৩৯॥
অনয়া বিদ্যয়া দেবি বামকোণে প্রপূজয়েৎ ।
ওঁ নমঃ পদমাভাষ্য ঙেন্তং নারায়ণং লিখেৎ ॥৪০॥
নারায়ণং দক্ষকোণে ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ।
বামদক্ষিণয়োঃ পূজ্যে ভূশ্রিয়ৌ পরমেশ্বরি ॥৪১॥
একেন মন্থনা দেবি কথয়ামি তবানঘে ।
ওঁ নমো হি পদং চান্নং মে দেহন্নাধিপান্তকে ॥৪২॥
তয়েমমান্নং সংলিখ্য প্রদাপয় ততঃ পরম্ ।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রঃ সংপুটীকৃত্য যোজয়েৎ ॥৪৩॥

হে বরাননে! হে দেবি! 'ওঁ নমঃ' পদ বলিয়া তারপর ভগবতে' পদ, তারপর 'বরাহরূপায়' ঙেন্ত অর্থাৎ চতুর্থ্যন্ত 'ভূভুর্বঃস্বঃপতি' পদ, তারপর 'ভূপতিত্বং' পদ, 'মে দেহি দাপয় চ' পদ, বহ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' যুক্ত মন্ত্র বরাহের বুঝিবে। অর্থাৎ "ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুর্বঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দাপয় স্বাহা" এইমন্ত্রে অধোমুখ ত্রিকোণের উপরের বামকোণে বরাহদেবের পূজা করিবে। তারপর 'ওঁ নমঃ' পদ বলিয়া ঙেন্ত অর্থাৎ চতুর্থ্যন্ত 'নারায়ণ' পদ বলিবে, এইমন্ত্রে অর্থাৎ "ওঁ নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে ত্রিকোণের উপরের দক্ষিণ কোণে নারায়ণের পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! সেই ত্রিকোণের উপরের বাম ও দক্ষিণকোণে ক্রমে ক্রমে ভূ ও শ্রীর পূজা করিবে ॥৩৮—৪১॥

হে নিষ্পাপে! এই ভূ ও শ্রীর পূজা একটি মন্ত্রে হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি। 'ওঁ নমঃ' এই পদ, তারপর "অন্নং মে দেহি" এর শেষে "অন্নাধিপতয়ে মমান্নং" ইহা লিখিয়া [বলিয়া] তারপর "প্রদাপয়", তারপর বহ্নিজায়া অর্থাৎ "স্বাহা" দ্বারা যুক্ত মন্ত্রকে 'গ্লৌং' এবং রমা অর্থাৎ 'শ্রীং'র দ্বারা বাম ও দক্ষিণে পুটিত করিয়া যুক্ত করিবে। সুতরাং সমস্ত মন্ত্র হইল "গ্লৌং শ্রীং ওঁ নমোঽন্নং মে দেহন্নাধিপতয়ে মমান্নং প্রদাপয় স্বাহা শ্রীং গ্লৌং"। এই একই মন্ত্রে ভূ ও

গ্লৌমাত্মকেন রময়া বামদক্ষিণয়োঃ ক্রমাৎ।
ততশ্চতুর্দলে পূজ্যা পশ্চিমাদিক্রমেণ তু ॥৪৪॥
তারেণ পরবিদ্যাং চ ভুবনেশীং তদাত্মনা।
কমলাং রময়া ভদ্রে কামেন সুভগাং যজেৎ ॥৪৫॥
বসুপত্রে মহেশানি ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ পশ্চিমাদিতঃ।
ষোডশারে পরেশানি চন্দ্রমণ্ডলরূপিণীঃ ॥৪৬॥

চন্দ্রকলাদিপূজা

কলাঃ ষোড়শ সংপূজ্যাঃ পশ্চিমাদিক্রমেণ হি।
অমৃতা মানসী পুষ্টি-স্তুষ্টিঃ প্রীতীরতিস্তথা ॥৪৭॥
শ্রীশ্চ হ্রীশ্চ স্বধা১ রাত্রি-র্জ্যোৎস্না হৈমবতী তথা।
ছায়া চ পূর্ণিমা নিত্যা অমাবাস্যা চ ষোড়শী ॥৪৮॥

শ্রীর পূজা হইবে। তারপর চতুর্দল পদ্মের চারপত্রে পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে ক্রমে পরাবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী, কমলা ও সুভগার পূজা করিবে। পশ্চিম পত্রে তার অর্থাৎ ওঁকারের দ্বারা পরবিদ্যার অর্থাৎ 'ওঁ পরবিদ্যায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। উত্তরপত্রে ভুবনেশ্বরীকে সেই ভুবনেশ্বর মন্ত্রে অর্থাৎ 'হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ' মন্ত্রে পূজা করিবে। পূর্বপত্রে কমলাকে রমা অর্থাৎ শ্রীঁ দ্বারা অর্থাৎ "শ্রীঁ কমলায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। দক্ষিণপত্রে কামের 'ক্লীঁ' এর দ্বারা সুভগার পূজা অর্থাৎ "ক্লীঁ সুভগায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। হে মহেশানি! তারপর অষ্টদল পদ্মের অষ্টপত্রে পশ্চিমাদিক্রমে [পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, পূর্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈঋ্ত] ব্রাহ্ম্যাদির অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে। হে পরেশ্বরি! তারপর ষোড়শদলপদ্মের ষোড়শপত্রে—চন্দ্রমণ্ডলরূপীদের অর্থাৎ চন্দ্রকলাগণের পূজা করিবে।॥৪২—৪৬॥

ষোড়শদলপদ্মের দলসমূহে পশ্চিমাদিক্রমে চন্দ্রের ষোল কলার পূজা করিবে। ষোলকলার নাম যথাক্রমে—অমৃতা, মানসী [মানদা এইরূপ পাঠান্তরও আছে], পুষ্টি, তুষ্টি, প্রীতি, রতি, শ্রী, হ্রী, স্বধা [মতান্তরে সুধা], রাত্রি, জ্যোৎস্না, হৈমবতী, ছায়া, পূর্ণিমা, নিত্যা ও অমাবস্যা। শেষবর্ণগুলি

১। সুধা

শেষবর্ণৈঃ প্রপূজ্যাস্তু অন্নপূর্ণান্তশব্দকাঃ।
চতুরস্রে লোকপালান্ ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ ॥৪৯॥
ইত্যুত্তরপতেঃ১ সম্যক্ পূজিতান্নসুবর্ণদা।
স্বশক্ত্যা যা করোত্যেব রাজরাজং ধনাধিপম্ ॥৫০॥
সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিবিদ্যা মমাপ্যন্নপ্রদা প্রিয়ে।
ভুবনেশ্বরভৈরব্যা ভেদান্তরমথোচ্যতে ॥৫১॥
সহাদ্যা সৈব দেবেশি তদা সা সকলেশ্বরী।
ধ্যানপূজাদিকং সর্বমেতস্যা এব পার্বতি ॥৫২॥

দ্বারা অর্থাৎ অন্নপূর্ণার কুড়ি অক্ষরের মন্ত্রের প্রথম চার-অক্ষর বাদ দিয়া তারপর হইতে এক একটি বর্ণ আদিতে যোগ করিয়া শেষে 'অন্নপূর্ণা' শব্দ দিয়া পূজা করিবে। যথা :— নং অমৃতায়ৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ। "মোং মানস্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ।" এই ভাবে "ভং পুষ্ট্যৈ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ"। গং তুষ্ট্যৈ…। বং প্রীত্যৈ…। তিং রত্যৈ ..। মাং শ্রিয়ৈ…। হেং হ্রিয়ৈ…। শ্বং স্বধায়ৈ…। রিং রাত্র্যৈ .. অং জ্যোৎস্নায়ৈ । ন্নং হৈমবত্যৈ…। পূং ছায়ায়ৈ…। র্ণেং পূর্ণিমায়ৈ…। স্বাং নিত্যায়ৈ —। হাং অমাবাস্যায়ৈ—। এইভাবে অন্তে নমঃ ও আদিতে এক এক অক্ষর দিয়া ষোড়শ কলার পূজা হইবে। তারপর চতুরস্রে অর্থাৎ চারকোণ মণ্ডলের মধ্যে—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত—এই দশ দিক্‌পালের পূজা করিবে ॥৪৭ – ৪৯ ॥

অন্নপূর্ণাদেবী এইভাবে উত্তরদিক্‌পতি অর্থাৎ কুবের কর্তৃক সম্যক্ পূজিতা হইয়া অন্ন ও স্বর্ণদায়িনী হইয়াছিলেন। যে অন্নপূর্ণা দেবী নিজশক্তি দ্বারা ধনাধিপতি কুবে-কে যক্ষরাজ করিয়াছেন ॥৫০॥

হে প্রিয়ে! এই অন্নপূর্ণাভৈরবী সিদ্ধিপ্রদা, সিদ্ধিবিদ্যা, আমারও অন্নপ্রদানকারিণী। এখন ভুবনেশ্বরীভৈরবীর অন্যপ্রকার ভেদ বলা হইতেছে ॥৫১॥

হে দেবেশি! হে ার্বতি! সেই ভুবনেশ্বরী মন্ত্রের আদিতে 'স হ' হইলে তাহাই সকলেশ্বর িদ্যা বা মন্ত্র হয়। ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র—"হসৈং হসকলহ্রীঁ হসৌঁ"। 'হস' এর স্থলে 'স হ' হইলে অর্থাৎ "সহৈং সহকলহ্রীঁ সহৌঁ" এই মন্ত্রই সকলেশ্বরী বিদ্যা নামে খ্যাত হয়। ইঁহার ধ্যান পূজা প্রভৃতি ভুবনেশ্বরীর ধ্যান পূজাদির মত ॥৫২॥

১। 'ইত্যেবং পূজয়েৎ সম্যক'।

উত্তরস্যাং বরারোহে সিংহাসনমিদং দিশি।
সম্পৎপ্রদা ভৈরবী চ বিদ্ধি কৌলেশভৈরবী ॥৫৩॥
হসরাদ্যা ভৈরবী সা ত্রিষু বীজেষু পার্বতি।
ইয়ং তু সহরাদ্যা স্যাৎ পূজা ধ্যানাদিকং তথা ॥৫৪॥
এতস্যা এব বিদ্যায়া আদ্যন্তে রেফবর্জিতে।
তদেয়ং পরমেশানি নাম্না সকলভৈরবী ॥৫৫॥
সম্পৎপ্রদা ভৈরবী চ ধ্যানপূজাদিকং প্রিয়ে।
পঞ্চসিংহাসনময়ী মহাত্রিপুরভৈরবী ॥৫৬॥

পূর্বাদ্যাম্নায়াঃ

চতুরাম্নায়বিদ্যাভির্মাদ্যং সিংহাসনং প্রিয়ে।
হস্ত্রীমাত্মকমুচ্চার্য সস্ত্রীমাত্মকমদ্রিজে ॥৫৭॥
শক্তিঃ সকলহ্রীমন্তে চতুর্বীজমুদাহৃতম্।
শ্রীবীজং কুরু তার্তীয়ং নিত্যা[1] বেদাক্ষরী ভবেৎ ॥৫৮॥

হে বরতনু! উত্তরদিকে এই সিংহাসন, সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর সিংহাসন বুঝিতে হইবে এবং কৌলেশ ভৈরবীর সিংহাসন বুঝিতে হইবে ॥ ৩॥

হে পার্বতি! সেই ভুবনেশ্বরী বিদ্যা বা মন্ত্রের তিন বীজের আদিতে 'হস', আর এই সম্পৎপ্রদাভৈরবী ও কৌলেশভৈরবীর তিন বীজের আদিতে "স হ" হইবে। ইঁহার পূজা ও ধ্যান ভুবনেশ্বরীভৈরবীর পূজাদির মত ॥৫৪॥

হে পরমেশানি! এই কৌলেশভৈরবীর বা মন্ত্রের আদিও অন্তে 'র্' কার শূন্য হইলে এই মন্ত্র সকলভৈরবী এবং সম্পৎপ্রদা ভৈরবী মন্ত্র হয়। মন্ত্র: যথা :—"স হৈং সহকলহ্রীঁ সহৌঁ"। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে—মতান্তরে কৌলেশ ভৈরবীর মন্ত্র :—"রসহৈং সহকলহ্রীঁ সহ্রৌঁ" এইরূপ আছে ॥৫৫॥

হে প্রিয়ে! এই সকলভৈরবী ও সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর ধ্যান পূজা ভুবনেশ্বরী ভৈরবীর পূজাদির মত। মহাত্রিপুরভৈরবী পঞ্চসিংহাসনময়ী অর্থাৎ পঞ্চসিংহাসনস্থিতা ॥৫৬॥

তন্ত্রসমূহকে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে, পূর্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায় ও উত্তরাম্নায়। এইরূপ মন্ত্রসমূহকেও চারভাগে ভাগ করা হয়। পূর্বাম্নায় ইত্যাদি। যদিও আম্নায় শব্দের অর্থ বেদ তথাপি এখানে তন্ত্রকে আম্নায় বলা হইয়াছে।

১। বিদ্যা।

উন্মনী নাম বিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষফলপ্রদা।
পূর্বাম্নায়ে মহাবিদ্যা দক্ষিণাম্নায়[১] উচ্যতে ॥৫৯॥
বাগ্‌ভবং বীজমুচ্চার্য ক্লিন্নে কামস্তু বীজকম্।
মদদ্রবে কুলে হস্রৌ বিদ্যেয়ং ভোগিনী প্রিয়ে ॥৬০॥
দক্ষিণাম্নায়বিদ্যেয়ং পশ্চিমাম্নায় উচ্যতে।
বাগ্‌ভবং চ পরা শ্রীশ্চ হসখফ্রেমিতি[২] প্রিয়ে ॥৬১॥
হস্রৌভন্তাস্ততো[৩] দেবি পঞ্চৈতে প্রণবাঃ স্মৃতাঃ।
ভগবত্যম্ব আলিখ্য পৃথক্‌পদমথেশ্বরি ॥৬২॥
চতুর্থং প্রণবং চৈব হসখফ্রেমিতি প্রিয়ে।
কুব্জিকে চৈব হস্রাং চ হস্রীং হস্রৌং ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥

হে প্রিয়ে! চার আম্নায়ের বিদ্যা বা মন্ত্রের দ্বারা সিংহাসনকে মান্য বা পূজা করিবে। হে পর্বতকন্যে! প্রথমে 'হস্রীং' উচ্চারণ করিয়া তারপর 'সস্ত্রীং' উচ্চারণ করিবে। শক্তি অর্থাৎ 'সৌঃ সকলহ্রীং' অন্তে, আর শ্রীবীজ অর্থাৎ 'শ্রীঁ'কে তৃতীয় বীজ কর, ইহাই চার বীজ বলা হইল। এই চার বীজ নিত্য বেদাক্ষরী নামে কথিত হয়। সুতরাং চার বীজের সম্পূর্ণ আকার হইল—"হস্রীং সস্ত্রীং শ্রীঁ সৌঃ সকলহ্রীং"। এই বিদ্যা বা মন্ত্রকে উন্মনীবিদ্যা বলে, ইহা ভোগ এবং মোক্ষ উভয় ফল প্রদান করে। এই বিদ্যা বা মন্ত্র পূর্বাম্নায়ে মহাবিদ্যা ইহা বলা হইল। এখন দক্ষিণাম্নায় [দক্ষিণাম্নায় বিদ্যা] বলা হইতেছে। বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐং' বীজ উচ্চারণ করিয়া "ক্লিন্নে" কামের বীজ অর্থাৎ 'ক্লীঁ' বলিয়া তারপর "মদদ্রবে কুলে হস্রৌ" অর্থাৎ—"ঐং ক্লিন্নে ক্লীঁ মদদ্রবে কুলে হস্রৌ"—এই বিদ্যা বা মন্ত্র ভোগদায়িনী। হে প্রিয়ে! ইহা দক্ষিণাম্নায় বিদ্যা। এখন পশ্চিমাম্নায় [পশ্চিমাম্নায় বিদ্যা] বলা হইতেছে। বাগ্‌ভব [ঐং] পরা [হ্রীঁ] 'শ্রীঃ' [শ্রীঃ] হসখফ্রেং, তারপর 'হস্রৌভঃ" [হস্রৌভং-পাঠান্তর]। হে দেবি! এই পাঁচটিকে প্রণব বলিয়া স্মরণ করা হয়। সুতরাং এই মন্ত্র হইল—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঃ হসখফ্রেং হস্রৌভঃ"। হে ঈশ্বরি! অনন্তর 'ভগবত্যম্ব' এই পৃথক্ পদ লিখিয়া পরে ॥৫৭—৬২॥

১। দক্ষিণাম্নায়ম্। ২। সহখফ্রেং। ৩। হস্রৌভং।

অঘোরে চৈব ঘোরে চ ত্বঘোরমুখি চালিখেৎ।
হস্রাং হস্রীং কিণিদ্বন্দ্বং বিচ্চে দ্বাত্রিংশদক্ষরী ॥ ৬৪ ॥
পূর্বোক্তৈঃ প্রণবৈর্দেবি সম্পুটীকৃত্য সংস্মরেৎ।
কুব্জিকেয়ং মহাবিদ্যা পশ্চিমাম্নায়দেবতা ॥ ৬৫ ॥
খফ্রেমাত্মকমুচ্চার্য মহাচণ্ডপদং লিখেৎ।
যোগেশ্বরীপদং পশ্চাদ্বিদ্যেয়ং কালিকা প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥
উত্তরাম্নায়বিদ্যেয়ং নাম্না কালীতি বিশ্রুতা।
এতাভিঃ[১] পরমেশানি পূজ্যং সিংহাসনং সদা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে সিংহাসনবিদ্যাবিধানং নাম নবমঃ পটলঃ ।।৯।।

হে প্রিয়ে! 'হসখফ্রেং' এই চতুর্থ প্রণব উল্লেখ করিয়া 'কুব্জিকে হস্রাং হস্রীং হস্রৌং' উল্লেখ করত পরে 'কুব্জিকে হস্রাং চ হস্রীং হস্রৌং' উল্লেখ করিবে। তারপর 'অঘোরে ঘোরে চ ত্বঘোরমুখি' বলিবে, তারপর "হস্রাং হস্রীং" কিণিদ্বয় অর্থাৎ 'কিণি কিণি' ও বিচ্চে' বলিবে। ইহাই বত্রিশ অক্ষরের বিদ্যা বা মন্ত্র। সম্পূর্ণ মন্ত্রঃ—' ভগবত্যম্ব হসখফ্রেং কুব্জিকে হস্রাং চ হস্রীং হস্রৌং অঘোরে ঘোরে চ ত্বঘোরমুখি হস্রাং হস্রীং কিণি কিণি বিচ্চে।" হে দেবি! পূর্বোক্ত প্রণবগুলি অর্থাৎ 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঃ হসখফ্রেং হস্রৌভঃ" দ্বারা পুটিত করিয়া স্মরণ করিবে। তাহা হইলে কুব্জিকা নামক মহাবিদ্যা পশ্চিমাম্নায়ের দেবতা হয় অর্থাৎ পশ্চিমাম্নায়ের মন্ত্র হয়। পুটিত করিয়া সম্পূর্ণ মন্ত্র এইরূপ হয়, যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঃ হসখফ্রেং হস্রৌভঃ ভগবত্যম্ব হসখফ্রেং কুব্জিকে হস্রাং চ হস্রীঁ হস্রৌং অঘোরে ঘোরে চ ত্বঘোর-মুখি হস্রাং হস্রীং কিণি কিণি বিচ্চে ঐং হ্রীঁ শ্রীঃ হসখফ্রেং হস্রৌভঃ ।।৬৩—৬৫।।

হে প্রিয়ে! 'খফ্রেং' উচ্চারণ করিয়া 'মহাচণ্ড' এই পদ উচ্চারণ করিবে। পশ্চাৎ 'যোগেশ্বরী' পদ লিখিবে অর্থাৎ "খফ্রেং মহাচণ্ডযোগেশ্বরী" এই বিদ্যা কালিকা। ইহা উত্তরাম্নায়বিদ্যা বা উত্তরাম্নায় মন্ত্র ইহা কালী নামে প্রসিদ্ধ। হে পরমেশ্বরি! এই সকল বিদ্যা বা মন্ত্রের দ্বারা সিংহাসন [মহাত্রিপুরভৈরবীর সিংহাসনপঞ্চকের] পূজা করিবে ।।৬৩—৬৭।।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে নবম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।।৯।।

১। এতাভ্যঃ।

দশমঃ পটলঃ

শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ

শ্রীদেব্যুবাচ

ত্রিপুরা দ্বিবিধা দেব ভবতা প্রকটীকৃতা।
ত্রিবিধেতি যদুক্তং তৎ প্রকটীকুরু শঙ্কর ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

পরং ব্রহ্মস্বরূপং যন্নাদবিন্দুত্রয়াত্মকম্[১]।
শিবশক্তিময়ং তত্ত্ব কথয়ামি তবানঘে ॥ ২ ॥
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বিশ্বং সা শিবং চ পরমেশ্বরি।
পূর্বং গুণৈস্তু কথিতা শিবশক্ত্যাত্মকং শৃণু ॥ ৩ ॥
হকারাদিসকারান্তা মাতৃকা শক্তিরব্যয়া।
হকারঃ পরমেশানি কেবলং শিব উচ্যতে ॥ ৪ ॥
আদ্যন্তাক্ষরভাবেন তদাহং সকলাত্মকঃ।
যদুচ্যতে মাতৃকার্ণৈস্তৎ[২] সর্বমহমীশ্বরি ॥ ৫ ॥

দেবী বলিলেন, হে দেব! হে শঙ্কর! আপনি দুই প্রকার ত্রিপুরা [বালা-ত্রিপুরা, ত্রিপুরাভৈরবী—এই দুই প্রকার] প্রকট করিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন। তিন প্রকার ত্রিপুরার [দ্বিতীয় পটলের তৃতীয় শ্লোকে] কথা যে বলিয়াছিলেন—সেই সম্বন্ধে প্রকট করিয়া বলুন ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—নাদ ও বিন্দুত্রয়স্বরূপ বা নাদ, বিন্দু ও কলা স্বরূপ [ँ কলা বিন্দু নাদ] [∴ বিন্দুত্রয় নাদ] যে পরব্রহ্মস্বরূপ, তাহা শিবশক্তি-ময়। হে নিষ্পাপে! তাহা [শিবশক্তিময়] বলিতেছি ॥ ২ ॥

হে পরমেশ্বরি! সেই শক্তি সমগ্র বিশ্ব এবং শিবকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পূর্বে গুণের দ্বারা অর্থাৎ সগুণরূপে শক্তির কথা বলিয়াছি। [এখন] শক্তিই শিবশক্ত্যাত্মক [শিবশক্তিস্বরূপ] শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

হে পরমেশানি! আদিতে হকার ও অন্তে সকার অর্থাৎ হস বা 'হংস' রূপ যে মাতৃকা [বর্ণ] তাহা অব্যয় শক্তিস্বরূপা। আর কেবল হকারকে শিব বলা হয় ॥ ৪ ॥

১। নাদবিন্দুকলাত্মকম্। ২। মাতৃকাবর্ণৈঃ।

হকারঃ পরমেশানি শূন্যরূপী সদাঽব্যয়ঃ[১] ।
সকারঃ শক্তিরূপত্বাৎ পরাবাচী বিসর্গবান্ ॥৬॥
উৎপত্তেঃ কারণং যস্মাচ্ছক্তিরিত্যভিধীয়তে ।
আত্মানং দর্শয়েদ্ যোগঃ সোঽহংশব্দেন সুন্দরি ॥৭॥
বিন্দুত্রয়সমাযোগা মহাত্রিপুরসুন্দরি ।
নাদরূপেণ সা দেবী হকারার্ধ-স্বরূপিণী ॥৮॥
হকারঃ পরমেশানি শিবরূপী যতস্তদা ।
তস্যার্ধাঙ্গং মহাশক্তির্হকারার্ধস্বরূপিণী ॥৯॥
অত এব মহাবিদ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী ।
নিত্যেতি কথ্যতে দেবি চিৎকলা পরমেশ্বরী ॥১০॥

হে ঈশ্বরি! আদি ও অন্ত অক্ষর অর্থাৎ 'অ ও হ' অহং' রূপে যখন বলা হয়, তখন আমি [শিব] সকল পদার্থস্বরূপ হই। আর মাতৃকাবর্ণসমূহের দ্বারা [অ আ .....হ ল ক্ষ] যাহা বলা হয়, সে সবই আমি [মহাদেব] ॥ ৫ ॥

হে পরমেশানি! হকার সর্বদা অব্যয় শূন্যস্বরূপ, আর বিসর্গযুক্ত সকার শক্তিস্বরূপ বলিয়া পরম অব্যক্ত ॥৬॥

হে সুন্দরি! যেহেতু জগতের উৎপত্তির কারণ শক্তি, সেইহেতু শক্তি নামে অভিহিত হয়। 'সোঽহং' শব্দের দ্বারা যে যোগ অর্থাৎ 'সোঽহং' শব্দ জপপূর্বক যে ধ্যান, তাহা আত্মাকে সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয় ॥৭॥

তিন বিন্দুর সম্যক্ যোগবশত মহাত্রিপুরসুন্দরী, অর্থাৎ মহাত্রিপুরসুন্দরী বিন্দুত্রয়াত্মক। আর সেই দেবী [মহাত্রিপুরসুন্দরী] নাদরূপে হকারের অর্ধ-স্বরূপিণী; ∴ এই তিন বিন্দুর নীচে যে অর্ধচন্দ্রাকার মাত্রা, তাহা 'হ' অক্ষরের উপরের খানিকটা অর্ধস্বরূপ; উহা নাদের প্রতীক। আর নাদ হইতেছে শক্তিস্বরূপ ॥৮॥

হে পরমেশানি! যেহেতু হকার শিবস্বরূপ, সেইহেতু তাহার [হকারের] অর্ধেক অঙ্গ [૩] অর্থাৎ হকারের উপরের অর্ধভাগ মহাশক্তি; মহাশক্তি হকারের অর্ধস্বরূপিণী ॥৯॥

১। সদাশিবঃ ।

মহাত্রিপুরসুন্দর্যাঃ পূজাক্রমঃ মন্ত্রোদ্ধারশ্চ

শ্রীগুরোঃ কৃপয়া ভদ্রে সম্প্রদায়-কুলান্বিতঃ ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ ॥ ১১ ॥
সন্ধ্যাস্নানাদিকং দেবি বিধায় মনুবিত্তমঃ ।
সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যঃ কর্পূরঘুসৃণাদিভিঃ ॥ ১২ ॥
মহার্হৈশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ দীপ্তাঙ্গঃ[১] কুঙ্কুমারুণঃ ।
নবরত্নবিভূষাঢ্যো রক্তাম্বরবিরাজিতঃ ॥ ১৩ ॥
তাম্বূলরাগবদনো মদিরানন্দমানসঃ ।
যাগমন্দিরমাগত্য লাক্ষাচিত্র-বিচিত্রিতম্ ॥ ১৪ ॥
অনেকধূপবহুলং পুষ্পপ্রকরপূরিতম্ ।
গোময়েন চ সংলিপ্তং চারুপুষ্পবিতানিতম্ ॥ ১৫ ॥
মনোহরে মৃদুশ্লক্ষ্ণ আসনে উপবিশ্য তু ।
মন্ত্রোদ্ধারং প্রকুর্বীত সর্বকার্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৬ ॥

শিব নিত্য, মহাশক্তি তাঁহার অর্ধাঙ্গরূপিণী ; এই হেতু মহাত্রিপুরসুন্দরী মহাবিদ্যাকে নিত্যা বলা হয় ; হে দেবি ! মহাত্রিপুরসুন্দরী পরমেশ্বরী এবং চিৎকলা চৈতন্যরূপ শিবের কলা [অংশ] ॥১০ ॥

হে ভদ্রে ! হে দেবেশি ! শ্রীগুরুর কৃপায় সম্প্রদায়কুলযুক্ত অর্থাৎ গুরু-পরম্পরাক্রমে মন্ত্রাদির উপদেশ প্রাপ্ত শিষ্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া গুরুর নিজনাম দ্বারা গুরুকে প্রণাম করিয়া [শাস্ত্রে গুরুর নাম গ্রহণ করা নিষেধ আছে ; কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি "ঐং অমুকানন্দনাথশ্রীগুরুং নমামি" ইত্যাদিরূপে গুরুর নাম গ্রহণপূর্বক প্রণাম বা পূজাদি করিবেন, এইরূপ বিধি আছে] শ্রেষ্ঠ মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যা স্নান প্রভৃতি করিয়া কর্পূর কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত শৃঙ্গার বেশধারণ পূর্বক, মহামূল্য চন্দন প্রভৃতি অঙ্গে অনুলেপন করিয়া কুঙ্কুমের দ্বারা শরীর অরুণ বর্ণ করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্বক নানারত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তাম্বূল ভক্ষণে মুখ রঞ্জিত করিয়া মদ্যপানে আনন্দিতমনা হইয়া লাক্ষাদ্বারা চিত্রবিচিত্র বহুধূপগন্ধসমন্বিত, পুষ্পসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ, গোময়লিপ্ত, মনোহর পুষ্পরচিত চন্দ্রাতপসমন্বিত, যাগমন্দিরে [পূজামণ্ডপে] আগমন-

---

১। মহামৃগমেদাদ্দাগ লিপ্তাঙ্গঃ।

আদ্যং বাগ্‌ভবমুচ্চার্য কামরাজং দ্বিতীয়কম্।
কুমার্যাস্তু তৃতীয়ং তু ত্রিপুরা পরমেশ্বরি ॥ ১৭ ॥
করশুদ্ধিকরী বিদ্যা প্রথমা পরমেশ্বরি।
কুমারী তু দ্বিতীয়া স্যাৎ ত্রিপুরেশী মহেশ্বরি ॥ ১৮ ॥
ত্রিপুরেশ্যাদিমং ত্যক্ত্বা ভুবনেশীং পরিক্ষিপেৎ।
অনয়াত্মাসনং দদ্যাৎ ত্রিপুরেশ্যা ষড়ঙ্গকম্ ॥ ১৯ ॥
ত্রিপুরেশী মহেশানি ত্রিবীজা হস্থিতা যদা।
চক্রাসনগতাং দেবি বিদ্ধি ত্রিপুরবাসিনীম্ ॥ ২০ ।
ত্রিপুরেশী মহেশানি বাগ্‌ভবে কামরাজকে।
শিবচন্দ্রসমাযুক্তা তার্তীয়ে শিবরূপিণী ॥ ২১ ॥
সর্বমন্ত্রাসনগতা ত্রিপুরা শ্রীরিয়ং প্রিয়ে।
আত্মাসনগতায়াস্তু হিত্বা তার্তীয়মদ্রিজে ॥ ২২ ॥

পূর্বক মনোহর নরম ও মসৃণ আসনে উপবেশন করত সমস্ত কার্যসিদ্ধির জন্য মন্ত্রের উদ্ধার করিবে ॥ ১১—১৬ ॥

হে পরমেশ্বরি! কুমারীর [ত্রিপুরার] প্রথম বীজ বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐং' উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় [বীজ] কামরাজ অর্থাৎ 'ক্লীঁ' বলিবে। তৃতীয় বীজ ত্রিপুরা অর্থাৎ "সৌঃ" ॥ ১৭ ॥

হে মহেশ্বরি! হে পরমেশ্বরি! প্রথম বিদ্যা অর্থাৎ 'ঐং' মন্ত্র করশুদ্ধিকরী নামে খ্যাত। আর দ্বিতীয় বিদ্যা অর্থাৎ "ক্লীঁ" মন্ত্র কুমারী ত্রিপুরেশী নামে খ্যাত ॥ ১৮ ॥

উক্ত ত্রিপুরেশী অর্থাৎ ত্রিপুরার বীজগুলির প্রথম [ঐং] টী পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে ভুবনেশী অর্থাৎ 'হ্রীঁ' বীজ নিঃক্ষেপ করিবে। তাহার দ্বারা অর্থাৎ 'হ্রীঁ' বীজ দ্বারা আত্মাসন [আত্মাকে আসন] দিবে। আর ত্রিপুরেশী অর্থাৎ 'সৌঃ' বীজ দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। [সাং হৃদয়ায় নমঃ। সীং শিরসে স্বাহা। সূং শিখায়ৈ বষট্। সৈং কবচায় হুঁ। সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সঃ অস্ত্রায় ফট্] ॥ ১৯ ॥

হে মহেশানি! ত্রিপুরেশী অর্থাৎ 'সৌঃ' যখন হকারে স্থিত তিনবীজ যুক্ত হয় অর্থাৎ 'হসৌঃ' [হ্, স্, ঔ—এই তিন অক্ষর তিন বীজ-স্বরূপ] হয়, হে দেবি! চক্রাসনস্থিত সেই বীজকে ত্রিপুরবাসিনী বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

মন্ত্রোদ্ধারঃ

বলেঃমাত্মকমারোপ্য সাধ্যসিদ্ধাসনস্থিতা।
* ত্রিপুরামালিনী প্রোক্তা সিদ্ধাখ্যাং ত্রিপুরাং শৃণু॥ ২৩॥
ভুবনেশী শ্রিয়া যুক্তা কুমারী চ তথোত্তমা।
মূর্তিবিদ্যা সমুদ্দিষ্টা মায়া লক্ষ্মীঃ পুরঃস্থিতা॥ ২৪॥
অনয়া বিদ্যয়া দেবি যজেত্রিপুরসিদ্ধিকাম্।
* মায়ালক্ষ্ম্যোস্তু বীজে দ্বে শক্তিবীজং তৃতীয়কম্।
ত্রিপুরাদ্যা ত্র্যম্বিকেয়মষ্টমী পরিকীর্তিতা॥ ২৫॥
সম্পৎপ্রদা ভৈরবী যা তস্যাস্তার্তীয়বীজকে।
বিন্দুং হিত্বা তত্র সর্গং নিক্ষিপেৎ সুরসুন্দরি।
অনয়াঽশ্ববাহনং দেবি কারয়েৎ সুরবন্দিতে॥ ২৬॥

হে মহেশানি! ত্রিপুরামন্ত্র যখন বাগ্‌ভব ও কামরাজে অর্থাৎ 'ঐং' ও 'ক্লীঁ' এ শিবচন্দ্র অর্থাৎ 'হস' যুক্ত হয় এবং তৃতীয় 'সৌঁঃ' বীজ যখন শিবরূপিণী অর্থাৎ হকারযুক্ত হয়, তখন সম্পূর্ণ মন্ত্র হয়—"হসৈং হসক্লীঁ হসৌঃ"। হে প্রিয়ে! সর্বমন্ত্রাসনগত এই বিদ্যা বা মন্ত্র শ্রীত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়। হে গিরিকন্যে! তৃতীয় অর্থাৎ "হসৌঃ" কে পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ "হসৈং হসক্লীঁ" এই মন্ত্র আত্মাসনগত হয়॥ ২১—২২॥

আর এই মন্ত্র অর্থাৎ "হসৈং হস ক্লীঁ" এই মন্ত্রে 'বলেম্' আরোপ (যোগ) করিয়া যখন সাধ্য সিদ্ধাসনস্থিত হয়, তখন সেই মন্ত্র "হসৈং হসক্লীঁ বলেং" ত্রিপুরামালিনী নামে কথিত হয়। এখন সিদ্ধত্রিপুরার মন্ত্র শ্রবণ কর॥ ২৩॥

শ্রীবীজের দ্বারা যুক্ত ভুবনেশী [হ্রীঁ] এবং উত্তমা কুমারী অর্থাৎ ত্রিপুরা মন্ত্র [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] আর পূর্বে মায়া [হ্রীঁ] লক্ষ্মী [শ্রীঁ] রূপ মূর্তিবিদ্যা যুক্ত থাকিবে। সুতরাং "হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ শ্রীঁ" ইহাই সিদ্ধ ত্রিপুরার মন্ত্র॥ ২৪॥

হে দেবি! এই বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধত্রিপুরার পূজা করিবে। মায়া ও লক্ষ্মীর দুই বীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ শ্রীঁ' তৃতীয় শক্তিবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' ত্রিপুরার আদ্য অর্থাৎ 'ঐং', 'ত্র্যম্বিকে'; সুতরাং "হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐং ত্র্যম্বিকে।" এই মন্ত্র অষ্টমী বলিয়া কীর্তিত॥ ২৫॥

১। বলেমাতক। * এই শ্লোকটি সর্বত্র পুস্তকে নাই।

মূর্তিবিদ্যা সমুদ্দিষ্টা মায়া লক্ষ্মীঃ পরা স্থিতা।
অনয়া বিদ্যয়া দেবি যজেত্রিপুরসিদ্ধিদাম্ ॥ ২৭ ॥
সিদ্ধাম্বা১ বাহিনী মূর্তির্বিদ্যা২ চ সুরসুন্দরি।
মূলবিদ্যাং শৃণু প্রৌঢ়ে সকলাগমসেবিতাম্ ॥ ২৮ ॥
সর্বদর্শনবন্দ্যাং চ চিৎকলামব্যয়াং প্রিয়ে।
ভূমিশ্চন্দ্রঃ শিবো মায়া শক্তিঃ কৃষ্ণাধ্বমাদনৌ ॥ ২৯ ॥
অর্ধচন্দ্রশ্চ বিন্দুশ্চ নবার্ণো মেরুরুচ্যতে।
মহাত্রিপুরসুন্দর্যা মন্ত্রা মেরুসমুদ্ভবাঃ৩ ॥ ৩০ ॥
লকারাৎ পৃথিবী দেবী সশৈলবনকাননা।
পঞ্চাশৎপীঠসম্পন্না সর্বতীর্থময়ী পরা ॥ ৩১ ॥
সর্বগঙ্গাময়ী সর্বক্ষেত্রস্থানময়ী শিবে।
সকারাচ্চন্দ্রতারাদি-গ্রহরাশিস্বরূপিণী ॥ ৩২ ॥

সম্পৎপ্রদা ভৈরবীর যে মন্ত্র তাহার তৃতীয় বীজে [সৌঁঃ] বিন্দু পরিত্যাগ করিয়া বিসর্গ নিক্ষেপ করিবে। হে সুরসুন্দরি! হে দেববন্দিতে! এই মন্ত্রের দ্বারা অর্থাৎ 'ঐং ক্লীং সৌঃ' দ্বারা আবাহন করিবে ॥ ২৬ ॥

মায়া [হ্রীঁ] লক্ষ্মী [শ্রীঁ] ইহা পরে থাকিলে মূর্তিবিদ্যা নামে কথিত হয়। হে দেবি! এই বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ "হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ হ্রীঁ শ্রীঁ" এই মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধত্রিপুরার পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

হে সুরসুন্দরি! ত্রিপুরসিদ্ধিদাকে সিদ্ধাম্বা, বাহিনীমূর্তি ও বিদ্যা বলা হয়। হে প্রৌঢ়ে [সর্বজগদ্‌বহনশীলে]! সকলতন্ত্রসেবিত মূলবিদ্যা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা মন্ত্র শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥

হে প্রিয়ে! এই মূলবিদ্যা সকলদর্শনে বন্দনীয়া, চিৎকলা, অব্যয়া। ভূমি =ল, চন্দ্র=স, শিব=হ, মায়া ঈ, শক্তি এ, কৃষ্ণাধ্বা র, মাদন=ক। অর্ধচন্দ্র=ঁ, বিন্দু ং। এই নয় অক্ষরকে মেরু বলে অর্থাৎ "ল স হ ঈ, এ, র কঁং" এই নয় অক্ষরের [ঁ এবং ং কে দুইটি বর্ণ ধরা হইয়াছে] মন্ত্রকে মেরু-মন্ত্র বলা হয়। মহাত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্রসকল এই মেরুমন্ত্র হইতে উদ্ভূত ॥ ২৯—৩০ ॥

১। সিদ্ধাম্বাং। ২। মূর্তিং বিদ্যাং চ শৃণ সুন্দরি। ৩। মন্ত্রো মেরুসমুদ্ভবঃ।

মহাত্রিপুরসুন্দরীমেরুমন্ত্রস্য ব্যাখ্যা

হকারাচ্ছিবসংবাদব্যোমমণ্ডলসংস্থিতা।
ঈকারাদ্বিশ্বকর্ত্রীয়ং মায়া তুর্যাত্মিকা প্রিয়ে॥ ৩৩॥
একারাদ্বৈষ্ণবী শক্তির্বিশ্বপালনতৎপরা।
রকারাত্তেজসা যুক্তা পরং জ্যোতিঃস্বরূপিণী॥ ৩৪॥
ককারাৎ কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া।
অর্ধচন্দ্রেণ দেবেশি বিশ্বযোনিরিতীরিতা॥ ৩৫॥
বিন্দুনা শিবরূপেণ শূন্যরূপেণ সাক্ষিণী।
অনয়া সহ সর্বত্র ব্যাপ্তি[১]র্নিশ্চলতাত্মনা॥ ৩৬॥
এবং পরব্রহ্মরূপা মেরুণানেন সুব্রতে।
এভির্নবাত্মকৈর্বর্ণৈর্জায়তে ত্রিপুরামনুঃ॥ ৩৭॥

লকার [ল] বর্ণ হইতেই পর্বত, বন ও কাননযুক্তা পঞ্চাশৎপীঠক্ষেত্র-সমন্বিতা সকলতীর্থময়ী, সর্বগঙ্গাময়ী, [নদীগুলিকে অনেক সময় গঙ্গা বলা হয়] সকল পুণ্যক্ষেত্রময়ী পৃথিবীদেবীকে বুঝায়। সকার অর্থাৎ 'স' বর্ণ হইতে চন্দ্রতারা প্রভৃতি গ্রহরাশি-স্বরূপিণী দেবীকে বুঝায়॥ ৩১—৩২॥

[ভূমিশ্চন্দ্র ইত্যাদি নয় অক্ষরের প্রত্যেকের অর্থ বলিতেছেন]

হে প্রিয়ে! হকার ['হ' বর্ণ] হইতে ব্যোমমণ্ডল অর্থাৎ পরব্যোমস্থিত শিবদেবতাকে বুঝায়। ঈকার হইতে বিশ্বকর্ত্রী তুর্যাত্মিকা মায়া কথিত হয়॥ ৩৩॥

একার হইতে বিশ্বপালনতৎপরা বৈষ্ণবী শক্তি বুঝায়। রকার ['র' বর্ণ] হইতে তেজের দ্বারা যুক্ত পরজ্যোতিঃস্বরূপিণী দেবতাকে বুঝায়॥ ৩৪॥

হে দেবেশি! ককার ['ক' বর্ণ] হইতে কামদা কামরূপিণী, প্রকাশাত্মক অব্যয়া দেবতা বুঝায়। অর্ধচন্দ্রের [ঁ] দ্বারা বিশ্বের যোনি অর্থাৎ কারণাত্মিকা দেবী বুঝায়॥ ৩৫॥

বিন্দু [ং] শিবস্বরূপ, শূন্যস্বরূপ—তাহার দ্বারা [বিন্দুদ্বারা] সাক্ষিস্বরূপকে বুঝায়। এই সাক্ষীর সহিত সর্বত্র সকলবস্তুর ব্যাপ্তি আছে। এই সাক্ষী নিশ্চলস্বরূপ॥ ৩৬॥

১। ব্যাপ্যনিশ্চলতাত্মনা।

অন্যথা নৈব নিষ্পত্তির্নাস্তি শ্রীত্রিপুরামনৌ।
শ্রীচক্রমপি দেবেশি মেরুরূপং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
লকারঃ পৃথিবীবীজং তেন ভূবিম্বমুচ্যতে।
সকারশ্চন্দ্রমা ভদ্রে কলাষোড়শকাত্মকঃ ॥ ৩৯ ॥
তস্মাৎ ষোড়শপত্রং তু হকারঃ শিব উচ্যতে।
অষ্টমূর্তিঃ সদা ভদ্রে তস্মাদষ্টদলং ভবেৎ ॥ ৪০ ॥
ঈকারস্তু মহামায়া[১] ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
পালয়ন্তী পরা তস্মাচ্চক্রকোণং ভবেৎ প্রিয়ে॥ ৪১ ॥
শক্তিরেকাদশস্থানে[২] স্থিত্বা সূতে জগত্রয়ম্।
বিশ্বযোনিরিতি খ্যাত্যা সা বিষ্ণুর্দশরূপকম্ ॥ ৪২ ॥
রকারাৎ পরমেশানি চক্রং ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে।
দশকোণকরী যস্মাদ্রকারো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হে সুব্রতে! এই মেরুমন্ত্রের দ্বারা পরব্রহ্মরূপিণী দেবী বোধিতা হন। এই নয়টি বর্ণের দ্বারা ত্রিপুরার মন্ত্র সম্পন্ন হয় ॥ ৩৭ ॥

অন্যপ্রকারে ত্রিপুরা মন্ত্রের নিষ্পত্তি হয় না। হে দেবেশি! শ্রীচক্রও এই মেরুস্বরূপ, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

হে ভদ্রে! লকার পৃথিবীর বীজ, সেই লকারদ্বারা বিম্ব অর্থাৎ ভূপুর কথিত হয়। আর সকারের অর্থ ষোলকলাবিশিষ্ট চন্দ্র ॥ ৩৯ ॥

হে ভদ্রে! সেই হেতু [যেহেতু সকার ষোলকলাত্মক চন্দ্রকে বুঝায়, সেই হেতু] সকার হইতে ষোড়শদল পদ্ম কথিত হয়। হকারের অর্থ শিব, সেই শিব অষ্টমূর্তি-স্বরূপ [পৃথিব্যাদি পঞ্চ, সোম, যজমান ও সূর্য]। সেই হকার হইতে অষ্টদল পদ্ম হয় ॥ ৪০ ॥

হে প্রিয়ে! মহামায়া ঈকারস্বরূপ, সেই মহামায়া পরা অর্থাৎ চিদ্রূপিণী [জড়া নন] চতুর্দ্দশ ভুবন পালন করেন। তাহা হইতে [ঈকার হইতে] চক্রের [শ্রীচক্রের] কোণ হয় ॥ ৪১ ॥

শক্তি একাদশ স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ একারস্বরূপ হইয়া ত্রিজগৎ প্রসব করেন, এই হেতু তিনি বিশ্বযোনি নামে খ্যাত। হে পরমেশানি! বিষ্ণু,

---

১। ঈকারস্তু সদা মায়া। ২। শক্তিরেব দশস্থানে।

কলাদশান্বিতো বহ্নি র্দশকোণপ্রকারকঃ।
ককারান্মদনো দেবি শিব[1]শ্চাষ্টস্বরূপকঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীচক্রম্

যোনিবশ্যং[2] তদা চক্রে[3] বস্বযোন্যঙ্কিতং ভবেৎ।
অর্ধমাত্রা গুণান্ সূতে নাদরূপা যতস্ততঃ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিকোণরূপা যোনিস্তু বিন্দুনা বৈন্দবং ভবেৎ।
কামেশ্বরস্য রূপস্তু বিশ্বাকারস্বরূপকম্ ॥ ৪৬ ॥
শ্রীচক্রং তু বরারোহে শ্রীবিদ্যাবর্ণসম্ভবম্।
তত্র প্রাঙ্মুখ আসীনশ্চক্ররাজং সমালিখেৎ ॥ ৪৭ ॥
ভূপ্রদেশে সমে বর্যে সিন্দূররজসাঽথবা।
কুঙ্কুমস্য রজোভিস্তু ভূমৌ চক্রং সমালিখেৎ ॥ ৪৮ ॥

দশরূপাত্মক চক্রকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন। রকার হইতে বিষ্ণু বুঝায়; যেহেতু রকারাত্মক বিষ্ণু দশকোণ করেন, সেইহেতু রকার অব্যয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ ॥ ৪২—৪৩ ॥

হে দেবি! বহ্নি, দশকলাযুক্ত, দশটি কোণ তাঁহার [বহ্নির] প্রকার। ককার হইতে মদন এবং অষ্টমূর্তিস্বরূপ শিব বুঝায় ॥ ৪৪ ॥

চক্রে অষ্টযোনি যুক্ত যোনিবশ্য হইবে। ['যোনিরস্য তদা চক্রং' এইরূপ পাঠান্তরে অর্থ সঙ্গত হয়, যথা ই'হার (শিবের) চক্রই যোনি, সেই চক্র অষ্ট যোনিযুক্ত]। যেহেতু অর্ধমাত্রা নাদরূপা, সেইহেতু সমস্ত গুণের সৃষ্টি করে ॥ ৪৫ ॥

ত্রিকোণরূপ যোনি বিন্দুর দ্বারা বৈন্দব অর্থাৎ বিন্দুসম্বদ্ধ হয়। কামেশ্বরের [মহাদেবের] স্বরূপ কিন্তু সর্বজগদাকারস্বরূপ ॥ ৪৬ ॥

হে বরারোহে [দিব্যমূর্তে] শ্রীচক্র কিন্তু শ্রীবিদ্যাবর্ণসম্ভূত অর্থাৎ শ্রীবিদ্যামন্ত্র হইতে উৎপন্ন। পূর্বদিকে মুখ করিয়া চক্রশ্রেষ্ঠ শ্রীচক্র লিখিবে ॥ ৪৭ ॥

সমতল অত্যুৎকৃষ্ট ভূমিতে সিন্দূরচূর্ণ [গুঁড়া] দ্বারা অথবা কুঙ্কুমচূর্ণ দ্বারা চক্র অঙ্কিত করিবে ॥ ৪৮ ॥

১। শিবং চাষ্টস্বরূপকম্। ২। যোনিরস্য। ৩। চক্রং।

ঋজুরেখং নেত্ররম্যং সন্ধিভেদসমং ঋজু।
অথবা হেমরৌপ্যাভ্যাং তাম্রেণ বহুধাতুভিঃ ॥ ৪৯ ॥
পট্টং বিরচ্য শ্রীখণ্ড-রক্তচন্দনসম্ভবে।
পট্টে সংস্থাপ্য বিলিখেল্লেখন্যা হেময়া[১] প্রিয়ে। ৫০ ॥
রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং তু কস্তূরীচন্দনেন্দুভিঃ।
ঈশানাদগ্নিপর্যন্তমৃজুরেখাং সমালিখেৎ ॥ ৫১ ॥
ঈশাদগ্নেস্তদগ্রাভ্যাং রেখে আকৃষ্য দেশিকঃ।
একীকৃত্য চ বারুণ্যাং শক্তিরেখা পরা প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥
ত্রিকোণাকাররূপেয়ং তস্যা উপরি সংলিখেৎ।
ত্রিকোণাকাররূপস্তু শক্তিদ্বয়মুদাহৃতম্। ৫৩ ॥
পূর্বশক্ত্যগ্রভাগে তু মানযষ্টিবদালিখেৎ।
রেখাং তু পরমেশানি বায়ুরাক্ষসকোণগাম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীচক্রযন্ত্রের রেখাগুলি যেন সরল হয় এবং নেত্ররম্য অর্থাৎ দেখিতে সুন্দর হয়। বেগগামী বাণ যেমন সন্ধিভেদ করিয়া সরলভাবে চলিয়া যায়, সেইরূপ রেখাগুলি যেন সরল হয়। অথবা সুবর্ণ বা রজত বা তাম্র বা বহুধাতু দ্বারা চক্র অঙ্কিত করিবে ॥ ৪৯ ॥

হে প্রিয়ে! অথবা একটি পীঠ [পীঁড়ে] রচনা করিয়া তাহাকে শ্বেতচন্দন বা রক্তচন্দন নির্মিত পীঠে স্থাপন করিয়া সুবর্ণের লেখনী দ্বারা যন্ত্র [শ্রীযন্ত্র] অঙ্কিত করিবে ॥ ৫০ ॥

রোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা এবং কস্তুরী চন্দন ও কর্পূরদ্বারা ঈশান কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত একটি সরলরেখা লিখিবে ॥ ৫১ ॥

আচার্য [গুরু] ঈশান ও অগ্নির অগ্রভাগ হইতে [পূর্বোক্তরেখার দুইপ্রান্ত হইতে] দুইটি রেখা টানিয়া তাহাকে পশ্চিমে [অধোদিকে] এক করিবে। হে প্রিয়ে! এই রূপ করিলে সেইরেখা [ত্রিকোণ] শক্তিরেখা হয় ॥ ৫২ ॥

ইহা [এই শক্তিরেখা] ত্রিকোণাকাররূপ [অধোমুখত্রিকোণ], ইহার উপরে ত্রিকোণাকাররূপ দুইটি শক্তি লিখিবে। ইহা [পরবর্তী দুইটি] শক্তিদ্বয় বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫৩ ॥

১। হেমতারয়া।

সন্ধিভেদক্রমেণৈব তয়োঃ শক্ত্যোস্ততঃ পরম্।
রেখে আকৃষ্য কোণাভ্যাং তদগ্রাং পূর্বগে কুরু ॥ ৫৫ ॥
বহ্নিমণ্ডলমেতত্তু পূর্বাগ্রং বীরবন্দিতে।
চক্রত্রয়মভূত্তত্র ততঃ শৃণু বরাননে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীচক্রম্

পূর্বশক্তীশবহ্নিভ্যাং কোণাভ্যাং সুরবন্দিতে।
পূর্বরেখাং তু বিস্তার্য তথা পশ্চিমবহ্নিতঃ ॥৫৭॥
বায়ুরাক্ষসকোণাভ্যাং রেখাং পশ্চিমগাং তথা।
বিস্তার্য যোজয়েদ্দেবি সন্ধিভেদক্রমেণ তু ॥৫৮॥
যোন্যগ্রগাং পূর্বদেশে দক্ষিণোত্তরতঃ ক্রমাৎ।
তথা রেখে[১] বহ্নিসংস্থে পশ্চিমস্যাং দিশি ক্রমাৎ ॥৫৯॥
কোণাগ্রাভ্যাং[২] যোজয়িত্বা দশকোণং তথা ভবেৎ।
তথৈব দেবদেবেশি দ্বিতীয়ং দশকোণকম্ ॥৬০॥

পূর্বশক্তির [প্রথম ত্রিকোণের] অগ্রভাগে প্রমাণযষ্টির মত একটি রেখা অঙ্কিত করিবে। সেই রেখা বায়ু ও নৈঋত কোণগামী হইবে। হে পরমেশানি! তারপর সন্ধিভেদ করিয়া সেই দুইটি শক্তিতে কোণদ্বয় হইতে দুইটি রেখা টানিয়া তাহাদিগকে [রেখাদ্বয়কে] পূর্বগামী [পূর্বদিকে সংযুক্ত] করিবে ॥৫৪—৫৫॥

হে বীরবন্দিতে, হে বরাননে! ইহাকে পূর্বাগ্র বহ্নিমণ্ডল বলে। এইভাবে সেখানে তিনটি চক্র হইল। তারপর শ্রবণ কর ॥৫৬॥

হে দেবি! হে দেববন্দিতে! পূর্বের শক্তিরেখার ঈশান ও অগ্নিকোণ হইতে পূর্বরেখা বিস্তৃত করিয়া সন্ধিভেদ করত যুক্ত করিবে ॥৫৭—৫৮॥

যোনির অগ্রগামীরেখা পূর্বদেশে দক্ষিণ ও উত্তরক্রমে অঙ্কিত করিবে এবং পশ্চিমদিকে ক্রমে বহ্নিকোণস্থিত দুইটি রেখা টানিয়া কোণের অগ্রদ্বয়দ্বারা যুক্ত করিলে দশটি কোণ হয়। হে দেবদেবেশি! এইরূপে দ্বিতীয় দশকোণ হইবে ॥৫৯—৬০॥

১। রেখেয়ানতঃ। ২। কোণাগ্রগাং যো।

ঈশানবহ্নিগে রেখে পূর্বযোন্যগ্রয়োঃ ক্রমাৎ।
বিস্তার্য যোজয়েৎ পশ্চাৎ পশ্চিমায়াং দিশি ক্রমাৎ ॥৬১॥
বায়ুরাক্ষসকোণাগ্রে রেখে বিস্তার্য সুন্দরি।
পশ্চিমাগ্রে তথা দেবি যোজয়েদিন্দ্রদিগ্‌গতে ॥৬২॥
একত্র পূর্বকোণাগ্রচুম্বিনী তু মনোহরা।
যোজয়েদ্দেবদেবেশি যথা পঙ্‌ক্ত্যস্রকং ভবেৎ ॥৬৩॥
দক্ষকোণস্থ দেবেশি ত্যক্ত্বা কোণচতুষ্টয়ম্।
দেশকোণান্তরে দেবি মধ্যে রেখে প্রকাশয়েৎ ॥৬৪॥
দ্বে দক্ষিণে বিভাগে তু তথা চোত্তরভাগকে।
ষট্‌কোণস্থ ততো দেবি সন্ধিভেদক্রমেণ তু ॥৬৫॥
যোনিং বহ্নিং চ সংযোজ্য শক্রারং জায়তে সদা।
কক্ষামধ্যগতা রেখা ঋজুরূপাস্তু যোজয়েৎ ॥৬৬॥
ঋজ্বাকৃতি যথা দেবি জায়তেঽতি মনোহরম্।
সম্মুখং পঞ্চশক্ত্যগ্রং প্রাগ্‌বক্ত্রং চতুরগ্নিকম্ ॥৬৭॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! পূর্বযোনির অগ্রদ্বয়ে ঈশান ও বহ্নিকোণ গত দুইটি রেখা ক্রমে বিস্তার করিয়া পশ্চিম দিকে ক্রমে যোজনা করিবে। বায়ু ও নৈঋত কোণের অগ্রে দুইটি রেখা বিস্তার করিয়া পশ্চিমদিকের অগ্রভাগে পূর্বদিগ্‌গতরূপে যোজনা করিবে ॥৬১—৬২॥

হে দেবদেবেশি! একস্থানে পূর্বকোণের অগ্রভাগস্পর্শকারী রেখা যোজনা করিবে, যাহাতে পাঁচটি কোণ হয় ॥৬৩॥

হে দেবেশি! দক্ষিণ কোণের চারটি কোণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব কোণের মধ্যে দুইটি রেখা প্রকাশ করিবে ॥৬৪॥

হে দেবি! ছয় কোণের দক্ষিণ ভাগে দুইটি এবং উত্তর ভাগে দুইটি রেখা সন্ধিভেদ ক্রমে অঙ্কিত করিয়া যোনি এবং বহ্নিমণ্ডল সংযুক্ত করিবে, যাহাতে ১৪টি কোণ হয়; কক্ষার মধ্যস্থিত সরলরেখাসমূহকে সংযুক্ত করিবে ॥৬৫—৬৬

হে দেবি! এই চক্র যাহাতে সরলাকার হয় এবং মনোহর হয়, সেইরূপে করিবে। সম্মুখে পাঁচটি শক্তির অগ্রভাগ থাকিবে; পূর্বদিকে চারটি অগ্নিমণ্ডল থাকিবে ॥৬৭॥

বিন্দুত্রিকোণে বস্বারচক্রমেতদ্ বরাননে।
চক্রমধ্যং তু জানীহি দশারযুগলং তথা ॥৬৮॥

শ্রীচক্রম্

শক্রযোন্যঙ্কিতং দেবি বাহ্যমধ্যাগতং ভবেৎ।
এতচ্চক্রং মহেশানি সর্বসৌভাগ্যবর্ধকম্ ॥৬৯॥
সর্বসাম্রাজ্যদং দেবি সর্বোপদ্রবনাশনম্।
অনেকরত্নমাণিক্যসুবর্ণপরিপূরকম্ ॥৭০॥
মহামোক্ষপ্রদং দেবি বাগ্বিলাসকরং মহৎ।
এতদ্বাহ্যে মহেশানি বৃত্তং পূর্ণেন্দুসন্নিভম্ ॥৭১॥
তদ্যুক্তং কুরু মীনাক্ষি বসুপত্রং মনোহরম্।
ততঃ ষোড়শপত্রং তু বিলিখেৎ সুরবন্দিতে ॥৭২॥
তদ্বাহ্যে দেবদেবেশি ত্রিবৃত্তং মাতৃকান্বিতম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারসহিতং পরমেশ্বরি ॥৭৩॥
চতুঃষষ্টিযুতাঃ কোট্যো যোগিনীনাং মহৌজসাম্।
চক্রেঽস্মিন্ সন্নিবিষ্টাস্তাঃ সাধকং মানয়ন্তি হি ॥৭৪॥
চতুরস্রং মাতৃকার্ণৈর্মণ্ডিতং সিদ্ধিহেতবে।
মুক্তামাণিক্যঘটিতং সমস্থলবিরাজিতম্ ॥৭৫॥

হে বরাননে! বিন্দু, ত্রিকোণ, আটটি কোণ চক্র, হইবে। চক্রের মধ্যে দুইটি দশকোণ থাকিবে ॥৬৮॥

হে দেবি! হে মহেশানি! এই চক্র বাহিরে ও মধ্যে ১৪ যোনির দ্বারা অঙ্কিত হইবে। ইহা সকল সৌভাগ্য বৃদ্ধিকারক ॥৬৯॥

হে দেবি! ইহা সমস্ত সাম্রাজ্যপ্রদান করে, সমস্ত উপদ্রব নাশ করে, অনেক রত্ন, মাণিক্য ও সুবর্ণকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। ইহা মহামুক্তিপ্রদান করে, বাক্‌শক্তির অতিশয় বৈচিত্র্য প্রদান করে। হে মহেশ্বরি! এই চক্রের বাহিরে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ গোলাকার মণ্ডল এবং সেই মণ্ডলে মনোহর অষ্টদল পদ্ম বিরচিত কর। হে মীনাক্ষি! হে দেববন্দিতে! তারপর বৃত্ত [গোলাকার মণ্ডল] ও ষোড়শদল পদ্ম লিখিবে। হে দেবদেবেশি! তার বাহিরে মাতৃকাবর্ণযুক্ত তিনটি গোলাকারমণ্ডল করিবে এবং হে পরমেশ্বরি! তার বাহিরে চার দ্বার সহিত চতুরস্র [চতুষ্কোণ] অঙ্কিত করিবে। এই চক্রে মহাতেজস্বিনী কোটি-যোগিনী এবং চতুঃষষ্টি যোগিনী অবস্থিতি করেন; তাঁহারা সাধককে সম্বর্দ্ধিত

ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কল্পদ্রুমফলপ্রদম্।
ষোড়শারং চন্দ্রবিম্বরূপং তু সকলালয়ম্ ॥৭৬॥
সর্বাশাপূরকং ভদ্রে স্রবৎপীযূষবর্ষণম্।
অষ্টপত্রং মহেশানি জপাকুসুমসন্নিভম্ ॥৭৭॥
সর্বসংক্ষোভণং নাম সর্বকামপ্রপূরকম্।
এতত্রয়ং মহেশানি সৃষ্টিচক্রং সুখপ্রদম্ ॥৭৮॥
পূর্বাম্নায়াধিদেব্যা তু মণ্ডিতং সর্বসিদ্ধিদম্।
চতুর্দশারং দেবেশি দাড়িমীকুসুমপ্রভম্ ॥৭৯॥
অনন্তফলদং ভদ্রে সর্বসৌভাগ্যসংপ্রদম্।
দশারং তপ্তহেমাভং সিন্দুরসদৃশং প্রিয়ে ॥৮০॥
সর্বার্থসাধকং চক্রং মনশ্চিন্তিতদং সদা।
দ্বিতীয়মপি পঙ্‌ক্ত্যস্রং জপাকুসুমসন্নিভম্ ॥৮ ॥

করেন। মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ভূষিত চতুষ্কোণ, মুক্তা ও মাণিক্য দ্বারা গঠিত, সমস্থলে বিরাজিত হইয়া সিদ্ধির কারণ হয় ॥৭০—৭৫॥

এই চতুরস্র [চতুষ্কোণ], ত্রৈলোক্যমোহনকারী, কল্পবৃক্ষের ফলসদৃশ ফল প্রদান করে। হে ভদ্রে! চন্দ্রের বিম্বসদৃশ ষোলটি তারা [সরলরেখা] যুক্ত এই মণ্ডল সকলের আশ্রয়, সমস্ত আশার পূরক, ক্ষরণশীল অমৃতবর্ষণ-সদৃশ। হে মহেশানি! জবাপুষ্পসদৃশ অষ্টপত্র (কিন্তু) সকলের সংক্ষোভণকারী বলিয়া, ইহার নাম সর্বসংক্ষোভণ,সমস্ত কামনার প্রপূরক। হে মহেশানি! এই তিনটি অর্থাৎ চতুরস্র (১), ষোড়শপত্র (২), এবং অষ্টপত্র (৩) এই তিনটির নাম সৃষ্টিচক্র, ইহা সুখপ্রদ ॥৭৬—৭৮॥

হে দেবেশি! পূর্বাম্নায়ের অধিদেবতা কর্তৃক ভূষিত এই সৃষ্টিচক্র সকল সিদ্ধি প্রদান করে। দাড়িমপুষ্পসদৃশ চতুর্দশ অরাযুক্ত চক্র অনন্ত ফলপ্রদান করে। হে ভদ্রে! এই চতুর্দশ অরাযুক্ত চক্র সমস্ত সৌভাগ্যপ্রদান করে। হে প্রিয়ে! সিন্দুরসদৃশ, তপ্তকাঞ্চনপ্রভা তুল্য প্রভাযুক্ত দশ অরাযুক্ত চক্র সমস্ত পুরুষার্থের সাধক, মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহা সর্বদা প্রদান করে। হে শিবে! জবাপুষ্পসদৃশ দ্বিতীয় পঞ্চকোণ-রূপ চক্রও সর্বরক্ষাকারক, মহাজ্ঞানময়। হে মহেশানি! এই তিনটি অর্থাৎ চতুর্দশ অরাযুক্ত, দশ অরাযুক্ত এবং পঞ্চকোণ এই তিনটি স্থিতিচক্র নামে

সর্বরক্ষাকরং চক্রং মহাজ্ঞানময়ং শিবে।
এতত্ত্রয়ং মহেশানি স্থিতিচক্রং সুখপ্রদম্॥ ৮২ ॥
দক্ষিণাম্নায়পূজ্যং তু যথেপ্সিতফলপ্রদম্।
অষ্টকোণং বরারোহে বালার্ককিরণারুণম্॥ ৮৩ ॥
পদ্মরাগসমপ্রখ্যং সর্বরোগহরং সদা।
উদ্যৎসূর্যসহস্রাভং বন্ধূককুসুমপ্রভম্॥ ৮৪ ॥
সর্বসিদ্ধিপ্রদং চক্রং সকলালয়মীশ্বরি।
ত্রিকোণং সর্বসংভূতিকারণং ভূতিদং সদা ॥৮৫॥
বিন্দুচক্রং বরারোহে সর্বানন্দময়ং পরম্।
সদাশিবময়ং চক্রনায়কং পরমেশ্বরি ॥ ৮৬ ॥
এতচ্চক্রং তু সংহাররূপং ব্রহ্মময়ং সদা।
পশ্চিমাম্নায়-সংসেব্যং ত্রয়মুত্তরসেবিতম্॥ ৮৭ ॥

শ্রীচক্রকোণাদিষু মাতৃকাবর্ণবিভাগব্যবস্থা

অস্মিংশ্চক্রে ষড়ধ্বানো বর্তন্তে বীরবন্দিতে।
চক্রপত্রেষু দেবেশি পদাধ্বা তু নিগদ্যতে ॥ ৮৮ ॥
চক্রত্রিসন্ধিভাগেষু ভুবনাধ্বা ব্যবস্থিতঃ।
বর্ণাধ্বা মাতৃকারূপী কথয়ামি তবানঘে ॥ ৮৯ ॥

খ্যাত, ইহা সুখপ্রদ। দক্ষিণাম্নায়ের দেবতা কর্তৃক পূজ্য এই চক্র ঈপ্সিত অনুসারে ফলপ্রদান করে। হে সুন্দরি! বালসূর্যের কিরণসদৃশ অরুণবর্ণ, পদ্মরাগ মণির প্রভাতুল্য প্রভাযুক্ত অষ্টকোণ সর্বদা সর্বরোগহরণকারী; উহা উদীয়মান সহস্র সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত, বন্ধূকপুষ্পবর্ণ সদৃশ; হে ঈশ্বরি! এই অষ্টকোণরূপ চক্র (চক্রাঙ্গ) সর্বসিদ্ধি প্রদান করে, সকলের আলয় অর্থাৎ আশ্রয়। ত্রিকোণ [রূপ চক্র], সমস্ত ঐশ্বর্যের কারণ, সর্বদা সমস্ত ঐশ্বর্য প্রদান করে॥ ৯—৮৫ ॥

হে বরারোহে [বরতনু], বিন্দুচক্র অতিশয় সর্বানন্দময়, ইহা [বিন্দুচক্র] সদা শিবময়, চক্রনায়ক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠচক্র; হে পরমেশ্বরি! এই তিনটি অর্থাৎ অষ্টকোণ, ত্রিকোণ ও বিন্দুচক্র এই তিনটি, সর্বদা ব্রহ্মময় ইহা সংহাররূপ চক্র। এই উত্তরবর্তী তিনটি চক্র পশ্চিমাম্নায় দেবতা কর্তৃক সংসেব্য ॥ ৮৬—৮৭ ॥

হে বীরবন্দিকে! হে দেবেশি! এই চক্রে ছয়টি মার্গ বিদ্যমান আছে। চক্রের পত্রগুলিকে পদ নামক মার্গ বলা হয় ॥ ৮৮ ॥

বর্গাষ্টকং মাতৃকায়া দিক্ষু সিদ্ধং[১] যতঃ ক্রমাৎ।
পার্থিবং তন্ময়ং বিদ্ধি ষোড়শারং কলাত্মকম্[২] ॥ ৯০ ॥
অষ্টপত্রং কাদিবর্ণৈঃ[৩] ক্ষান্তৈর্দিক্ষু বিদিক্ষু চ।
কাদিঢান্তাঃ শক্রবর্ণাঃ শক্রকোণেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৯১ ॥
ণকারাদি-ভকারান্তা দশবর্ণা দশারকে।
মকারাদি-ক্ষকারান্তা দ্বিতীয়েঽপি দশারকে ॥ ৯২ ॥
বর্ণাষ্টকং চাষ্টকোণে ত্রিকোণে কথয়ামি তে।
অকথাদি ত্রিকোণান্তং হক্ষযুগ্মং তু মধ্যমম্ ॥ ৯৩ ॥
বর্ণাধ্বা কথিতো দেবি মাতৃকাপীঠরূপকঃ।
ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বভরিতং চক্রং মূলানুসারতঃ ॥ ৯৪ ॥

হে নিষ্পাপে! চক্রের তিনটি সন্ধিভাগে ভুবন নামক (অধ্বা) মার্গ অবস্থিত। মাতৃকারূপী বর্ণমার্গ তোমাকে বলিতেছি ॥ ৮৯ ॥

যেহেতু মাতৃকার আটটি বর্গ অর্থাৎ অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, ও শবর্গ এই আটটি বর্গ আট দিকে সিদ্ধ আছে; সেইহেতু ষোল অরা-যুক্ত কলাস্বরূপকে পার্থিব বর্গময় বলিয়া জানিবে ॥ ৯০ ॥

পদ্মের আটটি পত্রে পূর্বাদি চার দিক এবং অগ্নি প্রভৃতি চারকোণ দিকে 'অকার' হইতে 'ক্ষকার' পর্যন্ত বর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইবে। আর চৌদ্দটি কোণে 'ক' হইতে 'ঢ' পর্যন্ত চৌদ্দটি বর্ণ ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত করিতে হইবে ॥ ৯১ ॥

প্রথম দশকোণে 'ণ' হইতে 'ভ' পর্যন্ত দশটি বর্ণ ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত হইবে এবং দ্বিতীয় দশকোণে 'ম' হইতে 'ক্ষ' পর্যন্ত দশটি বর্ণ ক্রমে ক্রমে অঙ্কিত হইবে ॥ ৯২ ॥

আটকোণে 'অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ' এই আটটি বর্ণ অঙ্কিত করিতে হইবে। এখন ত্রিকোণের কথা বলিতেছি। ত্রিকোণের [অধোমুখ ত্রিকোণের] বামভাগের রেখায়—'অ' হইতে 'অঃ' এই ষোলটি বর্ণ, ঊর্ধ্বরেখায় 'ক' হইতে 'ত' পর্যন্ত ষোলবর্ণ এবং দক্ষিণ ভাগের রেখায় 'থ' হইতে 'স' পর্যন্ত ষোলবর্ণ লিখিবে। আর ত্রিকোণের মধ্যে 'হ ও ক্ষ' এই দুইটি বর্ণ লিখিবে ॥ ৯৩ ॥

হে দেবি! মাতৃকাপীঠরূপ বর্ণাধ্বা কথিত হইল। মূল অনুসারে এই শ্রীচক্র ৩৬টি তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ ॥ ৯৪ ॥

১। সিদ্ধির্যতঃ। ২। কলাশ্রকং। ৩। কাদিবর্গৈঃ।

তত্ত্বাধ্বা কথিতো দেবি তত্ত্বরূপো বরাননে।
পঞ্চসিংহাসনোন্নদ্ধ কলাধ্বা চক্রশাসনাৎ ॥ ৯৫ ॥
সবালা ভৈরবীযুক্তা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরা ত্র্যম্বিকান্তাঢ্যা চক্রং প্রাপ্য বিজৃম্ভতে ॥ ৯৬ ॥
মন্ত্রাধ্বাঽয়ং সমাখ্যাতো নিশ্চয়েন১ সদানঘে।
এবং ষড়ধ্ববিমলং শ্রীচক্রং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
উত্তরাশামুখো দেবি যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ।
উত্তরাশা তদা দেবি পূর্বাশৈব নিগদ্যতে।
ঈশানকোণং দেবেশি তদাঽঽগ্নেয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥
পশ্চিমাদিঙ্মুখো মন্ত্রী যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ।
পশ্চিমাশা তদা জ্ঞেয়া পূর্বাশৈব ন সংশয়ঃ।
বায়ুকোণং তদাঽঽগ্নেয়মৈশানং রাক্ষসং ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥

হে দেবি! হে বরাননে! তত্ত্বরূপ তত্ত্বাধ্বা বলা হইল। চক্রের উপদেশ অনুসারে এই চক্র পঞ্চ সিংহাসনের দ্বারা যুক্ত এবং পঞ্চ কলারূপ অধ্বা দ্বারা যুক্ত। পঞ্চ অধ্বা বা মার্গ উক্ত হইয়াছে—যথা : পদাধ্বা, ভুবনাধ্বা, বর্ণাধ্বা, তত্ত্বাধ্বা ও কলাধ্বা ॥ ৯৫ ॥

ত্রিপুরাবালা, ত্রিপুরাভৈরবী এবং মহাত্রিপুরসুন্দরী এবং ত্রিপুরাত্র্যম্বিকা এই চক্র প্রাপ্ত হইয়া বিলাস করেন ॥ ৯৬ ॥

হে সর্বদা নিষ্পাপে! এই ত্রিপুরাবালা প্রভৃতি ত্রিপুরার বিলাস নিশ্চিত-ভাবে মন্ত্রাধ্বারূপে কথিত হইল। এইভাবে ছয় অধ্বা [মার্গ] দ্বারা [পদাধ্বা (১), ভুবনাধ্বা (২), বর্ণাধ্বা (৩), তত্ত্বাধ্বা, (৪) কলাধ্বা, (৫) ও মন্ত্রাধ্বা (৬)] নির্মল এই চক্রের চিন্তা করিবে ॥ ৯৭ ॥

হে দেবি! যখন সাধক উত্তরমুখে সমাসীন হইয়া এই চক্র অঙ্কিত করিবে তখন উত্তর দিক্ পূর্ব দিক্ বলিয়াই কথিত হইবে। হে দেবেশি! তখন ঈশানকোণই অগ্নিকোণ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৯৮ ॥

মন্ত্রবান্ সাধক যখন পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া এই চক্র অঙ্কিত করিবে তখন পশ্চিম দিক্‌কে পূর্বদিক্ বলিয়াই জানিবে—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন বায়ুকোণ হইবে অগ্নিকোণ এবং নৈঋর্ত কোণ হইবে ঈশানকোণ ॥৯৯॥

১। নিশ্চলেন।

দক্ষিণাভিমুখো মন্ত্রী যদা চক্রং সমুদ্ধরেৎ।
পূর্বাশৈব তদা সা দিগ্রক্ষঃ কোণং তু বহ্নিবৎ॥ ১০০ ॥
এতচ্চক্রং মেরুরূপং শ্রীবিদ্যার্ণৈঃ সমুদ্ধৃতম্।
সর্বাগমময়ং দেবি কথিতং বীরবন্দিতে ॥১০১॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে দশম পটলঃ ॥১০॥

মন্ত্রবান্ সাধক যখন দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া এই চক্র অঙ্কিত করিবে তখন সেই দক্ষিণ দিক্ই পূর্বদিক্ হইবে এবং নৈঋর্ত কোণটি অগ্নিকোণ হইবে ॥১০০॥

হে দেবি! হে বীরবন্দিতে! এই চক্রটি মেরুস্বরূপ অর্থাৎ সকল মন্ত্র-সাধনার চরম শ্রেষ্ঠভূমি সদৃশ, ইহা শ্রীবিদ্যামন্ত্রের দ্বারা যুক্ত, সমস্ত আগম অর্থাৎ তন্ত্রময় অর্থাৎ সমস্ত তন্ত্রের তাৎপর্য এই চক্রে আছে, ইহা তোমাকে বলা হইল।

শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণব নামক নিত্যাতন্ত্রের দশম পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১০॥

একাদশঃ পটলঃ

ত্রিপুরাবর্ণঃ

ঈশ্বর উবাচ

এভির্বর্ণৈস্তু দেবেশি ত্রিপুরা কথ্যতেঽধুনা।
নবাক্ষরো মহামেরুরয়ং ব্রহ্মাণ্ডগোলকঃ ॥১॥
চতুরস্রং চ কোদণ্ডং ত্রিকোণং তৎপুটং মুখম্।
নিরালম্বং তবাখ্যাতমেতদ্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥২॥
লকারশ্চতুরস্রং স্যাৎ পৃথ্বীবীজতয়া[1] প্রিয়ে।
অর্ধমাত্রা তু কোদণ্ডং স্রবৎপীযূষবর্ষিণী ॥৩॥
ত্রিকোণরূপী বহ্নিঃ স্যাৎ ত্রিকোণত্বাৎ পরা শিবা।
একারশ্চ রকারশ্চ[2] ঈকারশ্চ ত্রয়ং ভবেৎ ॥৪॥
মায়াবিকাররূপেণ ষট্‌কোণাশ্রয়রূপিণী।
হকারো ব্যোমরূপত্বাদ্বিন্দুশ্চ মুখমণ্ডলে ॥৫॥
ইচ্ছারূপেণ কামস্তু সর্বত্র পরমেশ্বরি।
তস্মাস্মাদনমাখ্যাতমেতদ্বৈ মেরুমণ্ডলম্ ॥৬॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন। হে দেবেশ্বরি! এই সকল বর্ণের দ্বারা এখন ত্রিপুরাদেবীর কথা বলা হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডগোলকটি নবাক্ষর [নয় অক্ষর যুক্ত] মহামেরু-স্বরূপ ॥১॥

চতুষ্কোণটি ধনুঃস্বরূপ, ত্রিকোণটি তাহার আধারমুখস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল নিরাশ্রয়, ইহা তোমাকে বলা হইল ॥২॥

হে প্রিয়ে! পৃথিবীর বীজরূপ 'ল'কারটি চতুরস্র [চতুষ্কোণ] স্বরূপ, অর্ধমাত্রা [‿] টি অমৃতধারা বর্ষণকারী কোদণ্ড-স্বরূপ ॥৩॥

বহ্নি ত্রিকোণরূপী, ত্রিকোণ বলিয়া উহা পরা শক্তি শিবাস্বরূপ। এই পরা শিবা একার, রকার ও ঈকার রূপ তিনের স্বরূপ অর্থাৎ ত্রিকোণের এক এক কোণরূপে একার, রকার ও ঈকার– এই তিনের সমষ্টি হইতেছেন পরা শিবা ॥৪॥

হকার আকাশস্বরূপ বলিয়া মায়ার বিকাররূপে ষট্‌কোণের আশ্রয়স্বরূপ। আর বিন্দুটি [˙] দেবীর মুখমণ্ডলস্বরূপ ॥৫॥

১। পৃথ্বীবীজভবং।   ২। সকারশ্চ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বীজং কামেশ্বরীমতম্ ।
সকলা ভুবনেশানি কামেশীবীজমুত্তমম্ ॥৭॥
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বিশেষতঃ ।
শক্ত্যর্ণস্তুর্যবর্ণোঽয়ং কলমধ্যে সুলোচনে ।
বাগ্ভবং পঞ্চবর্ণং তু কামরাজমথোচ্যতে ॥ ৮ ॥
মাদনং শিবচন্দ্রাদ্যং শিবান্তং মীনলোচনে ।
কামরাজমিদং ভদ্রে ষড়্বর্ণং সর্বমোহনম্ ।
শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাদ্যং সর্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৯ ॥
চতুরক্ষররূপস্তু ত্র্যক্ষরী ত্রিপুরা পরা ।
সর্বতীর্থময়ী দেবি সর্বদেবস্বরূপিণী ॥ ১০ ॥
সর্বশাস্ত্রময়ী বিদ্যা সর্বযোগময়ী পরা ।
সর্বযজ্ঞময়ী সংবিৎ সর্বজ্ঞানস্বরূপিণী ॥ ১১ ॥

হে পরমেশ্বরি ! কাম ইচ্ছারূপে সর্বত্র বিদ্যমান, সেইহেতু এই মেরু-মণ্ডলটি মাদন [ক্ষোভকারক] নামে আখ্যাত হয় ॥৬॥

হে দেবি ! হে ভুবনত্রয়ের ঈশ্বরি ! কামেশ্বরীর অভিমত বীজ শ্রবণ কর । ক ও ল এর সহিত অর্থাৎ "ক্লীঁ" এইটি কামেশ্বরীর উত্তম বীজ ॥৭॥

ইহার দ্বারা বিশেষভাবে সকল বিদ্যা বলিব অর্থাৎ নবাক্ষর ত্রিপুরামন্ত্রের দ্বারা ["ল স হ ঈ এ র কঁং" (অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুকে দুইটি পৃথগ্ বর্ণ ধরা হইয়াছে)] এই নবার্ণমেরু মন্ত্রের দ্বারা সকল মন্ত্র বলা হইবে। হে সুনয়নে ! ক ও ল এর মধ্যে শক্তি [এ] বর্ণ এবং চতুর্থবর্ণ [ঈ] এবং বাগ্ভব [ঐং], অর্থাৎ "ক এ ঈ ল ঐং" এই পাঁচ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র বাগ্ভবকূট বলিয়া খ্যাত। অনন্তর কামরাজ মন্ত্র বলা হইতেছে—মাদন [কঁং], শিব [হ], চন্দ্র [স], আদ্য, শিব [হ], অন্ত অর্থাৎ "কঁং হ স হ" এই ছয়বর্ণযুক্ত কামরাজমন্ত্র—হে মীনলোচনে ! হে ভদ্রে ! সকলের মোহনকারী [ইহার নাম কামরাজকূট]। হে সুন্দরি ! আদিতে চন্দ্র অর্থাৎ 'স'কার যুক্ত যে মাদন শিব চন্দ্র অর্থাৎ স ক হ স এই চারিবর্ণ যুক্ত যে "স ক হ স" মন্ত্র ইহা শক্তিবীজকূট নামে আখ্যাত হয় ; ইহা সর্বসিদ্ধিপ্রদ । ত্রিপুরামন্ত্র কিন্তু তিন অক্ষর বিশিষ্ট [ঐং ক্লীঁ সৌঃ]। হে দেবি ! এই ত্রিপুরা সর্বতীর্থময়ী, সর্বদেবস্বরূপিণী, সর্বশাস্ত্রময়ী বিদ্যা, ইহা শ্রেষ্ঠ, সর্বযোগময়ী, সর্বযজ্ঞময়ী সংবিৎস্বরূপ, সর্বজ্ঞানস্বরূপিণী, ইহা সাক্ষাৎ সর্বদেবময়ী, সকল

সর্বদেবময়ী সাক্ষাৎ সর্বসৌভাগ্যসুন্দরী।
এনামুপাস্য দেবেশি কামঃ সর্বাঙ্গসুন্দরঃ।
কামরাজো ভবেদ্দেবি নিত্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১২ ।

ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে একাদশঃ পটলঃ ॥১১॥

সৌভাগ্যপ্রদানে সুন্দরী। হে দেবেশ্বরি! ইঁহাকে উপাসনা করিয়া কাম সর্বাঙ্গসুন্দর কামরাজ হইয়াছে। হে দেবি! এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা নিত্য ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৮—১২ ॥

শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে নিত্যাতন্ত্রে একাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১১॥

দ্বাদশঃ পটলঃ

লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যা

শ্রীদেব্যুবাচ।

এতস্যা দেবদেবেশ ভেদান্ কথয় সুন্দর।
কেন কেনোপাসিতেয়ং বিশদীকুরু তত্ত্বতঃ॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রাভিধাং পরাম্[১]।
কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ শক্তিং তুর্যাং চ সুন্দরি॥ ২॥
হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা।
অগস্ত্যোপাসিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারিণী॥ ৩॥
এষা বিদ্যা কামরাজপূজিতৈব ন সংশয়ঃ।
বিদ্যাদ্বয়মিদং ভদ্রে দুর্লভং ভুবনত্রয়ে॥ ৪॥
কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্ভবেন বরাননে।
বিদ্যোদ্ধারং প্রবক্ষ্যামি শক্তিমাদনমধ্যগম্॥ ৫॥

শ্রীদেবী বলিলেন :—হে দেবদেবেশ্বর। হে সুন্দর! এই পূর্বকথিত কামরাজকূট, শক্তিকূট এবং ত্রিপুরা বিদ্যার বাগ্ভব ভেদসমূহ বর্ণনা করুন। এই বিদ্যা কাহার কর্তৃক উপাসিত হইয়াছে, তাহা যথার্থভাবে বিশদ করিয়া বলুন॥ ১॥

ঈশ্বর বলিলেন :—হে দেবি! হে সুন্দরি! লোপামুদ্রানাম্নী পরা বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কামরাজনামক যে বিদ্যার "ক এ ঈ ল হ্রীঁ" তাহার শক্তি [এ], তুর্য [ঈ] পরিত্যাগ করিয়া মুখে অর্থাৎ প্রথমে শিব [হ], ইন্দু [স] যুক্ত করিলে লোপমুদ্রা বিদ্যা [হ স ক ল হ্রীঁ] প্রকাশিত হয়। এই বিদ্যা অগস্ত্যকর্তৃক উপাসিত হইয়াছিল, ইহা ত্রৈলোক্যের ক্ষোভকারিণী॥২—৩॥

এই বিদ্যা [হ, স, ক, ল, হ্রীঁ] কামরাজকর্তৃক পূজিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে ভদ্রে! এই কামরাজকূট এবং লোপামুদ্রা নামক দুইটি বিদ্যা ত্রিভুবনে দুর্লভ॥ ৪॥

১। বরাম্।

শিবং কুর্যাদ্ বাগ্‌ভবে তু শিবাদ্যং কামরাজকম্ ।
চন্দ্রাদ্যং তু তৃতীয়ং স্যাদ্বিদ্যেয়ং মনুপূজিতা ॥ ৬ ॥
সহাদ্যং বাগ্‌ভবং দেবি চন্দ্রাদ্যং শিবমধ্যগম্ ।
মাদনং কামরাজে তু শক্তিবীজং সহাননম্ ॥ ৭ ॥
চন্দ্রারাধিতবিদ্যেয়ং ভোগমোক্ষফলপ্রদা ।
হসাদ্যং বাগ্‌ভবং বিদ্ধি শিবাদ্যং সহমধ্যগম্ ॥ ৮ ॥
মাদনং কামরাজে তু তার্তীয়ং শৃণু পার্বতি ।
হসাদ্যং শক্তিবীজং তু কুবেরেণ প্রপূজিতা ॥ ৯ ॥
কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্তার্তীয়ং সুরবন্দিতে ।
শক্তিবীজং সহাদ্যং স্যাদ্ বিদ্যাগস্ত্যপ্রপূজিতা ॥ ১০ ॥
লোপামুদ্রাপ্রভাবেন সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী ।
কামরাজাখ্যবিদ্যায়া বাগ্‌ভবে মাদনং ত্যজ ॥ ১১ ॥

হে বরাননে! কামরাজ নামক বিদ্যার বাগ্‌ভবকূটবিদ্যার দ্বারা বিদ্যার [মন্ত্রের] উদ্ধার বলিতেছি। শক্তি [এ] ও মাদন [ক] এর মধ্যে শিব [হ] দিবে, আদিতে শিব [হ] দিয়া কামরাজের বাগভবকূটের তৃতীয় অর্থাৎ ঈকারের আদিতে চন্দ্র [স] হইবে। সুতরাং "হ ক হ এ স ঈ ল হ্রীঁ" এইরূপ মন্ত্রঃ হইবে, ইহা মনু কর্তৃক পূজিত হইয়াছিল ॥ ৫—৬ ॥

হে দেবি! আদিতে স হ, তারপর বাগ্‌ভব [ঐং] চন্দ্র আদিতে শিব মধ্যে এমন যে মাদন [ক], কামরাজে আনন অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সহিত শক্তি-বীজ [ঐঁ] অর্থাৎ "স হ ঐং স হ ক ঐঁ" এই বিদ্যা [মন্ত্র] ॥ ৭ ॥

চন্দ্র কর্তৃক আরাধিত, ইহা ভোগ ও মুক্তি উভয় ফল প্রদান করে। হে পার্বতি! কামরাজাখ্যবিদ্যার বাগ্‌ভব কূটের আদিতে 'হ স' থাকিলে শক্তিকূট হয় যথা :—"হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ" আর আদিতে শিব [হ] তারপর, স, তারপর 'ক', 'তারপর' এ ঈ ল হ্রীঁ অর্থাৎ "হ স ক হ এ ঈ ল হ্রীঁ" ইহা কামরাজকূট। ইহার বাগভবকূটই অর্থাৎ "হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ" ই তৃতীয় শক্তিকূট"—ইহা কুবের কর্তৃক পূজিত হইয়াছিল। হে দেববন্দিতে। কামরাজবিদ্যার বাগ্‌ভবকূটই কামরাজকূট। আর আদিতে 'স হ' থাকিলেই অর্থাৎ "স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ" ইহাই শক্তিকূট। ইহা অগস্ত্যকর্তৃক পূজিত। ইহাকে দ্বিতীয় লোপামুদ্রা বলে ॥ ৮—১০ ॥

চন্দ্রং তত্রৈব সংযোজ্য কামরাজে ততঃ পরম্।
হিত্বা চন্দ্রং মুখে কুর্যাদ্ বিদ্যেয়ং নন্দিপূজিতা ॥ ১২ ॥
কামরাজাখ্যবিদ্যায়া হিত্বা ভূমিং তৃতীয়কে।
শক্তিকণ্ঠে[১] স্থিতাং দেবি চন্দ্রাধঃ কুরু তত্র চ ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রারাধিতবিদ্যেয়ং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
লোপামুদ্রাখ্যবিদ্যায়া দ্বিতীয়ায়া মহেশ্বরি ॥ ১৪ ॥
কামরাজে ভৃগুং হিত্বা তার্তীয়ে শক্রগঃ শিবঃ।
এষা বিদ্যা বরারোহে ত্রিপুরা সূর্যপূজিতা ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কূটা বিদ্যা

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি চতুষ্কূটাং চ শাঙ্করীম্।
লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়াং তু বিলিখ্য সুরবন্দিতে ॥ ১৬ ॥

এই লোপামুদ্রাবিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী। যিনি ইহার উপাসনা করিবেন তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন। কামরাজবিদ্যার বাগ্‌ভবকূটে মাদন অর্থাৎ ক ত্যাগ কর, তার স্থানে চন্দ্র [স] যোগ কর। তাহা হইলে "স এ ঈ ল হ্রীঁ" ইহাই হইল। তারপর কামরাজকূটে শিবের [হ] শেষে চন্দ্র [স] ত্যাগ করিয়া আদিতে চন্দ্র দাও অর্থাৎ "স হ ক হ ল হ্রীঁ" ইহা কামরাজকূট হইল, আর "স ক ল হ্রীঁ" এই শক্তিকূট পূর্ববৎ। এই বিদ্যা নন্দী কর্তৃক পূজিত হইয়াছিল ॥ ১১—১২ ॥

কামরাজবিদ্যার তৃতীয় শক্তিকূটে ভূমি অর্থাৎ ল ত্যাগ করিয়া চন্দ্রের নীচে অর্থাৎ পরে কর। তাহা হইলে "ক এ ঈ ল হ্রীঁ", "হ স ক হ ল হ্রীঁ", "স ল ক হ্রীঁ" এই বিদ্যা বা মন্ত্র হইল—ইহা ইন্দ্র কর্তৃক আরাধিত। ইহা ভোগ ও মুক্তি ফলপ্রদ। হে মহেশ্বরি! দ্বিতীয় লোপামুদ্রার কামরাজকূটে হকারের পর ভৃগু [স] ত্যাগ করিয়া তাহাকে আদিতে করিয়া দ্বিতীয় হকার ত্যাগ করিবে। তৃতীয় শক্তিকূটে শিব [হ] শক্রগত অর্থাৎ লকারগত হইবে। সুতরাং "হ স ক এ ঈ ল হ্রীঁ", "স হ ক এ ঈ ল হ্রীঁ", "স হ ক এ ঈ স হ্রীঁ" এই বিদ্যা ত্রিপুরানাম্নী। হে সুন্দরি! ইহা সূর্যপূজিত ॥ ১৩—১৫ ॥

১। শক্তিকূটে।

পুনর্বিলিখ্য তামেব চতুর্থে পঞ্চমে স্থিতাম্।
হিত্বা তু ভুবনেশানীমেকোচ্চারেণ চোচ্চরেৎ ॥ ১৭॥
চতুষ্কূটা মহাবিদ্যা শঙ্করেণ প্রপূজিতা।
লোপামুদ্রাং পুনর্দেবি বিলিখ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৮ ॥
নন্দিকেশ্বরবিদ্যাং চ ষট্কূটা বৈষ্ণবী ভবেৎ।
দুর্বাসসা পুরা দেবি নিষ্কূটা [নিষ্করা] পূজিতা পরা ॥ ১৯ ॥
কামরাজাখ্যবিদ্যায়াস্ত্রিকূটেষু বরাননে।
যা স্থিতা ভুবনেশানী দ্বিধা কুরু মহেশ্বরি ॥ ২০ ॥
বিন্দুহীনা নাদহীনা দুর্বাসঃপূজিতা ভবেৎ।
এতৈর্দ্বাদশসংখ্যাকৈর্মন্ত্রৈস্তু সুরবন্দিতে ॥ ২১ ॥
দ্বাদশান্তা স্থিতা দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণী।
রাজ্ঞীয়ং সর্ববিদ্যানাং সর্বাম্নায়ৈস্তু সেবিতা ॥ ২২ ॥
সর্বাগমমহামন্ত্র-বন্দিতা দেববন্দিতা।
সর্বযোগৈর্নতা নিত্যা কেবলং ব্রহ্মরূপিণী ॥ ২৩ ॥

হে দেবি! হে দেববন্দিতে! শঙ্কর-উপাসিত চতুষ্কূটা বিদ্যা বলিতেছি শ্রবণ কর। দ্বিতীয়লোপামুদ্রা লিখিয়া পুনর্বার লিখিয়া চতুর্থ ও পঞ্চমে স্থিত ভুবনেশানী [হ্রীঁ] ত্যাগ করিয়া এক উচ্চারণে উচ্চারণ করিবে। ইহাই চতুষ্কূটা মহাবিদ্যা, ইহা শঙ্কর কর্তৃক প্রপূজিত। যথা—"ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ সহ স ক ল হ্রীঁ ক এ ঈ ল হ স ক হ ল স হ স ক ল হ্রীঁ" ॥ হে দেবি! পুনরায় লোপামুদ্রা লিখিয়া তারপর নন্দিকেশ্বরবিদ্যা [স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ] লিখিলে ষট্কূটা বৈষ্ণবী বিদ্যা হয়। যথাঃ—"ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ স এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ" এই বিদ্যা বা মন্ত্র ষট্কূটা বৈষ্ণবী। হে দেবি! পূর্বে দুর্বাসা পরা নিষ্কূটা বিদ্যার পূজা করিয়াছিলেন। হে বরাননে! কামরাজবিদ্যার তিন কূটে যে ভুবনেশানী অর্থাৎ 'হ্রীঁ' আছে, তাহা বিন্দুহীন ও নাদহীন করিয়া দুইভাগে ভাগ কর, তাহা হইলে বিদ্যা বা মন্ত্র হইবে "ক এ ঈ ল হ্ রী হ স ক হ ল হ্ রী স ক ল হ্ রী" এইবিদ্যা দুর্বাসা কর্তৃক পূজিত হইয়াছিল। হে দেববন্দিতে! হে দেবি— এই বারসংখ্যক মন্ত্র "অগস্ত্যোপাসিত ১) কামরাজপূজিত (২) মনুপূজিত (৩) চন্দ্রারাধিত (৪) কুবেরপূজিত (৫) অগস্ত্যপূজিত (৬) নন্দিপূজিত

এবং[১] ত্রিধা মহাবিদ্যা বিদ্যা ত্রিপুরসুন্দরী।
ইয়মেব মহাদেবী ত্রিকূটা পরমেশ্বরী ॥ ২৪ ॥
বক্তুং ন শক্যতে সর্বৈর্ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভিঃ সদা।
নো বাচা মনসা বুদ্ধ্যা তুর্যা বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২৫ ॥
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ী দেবী ষোড়শার্ণস্বরূপিণী।
মনসৈব মহেশানি স্মৃত্বাঽহং তু সদাশিবঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমজ্ জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরসুন্দরীবিদ্যাবিবরণং নাম দ্বাদশঃ পটলঃ ॥১২॥

---

(৭) ইন্দ্রারাধিত (৮) সূর্যপূজিত (৯) শঙ্করপূজিত (১০) ষট্কূটাবৈষ্ণবী (১১) দুর্বাসঃপূজিত (১২)।" এই সকল মন্ত্রের দ্বারা অন্তে দ্বাদশ যুক্ত এই বিদ্যা বা মন্ত্র সকল পর-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। ইহা সকল বিদ্যার রাজ্ঞী, সকল আম্নায়ের [পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর তন্ত্রের দ্বারা] সেবিত। সমস্ত তন্ত্রের মহামন্ত্রের দ্বারা ইহা বন্দিত, দেবতাকর্তৃক বন্দিত, সমস্ত যোগ এই বিদ্যাকে প্রণাম করে, ইহা নিত্য, কেবল ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৬—২৩ ॥

এইভাবে ত্রিপুরসুন্দরী মহাবিদ্যারূপ মন্ত্র তিন প্রকার [বাগ্ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূট], ইহাই মহাদেবী পরমেশ্বরী ত্রিকূটা ॥ ২৪ ॥

কিন্তু যাহা চতুর্থী তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি কেহই বলিতে পারেন না। শব্দের দ্বারা মনের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা চতুর্থী বিদ্যাকে বলা সম্ভব নয়। এই চতুর্থী বিদ্যা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ী দেবী ষোল অক্ষর স্বরূপিণী। হে মহেশ্বরি! আমি কেবল মনের দ্বারা উহা স্মরণ করিয়া সদাশিব হইয়াছি ॥ ২৫—২৬ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে নিত্যাতন্ত্রে দ্বাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১২॥

১। এবংবিধা।

ত্রয়োদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

পরব্রহ্মতয়া সাক্ষাচ্ছ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী।
কথয় ত্বং মহাদেব যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ১ ॥
ত্রিকূটাঃ কথিতাঃ সর্বাশ্চতুষ্কূটা চ শাঙ্করী।
ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী চৈব মনবঃ কথিতা বিভো ॥ ২ ॥
এতাস্তু সকলা বিদ্যাস্ত্রিবিধাস্তু শ্রুতা ময়া।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শ্রীবিদ্যাং ষোড়শাক্ষরীম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীবিদ্যায়াঃ গোপ ত্বম্

ঈশ্বর উবাচ

শঠত্বেন বরারোহে শ্রীবিদ্যামন্ত্রবিদ্ বুধঃ।
যোগিনীনাং ভবেদ্ ভক্ষ্যঃ শ্রীগুরোঃ শাসনাৎ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
ষোডশার্ণাং মহাবিদ্যাং ন দদ্যাৎ কস্যচিৎ প্রিয়ে।
রাজ্ঞে রাজ্যপ্রদায়াপি পুত্রায় প্রাণদায় বা ॥ ৫ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন], হে মহাদেব! আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তাহা হইলে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মরূপে ষোড়শ অক্ষরবিশিষ্ট শ্রীবিদ্যা বল ॥ ১ ॥

হে বিভো! সমস্ত ত্রিকূটা বিদ্যা, শঙ্করপূজিতা চতুষ্কূটা, ষট্‌কূটা বৈষ্ণবী এই সকল মন্ত্র তুমি বলিয়াছ ॥ ২ ॥

এই সকল বিদ্যা [মন্ত্র] তিনপ্রকার তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন ষোড়শ অক্ষরাত্মক শ্রীবিদ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]। হে প্রিয়ে! হে বরারোহে! [বর = শ্রেষ্ঠ, আরোহ = শরীর, যাঁর তিনি]। শ্রীবিদ্যামন্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ যদি শঠ হন তাহা হইলে, তিনি যোগিনীগণের ভক্ষ্য হন—এইরূপ শ্রীগুরুর শাসন [আদেশ] আছে ॥ ৪ ॥

হে প্রিয়ে! ষোড়শবর্ণাত্মক মহাবিদ্যা কাহাকেও দিবে [বলিবে] না। রাজ্যপ্রদানকারী রাজাকে, পুত্রকে বা প্রাণদানকারীকেও এই মহাবিদ্যা দিবে না ॥ ৫ ॥

দেয়ং তু সকলং ভদ্রে সাম্রাজ্যমপি পার্বতি।
শিরোঽপি প্রাণসহিতং ন দেয়া ষোড়শাক্ষরী ॥ ৬ ॥
উচ্চার্যমাণা যে মন্ত্রাস্তে সর্বে বাচিকাঃ প্রিয়ে।
উচ্চাররহিতং বস্তু শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী ॥ ৭ ॥
সবর্ণাঽপি বরারোহে বস্তু সাক্ষান্নিরক্ষরম্।
ভৃঙ্গোপভুক্তপুষ্পং তু শিবে যোগ্যং যথা ভবেৎ ॥ ৮ ॥
যথা নিরক্ষরং বস্তু হ্যক্ষরৈরপি সংযুতম্।
উদকে লিখিতং যদ্বন্মন্ত্রোচ্চারস্তথা ভবেৎ ॥ ৯ ॥
ভোগমোক্ষপ্রদা বিদ্যা শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী।
বিনা গুরূপদেশেন শাপো ভবতি নিশ্চয়াৎ ॥ ১০ ॥
চন্দ্রান্তং বারুণান্তং চ শক্রাদিসহিতং পৃথক্।
বামাক্ষি বিন্দুনাদাঢ্যং বিশ্বমাতৃকলাত্মকম্ ॥ ১১ ॥

হে পার্বতি! হে ভদ্রে [শোভনে]! সমস্ত দিবে, সাম্রাজ্যও দিবে, প্রাণের সহিত মস্তকও দিবে, কিন্তু ষোড়শাক্ষরী [এই শ্রীবিদ্যা] দিবে না ॥৬॥

হে প্রিয়ে! যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, সেগুলি বাচিক। ষোড়শাক্ষর-বিশিষ্ট শ্রীবিদ্যা কিন্তু উচ্চারণরহিত বস্তু ॥ ৭ ॥

হে শিবে! হে বরারোহে [দিব্যতনু]! শ্রীবিদ্যা বর্ণযুক্ত হইলেও সাক্ষাৎ অক্ষররহিত। যেমন ভ্রমরকর্তৃক উপভুক্ত পুষ্প যোগ্য হয়। [এই অষ্টম শ্লোকে মূলপুস্তকে 'শিবে যোগ্যং" এইরূপ পাঠটি "শিবেঽযোগ্যং" এইরূপ হওয়া সমীচীন মনে হয়। যেমন ভ্রমরভুক্তপুষ্প দেববিষয়ে অযোগ্য অর্থাৎ দেবতার পূজায় লাগে না, সেইরূপ শ্রীবিদ্যা উচ্চারিত হইলে সাধনযোগ্য হয় না] ॥ ৮ ॥

অক্ষরের দ্বারা সংযুক্ত হইলেও যেমন জলে লিখিত বস্তু [জলে মন্ত্রের অক্ষর লিখিলেও] নিরক্ষর হয়, সেইরূপ শ্রীবিদ্যার মন্ত্রোচ্চারণও নিরক্ষর হইতে পারে ॥ ৯ ॥

ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট শ্রীবিদ্যারূপ বিদ্যা [মন্ত্র] ভোগ ও মোক্ষফলপ্রদ। ইহা গুরুর উপদেশ ব্যতীত [পুস্তকদৃষ্টে জপ করিলে] নিশ্চিত ভাবে অভিশাপ হয় ॥ ১০ ॥

চন্দ্রান্ত অর্থাৎ 'হ', বারুণান্ত অর্থাৎ 'শ', শক্রাদি অর্থাৎ 'র', বামাক্ষি অর্থাৎ 'ঈ', বিন্দু ও নাদ অর্থাৎ ˘ ইহার দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ, 'হ্রীঁ শ্রীঁ" ইহা বিশ্ব-মাতৃকলা স্বরূপ ॥ ১১ ॥

চতুর্বিধপ্রকারেণ শৃণু দেবি প্রকথ্যতে।
ত্বং মনোহারিণী যস্মাৎ কথ্যতে ভুবি দুর্লভম্॥ ১২ ॥
বিদ্যাদৌ যোজয়েদ্দেবি সাক্ষাজ্জাগ্রৎস্বরূপিণী।
উৎপত্তির্জাগরো বোধো ব্যাবৃত্তির্মনসঃ সদা॥ ১৩ ॥
কলাচতুষ্টয়ং জাগ্রদবস্থায়াং ব্যবস্থিতম্।
জাগ্রৎসত্ত্বগুণা প্রোক্তা কেবলং শক্তিরূপিণী॥ ১৪ ॥
ত্রিকূটাঃ সকলা ভেদাঃ পঞ্চকূটা ভবন্তি হি।
বৈষ্ণবী বসুকূটা স্যাৎ ষট্‌কূটা শাম্বরী ভবেৎ॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়োঽয়ং প্রকারঃ স্যাদ্ দুর্লভো ভুবনত্রয়ে।
এষৈব শিবরূপা তু ব্যাপকত্বাৎ সুরেশ্বরি॥ ১৬ ॥

হে দেবি! যেহেতু তুমি মনোহারিণী, সেইহেতু চারপ্রকারে বলিতেছি শোন। ইহা পৃথিবীতে দুর্লভ বলিয়া কথিত হয়॥ ১২ ॥

হে দেবি! বিদ্যার অর্থাৎ পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার বিদ্যার আদিতে যোজনা করিবে। ইহা [হ্রীঁ শ্রীঁ] সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপিণী। জাগ্রদবস্থা এই বিদ্যার উৎপত্তিস্থান। সর্বদা মনের নিবৃত্তি এই বিদ্যার জ্ঞান। [অগস্ত্যোপাসিত বিদ্যা হইতেছে—"হ স ক ল হ্রীঁ" ইহার পূর্বে 'হ্রীঁ শ্রীঁ' যোগ করিলে অর্থাৎ "হ্রীঁ শ্রীঁ "হ স ক ল হ্রীঁ" এই মন্ত্র সাক্ষাৎ জাগ্রৎস্বরূপ। এইরূপ পূর্বোক্ত আরও ১১ প্রকার মন্ত্রের পূর্বে "হ্রীঁ শ্রীঁ" যোগ করিলেও তাহারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী হয়। ইহা বুঝিতে হইবে]॥ ১৩ ॥

জাগ্রদবস্থায় চারিটি চারিটি কলা ব্যবস্থিত [চার কলা যথা :—ত্রিকূটা, পঞ্চকূটা, ষট্‌কূটা, ও অষ্টকূটা]। ইঁহারা জাগ্রদ্বৎ সত্ত্বগুণাত্মক কেবল শক্তি-রূপিণী॥ ১৪ ॥

সমস্ত ত্রিকূট মন্ত্র [বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূট] "হ্রীঁ শ্রীঁ" যোগ করিলে পঞ্চকূট হয়। বৈষ্ণবী বিদ্যা অষ্টকূট হয়। শাঙ্করী বিদ্যা ষট্‌কূট হয়॥ ১৫ ॥

হে সুরেশ্বরি! এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ দ্বাদশ বিদ্যার প্রথমে "হ্রীঁ শ্রীঁ" যোগ করিয়া ষোড়শীবিদ্যা ত্রিভুবনে দুর্লভ। ইহা শিবরূপা, যেহেতু ইহা ব্যাপক॥ ১৬ ॥

শ্রীবিদ্যামন্ত্রমাহাত্ম্যম্

নিশ্চলা সর্বভূতেষু সদাশিবময়ী পরা।
সুষুপ্তিরূপিণী সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপা যতঃ প্রিয়ে॥ ১৭॥
মরণং বিস্মৃতির্মূর্চ্ছা নিদ্রা চ তমসাবৃতা।
সুষুপ্তিস্তু কলা জ্ঞেয়া সুষুপ্তিঃ শিবরূপিণী॥ ১৮॥
কেবলত্বেন জাগ্রৎ স্যাৎ পঞ্চকূটা চ শাম্ভবী।
সুষুপ্ত্যন্তে জাগরাদৌ স্বপ্নাবস্থা রজোময়ী॥ ১৯॥
অভিলাষো ভ্রমশ্চিন্তা বিষয়েষু পুনঃ স্মৃতিঃ।
কলাচতুষ্টয়ং স্বপ্নাবস্থায়াং তু বিধীয়তে॥ ২০॥
শিবরূপা শক্তিরূপা মহাত্রিপুরদেবতা।
বেদাদিমণ্ডিতা দেবি শিবশক্তিময়ী সদা॥ ২১॥
তদা ভেদাস্তু সকলাঃ ষট্কূটা পরমেশ্বরি।
বৈষ্ণবী নবকূটা স্যাৎ সপ্তকূটা চ শাঙ্করী॥ ২২॥

এই পঞ্চকূটা ষট্কূটা ও অষ্টকূটা বিদ্যা সমস্ত প্রাণীতে নিশ্চলা, ইহা উৎকৃষ্ট সদাশিবময়ী। হে প্রিয়ে! যেহেতু ইহা সুষুপ্তিরূপিণী, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপা॥ ১৭॥

এই বিদ্যার বিস্মৃতিই মৃত্যু, তমোদ্বারা আবৃত নিদ্রা ইহার মূর্চ্ছা, সুষুপ্তি ইহার কলা এবং সুষুপ্তি অর্থাৎ মনের বৃত্তির অভাব শিবরূপিণী॥ ১৮॥

এই শাম্ভবী পঞ্চকূটা বিদ্যা কেবলরূপে জাগ্রৎ, আর জাগ্রতের আদিতে এবং সুষুপ্তির শেষে রজোগুণাত্মক স্বপ্নাবস্থা॥ ১৯॥

স্বপ্নাবস্থায় অভিলাষ [ইচ্ছা], ভ্রম, চিন্তা, বিষয়ের পুনঃস্মরণ—এই চারিটি কলা [স্বপ্নের অংশ] বিহিত হয়॥ ২০॥

হে দেবি! মহাত্রিপুরদেবতা শিবরূপা এবং শক্তিরূপা, ইহা বেদের আদি অর্থাৎ 'ওঁ' কার যুক্ত হইলে সর্বদা শিবশক্তিময়ী হন। অর্থাৎ পূর্বে দ্বাদশ মন্ত্রের পূর্বে 'হ্রীঁ শ্রীঁ' যোগ করায় পঞ্চকূট ইত্যাদি হইয়াছিল। এখন তাহার আদিতে 'ওঁ' কার যোগ করিলে যেমন—"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ", এইরূপ হয়। অন্যান্য ১১ প্রকার মন্ত্রের পূর্বে "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ" যোগ করিলে সেই সকল মন্ত্রভেদ ষট্কূটা হয়। হে পরমেশ্বরি! 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' আদিতে যোগ করিলে বৈষ্ণবী বিদ্যা নবকূটা হয়, আর শাঙ্করী বিদ্যা সপ্তকূটা হয়॥ ২১—২২॥

অস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গজদানং শতং ভবেৎ।
ভেদত্রয়ং তু কথিতং তুর্যাং বিদ্যাং শৃণু প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ ব্রহ্ম সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।
সুষুপ্ত্যাদৌ জাগরান্তে স্ফুরত্তামাত্রলক্ষণা ॥ ২৪ ॥
অবস্থাশেষতাং প্রাপ্তা তুর্যা তু পরমা কলা।
ভাবাভাববিনির্মুক্তা গুণাতীতা নিগদ্যতে ॥ ২৫ ॥
বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং শমাদিবিমলং মনঃ।
সদসদ্বস্তুনির্ধার-স্তুর্যায়াস্তু কলা ইমাঃ ॥ ২৬ ॥
আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি।
বিলিখ্য পরমেশানি ততোঽন্যানি সমুদ্ধরেৎ ॥ ২৭ ॥
অন্তর্মুখা বরারোহে কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী।
এভিস্তু পঞ্চসংখ্যাকৈর্বীজৈঃ সংপুটিতাং যজেৎ ॥ ২৮ ॥

হে প্রিয়ে! এই ষট্‌কূটা, নবকূটা ও সপ্তকূটা বিদ্যার [মন্ত্রের] স্মরণমাত্রে একশত হস্তিদানতুল্য পুণ্য হয়। এই তিনপ্রকার [ষট্‌কূটা, নবকূটা ও সপ্তকূটা] ভেদের বিষয় বলা হইল। এখন হে প্রিয়ে! চতুর্থী বিদ্যা শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

যে চতুর্থী বিদ্যার বিজ্ঞানমাত্রে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই চতুর্থী বিদ্যা সুষুপ্তির আদিতে ও জাগরণের শেষে অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপের শেষে এবং চিত্তের লয়ের পূর্বে প্রকাশমাত্রস্বরূপা ॥ ২৪ ॥

এই চতুর্থী বিদ্যা অবস্থার [চিত্তের অবস্থার] শেষকে প্রাপ্ত হয়, ইহা পরমা কলা, ভাব ও অভাবরহিত, গুণাতীত বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্য, মুক্তির ইচ্ছা, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাদ্বারা নির্মল মন, সদসদ্বস্তুর নির্ধারণ, এইগুলি চতুর্থী বিদ্যার কলা ॥ ২৬ ॥

হে ভদ্রে! হে পরমেশ্বরি! প্রথম বীজদ্বয় অর্থাৎ 'হ্রীঁ ও শ্রীঁ'কে বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ 'শ্রীঁ হ্রীঁ' এইভাবে লিখিয়া তারপর অন্যান্য বীজ উদ্ধার করিবে ॥ ২৭ ॥

হে সুন্দরতনু! কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী অর্থাৎ ত্রিপুরা বালা বীজ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ" এর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যের 'ক্লীঁ' বীজকে মুখে অর্থাৎ আদিতে করিবে অর্থাৎ "ক্লীঁ ঐং সৌঃ" এইরূপ লিখিবে। এই পঞ্চসংখ্যক বীজ অর্থাৎ "শ্রীঁ হ্রীঁ"

ষট্‌কূটাং পরমেশানি বিদ্যেয়ং ষোড়শাক্ষরী।
ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ষোড়শানাং ভবন্তি হি ॥ ২৯ ॥
বৈষ্ণব্যেকোনবিংশর্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী।
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি ॥ ৩০ ॥
বর্ণিতুং নৈব শক্যেয়ং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী।
বৈখরী বাচ্যভাবত্বাদশক্তা গুণবর্ণনে ॥ ৩১ ॥

শ্রীবিদ্যামাহাত্ম্যম্

যতো নিরক্ষরং বস্তু পরা তত্র তু কারণম্।
মূকীভূতা হি পশ্যন্তি মধ্যমা মধ্যমা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপেণ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
একোচ্চারেণ দেবেশি বাজপেয়স্য কোটয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
কাশ্যাদিতীর্থযাত্রাশ্চ সার্ধকোটিত্রয়ান্বিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্লীঁ ঐং সৌঃ” এই বীজের দ্বারা পূর্বোক্ত বিদ্যাসকলকে [দ্বাদশ বিদ্যাকে] পুটিত করিয়া পূজা করিবে। যেমন—“শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক হ ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ” এই বিদ্যাকে ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা বলে। হে পরমেশ্বরি! ষট্‌কূটা বিদ্যাকে সংপুটিত করিলে এই বিদ্যা ষোড়শাক্ষরী হয়। হে ভদ্রে! সমস্ত ত্রিকূট বিদ্যা সংপুটিত হইলে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা হয় ॥ ২৮—২৯ ॥

বৈষ্ণবী বিদ্যা ১৯ অক্ষরের হয় এবং শৈবী বিদ্যা ১৭ অক্ষরের হয়। এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা [মন্ত্র] কোটি হাজার মুখের দ্বারা, শতকোটি জিহ্বার দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বৈখরী অর্থাৎ উচ্চার্যমাণ স্থূল শব্দ বাচ্যতা প্রাপ্ত হইলেও ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যার গুণবর্ণনে অসমর্থ ॥ ৩০—৩১ ॥

[বৈখরী শব্দবাচ্য] পরা বিদ্যা কিন্তু যেহেতু অক্ষর শূন্য সেইহেতু তাহা পরা বলিয়া কীর্তিত হয়। সাধকগণ মূক হইয়া সেই পরা বিদ্যাকে দর্শন করেন। আর মধ্যমা মধ্যম অর্থাৎ স্থূলশব্দরূপে উচ্চার্য নয় এবং অক্ষরশূন্যও নয়, কিন্তু সূক্ষ্মশব্দগম্য অর্থাৎ নিজের কাছে অস্পষ্ট শব্দে শ্রাব্য ॥ ৩২ ॥

হে দেবেশি! এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যারূপে ভোগ ও মোক্ষ ফলপ্রদ। ইহা একবার উচ্চারণ করিলে কোটি বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রদান করে ॥ ৩৩ ॥

তুলাং নার্হন্তি দেবেশি নাত্র কার্যা বিচারণা।
একোচ্চারেণ গিরিজে কিং পুনর্ব্রহ্ম কেবলম্ ॥ ৩৫ ॥
ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা ন প্রকাশ্যা কদাচন।
গোপিতব্যা ত্বয়া ভদ্রে স্বযোনিরিব পার্বতি ॥ ৩৬ ॥
শিবশক্তিসমাযোগাদ্ যদ্ যৎ কর্ম প্রজায়তে।
বেদ্যং তন্ন ভবেত্ তদ্বচ্ছ্রীবিদ্যাং ষোড়শাক্ষরীম্ ॥ ৩৭ ॥
বিনা গুরূপদেশেন শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী।
দৃষ্ট্বা প্রজপতে যস্তু স ভক্ষ্যো যোগিনীগণৈঃ ॥ ৩৮ ॥
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া লব্ধা সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী।
ভুবনত্রয়সৌভাগ্যং দদাতি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
সাক্ষান্মহেন্দ্রসৌভাগ্যং[১] ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমম্।
সুধাতরঙ্গিণীবেয়ং শব্দচাতুর্যদায়িনী ॥ ৪০ ॥

একবার উচ্চারণে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, সমস্ত পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-ফল, সাড়ে তিনকোটি কাশী প্রভৃতি তীর্থযাত্রার ফল হয় ॥ ৩৪ ॥

হে দেবেশি! এই শ্রীবিদ্যার একবার উচ্চারণে যে ফল হয়, তাহার তুলনা নাই, এই বিষয়ে বিচার করিবে না। ইহার ফল আর কি বলিব, ব্রহ্মও ইহার সদৃশ নয় ॥ ৩৫ ॥

হে ভদ্রে! হে পার্বতি! এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা কখনও প্রকাশ করিবে না। তুমি ইহা নিজ যোনির মত গোপন করিবে ॥ ৩৬ ॥

শিব ও শক্তির যোগ [সহস্রারে সমাধিযোগে শিব ও শক্তিকে যুক্ত করিলে] বশত যে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞেয় হয় না। সেইরূপ ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাও জ্ঞেয় নয় ॥ ৩৭ ॥

গুরুর উপদেশ ব্যতীত যে ব্যক্তি ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে পুস্তকাদি দেখিয়া জপ করিবে, সে যোগিনীগণের ভক্ষ্য হইবে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগুরুর কৃপায় এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা লব্ধ হইলে সকল সাম্রাজ্য প্রদান করে, ত্রিভুবনের সমস্ত সৌভাগ্য এবং বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান করে ॥ ৩৯ ॥

এই বিদ্যা [ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা] ত্রৈলোক্যের আকর্ষণে সমর্থ, সাক্ষাৎ মহেন্দ্রের সৌভাগ্য প্রদান করে, সুধা নদীর মত অবিচ্ছিন্ন শব্দচাতুর্য প্রদান করে ॥ ৪০ ॥

১। সাক্ষান্মদনসৌভাগ্যং।

সৌভাগ্যভাগ্যসম্পন্ন কলাপটলদায়িনী।
পরব্রহ্মণি লীনত্বং দদাতি যশ উত্তমম্ ॥ ৪১ ॥
প্রপঞ্চসাগরে লীনানুদ্ধরেদ্বেদমাতৃকা।
যস্যাঃ সামর্থ্যতো দেবি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৪২ ॥
অভূবন্ পরমেশানি তেষাং কারণরূপিণী।
চতুঃসাগরসামর্থ্যং কৃপালোকনতো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকোটিজননী মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
নিঃসরন্তি মহামন্ত্রা বিস্ফুলিঙ্গা যথা প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥
বহ্নেঃ সকাশাদ্বহবো বিদ্যাস্তু বহবস্তথা।
বাগ্‌ভবাত্তু সমুৎপন্না-স্তস্মাদ্বাগ্‌ভবমুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
মাতৃকার্ণাস্তথা ভদ্রে বাগ্‌ভবান্নিঃসৃতাঃ ক্রমাৎ।
অতএব মহেশানি শব্দব্রহ্মময়ী প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥
পালয়ন্তী জগৎ সর্বং তথা[১] ত্রৈলোক্যমোহিনী।
মোহয়ন্তী কামকলা পুত্রপৌত্রপ্রবর্ধিনী ॥ ৪৭ ॥

ইহা সৌভাগ্য ও ভাগ্যযুক্তা কলা [চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যা] বিদ্যাসমূহ প্রদান করে, পরব্রহ্মে লীনত্ব প্রদান করে এবং উত্তম যশ প্রদান করে ॥ ৪১ ॥

ইনি বেদমাতা, ইনি সংসারসমুদ্রে মগ্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করেন। হে পরমেশ্বরি! হে দেবি! যাঁহার সামর্থ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি তাহাদের [চতুর্দ্দশ ভুবনের] কারণস্বরূপিণী। ইঁহার কৃপাদৃষ্টিতে চার সমুদ্রের সামর্থ্য উৎপন্ন হয় ॥ ৪২—৪৩ ॥

হে প্রিয়ে! ইনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জননী, মহামুক্তি-প্রদায়িনী, যেমন এক বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ইঁহা হইতে বহু বিদ্যা উৎপন্ন হয়। যেহেতু বগ্‌ভব [ঐং বীজ] হইতে সমস্ত বিদ্যা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু এই শ্রীবিদ্যাকে বাগ্‌ভব বলে। বাগ্‌ভব হইতে মাতৃকা-বর্ণও [অ আ ই ঈ ইত্যাদি বর্ণ], ক্রমে ক্রমে নিঃসৃত হয়। হে ভদ্রে! হে মহেশানি, হে প্রিয়ে! যেহেতু এই বাগ্‌ভব হইতে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ নিঃসৃত হয়, অতএব ইনি [বাগ্‌ভবরূপ শ্রীবিদ্যা] শব্দ ব্রহ্মময়ী ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ইনি সমস্ত জগৎ পালন করেন, ইনি আবার ত্রৈলোক্যমোহিনী, কামকলা-রূপে জগৎ মোহিত করেন, আর ইনি পুত্রপৌত্র প্রবৃদ্ধি-কারিণী ॥ ৪৭ ॥

১। তদা

শ্রীবিদ্যামাহাত্ম্যম্

স্ত্রীপুংভাবেন সকলং গ্রথিতং কামসূত্রকে।
তদা সৌভাগ্যসম্পন্না ব্রহ্মস্থাননিবাসিনী ॥ ৪৮ ॥
সৌভাগ্যগর্বগহনা[১] বিশ্বযোনিরিতীরিতা।
চতুর্বাঙ্‌ময়নিষ্ঠেয়ং ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥ ৪৯ ॥
সাক্ষাৎসংবিন্ময়ী জ্ঞানরূপিণী ভোগদায়িনী।
মহাসম্পৎপ্রদা নিত্যা সাক্ষাদক্ষররূপিণী ॥ ৫০ ॥
ষোড়শার্ণা ময়া ভদ্রে শ্রীবিদ্যা কথিতা পরা।
নিধানমিব চোরেভ্যো রক্ষণীয়া তথা প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥
ন দেয়া যস্য কস্যাপি দেয়া প্রাণপ্রদায়িনে।
নির্মলায় স্বভক্তায় প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকায় চ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ষোড়শীবিদ্যাবিবরণং
নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩ ॥

সমস্ত জগৎ স্ত্রীপুরুষরূপে কামসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু সৌভাগ্যসম্পন্না এই বিদ্যা ব্রহ্মলোকনিবাসিনী ॥ ৪৮ ॥

ইনি সৌভাগ্যগর্বে গভীরা, ইনি বিশ্বযোনি নামে খ্যাতা, চতুর্বাক্ অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চার প্রকার শব্দময়ে স্থিতা, ত্রৈলোক্যের বশকারিণী ॥ ৪৯ ॥

ইনি সাক্ষাৎ সংবিৎময়ী অর্থাৎ তুরীয়জ্ঞানময়ী, জ্ঞানস্বরূপিণী, ভোগদানকারিণী, মহাসম্পৎপ্রদানকারিণী, নিত্যা এবং সাক্ষাৎ অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৫০ ॥

হে ভদ্রে! হে প্রিয়ে! আমি ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ শ্রীবিদ্যা বলিলাম। চোরের নিকট হইতে লোকে যেমন রত্ন রক্ষা করে, সেই এই বিদ্যা রক্ষা করিবে ॥ ৫১ ॥

যাহাকে তাহাকে এই বিদ্যা বলিবে না ; যিনি প্রাণ প্রদান করেন, যিনি নির্মল, নিজের ভক্ত, প্রাণ অপেক্ষাও যিনি প্রিয়, তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রদান করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

---

১ সৌভাগ্যধর্মগহনা।

চতুর্দশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

চক্রমণ্ডলমাখ্যাতং ন পূজা তত্র মণ্ডলে।
কথিতা পরমেশান শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পূজাবিধিমনুত্তমম্।
তদঙ্গকলশাদীনাং স্থাপনং প্রথমং ভবেৎ ॥ ২ ॥
তদ্বিধানং শৃণু প্রাজ্ঞে যথাবিধি সমাসতঃ।
মণ্ডলং বামতঃ কৃত্বা জলেন চতুরস্রকম্ ॥ ৩ ॥
বহৎকরাভ্যাং দেবেশি তত্রাহহধারং মনোহরম্।
সৌবর্ণরৌপ্যতাম্রাদিরচিতং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
বহ্নিমণ্ডলরূপং তু কলাদশকমর্চয়েৎ।
ধূম্রা চ নীলবর্ণা চ কপিলা বিস্ফুলিঙ্গিনী ॥ ৫ ॥
জ্বালা হৈমবতী[১] কব্যবাহিনী হব্যবাহিনী।
রৌদ্রী সংকর্ষিণী চৈব বৈশ্বানরকলা দশ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী দেবী] বলিলেন—হে পরমেশ্বর! আপনি চক্রমণ্ডলের [শ্রীচক্রের] বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মণ্ডলে পূজার কথা বলেন নাই। আমি আপনার নিকট হইতে সেই চক্রমণ্ডলের পূজা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে দেবি! অত্যুত্তম পূজাবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই শ্রীচক্রের পূজার অঙ্গ যে কলশ প্রভৃতি, তাহার স্থাপন প্রথমে হয় ॥ ২ ॥

হে প্রজ্ঞাসম্পন্নে! সেই কলশস্থাপনের পদ্ধতি বিধি অনুসারে সংক্ষেপে শ্রবণ কর। বামদিকে জলের দ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া দুই হস্তে সেইখানে সুবর্ণ, রজত বা তাম্রনির্মিত মনোহর আধার [পাত্র] স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। হে দেবেশি! হে প্রিয়ে! সেই আধারে দশকলাসমন্বিত বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। বহ্নির দশ কলা হইতেছে—ধূম্রা (১), নীলবর্ণা (২), কপিলা (৩),

১। হেমবতী।

আভিঃ কলাভিঃ সহিতং বহ্নিং তত্র প্রপূজয়েৎ।
কলশং হেমজং বাঽন্যং স্থাপয়েত্তত্র সুন্দরি ॥ ৭ ॥

কলশস্থাপনবিধিঃ

পূজয়েৎ সূর্যরূপং[১] তু কলাভিঃ পরমেশ্বরি।
তপিনী তাপিনী চৈব বিবুধা বোধিনী তথা ॥ ৮ ॥
কলিনী শোষণী চৈব বারুণ্যাকর্ষিণী[২] তথা।
মায়া বিশ্বাবতী হেমা প্রভা সৌরকলা ইমাঃ ॥ ৯ ॥
কলশং তু সমাপূর্য জলেন কমলেক্ষণে[৩]।
তত্রস্থমমৃতং সাক্ষাচ্চন্দ্ররূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০ ॥
চন্দ্রমণ্ডলমভ্যর্চ কলাভিঃ সুরবন্দিতে।
অমৃতা মানসী তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ প্রীতী রতিস্তথা ॥ ১১ ॥
শ্রীশ্চ হ্রীশ্চ স্বধা রাত্রির্জ্যোৎস্না হৈমবতী[৪] তথা।
ছায়া চ পূর্ণিমা নিত্যা অমাবস্যা চ ষোড়শী ॥ ১২ ॥

বিস্ফুলিঙ্গিনী (৪), জ্বালা (৫), হৈমবতী (৬), কব্যবাহিনী (৭), হব্যবাহিনী (৮), রৌদ্রী (৯), সংকর্ষিণী (১০)। এই দশ কলার সহিত সেই আধারে বহ্নির পূজা করিবে। তারপর, হে সুন্দরি! সেই আধারে সুবর্ণের, বা অন্য ধাতুর কলশ স্থাপন করিবে। "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ধূম্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা হইবে ॥ ৩—৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! কলাসমূহের সহিত কলশে সূর্যের পূজা [অং দ্বাদশকলাত্মনে সূর্যমণ্ডলায় নমঃ', এই মন্ত্রে কলশে পূজা করিয়া "তপিন্যৈ নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে সেই কলশেই [দ্বাদশ সূর্যকলার পূজা করিবে] পূজা করিবে। তপিনী (১), তাপিনী (২), বিবুধা (৩), বোধিনী (৪), কলিনী (৫), শোষণী (৬), বারুণী (৭), আকর্ষিণী (৮), মায়া (৯), বিশ্বাবতী (১০), হেমা (১১), ও প্রভা (১২) ইহারা সূর্যের কলা ॥ ৮—৯ ॥

হে পদ্মনয়নে! জলের দ্বারা কলশ পূর্ণ করিয়া, সেই কলশস্থিত জলকে সাক্ষাৎ চন্দ্রস্বরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১০ ॥

১। সূর্যরূপং তং। ২। বরেণ্যাকর্ষিণী। ৩। কলশং তু সমাপূর্য বিশেষেণ বরাননে।
৪। হেমবতী।

সৌভাগ্যভাগ্যসম্পন্ন কল্পাপটলদায়িনী।
পরব্রহ্মণি লীনত্বং দদাতি যশ উত্তমম্ ॥ ৪১ ॥
প্রপঞ্চসাগরে লীনানুদ্ধরেদ্বেদমাতৃকা।
যস্যাঃ সামর্থ্যতো দেবি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ৪২ ॥
অভুবন্ পরমেশানি তেষাং কারণরূপিণী।
চতুঃসাগরসামর্থ্যং কৃপালোকনতো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ডকোটিজননী মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
নিঃসরন্তি মহামন্ত্রা বিস্ফুলিঙ্গা যথা প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥
বহ্নেঃ সকাশাদ্বহবো বিদ্যাস্তু বহবস্তথা।
বাগ্ভবাত্তু সমুৎপন্না-স্তস্মাদ্বাগ্ভবমুচ্যতে ॥ ৪৫ ॥
মাতৃকার্ণাস্তথা ভদ্রে বাগ্ভবান্নিঃসৃতাঃ ক্রমাৎ।
অতএব মহেশানি শব্দব্রহ্মময়ী প্রিয়ে ॥ ৪৬ ॥
পালয়ন্তী জগৎ সর্বং তথা[১] ত্রৈলোক্যমোহিনী।
মোহয়ন্তী কামকলা পুত্রপৌত্রপ্রবর্ধিনী ॥ ৪৭ ॥

ইহা সৌভাগ্য ও ভাগ্যযুক্তা কলা [চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যা] বিদ্যাসমূহ প্রদান করে, পরব্রহ্মে লীনত্ব প্রদান করে এবং উত্তম যশ প্রদান করে ॥ ৪১ ॥

ইনি বেদমাতা, ইনি সংসারসমুদ্রে মগ্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করেন। হে পরমেশ্বরি! হে দেবি! যাঁহার সামর্থ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি তাহাদের [চতুর্দ্দশ ভুবনের] কারণস্বরূপিণী। ইঁহার কৃপাদৃষ্টিতে চার সমুদ্রের সামর্থ্য উৎপন্ন হয় ॥ ৪২—৪৩ ॥

হে প্রিয়ে! ইনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জননী, মহামুক্তি-প্রদায়িনী, যেমন এক বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ইঁহা হইতে বহু বিদ্যা উৎপন্ন হয়। যেহেতু বগ্ভব [ঐং বীজ] হইতে সমস্ত বিদ্যা উৎপন্ন হয়, সেই হেতু এই শ্রীবিদ্যাকে বাগ্ভব বলে। বাগ্ভব হইতে মাতৃকা-বর্ণও [অ আ ই ঈ ইত্যাদি বর্ণ], ক্রমে ক্রমে নিঃসৃত হয়। হে ভদ্রে! হে মহেশানি, হে প্রিয়ে! যেহেতু এই বাগ্ভব হইতে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ নিঃসৃত হয়, অতএব ইনি [বাগ্ভবরূপ শ্রীবিদ্যা] শব্দ ব্রহ্মময়ী ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ইনি সমস্ত জগৎ পালন করেন, ইনি আবার ত্রৈলোক্যমোহিনী, কামকলা-রূপে জগৎ মোহিত করেন, আর ইনি পুত্রপৌত্র প্রবৃদ্ধি-কারিণী ॥ ৪৭ ॥

১। তদা।

শ্রীবিদ্যামাহাত্ম্যম্

স্ত্রীপুংভাবেন সকলং গ্রথিতং কামসূত্রকে।
তদা সৌভাগ্যসম্পন্না ব্রহ্মস্থাননিবাসিনী ॥ ৪৮ ॥
সৌভাগ্যগর্বগহনা[১] বিশ্বযোনিরিতীরিতা।
চতুর্বাঙ্‌ময়নিষ্ঠেয়ং ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥ ৪৯ ॥
সাক্ষাৎসংবিন্ময়ী জ্ঞানরূপিণী ভোগদায়িনী।
মহাসম্পৎপ্রদা নিত্যা সাক্ষাদক্ষররূপিণী ॥ ৫০ ॥
ষোড়শার্ণা ময়া ভদ্রে শ্রীবিদ্যা কথিতা পরা।
নিধানমিব চোরেভ্যো রক্ষণীয়া তথা প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥
ন দেয়া যস্য কস্যাপি দেয়া প্রাণপ্রদায়িনে।
নির্মলায় স্বভক্তায় প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকায় চ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ষোড়শীবিদ্যাবিবরণং
নাম ত্রয়োদশঃ পটলঃ ॥ ১৩ ॥

সমস্ত জগৎ স্ত্রীপুরুষরূপে কামসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু সৌভাগ্যসম্পন্না এই বিদ্যা ব্রহ্মলোকনিবাসিনী ॥ ৪৮ ॥

ইনি সৌভাগ্যগর্বে গভীরা, ইনি বিশ্বযোনি নামে খ্যাতা, চতুর্বাক্ অর্থাৎ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চার প্রকার শব্দময়ে স্থিতা, ত্রৈলোক্যের বশকারিণী ॥ ৪৯ ॥

ইনি সাক্ষাৎ সংবিৎময়ী অর্থাৎ তুরীয়জ্ঞানময়ী, জ্ঞানস্বরূপিণী, ভোগদানকারিণী, মহাসম্পৎপ্রদানকারিণী, নিত্যা এবং সাক্ষাৎ অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৫০ ॥

হে ভদ্রে! হে প্রিয়ে! আমি ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ শ্রীবিদ্যা বলিলাম। চোরের নিকট হইতে লোকে যেমন রত্ন রক্ষা করে, সেই এই বিদ্যা রক্ষা করিবে ॥ ৫১ ॥

যাহাকে তাহাকে এই বিদ্যা বলিবে না; যিনি প্রাণ প্রদান করেন, যিনি নির্মল, নিজের ভক্ত, প্রাণ অপেক্ষাও যিনি প্রিয়, তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রদান করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ত্রয়োদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

---

১ সৌভাগ্যধর্মগহনা।

চতুর্দ্দশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

চক্রমণ্ডলমাখ্যাতং ন পূজা তত্র মণ্ডলে।
কথিতা পরমেশান শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পূজাবিধিমনুত্তমম্।
তদঙ্গকলশাদীনাং স্থাপনং প্রথমং ভবেৎ ॥ ২ ॥
তদ্‌বিধানং শৃণু প্রাজ্ঞে যথাবিধি সমাসতঃ।
মণ্ডলং বামতঃ কৃত্বা জলেন চতুরস্রকম্ ॥ ৩ ॥
বহৎকরাভ্যাং দেবেশি তত্রাহহধারং মনোহরম্।
সৌবর্ণরৌপ্যতাম্রাদিরচিতং পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
বহ্নিমণ্ডলরূপং তু কলাদশকমর্চয়েৎ।
ধূম্রা চ নীলবর্ণা চ কপিলা বিস্ফুলিঙ্গিনী ॥ ৫ ॥
জ্বালা হৈমবতী[১] কব্যবাহিনী হব্যবাহিনী।
রৌদ্রী সংকর্ষিণী চৈব বৈশ্বানরকলা দশ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী দেবী] বলিলেন—হে পরমেশ্বর! আপনি চক্রমণ্ডলের [শ্রীচক্রের] বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মণ্ডলে পূজার কথা বলেন নাই। আমি আপনার নিকট হইতে সেই চক্রমণ্ডলের পূজা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—হে দেবি! অত্যুত্তম পূজাবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই শ্রীচক্রের পূজার অঙ্গ যে কলশ প্রভৃতি, তাহার স্থাপন প্রথমে হয় ॥ ২ ॥

হে প্রজ্ঞাসম্পন্নে! সেই কলশস্থাপনের পদ্ধতি বিধি অনুসারে সংক্ষেপে শ্রবণ কর। বামদিকে জলের দ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া দুই হস্তে সেইখানে সুবর্ণ, রজত বা তাম্রনির্মিত মনোহর আধার [পাত্র] স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। হে দেবেশি! হে প্রিয়ে! সেই আধারে দশকলাসমন্বিত বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। বহ্নির দশ কলা হইতেছে—ধূম্রা (১), নীলবর্ণা (২), কপিলা (৩),

---

১। হেমবতী।

আভিঃ কলাভিঃ সহিতং বহ্নিং তত্র প্রপূজয়েৎ।
কলশং হেমজং বাঽন্যং স্থাপয়েত্তত্র সুন্দরি ॥ ৭ ॥

কলশস্থাপনবিধিঃ

পূজয়েৎ সূর্যরূপং[১] তু কলাভিঃ পরমেশ্বরি।
তপিনী তাপিনী চৈব বিবুধা বোধিনী তথা ॥ ৮ ॥
কলিনী শোষণী চৈব বারুণ্যাকর্ষিণী[২] তথা।
মায়া বিশ্বাবতী হেমা প্রভা সৌরকলা ইমাঃ ॥ ৯ ॥
কলশং তু সমাপূর্য জলেন কমলেক্ষণে[৩]।
তত্রস্থমমৃতং সাক্ষাচ্চন্দ্ররূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০ ॥
চন্দ্রমণ্ডলমভ্যর্চ কলাভিঃ সুরবন্দিতে।
অমৃতা মানসী তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ প্রীতী রতিস্তথা ॥ ১১ ॥
শ্রীশ্চ হ্রীশ্চ স্বধা রাত্রির্জ্যোৎস্না হৈমবতী[৪] তথা।
ছায়া চ পূর্ণিমা নিত্যা অমাবস্যা চ ষোড়শী ॥ ১২ ॥

বিস্ফুলিঙ্গিনী (৪), জ্বালা (৫), হৈমবতী (৬), কব্যবাহিনী (৭), হব্যবাহিনী (৮), রৌদ্রী (৯), সংকর্ষিণী (১০)। এই দশ কলার সহিত সেই আধারে বহ্নির পূজা করিবে। তারপর, হে সুন্দরি! সেই আধারে স্বুবর্ণের, বা অন্য ধাতুর কলশ স্থাপন করিবে। "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ধূম্রায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা হইবে ॥ ৩—৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! কলাসমূহের সহিত কলশে সূর্যের পূজা [অং দ্বাদশকলাত্মনে সূর্যমণ্ডলায় নমঃ', এই মন্ত্রে কলশে পূজা করিয়া "তপিন্যৈ নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে সেই কলশেই [দ্বাদশ সূর্যকলার পূজা করিবে] পূজা করিবে। তপিনী (১), তাপিনী (২), বিবুধা (৩), বোধিনী (৪), কলিনী (৫), শোষণী (৬), বারুণী (৭), আকর্ষিণী (৮), মায়া (৯), বিশ্বাবতী (১০), হেমা (১১), ও প্রভা (১২) ইহারা সূর্যের কলা ॥ ৮—৯ ॥

হে পদ্মনয়নে! জলের দ্বারা কলশ পূর্ণ করিয়া, সেই কলশস্থিত জলকে সাক্ষাৎ চন্দ্রস্বরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১০ ॥

১। সূর্যরূপং তং। ২। বরেণাকর্ষিণী। ৩। কলশং তু সমাপূর্য বিশেষেণ বরাননে।
৪। হেমবতী।

এভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য মন্ত্রৈর্যজেদানন্দভৈরবম্ ।
শিবচন্দ্রৌ মাতৃকান্তং কালশক্রাম্বুবহ্ন্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥
বায়ুশ্চ বামকর্ণেন যোজিতো বিন্দুলাঞ্ছিতঃ ।
বীজমেতৎ সমুচ্চার্য তথা চানন্দভৈরবম্ ॥ ১৪ ॥
ঙেন্তং শিখামন্ত্রযুক্তং[১] পুনর্বীজং তু সংলিখেৎ ।
চন্দ্রং হিত্বাহহদিমং কুর্যাৎ কর্ণে বামাক্ষি যোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥
সুধাদেব্যৈ[২] ততো বৌষট্ ইয়মা [বৌষড়িয়মানন্দ] নন্দভৈরবী ।
অনেন চন্দ্রং সম্পূজ্য পূজার্হঃ কলশো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
বিধায় বামভাগে তু চতুরস্রং তু মণ্ডলম্ ।
বন্ত্রিকাং তত্র সংস্থাপ্য শঙ্খং তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥

হে দেববন্দিতে! কলাসমূহের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের পূজা সেই কলশস্থিত জলে করিবে [উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। অমৃতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে]। অমৃতা (১), মানসী (২), তুষ্টি (৩), পুষ্টি (৪), প্রীতি (৫), রতি (৬), শ্রী (৭), হ্রী (৮), স্বধা (৯), রাত্রি (১০), জ্যোৎস্না (১১), হৈমবতী (১২), ছায়া (১৩), পূর্ণিমা (১৪), নিত্যা (১৫), অমাবস্যা (১৬) — এইগুলি চন্দ্রের কলা। ইঁহাদের মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া আনন্দভৈরবের পূজা করিবে। শিব—'হ', চন্দ্র—'স', মাতৃকাবর্ণের অন্ত—'ক্ষ', কাল—'ম', শক্র—'ল', অম্বু—'ব', বহ্নি—'র', বায়ু—'য', বামকর্ণ—'উ' দ্বারা যুক্ত-বিন্দু—'ঁ' যুক্ত এই বীজ অর্থাৎ—'হসক্ষমলবরযূঁ' এই বীজ উচ্চারণ করিয়া 'ঙেন্তং'—চতুর্থ্যন্ত, আনন্দভৈরব—'আনন্দভৈরবায়' শিখামন্ত্রযুক্ত—'বষট্' করিয়া অর্থাৎ 'হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্' এই মন্ত্রে আনন্দভৈরবের পূজা করিবে। তারপর আনন্দভৈরবীর পূজা করিবে। পুনরায় বীজ-[সহক্ষমলবরযীঁ] লিখিবে। তবে, আদিতে চন্দ্র—'স' লিখিবে। অর্থাৎ—"স হক্ষমলবরযীঁ" এই বীজ হইবে। আর কর্ণে অর্থাৎ আনন্দ ভৈরবের বীজের 'উ' কারে "বামাক্ষি" 'ঈ' কার যোজনা করিবে [তাহা হইলেই—"সহক্ষমলবরযীঁ আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্" এই মন্ত্র হইবে] অথবা 'সহক্ষমলবরযীঁ সুধাদেব্যৈ বৌষট্' এই মন্ত্র জ্ঞানার্ণবতন্ত্রানুসারে ॥ ১১—১৫ ॥

তারপর "সুধাদেব্যৈ বৌষট্" বলিবে। এই সুধাদেবীই আনন্দভৈরবী। এইভাবে চন্দ্রের পূজা করিলে পরে কলশ [ঘট] পূজাযোগ্য হইবে ॥ ১৬ ॥

১। ছিবামন্ত্র। ২। সুরাদেব্যৈ।

শুদ্ধোদকেন সংপূর্য্য পূজয়েৎ কারণান্বিতম্[1]।
ষড়ঙ্গং তত্র সংপূজ্য সামান্যার্ঘ্যমিদং প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥
অথ বক্ষ্যে মহেশানি বিশেষার্ঘ্যস্য লক্ষণম্।
আত্মশ্রীচক্রয়োর্মধ্যে চতুরস্রং তু মণ্ডলম্ ॥ ১৯ ॥
সামান্যার্ঘ্যস্য তোয়েন দেশিকো ভূমিজানুকঃ।
বহৎকরোর্দ্ধপুটতো যন্ত্রিকাং তত্র যোজয়েৎ ॥ ২০ ॥
ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণং[2] চতুরস্রং তু মণ্ডলম্।
বহ্নিং তত্র বিচিন্ত্যাথ পূজয়েদ্ যন্ত্রিকাময়ম্ ॥ ২১ ॥
পূর্ব্ববৎ পরমেশানি ত্রিকূটাং মধ্যগাং যজেৎ।
ব্যস্তকূটৈর্যজেত্তত্র ত্রিকোণে পরমেশ্বরি ॥ ২২ ॥

পূজকের বামদিকে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, সেই মণ্ডলে শ্রীযন্ত্র স্থাপন-পূর্বক সেখানে শঙ্খ [জলশঙ্খ] স্থাপন করিবে ॥ ১৭ ॥

কারণযুক্ত শঙ্খকে শুদ্ধজলে পূর্ণ করিয়া পূজা করিবে। তারপর সেই শঙ্খে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। [হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্—শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৈঁ কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে]। হে প্রিয়ে! ইহাই সামান্যার্ঘ্য ॥ ১৮ ॥

হে মহেশানি! এখন বিশেষার্ঘ্যের লক্ষণ বলিব, নিজের এবং শ্রীচক্রের মধ্যে চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে ॥ ১৯ ॥

গুরু মাটীতে জানু রাখিয়া সামান্যার্ঘ্যের জলে সেখানে দুই হস্তে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে বা স্থাপন করিবে ॥ ২০ ॥

ত্রিকোণ, গোলাকার, ষট্‌কোণ ও চতুষ্কোণমণ্ডল সেখানে করিবে। সেখানে বহ্নির চিন্তা করিয়া সেই বহ্নিকে যন্ত্রময়রূপে পূজা করিবে ॥ ২১॥

হে পরমেশানি! পূর্ববৎ সেখানে মধ্যে ত্রিকূটা অর্থাৎ বাগ্‌ভববকূট, কাম-রাজকূট ও শক্তিকূট এর পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! ত্রিকোণের এক এক

১। পূজয়েৎ সকলান্বিতম্। ২। ষট্‌কোণে।

দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি ষট্‌কোণেষু প্রপূজয়েৎ।
সৌবর্ণং রাজতং বাপি পাত্রং সংস্থাপয়েৎ প্রিয়ে॥ ২৩॥
সূর্যরূপং[১] প্রপূজ্যাথ যন্ত্রং পূর্ববদালিখেৎ।
সমস্তব্যস্তকূটৈস্তু পূজয়েৎ পূর্ববৎ ক্রমাৎ॥ ২৪॥
বিশেষেণ[২] সমাপূর্য চন্দ্রং[৩] দ্রবময়ং[৪] প্রিয়ে।
পূর্ববদ্ যন্ত্রমালিখ্য ত্রিকূটাং যন্ত্রমধ্যগাম্[৫]॥ ২৫॥
ত্রিকোণং চিন্তয়েৎ তত্ত্ব ত্রিকূটৈঃ পূজিতং প্রিয়ে।
অকথাদিত্রিরেখাঢ্যং[৬] হক্ষাভ্যন্তরমুত্তমম্॥ ২৬॥

কোণে বাগ্‌ভবাদি এক এক কূটের পূজা সেখানে করিবে। আর ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের পূজা দুইবার আবৃত্তি পূর্বক করিবে অর্থাৎ "ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ" এই তিন বর্ণের এক এক বর্ণ এক এক কোণে পূজা করিয়া আবার একবার আবৃত্তি করিয়া পূজা করিলে ছয় কোণে পূজা সম্পন্ন হইবে। যথা ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদিবৎ। তারপর সেখানে সুবর্ণ বা রজত পাত্র স্থাপন করিবে॥ ২২—২৩॥

সেই পাত্রে সূর্যের পূজা করিয়া অনন্তর পূর্বের মত শ্রীবিদ্যাযন্ত্র লিখিবে। সেই যন্ত্রের ত্রিকোণের এক এক কোণে ক্রমে ক্রমে বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট ও শক্তিকূটের পূজা করিয়া মধ্যে সমস্ত ত্রিকূটের পূজা করিবে॥ ২৪॥

হে প্রিয়ে! বিশেষভাবে দ্রবময় চন্দ্র অর্থাৎ সুধাদ্রব্য [সুরা] কলশে পূরণ করিয়া পূর্বের মত সেই কলশের মধ্যে বিল্বদণ্ড দ্বারা চিন্তাপূর্বক যন্ত্র [শ্রীবিদ্যাযন্ত্র] অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রের মধ্যে ত্রিকুট বিদ্যা [পূর্বোক্ত বাগ্‌ভব, কামরাজ ও শক্তি কূট] অঙ্কিত করিবে॥ ২৫॥

সেই কলশ মধ্যে ত্রিকোণের চিন্তা করিবে এবং সেই ত্রিকোণের তিনকোণে ত্রিকূটের পূজা করিবে [পূর্বোক্ত ত্রিকূটের পূজা]। সেই কলশের মধ্যে অধোমুখ ত্রিকোণের বামদিকের অর্থাৎ পূজকের দক্ষিণ ভাগের রেখায় 'অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অং অঃ' এই ষোলবর্ণ চিন্তা করিয়া লিখিবে। উপরের রেখায় 'কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ' এই ষোলবর্ণ এবং দক্ষিণ অর্থাৎ পূজকের বামভাগের রেখায় 'থঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ

১। পূর্ববুদ্ধ্যা। ২। জলেন চ। ৩। চন্দ্রদ্রব্যম্। ৪। ময়ে শুভে। ৫। যজনমধ্যগাম্।

দ্বিরাবৃত্ত্যা ষড়ঙ্গানি ষট্‌কোণেষু প্রপূজয়েৎ।
আত্মানং হংসমন্ত্রনা আনন্দেন চ পূজয়েৎ ॥ ২৭ ॥
মূলবিদ্যাং যজেত্তত্র ষোড়শার্ণাং জপেত্ততঃ।
ধূপদীপৌ নিবেদ্যাথ নমস্কৃত্যার্ঘকং বুধঃ ॥ ২৮ ॥
মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েত্তত্র সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ং ভবেৎ।
প্রোক্ষয়েত্তেন চাত্মানং পূজোপকরণানি চ ॥ ২৯ ॥

ম॑ য॑ র॑ ল॑ ব॑ শ॑ ষ॑ স॑' এই ষোলবর্ণ লিখিবে। তারপর ত্রিকোণের মধ্যে 'হ॑ ক্ষ॑' লিখিবে ॥ ২৬ ॥

যন্ত্রের ষট্‌কোণের এক এক কোণে ক্রমে ক্রমে ঐং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গ-শক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্লীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্‌ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ক্লীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সৌঃ অস্ত্রায় ফট্‌ অস্ত্রাঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইভাবে "ঐং ক্লীঁ সৌঃ" বীজকে দুইবার আবৃত্তি করিয়া পূজা করিবে। নিজেকে [আত্মাকে] হংস মন্ত্র এবং আনন্দ মন্ত্রে অর্থাৎ "হংসঃ সোঽহম্ আনন্দোঽস্মি" এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

তারপর সেখানে [কলশে] মূলবিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরাভৈরবীর পূজা করিবে এবং পরে ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা [শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রাঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ ইত্যাদি ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র] জপ করিবে। বুধ ব্যক্তি অনন্তর ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য নিবেদন পূর্বক নমস্কার করিবেন ॥ ২৮ ॥

তারপর সেখানে মুদ্রাসকল প্রদর্শন করিবে। চতুরস্রিকা, বৃতা, সংপুটা, সম্পুটাঞ্জলি ও যোনি এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মাটিতে করতলদ্বয় স্থাপন করিয়া "হ্রীঁ নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিলে চতুরস্রিকা মুদ্রা হয়। মাটীতে দুই হস্ত যোড় করিয়া স্থাপন পূর্বক "হ্রীঁ নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিলে 'বৃতা' মুদ্রা হয়। মাটীতে দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া "হুঁ নমঃ" মন্ত্রে প্রণাম করিলে 'সম্পুটা' মুদ্রা হয়। কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় ন্যস্ত করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে মাটীতে 'ব্লুঁ নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম করিলে সম্পুটাঞ্জলি মুদ্রা হয়। যোনিমুদ্রা মাটীতে স্থাপন করিয়া 'সঃ নমঃ' মন্ত্রে প্রণাম করিলে যোনিমুদ্রা হয়। এই সকল মুদ্রা দর্শন করিলে সাধক ব্রহ্মময় হয়। তার পর সেই কলশস্থিত কারণদ্রব্য দ্বারা নিজেকে এবং পূজার উপকরণ সকলকে প্রোক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥

সর্বত্র প্রোক্ষণং কূর্যাৎ সর্বং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ।
আত্মানং[১] তু সমভ্যর্চ্য ভূতান্ সন্ত্রাসয়েত্ততঃ ॥ ৩০ ॥
মূলবিদ্যাস্ত্রমুচ্চার্য দিগ্বন্ধং স্ফোটনাদিভিঃ।
তন্মুখঃ[২] সন্নতো[৩] দেবি ভূতশুদ্ধিং তু পূর্ববৎ ॥ ৩১ ॥
ততো ন্যাসাদিকং কুর্যাৎ সংনাহং তু শরীরকে।
করশুদ্ধিকরীং বিদ্যাং মধ্যমাদিতলান্তকম্ ॥ ৩২ ॥
অঙ্গুলীষু দ্বিরাবৃত্ত্যা করশুদ্ধিরিয়ং প্রিয়ে।
অত[৪] আত্মাসনং দদ্যাৎ ততশ্চক্রাসনং প্রিয়ে ॥ ৩৩ ॥

ত্রিপুরাবালায়াঃ ষড়ঙ্গাদিন্যাসঃ.

সর্বমন্ত্রাসনং দদ্যাৎ সাধ্যসিদ্ধাসনং যজেৎ।
পাদয়োর্জঙ্ঘয়োর্জান্বোর্লিঙ্গে ন্যস্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

সর্বত্র [সমস্ত দ্রব্য] প্রোক্ষণ করিয়া ব্রহ্মময় হইবে। আত্মাকে [নিজেকে] অর্চনা করিয়া তারপর ভূতসকলকে সন্ত্রাসিত [অপসারিত] করিবে ॥ ৩০ ॥

মূলবিদ্যা অস্ত্র অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ ফট্" উচ্চারণ করিয়া তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে। হে দেবি! সরল সোজা হইয়া দেবীর দিকে [কলসের দিকে] মুখ করিয়া পূর্ববৎ ভূতশুদ্ধি করিবে ॥ ৩১ ॥

তারপর শরীরে সম্যগ্ভাবে সজ্জিতভাবে ন্যাস প্রভৃতি করিবে। করশুদ্ধিকরী বিদ্যা করিবে অর্থাৎ মধ্যমা করতল প্রভৃতি ন্যাস করিবে। [উহাই পরে বলা হইতেছে] ॥ ৩২ ॥

মূল মন্ত্র—"ঐং ক্লীঁ সৌঃ" এই মন্ত্র দুইবার আবৃত্তি করিয়া করশুদ্ধি করিবে। যথা :—ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ক্লীঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সৌঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। হে প্রিয়ে! ইহাই করশুদ্ধি। তারপর আত্মাসন অর্থাৎ নিজেকে দেবীর আসন বলিয়া দিবে। তারপর চক্রাসন (মনে মনে চিন্তা পূর্বক) দিবে, [চক্রাসনায় নমঃ মন্ত্রে] ॥ ৩৩ ॥

ত্রিপুরাবালা দেবীকে সর্বমন্ত্রাসন ['ঐং ক্লীঁ সৌঃ সর্বমন্ত্রাসনায় নমঃ। এই মন্ত্রে আসন] দিবে। তারপর তাঁহার সাধ্যাসন ও সিদ্ধাসন পূজা করিবে।

১। আত্মানন্দঃ। ২। উন্মুখঃ। ৩। সন্ততো। ৪। অথ।

কুমার্যাস্ত্রিপুরেশান্যাঃ ষড়ঙ্গানি চ পূর্ববৎ।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি শ্রীবিদ্যান্যাসমুত্তমম্॥ ৩৫ ॥
সম্পূর্ণাং চিন্তয়েদ্ বিদ্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রেঽরুণপ্রভাম্।
স্রবৎসুধাং ষোড়শার্ণাং মহাসৌভাগ্যদাং স্মরেৎ॥ ৩৬ ॥
বামাংশদেশে সৌভাগ্যদণ্ডিনীং ভ্রামযেত্ততঃ।
রিপুজিহ্বাগ্রহাং মুদ্রাং পাদমূলে ন্যসেৎ প্রিয়ে॥ ৩৭ ॥
ত্রৈলোক্যস্য ত্বহং কর্তা ধ্যাত্বৈবং তিলকে ন্যসেৎ।
সম্পূর্ণামেব বদনে বেষ্টনত্বেন বিন্যসেৎ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ সম্পূর্ণয়া দেহে গলোর্ধ্বে[১] বিন্যসেত্ততঃ।
পুনঃ সম্পূর্ণয়া দেহে ব্যাপকত্বেন বিন্যসেৎ॥ ৩৯ ॥

[ঐং সাধ্যাসনায় নমঃ, ঐং সিদ্ধাসনায় নমঃ মন্ত্রে]। তারপর সাধক পাদদ্বয়ে—'পাদাসনাভ্যাং নমঃ', জঙ্ঘাদ্বয়ে—'জঙ্ঘাসনাভ্যাং নমঃ'', জানুদ্বয়ে—'জান্বাসনাভ্যাং নমঃ', লিঙ্গে—'লিঙ্গাসনায় নমঃ' মন্ত্রে চারিটি ন্যাস করিয়া পূর্ববৎ—ত্রিপুরাবালার ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। যথা :—ঐং সর্বজ্ঞাশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী-হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং নিত্যতৃপ্তিশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীশিরসে স্বাহা। সৌঃ অনাদিবোধশক্তি-শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীশিখায়ৈ বষট্। ঐং স্বতন্ত্রশক্তিশ্রীমহাত্রিপুর-সুন্দরী-কবচায় হুঁ। ক্লীঁ অলুপ্তশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনেত্রত্রয়ায় বৌষট্। সৌঃ অনন্তশক্তিশ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী-অস্ত্রায় ফট্। হে মহেশ্বরি! এখন উত্তম শ্রীবিদ্যান্যাস বলিতেছি॥ ৩৪—৩৫ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে অরুণবর্ণা, সম্পূর্ণা অমৃতক্ষরণকারিণী, ষোড়শাক্ষরী মহাসৌভাগ্য-প্রদা বিদ্যাকে চিন্তা করিবে, স্মরণ করিবে॥ ৩৬ ॥

তারপর বামভাগে (কর্ণে) সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা [বামহস্তের মুষ্টিবন্ধন-পূর্বক তর্জনী সরলাকার করিয়া বামকর্ণে ভ্রামিত করিবে।] হে প্রিয়ে! পাদমূলে রিপুজিহ্বাগ্রহা মুদ্রা [বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হস্তের মধ্যে রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন করত দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিবন্ধন পূর্বক তর্জনী সরলাকার করিয়া বামহস্তের মুষ্টির দ্বারা ঐ তর্জনী ধারণ করিবে] ন্যাস করিবে॥ ৩৭ ॥

আমি ত্রৈলোক্যের কর্তা এইরূপ ধ্যান করিয়া তিলকে ন্যাস করিবে। সম্পূর্ণ মুখে অঙ্গুলি বেষ্টন করত ন্যাস করিবে। তারপর সেই সম্পূর্ণামুদ্রা [অঙ্গুলি চতুর্দিকে ঘুরান] দ্বারা দেহে গলার উর্ধ্বে বিন্যাস করিবে। তারপর সেই সম্পূর্ণামুদ্রা দ্বারা দেহে ব্যাপকন্যাস করিবে। ব্যাপকন্যাসের পর মুখে যোনিমুদ্রা

১। গলোর্ধ্বং ন্যস্য সাধকঃ।

ব্যাপকান্তে যোনিমুদ্রাং মুখে ক্ষিপ্তবাঽভিবন্দ্য চ।
শ্রীবিদ্যাপূর্ণরূপোঽয়ং ন্যাসঃ সৌভাগ্যবর্ধনঃ ॥ ৪০ ॥
পরিভ্রাম্যানামিকাং তু মূর্ধানং পরিতঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষিপেদ্দেবি মণিবন্ধে ন্যসেত্ততঃ ॥ ৪১ ॥
ললাটেঽনামিকাং কুর্যাৎ ষোড়শার্ণাং স্মরেদ্ বুধঃ।
সম্মোহনাখ্যো দেবেশি ন্যাসোঽয়ং ক্ষোভকারকঃ ॥ ৪২ ॥
ত্রৈলোক্যমরুণং ধ্যায়েচ্ছ্রীবিদ্যাং মনসি স্মরেৎ।
পাদয়োর্জঙ্ঘয়োর্জান্বোঃ কট্যোরন্ধুনি পৃষ্ঠকে ॥ ৪৩ ॥
নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে চৈব স্তনয়োরংসয়োস্তথা।
কর্ণয়োর্ব্রহ্মরন্ধ্রে চ বদনেঽক্ষিণি[১] পার্বতি ॥ ৪৪ ॥
ততঃ কণ্ঠপ্রদেশে[২] তু করবেষ্টনয়োঃ ক্রমাৎ।
সংহারোঽয়ং মহান্যাসো বীজৈঃ ষোড়শভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥

ক্ষেপণ করত বন্দনা করিবে [ত্রিপুরার বন্দনা করিবে]। এই ন্যাস শ্রীবিদ্যা স্বরূপ ন্যাস ইহা সৌভাগ্যবর্ধনকারী ॥ ৩৮—৪০ ॥

হে দেবি! হে প্রিয়ে! হে দেবেশি! মস্তকের চারদিকে অনামিকা পরিভ্রামিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিবে, তারপর মণিবন্ধে [কব্জিতে] ন্যাস করিবে। কপালে অনামিকা স্থাপন করিবে এবং বুধ ব্যক্তি ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা স্মরণ করিবে। ইহা সম্মোহন নামক ন্যাস ইহা ক্ষোভকারক অর্থাৎ মনের তামস ভাব নাশক ॥ ৪১ – ৪২ ॥

ত্রৈলোক্যকে অরুণবর্ণ চিন্তা করিবে, মনে মনে শ্রীবিদ্যা [মন্ত্র] স্মরণ করিবে। হে পার্বতি! পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, জানুদ্বয়, কটিদ্বয়, পশ্চাদ্ভাগ, পৃষ্ঠ, নাভি, পার্শ্বদ্বয়, স্তনদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, কর্ণদ্বয়, ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, চক্ষু, কণ্ঠপ্রদেশ এবং হস্ত-বেষ্টন অর্থাৎ কব্জিদ্বয়ে ক্রমে ক্রমে শ্রীবিদ্যার ষোল বীজের দ্বারা অর্থাৎ ষোল অক্ষরের দ্বারা ন্যাস করিবে। ইহা সংহার নামক মহান্যাস। ইহার দ্বারা বিশ্বেশ্বর [সদৃশ] হয়। [এই ন্যাস যথা :—পাদদ্বয়ে—শ্রীঁ নমঃ। জঙ্ঘাদ্বয়ে হ্রীঁ নমঃ। জানুদ্বয়ে—ক্লীং নমঃ। কটিদ্বয়ে –ঐং নমঃ। মূলাধারে— সৌঃ নমঃ। পৃষ্ঠে—হং নমঃ। নাভিদ্বয়ে—সং নমঃ। পার্শ্বদ্বয়ে—কং নমঃ। স্তনদ্বয়ে—লং নমঃ। স্কন্ধদ্বয়ে—হং নমঃ। কর্ণদ্বয়ে—হ্রীং নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রে—শ্রীঁ

১। বদনে ভ্রুবি। ২। কর্ণপ্রদেশে তু।

শ্রীবিদ্যায়াঃ ষোড়শার্ণৈর্ন্যাসৈর্বিশ্বেশ্বরো ভবেৎ।
সৃষ্ট্যন্তাং বিন্যসেদ্দেবি মাতৃকাং পূর্ববৎ প্রিয়ে॥ ৪৬॥
মাতৃকার্ণস্বরূপাং চ বর্গাষ্টকসমন্বিতাম্।
বশিনীং মাতৃকাং ন্যস্যেদ্বীজাষ্টকসমন্বিতাম্॥ ৪৭॥
অবর্গান্তে লিখেদ্বীজং বহ্নিভান্তং ক্ষমান্বিতম্।
বামকর্ণবিশোভাঢ্যং বিন্দুনাদাঙ্কিতং প্রিয়ে॥ ৪৮॥
বশিনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং দেবি সুব্রতে।
কবর্গান্তে মহেশানি কামেশীবীজমুত্তমম্॥ ৪৯॥
মেরুদ্ধৃতং সমুচার্য বাগ্‌দেবীং পূজয়েত্ততঃ।
চবর্গান্তে ধান্তলান্তং[১] ক্ষমাতুর্যস্বরান্বিতম্॥ ৫০॥

নমঃ। মুখে—হ্রীঁ নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে-ক্লীঁ নমঃ। কণ্ঠদেশে—ঐং নমঃ। কক্ষিদ্বয়ে—সৌঃ নমঃ।]

হে প্রিয়ে! পূর্বের মত সৃষ্ট্যন্ত মাতৃকান্যাস করিবে [অং নমঃ আং নমঃ ইত্যাদি রূপে] আট বর্গ [অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ], যুক্ত মাতৃকা বর্ণস্বরূপ অষ্টবীজ সমন্বিত বশিনী মাতৃকান্যাস করিবে [পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এই বশিনী মাতৃকান্যাস বিবৃত হইবে] ॥ ৪৩—৪৭॥

অবর্গের শেষে বহ্নি [র] ফান্ত [ব] ক্ষমা [ল] বামকর্ণ [ঊ] বিশোভাযুক্ত বিন্দু [ং] নাদ [ঁ] যুক্ত, বীজ লিখিবে, তারপর বশিনী বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে—ইহা শির অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যাস হইবে; সুতরাং ব্রহ্মরন্ধ্রে—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ রবলূঁ বশিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ন্যাস হইবে। হে প্রিয়ে! হে দেবি! হে সুব্রতে। হে মহেশানি! কবর্গের অন্তে উত্তম কামেশী বীজ [কল], মেরু [হ্রীঁ] যুক্ত উচ্চারণ করিয়া তারপর বাগ্‌দেবীর পূজা করিবে। উহা ললাটে হইবে। সুতরাং ললাটে—"কং খং গং ঘং ঙং কলহ্রীঁ কামেশ্বরীবাগদেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ন্যাস হইবে। হে মহেশ্বরি! চবর্গের শেষে ধান্ত [ন] লান্ত [ব] ক্ষমা [ল] তুর্যস্বর [ঈ] মোদিনী, তারপর বাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। ইহা ভ্রূমধ্যে। সুতরাং ভ্রূমধ্যে—"চং ছং জং ঝং ঞং নবলীঁ মোদিনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ন্যাস হইবে। টবর্গের শেষে বায়ু [য], তোয় [ব] মুখস্থিত, বামকর্ণ [ঊ] ইন্দু [ঁ] বিন্দু [ং] বিমলাবাগধীশ্বরীর পূজা করিবে। ইহা

১। ধান্তনীরক্ষ।

মোদিনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং তদনন্তরম্।
টবর্গান্তে বায়ুতোয়ং মুখসংস্থং মহেশ্বরি ॥ ৫১ ॥
বামকর্ণেন্দুবিন্দ্বাঢ্যং বিমলাং বাগধীশ্বরীম্।
তবর্গান্তে জমন্মাদ্যং বামনেত্রবিভূষিতম্ ॥ ৫২ ॥
বিন্দুনাদাঙ্কিতং বীজং বাগ্‌দেবীমরুণাং যজেৎ।
পবর্গান্তে ব্যোমচন্দ্রং ক্ষমাতোয়াগ্নিমুখ্যকম্ ॥ ৫৩ ॥
উকারস্বরসংযুক্তং বিন্দুনাদকলাঙ্কিতম্।
জয়িনীং পূজয়েদ্বাচাং দেবতাং বীরবন্দিতে ॥ ৫৩ ॥
যবর্গান্তে জান্তকালরেফবায়ুসমন্বিতম্।
উমাঢ্যং দেবতাং বাচাং সর্বেশীং পরিপূজয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
ক্ষমো বহ্নিগতং তুর্যং বীজেন পরিমণ্ডিতম্।
বিন্দুনাদকলাক্রান্তং কৌলিনীং বাচমর্চয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
শবর্গান্তে মহেশানি ন্যসেৎ সর্বার্থসিদ্ধয়ে।
শিরোললাটভ্রূমধ্য-কণ্ঠহৃন্নাভিগোচরে ॥ ৫৭ ॥

কণ্ঠে। সুতরাং কণ্ঠে—'টং ঠং ডং ঢং ণং যবলুঁ' বিমলাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস হইবে। তবর্গের শেষে জ, ল, ক্ষ [ল] বামনেত্র [ঈ], বিন্দু [˙] নাদ [⌣] যুক্তবীজ অরুণাবাগ্‌দেবীকে পূজা করিবে। উহা হৃদয়ে। সুতরাং হৃদয়ে—"তং থং দং ধং নং জমলী" অরুণাবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস হইবে। পবর্গের শেষে ব্যোম [হ], চন্দ্র [স], ক্ষমা [ল], তোয় [ব], অগ্নি [র], মুখ্য বিন্দু [˙] নাদ [⌣] কলাযুক্ত উকারসংযুক্ত বীজ, তারপর জয়িনীবাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। হে বীরবন্দিতে! ইহা নাভিতে। সুতরাং নাভিতে - "পং ফং বং ভং মং হ স ল ব রূঁ" জয়িনীবাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস হইবে। যবর্গের শেষে জান্ত [ঝ] কাল [ম], রেফ [র], বায়ু [য] যুক্ত, 'উং' যুক্ত, সর্বেশীবাগ্‌দেবতার পূজা করিবে। ইহা—মূলাধারে। সুতরাং মূলাধারে—'যং রং লং বং ঝ ম র যুং সর্বেশ্বরীরবাগ্‌-দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস হইবে। হে মহেশানি! শবর্গের শেষে ক্ষ, ম, বহ্নি [র] তুর্য [ঈ], বিন্দু [˙] নাদকলা [⌣] যুক্ত বীজমণ্ডিত কৌলিনী-বাগ্‌দেবতাকে পূজা করিবে। ইহা সর্বাঙ্গে। সুতরাং সর্বাঙ্গে—শং ষং সং

১। ধাত্তনীরক্ষ।

আধারে বৃংহকং যাবন্ন্যসেদ্দেবীঃ[১] ক্রমাৎ প্রিয়ে।
ষোঢ়ান্যাসং ততঃ কুর্য্যাদ্ যেন ব্রহ্মাণ্ডরূপকঃ ॥ ৫৮ ॥
বিরাট্স্বরূপী বর্ণাত্মা শিবঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।
গণেশঃ প্রথমো ন্যাসঃ সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ ॥ ৫৯ ॥
অরুণাদিত্যসংকাশান্ গজবক্ত্রাংস্ত্রিলোচনান্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতি-করাঞ্ শক্তিসমন্বিতান্[২] ॥ ৬০ ॥
ধ্যাত্বা প্রবিন্যসেদ্দেবি মাতৃকান্যাসবত্ততঃ।
বিঘ্নেশ্বরস্তথা শ্রীশ্চ বিঘ্নরাজস্তথা হ্রিয়া ॥ ৬১ ॥
বিনায়কস্তথা তুষ্টিঃ শান্তিযুক্তঃ শিবোত্তমঃ।
বিঘ্নকৃৎ পুষ্টিযুক্তস্তু বিঘ্নহৃচ্চ সরস্বতী ॥ ৬২ ॥

হং লং ক্ষং ক্ষমরী" কৌলিনীবাগ্দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ন্যাস হইবে। এই ন্যাস সর্ব কার্যের সিদ্ধির জন্য ইহা মস্তক, ললাট, ভ্রূমধ্য, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, আধার, সর্বাঙ্গে ক্রমে ক্রমে হইবে ॥ ৪৮—৫৭½ ॥

হে প্রিয়ে! তারপর ষোঢ়ান্যাস করিবে। যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়া যাইবে ॥ ৫৮½ ॥

বিরাট্স্বরূপ বর্ণ সাক্ষাৎ শিব, এবিষয়ে সংশয় নাই। প্রথমে সর্ববিঘ্নবিনাশক গণেশের ন্যাস হইবে ॥ ৫৯ ॥

হে দেবি! অরুণসূর্যসদৃশ; গজমুখ; ত্রিলোচন; পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় হস্তযুক্ত শক্তিসমন্বিত গণপতিমূর্ত্তিসকলকে ধ্যান করিয়া তারপর মাতৃকান্যাসের মত ন্যাস করিবে। ক্রমে ক্রমে বিঘ্নেশ্বর ও শ্রী; হ্রীর সহিত বিঘ্নরাজের ন্যাস হইবে। যথা: মস্তকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং বিঘ্নেশ্বরশ্রীভ্যাং নমঃ।" মুখবৃত্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং বিঘ্নরাজহ্রীভ্যাং নমঃ"। এইরূপ ক্রমে পরেও ন্যাস বুঝিতে হইবে ॥ ৬০—৬১ ॥

বিনায়ক ও তুষ্টি, শান্তিযুক্ত শিবোত্তম, পুষ্টিযুক্ত বিঘ্নকৃৎ এবং সরস্বতী ও বিঘ্নহৃৎ ইহাদের ন্যাস হইবে। অর্থাৎ-দক্ষিণ চক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং বিনায়কতুষ্টিভ্যাং নমঃ।" বামচক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং শিবোত্তমশান্তিভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণ কর্ণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং বিঘ্নকৃৎপুষ্টিভ্যাং নমঃ।" বামকর্ণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং বিঘ্নহৃৎসরস্বতীভ্যাং নমঃ।" এইভাবে ন্যাস হইবে ॥ ৬২ ॥

১। দেবী। ২। শক্তিঃ এতাংস্তু।

বিঘ্নরাড়্ রতিযুক্তস্তু মেধাবান্ গণনায়কঃ।
একদন্তশ্চ কান্তিশ্চ দ্বিদন্তঃ কামিনীযুতঃ[১] ॥ ৬৩ ॥
গজবক্ত্রো মোহিনী চ নিরঞ্জনজটা ততঃ।
কপর্দ্দী তু তথা তীব্রা দীর্ঘবক্ত্রস্ততঃ প্রিয়ে ॥ ৬৪ ॥

শ্রীবিদ্যায়াঃ ষোঢ়ান্যাসঃ

জ্বালিনীসহিতঃ পশ্চান্নন্দাসংকর্ষণৌ ততঃ।
বৃষধ্বজশ্চ শুভগা[২] গণনাথেন সংযুতা ॥ ৬৫ ॥
কামরূপিণিকা পশ্চাদ্ গজেন্দ্রঃ শুভ্রয়া যুতঃ।
শূর্পকর্ণস্তু[৩] জয়িনী ত্রিনেত্রঃ সত্যয়ান্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥

রতিযুক্ত বিঘ্নরাট্, মেধাসাহিত গণনায়ক, একদন্ত ও কান্তি, কামিনীযুক্ত দ্বিদন্ত। সুতরাং দক্ষিণ নাসিকায়—ঐং হ্রীং শ্রীং ঋং বিঘ্নরাড্রতিভ্যাং নমঃ।" বামনাসিকায়—'ঐং হ্রীং শ্রীং ৠং গণনায়কমেধাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণগণ্ডে—"ঐং হ্রীং শ্রীং ৯ং একদন্তকান্তিভ্যাং নমঃ।" বামগণ্ডে—"ঐং হ্রীং. শ্রীং ৡং দ্বিদন্তকামিনাভ্যাং নমঃ" এইরূপ ন্যাস হইবে ॥ ৬৩ ॥

হে প্রিয়ে! ওষ্ঠে—"ঐং হ্রীং শ্রীং এং গজবক্ত্রমোহিনীভ্যাং নমঃ।" অধরে—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং নিরঞ্জনজটাভ্যাং নমঃ।" ঊর্ধ্বদন্ত পঙ্‌ক্তিতে——"ঐং হ্রীং শ্রীং ওং কপর্দ্দিতীব্রাভ্যাং নমঃ।" অধোদন্ত পঙ্‌ক্তিতে—"ঐং হ্রীং শ্রীং ঔং দীর্ঘবক্ত্রজালিনীভ্যাং নমঃ।" এইরূপ ন্যাস হইবে। [পরবর্তী শ্লোকের "জ্বালিনী" দীর্ঘবক্ত্রের সহিত অন্বিত হইয়াছে] ॥ ৬৪ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে—"ঐং হ্রীং শ্রীং অং সংকর্ষণনন্দাভ্যাং নমঃ।" মুখে—"ঐং হ্রীং শ্রীং-অং বৃষধ্বজশুভগাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ঐং হ্রীং শ্রীং কং গণনাথকামরূপিণীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণকূর্পরে (কনুই) 'ঐং হ্রীং শ্রীং খং গজেন্দ্রশুভ্রাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণমণিবন্ধে (কব্জি) 'ঐং হ্রীং শ্রীং গং শূর্পকর্ণজয়িনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণঅঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীং শ্রীং ঘং ত্রিনেত্রসত্যাভ্যাং নমঃ." দক্ষিণ অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রীং শ্রীং ঙং লম্বোদরবিঘ্নেশীভ্যাং নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীং

১। সুরসাযুতঃ। ২। সুরমা। ৩। সূর্যকোটিস্তু।

লম্বোদরশ্চ বিঘ্নেশী মহানাদস্বরূপিণী।
চতুর্মূর্ত্তিঃ কামদা চ সদাশিবযুতা ততঃ ॥ ৬৭ ॥
মদবিহ্বলনাম্নী চ আমোদবিকটে ততঃ।
দুর্মুখশ্চ তথা ঘূর্ণা সুমুখো ভূতিমাংস্ততঃ[১] ॥ ৬৮ ॥
প্রমোদশ্চ তথা ভূমিরেকপাদস্তথা সতী।
দ্বিজিহ্বশ্চ রমাযুক্তঃ শূরশ্চৈব তু মানুষী ॥ ৬৯ ॥
বীরেণ সহিতা পশ্চাচ্ছেলজে মকরধ্বজা[২]।
ষণ্মুখশ্চ বিকর্ণা চ বরদো ভৃকুটী[৩] তথা ॥ ৭০ ॥
বামদেবস্তথা লজ্জা বক্রতুণ্ডস্ততঃ পরম্।
দীর্ঘঘোণান্বিতঃ পশ্চাদ্দ্বিরণ্ডকধনুর্ধরা[৪] ॥ ৭১ ॥
সেনানীর্যামিনীযুক্তো গ্রামণী রাত্রিসংযুতঃ।
মত্তশ্চ চণ্ডিকাযুক্তো বিমত্তশ্চ শশিপ্রভা ॥ ৭২ ॥

শ্রী॰ চং মহানাদস্বরূপিণীভ্যাং নমঃ।" বামকূর্পরে (কনুইতে)—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ছং চতুর্মূর্ত্তিকামদাভ্যাং নমঃ।" বামমণিবন্ধে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ জং সদাশিব-মদবিহ্বলাভ্যাং নমঃ।" বামঅঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ঝং আমোদবিকটাভ্যাং নমঃ।" বামঅঙ্গুল্যগ্রে—'ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ঞং দুর্মুখঘূর্ণাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণকটির অধোভাগে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ট॰ সুমুখভূতিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণজানুতে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ঠং প্রমোদভূমিভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণগুল্ফে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ড॰ একপদসতীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপদের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ঢং দ্বিজিহ্বরমাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণ পদের অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ণং শূরমানুষীভ্যাং নমঃ।" বামকটির অধোভাগে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ তং বীর-মকরধ্বজাভ্যাং নমঃ।" বামজানুতে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ থং ষণ্মুখবিকর্ণাভ্যাং নমঃ।" বামগুল্ফে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ দং বরদভৃকুটীভ্যাং নমঃ।" বামপদের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রী শ্রী॰ ধং বামদেবলজ্জাভ্যাং নমঃ।" বামপদের অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ নং বক্রতুণ্ডদীর্ঘঘোণাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ পং দ্বিরণ্ডকধনুর্ধরাভ্যাং নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ঐং হ্রী॰ শ্রী॰ ফং সোনানীযামিনীভ্যাং নমঃ।" পৃষ্ঠে—"ঐং হ্রী শ্রী॰ বং গ্রামণীরাত্রিভ্যাং নমঃ।" নাভিতে—"ঐং হ্রী॰

১। ভূতিনী। ২। মকরধ্বজ। ৩। ভৃকুটীযুতা। ৪। ধনুর্ধরে।

মত্তবাহনলোলে চ জটী চ চপলেক্ষণা।
মুণ্ডীঋজ্রীযুতঃ[১] পশ্চাৎ খড়্গী দুর্ভগয়াঽন্বিতঃ ॥ ৭৩ ॥
বরেণ্যশ্চৈব সুভগা বৃষকেতুস্তথা শিবা।
ভক্ষ্যপ্রিয়শ্চ দুর্গা চ মেঘনাদশ্চ কালিকা ॥ ৭৪ ॥
গণেশঃ কালকুব্জা চ গণপো বিঘ্নহারিণী।
মাতৃবর্ণৈর্ন্যসেদ্দেবি গ্রহন্যাসং[২] ততো ন্যসেৎ ॥ ৭৫ ॥
পদ্মরাগং সিতং রক্তং[৩] শ্যামং পীতং চ পাণ্ডুরম্।
ধূম্রকৃষ্ণং কৃষ্ণধূম্রং ধূম্রধূম্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
রবিমুখ্যান্ কামরূপান্ সর্বাভরণভূষিতান্।
বামোরুন্যস্তহস্তাংশ্চ দক্ষহস্তাভয়প্রদান্ ॥৭৭॥

শ্রী ভং মত্তচণ্ডিকাভ্যাং নমঃ।" উদরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মং বিমত্তশশিপ্রভাভ্যাং নমঃ।" এইরূপ ন্যাস করিবে ॥ ৬৫—৭২ ॥

হৃদয়ে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ যং মত্তবাহনলোলাভ্যাং নমঃ"। দক্ষিণস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রং জটিচপলেক্ষণাভ্যাং নমঃ।" ককুদে (ঘাড়ের মাঝখানে)—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং মুণ্ডিঋজীভ্যাং (মুণ্ড্যৃজীভ্যাং) নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রী বং খড়্গিদুর্ভগাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদিদক্ষিণহস্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শং বরেণ্য-সুভগাভ্যাং নমঃ।"

হৃদয়াদি বামহস্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ষং বৃষকেতুশিবাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সং ভক্ষ্যপ্রিয়দুর্গাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদিবামপাদে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হং মেঘনাদকালিকাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি উদরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং গণেশকালকুব্জাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদিমুখে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষং গণপবিঘ্নহারিণীভ্যাং নমঃ।" ইতি ষোড়ান্যাস। এইভাবে মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ন্যাস হইল। হে দেবি! তারপর গ্রহন্যাস করিবে। ৭৩—৭৫॥

রবিপ্রধান, কামরূপী, সকল আভরণ দ্বারা ভূষিত, উরুতে অর্পিত বামহস্ত, দক্ষিণহস্তে বরপ্রদ নবগ্রহকে ক্রমে ক্রমে পদ্মরাগবর্ণ [সূর্যকে পদ্মরাগবর্ণ এই ক্রমে] শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, ধূমের মত কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অথচ ধূম্রবর্ণ, অতিশয় ধূমবর্ণ—চিন্তা করিবে। তারপর স্বরবর্ণের দ্বারা হৃদয়ে

১। মুণ্ডীরূজ্রীযুতঃ। ২। গ্রহন্যাসস্ততঃ। ৩। রক্তং শ্বেতং।

স্বরৈরর্কং হৃদি ন্যস্য যবর্গেণ শশী ততঃ।
ভ্রূমধ্যেঽথ কবর্গেণ ভৌমং নেত্রত্রয়ে ন্যসেৎ ॥৭৮॥
চবর্গেণ বুধো হৃৎস্থষ্টবর্গেন বৃহস্পতিঃ।
হৃদয়োপরি দেবেশি তবর্গেণ গলে ভৃগুঃ ॥৭৯॥
পবর্গেণ শনির্নাভৌ রাহুর্বক্ত্রে শবর্গতঃ।
লক্ষাভ্যাং তু গুদে কেতু ন্যসেদেবং বরাননে ॥৮০॥

নক্ষত্রন্যাসঃ

অথ নক্ষত্রবৃন্দস্য ন্যাসং কুর্যাৎ[১] সুখপ্রদম্।
জ্বলৎকালাগ্নিসংকাশাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥৮১॥
নতিপাণ্যোঽশ্বিনীমুখ্যাঃ বরদাভয়পাণয়ঃ।
যুগ্মং যুগ্মং তথা যুগ্মং যুগ্মযুগ্মেন রোহিণীম্[২] ॥৮২॥

স্বরৈর্যেরন্যাস করিবে। যথা হৃদয়ে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ আং আদিত্যরুচিভ্যাং নমঃ।" তারপর যবর্গের দ্বারা শশী (চন্দ্র), যথা—"ঐং হ্রীং শ্রীং যং রং লং বং সোং সোমরমাভ্যাং নমঃ" এইমন্ত্রে ভ্রূমধ্যে ন্যাস করিবে। কবর্গের দ্বারা নেত্রত্রয়ে মঙ্গলের ন্যাস করিবে। যথা—নেত্রত্রয়ে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং অং অঙ্গারকরক্তাভ্যাং নমঃ।" চবর্গের দ্বারা হৃদয়ে বুধের ন্যাস হইবে। যথা হৃদয়ে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং বুং বুধ-জ্ঞানরূপাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়ের উপরে টবর্গের দ্বারা বৃহস্পতির ন্যাস হইবে, যথা কণ্ঠে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং বৃং বৃহস্পতিযশস্বিনীভ্যাং নমঃ।" গলে তবর্গের দ্বারা শুক্রের ন্যাস। যথা-গলে [কণ্ঠে]—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং শুক্রাহ্লাদিনীভ্যাং নমঃ।" নাভিতে পবর্গের দ্বারা শনির ন্যাস হইবে। যথা নাভিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং মং শং শনৈশ্চর-শক্তিভ্যাং নমঃ"। মুখে শবর্গের দ্বারা রাহুর ন্যাস। যথা মুখে—"ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং রাং রাহুকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ"। গুহ্যে ল ও ক্ষ দ্বারা কেতুর ন্যাস। যথা গুহ্যে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং ক্ষং কেং কেতুবায়বীভ্যাং নমঃ"। ইতি গ্রহন্যাস ॥৭৬—৮০॥

অনন্তর নক্ষত্রসমূহের সুখপ্রদ ন্যাস করিবে। প্রথমে নক্ষত্রসকলের ধ্যান

১। কুর্যাৎ সলক্ষণম্। ২। রোহিণী।

একমেকং তথা দ্বন্দ্বমেকং পুষ্যান্তমুচ্যতে।
ললাটে চক্ষুষোঃ পশ্চাদ্ বামদক্ষিণকর্ণয়োঃ[1] ॥৮৩॥
নাসাদ্বয়ে[2] চ দেবেশি তথা কণ্ঠে ক্রমান্ন্যসেৎ।
পুষ্যান্তং চ প্রবিন্যস্য খগার্ণাভ্যাং তু সার্পকম্ ॥৮৪॥
দক্ষস্কন্ধে ঘঙাভ্যাং তু মঘাং স্কন্ধে দ্বিতীয়কে।
চ-পূর্বা ফাল্গুনীং দক্ষে কূর্পরে ছজ-সংযুতাম্ ॥৮৫॥
উত্তরফাল্গুনীং বামে কূর্পরে বিন্যসেৎ প্রিয়ে।
ঝঞবর্ণাস্থিতো হস্তো মণিবন্ধেঽথ দক্ষিণে ॥৮৬॥

করিবে।(নক্ষত্রসকল) প্রজ্জ্বলিত কালাগ্নিসদৃশ, সকল আভরণে ভূষিত, হস্ত-সকল নত, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র বরদানকারী এবং অভয়প্রদ হস্তযুক্ত। প্রথমে দুই দুইটি বর্ণের দ্বারা ন্যাস করিবে, তারপরও দুইবর্ণের দ্বারা রোহিণীকে যুগ্মযুগ্ম অর্থাৎ চার বর্ণের দ্বারা ন্যাস করিবে। তারপর এক, তারপর এক, তারপর দুই, তারপর একবর্ণের দ্বারা পুষ্যার ন্যাস করিবে। কপালে, চক্ষুর্দ্বয়ে, বাম ও দক্ষিণ-কর্ণে, নাসিকাদ্বয়ে এবং কণ্ঠে ক্রমে ন্যাস করিবে। হে দেবেশি। সুতরাং – ললাটে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং অশ্বিন্যৈ নমঃ।" দক্ষিণ চক্ষুতে · "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং ঈং ভরণ্যৈ নমঃ"। বামচক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ।" দক্ষিণকর্ণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং ৠং ঌং ৡং রোহিণ্যৈ নমঃ।" বামকর্ণে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং মৃগশিরায়ৈ নমঃ।" দক্ষিণনাসিকায়—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং আর্দ্রায়ৈ নমঃ"। বামনাসিকায়—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং ঔং পুনর্বসবে নমঃ।" কণ্ঠে – "ঐং হ্রীং শ্রীঁ কং পুষ্যায়ৈ নমঃ।" এই পুষ্যা পর্যন্ত ন্যাস করিয়া খ, গ বর্ণদ্বারা সার্পক অর্থাৎ অশ্লেষার ন্যাস দক্ষিণ স্কন্ধে করিবে। তারপর ঘ ঙ বর্ণদ্বারা বামস্কন্ধে মঘার ন্যাস, দক্ষিণ কূর্পরে চ বর্ণে পূর্বফল্গুনীর, বামকূর্পরে ছ জ বর্ণ যুক্ত উত্তর ফল্গুনীর, হে প্রিয়ে! ঝ ঞ বর্ণদ্বারা দক্ষিণ মণিবন্ধে হস্তার, ট ঠ দ্বারা বাম মণিবন্ধে চিত্রার ন্যাস, ডকারের দ্বারা দক্ষিণ হস্তে স্বাতীর, ঢ ণ দ্বারা বাম হস্তে বিশাখার, ত থ দ দ্বারা নাভিতে অনুরাধার ন্যাস করিবে। যথা—দক্ষিণ স্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ খং গং অশ্লেষায়ৈ নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঘং ঙং মঘায়ৈ নমঃ। "দক্ষিণকূর্পরে (কনুইতে)—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চং পূর্বফল্গুন্যৈ নমঃ। বামকনুইতে –" ঐং হ্রীঁ শ্রী ছং জং উত্তরফল্গুন্যৈ নমঃ। দক্ষিণ

১। অংসদ্বয়ে। ২। নাস দ্বয়ে বামকণ্ঠে দক্ষকণ্ঠে।

চিত্রাং টঠস্থাং বামে চ মণিবন্ধে ন্যসেৎ প্রিয়ে।
ডকারেণ যুতাং স্বাতীং দক্ষহস্তে প্রবিন্যসেৎ ॥৮৭॥
ঢণযুক্তাং বিশাখাং তু বামহস্তে প্রবিন্যসেৎ।
তথদস্থামনুরাধাং তু নাভৌ বিন্যস্য পার্বতি ॥৮৮॥
ধকারেণ যুতাং জ্যেষ্ঠাং ন্যসেদ্দক্ষকটৌ প্রিয়ে।
নপফস্থং তথা মূলং ন্যসেদ্বামকটৌ প্রিয়ে ॥৮৯॥
পূর্বাষাঢাং বকারেণ দক্ষোরৌ বিন্যসেৎ প্রিয়ে।
ভকারেণোত্তরাষাঢাং বামোরৌ তদনন্তরম্ ॥৯০॥
মকারযুক্তং শ্রবণং দক্ষজানুনি বিন্যসেৎ।
যরস্থিতাং ধনিষ্ঠাং তু বামজানুনি বিন্যসেৎ ॥৯১॥
লকারেণ ততো দেবি শতভিষং[১] ন্যসেৎ প্রিয়ে।
দক্ষজঙ্ঘাগতাং পশ্চাৎ পূর্বাভাদ্রপদাং ততঃ ॥৯২॥
বশবর্ণস্থিতাং ন্যস্য বামজঙ্ঘাগতাং ক্রমাৎ।
ষসহস্থোত্তরাভাদ্রপদাং দক্ষিণপাদকে ॥৯৩॥

মণিবন্ধে [কব্জিতে]—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং ঞং হস্তায়ৈ নমঃ", বামহাতের কব্জিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং চিত্রায়ৈ নমঃ।" দক্ষিণহস্ততলে—"ঐং হ্রীং শ্রীঁ ডং স্বাত্যৈ নমঃ।" বামহস্ততলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঢং ণং বিশাখায়ৈ নমঃ।" নাভিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং অনুরাধায়ৈ নমঃ।" হে পার্বতি! এই ভাবে ন্যাস করিয়া ॥৮১—৮০॥

হে প্রিয়ে! দক্ষিণকটিদেশে ধকারের দ্বারা যুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের ন্যাস করিবে এবং বামকটিদেশে ন প ফ বর্ণের দ্বারা মূলানক্ষত্রের ন্যাস করিবে। বকারের দ্বারা পূর্বাষাঢ়ার দক্ষিণ উরুতে ন্যাস, তারপর বাম উরুতে ভকারের দ্বারা উত্তরাষাঢ়ার ন্যাস করিবে ॥৮৯—৯০॥

দক্ষিণজানুতে মকার বর্ণদ্বারা শ্রবণা নক্ষত্রের ন্যাস, বামজানুতে 'য র' বর্ণদ্বারা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ন্যাস করিবে ॥৯১॥

হে দেবি! হে প্রিয়ে! তারপর লকারের দ্বারা শতভিষা নক্ষত্রের ন্যাস দক্ষিণ জঙ্ঘাতে করিয়া পশ্চাৎ 'ব শ' বর্ণের দ্বারা বামজঙ্ঘাতে পূর্বভাদ্রপদা নক্ষত্রের

১। শতভিগ্ বিন্যসেৎ।

ক্ষকারেণ ততো বিন্দু-বিসর্গাভ্যাং চ রেবতী।
বামপাদে প্রবিন্যস্য যোগিনীন্যাসমাচরেৎ ॥২৪॥

যোগিনীন্যাসঃ

সিতাসিতারুণা বভ্রচিত্রাপীতাশ্চ চিন্তয়েৎ।
চতুর্ভুজা সমৈর্বক্তৈঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ ॥২৫॥
ডাং ডীং বীজদ্বয়ং চোক্ত্বা ডমলা বরযাঃ প্রিয়ে।
বামকর্ণেন্দুনাদাঢ্যং ডাকিন্যৈ নম ইত্যপি ॥২৬॥
স্বরান্তে তু প্রবক্তব্যং মাস্তে রক্ষ-পদদ্বয়ম্।
ত্বগাত্মনে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধৌ বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥২৭॥
কণ্ঠবর্ণে রাকিণীং তু রকারাদ্যক্ষরৈঃ ক্রমাৎ।
পূর্ববদ্ বীজসংযুক্তৈরসৃগাত্মাহৃত্রং সংবদেৎ ॥২৮॥
অনাহতে ন্যসেৎ পশ্চাড্ ডকারাদি-ফকারকৈঃ।
লাকিনী চ তথা দেবি মাংসাত্মা মণিপূরকে ॥২৯॥

ন্যাস করিবে। তারপর ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ পাদে 'ব স হ' বর্ণের দ্বারা উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্রের ন্যাস করিবে। তারপর বামপদে ক্ষকার এবং বিন্দুবিসর্গ দ্বারা রেবতীর ন্যাস করত যোগিনীর ন্যাস করিবে ॥২২—২৪ ॥

সুতরাং ন্যাসের প্রণালী নিম্নোক্তরূপে হইবে যথা—"দক্ষিণকটিতে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ধং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ।" বামকটিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নং পং ফং মূলায়ৈ নমঃ।" দক্ষিণউরুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং পূর্বাষাঢ়ায়ৈ নমঃ।" বাম-উরুতে-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ভং উত্তরাষাঢ়ায়ৈ নমঃ। দক্ষিণজানুতে—" ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মং শ্রবণায়ৈ নমঃ।" বামজানুতে—"ঐং হ্রী শ্রীঁ যং রং ধনিষ্ঠায়ৈ নমঃ।" দক্ষিণজঙ্ঘাতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং শতভিষায়ৈ নমঃ।" বামজঙ্ঘাতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং শং পূর্বভাদ্রপদায়ৈ নমঃ"। দক্ষিণপাদে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ষং সং হং উত্তরভাদ্রপদায়ৈ নমঃ।" বামপাদে—"ঐং হ্রী শ্রীঁ লং ক্ষং অং অঃ রেবত্যৈ নমঃ।" ইতি নক্ষত্রন্যাস। অতঃপর—যোগিনী ন্যাস পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইবে।

হে প্রিয়ে! যে গিনীগণকে ক্রমে ক্রমে শ্বেত, অরুণ, পিঙ্গল, চিত্র ও পীত বর্ণ চিন্তা করিবে। ং সকলকে চতুর্ভুজ, সমান মুখ ও সমস্ত আভরণযুক্ত

১। ভব'

বং লং বর্ণৈঃ কাকিনীং তু স্বাধিষ্ঠানে তথাবিধাম্ ।
মেদস্বরূপাং বিন্যস্য ব স বর্ণৈস্তু সাকিনীম্ ।। ০০।।
অস্থিরূপাং তু পূর্বোক্ত-বীজেনাধারকে[১] ন্যসেৎ ।
হক্ষবর্গস্থিতাং তদ্ব-মজ্জারূপিণিকাং যজেৎ ।।১০১।।
ভ্রুবোর্মধ্যে মহেশানি হাকিনীং দ্বিদলে ন্যসেৎ ।
পূর্ববদ্বীজসংযুক্তাং তদ্বচ্ছুক্রাত্মিকাং যজেৎ ।।১০২।।
সর্বধাতুগতাং দেবীং শুক্লবর্ণাং তু যাকিনীম্ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে মহেশানি ন্যাসোঽয়ং যোগিনীযুতঃ ।।১০৩।।

বলিয়া চিন্তা করিবে। ডাং ডীং এই বীজদ্বয় বলিয়া ডমল বরয এবং য এর শেষে বামকর্ণ অর্থাৎ 'উ' চন্দ্র [০] নাদ ‿ যুক্ত, ডাকিন্যৈ নমঃ, ইহা, স্বরের শেষে মাং, তার শেষে রক্ষ রক্ষ পদদ্বয়, ত্বগাত্মনে, বলিয়া কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে ন্যাস করিবে। রাকিণীকে কণ্ঠবর্ণের দ্বারা, রকারপ্রভৃতি অক্ষর দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূর্বোক্ত বীজ সংযুক্ত করিয়া 'অসৃগাত্মনে' বলিয়া অনাহতচক্রে ন্যাস করিবে। তারপর ডকারাদি ফকার পর্যন্ত বর্ণের দ্বারা পূর্ববৎ মণিপুরচক্রে লাকিনীকে মাংসাত্মরূপে ন্যাস করিবে। সেইরূপ স্বাধিষ্ঠানে 'বং হইতে লং' বর্ণের দ্বারা মেদস্বরূপা কাকিনীর ন্যাস করিবে। তারপর ব হইতে স' বর্ণের দ্বারা অস্থিরূপা সাকিনী [শাকিনী] কে পূর্বোক্তবীজে মূলাধার চক্রে ন্যাস করিবে। তারপর ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে— হ ক্ষ বর্গ দ্বারা মজ্জারূপিণী হাকিনীকে পূর্ববদ্ বীজসংযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। তাঃপর শুক্রাত্মিকা যাকিনীকে পূজা করিবে। এর বিবরণ পর শ্লোকে বলা হইবে ।।৯৫— ০২।।

সুতরাং যোগিনীন্যাস নিম্নোক্তভাবে হইবে—কণ্ঠদেশে **বিশুদ্ধচক্রে**-"ঐং হ্রীঁ শ্রীং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ডাং ডীং ডমল বরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ ত্বগাত্মনে ডাকিন্যৈ নমঃ। **হৃদয়ে অনাহতচক্রে**-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং রাং রীং রমল বরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ অসৃগাত্মনে রাকিন্যৈ নমঃ। **নাভিতে মণিপুরচক্রে** -"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ডং ঢং নং তং থং দং ধং নং পং ফং লাং লীং লমল বরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ মাংসাত্মনে লাকিন্যৈ নমঃ"। **লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং ভং মং যং রং লং কাং কীং কমল বরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ মেদ আত্মনে কাকিন্যৈ নমঃ।।"

১। বীজৈর্মূলে প্রবিন্যসেৎ।

রাশিন্যাসঃ

রাশিন্যাসং ততঃ কুর্যাৎ সর্বরক্ষাকরং সদা।
রক্তশ্বেতহরিদ্বর্ণ-পাণ্ডু চিত্রাশিতান্ স্মরেৎ ॥ ১০৪ ॥
পিশঙ্গপিঙ্গলৌ বভ্রূ কর্বুরাসিতধূম্রকান্[১]।
অকারাদিচতুষ্কেণ বিন্যসেৎ সুরবন্দিতে ॥ ১০৫ ॥
মেষং দক্ষিণপদ্গুল্ফে ততো দ্বন্দ্বেন বৈ বৃষম্
ন্যসেজ্ জানুনি বেদৈস্তু মিথুনং বৃষণে ততঃ ॥ ১০৬ ॥
দ্বাভ্যাং কর্কটকং কুক্ষৌ দ্বাভ্যাং স্কন্ধে চ সিংহকম্।
অনুস্বার-বিসর্গাভ্যাং শবর্গেণ চ কন্যকাম্ ॥ ১০৭ ॥

গুহ্যে মূলাধারচক্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং শং ষং সং সাং সীং সমল বরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ অস্থ্যাত্মনে সাকিন্যৈ নমঃ।" [মতান্তর-শাকিন্যৈ এইরূপ শ ও আছে।] ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হং লং ক্ষং হাং হীং হমলবরযূঁ মাং রক্ষ রক্ষ মজ্জাত্মনে হাকিন্যৈ নমঃ।"

ব্রহ্মরন্ধ্রে সর্বধাতুগত [ত্বক্, অসৃক্প্রভৃতি সপ্তধাতু গত] শুক্লবর্ণা যাকিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ন্যাস করিবে। হে মহেশানি! ইহা যোগিনীযুক্ত ন্যাস। সুতরাং—ব্রহ্মরন্ধ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ যাং যীং যমলবরযূং মাং রক্ষ রক্ষ সর্বধাত্বাত্মনে যাকিন্যৈ নমঃ।" এইরূপ ন্যাস করিবে। ইহাই যোগিনীন্যাস। [তন্ত্রসার প্রভৃতিতে—এই যাকিনীশক্তির উল্লেখ বা ন্যাস নাই] ॥ ১০৩ ॥

তারপর সর্বদা সর্বরক্ষাকারক রাশিন্যাস করিবে। দ্বাদশ রাশিকে যথাক্রমে রক্ত, শ্বেত, হরিৎ [সবুজ], পাণ্ডু [ঈষৎশুভ্র], বিচিত্র, সিত [অতিশয় শুভ্র], পিশঙ্গ [নীলপীতমিশ্রিত], পিঙ্গল [সোনালী], বভ্রু [ঈষৎপিঙ্গল], চিত্র, কৃষ্ণ ও ধূম্র [কৃষ্ণমিশ্রিত লোহিত] বর্ণ চিন্তা করিবে। হে দেববন্দিতে! দক্ষিণ-পায়ের গুল্ফে (গোড়ালী)—অকারাদি চারবর্ণের দ্বারা মেষের ন্যাস, তারপর দুই বর্ণের দ্বারা দক্ষিণজানুতে বৃষের, তারপর চারবর্ণের দ্বারা দক্ষিণ বৃষণে (অণ্ডকোষে) মিথুনের, তারপর দুই বর্ণের দ্বারা দক্ষিণ কুক্ষি [উদর]তে কর্কটের, তারপর দুই বর্ণের দ্বারা দক্ষিণস্কন্ধে সিংহের, অনুস্বার বিসর্গ এবং শবর্গের দ্বারা দক্ষিণমস্তকভাগে কন্যারাশির ন্যাস করিবে। হে বীরবন্দিতে! বামমস্তকভাগে

১। কর্বুরাশিত।

দক্ষিণে তু শিরোভাগে বিন্যসেদ্বীরবন্দিতে।
তথা বামশিরোভাগে কবর্গেণ তুলাভৃতম্ ॥ ১০৮ ॥
চবর্গেণ তথা স্কন্ধে বৃশ্চিকং বিন্যসেৎ প্রিয়ে।
টবর্গেণ তথা কুক্ষৌ ধন্বিনং বিন্যসেৎ প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥
মকরং তু তবর্গেণ বৃষণে বিন্যসেৎ ক্রমাৎ।
পবর্গেণ তথা কুম্ভং বামজানুনি বিন্যসেৎ ॥ ১১০ ॥
যবর্গেণ ক্ষকারেণ মীনং গুল্ফেঽথ বামকে।
অথ পীঠানি বিন্যসেৎ সর্বতীর্থময়ানি হি ॥ ১১১ ॥
সিতাসিতারুণাশ্যাম-হারিৎপীতান্যনুক্রমাৎ।
পুনঃ পুনঃ ক্রমাদ্দেবি পঞ্চাশৎ পীঠসঞ্চয়ঃ ॥ ১১২ ॥

কবর্গের দ্বারা তুলার, বামস্কন্ধে চবর্গের দ্বারা বৃশ্চিকের, বামকুক্ষিতে টবর্গের দ্বারা ধনুর ন্যাস করিবে। সুতরাং মেষ হইতে ধনুরাশি পর্যন্ত ন্যাস-যথা—**দক্ষিণ-পায়ের গোড়ালীতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং মেষরাশয়ে নমঃ।" দক্ষিণ জানুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং ঊং বৃষরাশয়ে নমঃ।" দক্ষিণ অণ্ডকোষে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং ৠং ঌং ৡং মিথুনরাশয়ে নমঃ।" উদরের দক্ষিণভাগে—"ঐং হ্রীং শ্রীঁ এং ঐং কর্কটরাশয়ে নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং ঔং সিংহরাশয়ে নমঃ।" মস্তকের দক্ষিণভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং অঃ শং ষং সং হং লং ক্ষং কন্যারাশয়ে নমঃ।" মস্তকের বামভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং তুলারাশয়ে নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীং শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং বৃশ্চিকরাশয়ে নমঃ।" উদরের বামভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং ধনুরাশয়ে নমঃ।"** ॥ ১০৪—১০৯ ॥

বাম অণ্ডকোষে তবর্গের দ্বারা মকররাশির, বামজানুতে পবর্গের দ্বারা কুম্ভরাশির এবং বামগুল্ফে যবর্গ ও ক্ষকারের দ্বারা মীনরাশির ন্যাস করিবে। অনন্তর সর্বতীর্থময় পীঠসকলের ন্যাস করিবে ॥ ১১০—১১১ ॥

সুতরাং মকররাশি হইতে মীনরাশির ন্যাস যথা—**বাম অণ্ডকোষে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং মকররাশয়ে নমঃ।" বামজানুতে—"ঐং হ্রীং শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং কুম্ভরাশয়ে নমঃ।" বামগুল্ফে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং ক্ষং মীনরাশয়ে নমঃ।" ইহাই রাশিন্যাস।**

পীঠন্যাসঃ

পীঠানি সংস্মরেদ্ বিদ্বান্ সর্বমাতৃকয়া যুতান্ ।
মাতৃকার্ণৈর্ন্যসেদ্ বিদ্বান্ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥
কামরূপং মহাপীঠং পীঠং বরাণসীং ততঃ ।
নেপালং চ তথা পীঠং তথা বৈ পৌণ্ড্রবর্ধনম্ ॥ ১১৪ ॥
পুরস্থিরং[১] তথা পীঠং চন্দ্রস্থিরমতঃ[২] পরম্ ।
পূর্ণশৈলং মহাপীঠমর্বুদং চ ততঃ পরম্ ॥ ১১৫ ॥
আম্রাতকেশ্বরং পীঠমেকাম্রং চ ততঃ পরম্ ।
ত্রিস্রোতঃপীঠমনঘং কামকোটং ততঃ পরম্ ॥ ১১৬ ॥
কৈলাসভৃগুকেদারং পীঠং চন্দ্রপুরং ততঃ ।
শ্রীপীঠং চ তথোঙ্কারং জালন্ধরমতঃ পরম্ ॥ ১১৭ ॥
মালবং চ ততঃ পীঠং কুলান্তং দেবকোটকম্[৩] ।
গোকর্ণং চ মহাপীঠং মারুতেশ্বরমেব চ ॥ ১১৮ ॥

পীঠসমূহকে শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ [ঈষৎ রক্ত], শ্যাম [মেঘের রং], সবুজ ও পীত [হলদে] বর্ণ বলিয়া ক্রমে ক্রমে স্মরণ করিবে। হে দেবি ! পীঠসমূহ পঞ্চাশৎ সংখ্যক ॥ ১১২ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা যুক্ত পীঠসকলের মাতৃকাবর্ণের দ্বারা ন্যাস করিবেন, উহাতে সমস্ত কাম্য সিদ্ধ হয় ॥ ১১৩ ॥

প্রথমে (১) কামরূপ [কামাখ্যা] পীঠ, তারপর (২) বারণসী পীঠ, তারপর (৩) নেপাল, (৪) পৌণ্ড্রবর্ধন, তারপর (৫) পুরস্থির পীঠ, (৬) চন্দ্রস্থির, (৭) পূর্ণশৈল মহাপীঠ, (৮) অর্বুদ পীঠ ॥ ১১৪—১১৫ ॥

(৯) আম্রাতকেশ্বর পীঠ, (১০) একাম্রপীঠ, তারপর পাপশূন্য (১১) ত্রিস্রোতঃ পীঠ, তারপর (১২) কামকোট পীঠ ॥ ১১৬ ॥

তারপর ক্রমে ক্রমে (১৩) কৈলাস, (১৪) ভৃগু, (১৫) কেদার, (১৬) চন্দ্রপুর, (১৭) শ্রীপীঠ, (১৮) ওঙ্কারপীঠ, (১৯) জালন্ধর পীঠ ॥ ১১৭ ॥

তারপর (২০) মালব, (২১) কুলান্ত, (২২) দেবকোটক, (২৩) গোকর্ণ মহাপীঠ, (২৪) মারুতেশ্বর ॥ ১১৮ ॥

১। পুরস্থিতম্, ২। চন্দ্রস্থিতম্, ৩। দেবকোটরম্,।

অট্টহাসং চ বিরজং রাজগেহং মহাপথম্ ।
পীঠং কোল্লগিরিং প্রোক্তমেলাপুরমতঃ পরম্ ॥ ১১৯ ॥
কামেশ্বরং মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকা ।
পীঠমুজ্জয়িনী চৈব চরিত্রং ক্ষীরকাভিধম্ ॥ ১২০ ॥
হস্তিনাপুরপীঠং চ উড্ডীশং চ প্রয়াগম্ (প্রয়াগকম্)* ।
ষষ্ঠীশং চ তথা পীঠং মায়াপুর[১]-জলেশ্বরম্ ॥ ১২১ ॥
মলয়ং চ মহাপীঠং শ্রীশৈলং মেরুকং গিরিম্ ।
মহেন্দ্রং বামনং চৈব হিরণ্যপুরমেব চ ॥ ১২২ ॥
মহালক্ষ্মীময়ং পীঠমুড্ডীয়ানমতঃ পরম্ ।
ছায়াচ্ছত্রপুরং পীঠং তথৈব পরমেশ্বরি ॥ ১২৩ ॥
পঞ্চাশৎ পীঠবিন্যাসং মাতৃকাবন্ন্যসেৎ সদা ।
ষোঢ়ান্যাসো মহাদেবি[২] ন্যস্তবা সাক্ষাৎ স্বয়ং শিবঃ ॥ ১২৪ ॥

---

(২৫) অট্টহাস, (২৬) বিরজ, (২৭) রাজগেহ, (২৮) মহাপথ, (২৯) কোল্লগিরি, (৩০) এলাপুর, (৩১) কামেশ্বর মহাপীঠ, (৩২) জয়ন্তিকা, (৩৩) উজ্জয়িনী, (৩৪) চরিত্র, (৩৫) ক্ষীরক, (৩৬) হস্তিনাপুর পীঠ, (৩৭) উড্ডীশ, (৩৮) প্রয়োগ, (৩৯) ষষ্ঠীশ, (৪০) মায়াপুর, (৪১) জলেশ্বর, (৪২) মলয় মহাপীঠ, (৪৩) শ্রীশৈল, (৪৪) মেরুক, (৪৫) মহেন্দ্র, (৪৬) বামন, (৪৭) হিরণ্যপুর, (৪৮) মহালক্ষ্মীময়, (৪৯) উড্ডীয়ান, (৫০) ছায়াচ্ছত্রপুর। হে পরমেশ্বরি! মাতৃকাবর্ণযুক্ত করিয়া এই পঞ্চাশৎ পীঠন্যাস করিবে। হে মহাদেবি! এই ষোঢ়ান্যাস [ষোঢ়ান্যাস, গ্রহন্যাস, নক্ষত্রন্যাস, যোগিনীন্যাস, রাশিন্যাস, পীঠন্যাস এই সমুদয় মিলিত হইয়া ষোঢ়ান্যাস এখানে বুঝিতে হইবে] করিয়া সাধক সাক্ষাৎ স্বয়ং শিবস্বরূপ হয় ॥ ১১৯—১২৪ ॥

এখন পীঠন্যাসের প্রণালী বলা হইতেছে—মস্তকে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামরূপপীঠায় নমঃ।" মুখবৃত্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং বারাণসীপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণচক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং নেপালপীঠায় নমঃ।" বামচক্ষুতে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং পৌণ্ড্রবর্ধনপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণকর্ণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং পুরস্থিরপীঠায় নমঃ।"

---

* মুদ্রিত পুস্তকে "প্রয়াগম্" এইরূপ পাঠ থাকিলেও ছন্দঃ এর অনুরোধে "প্রয়াগকম্, হওয়াই উচিত।

১। মায়াপীঠং হরেশ্বরি ২। মহাদেব্যা।

বামকর্ণে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং চন্দ্রস্থিরপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণনাসায় "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং পূর্ণশৈলপীঠায় নমঃ।" বামনাসায়—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৠং অর্বুদপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণগালে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঌং আম্রাতকেশ্বরপীঠায় নমঃ।" বামগালে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং একাম্রপীঠায় নমঃ।" ওষ্ঠে [ঊর্ধ্ব ওষ্ঠে],—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং ত্রিস্রোতঃপীঠায় নমঃ।" অধরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং কামকোটপীঠায় নমঃ।" ঊর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং কৈলাসপীঠায়নমঃ।" অধোদন্তপঙ্‌ক্তিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ভৃগুপীঠায় নমঃ।" ব্রহ্মরন্ধ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং কেদারপীঠায় নমঃ।" মুখে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ চন্দ্রপুরপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং শ্রীপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণকূর্পরে কনুই—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ খং ওঙ্কারপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণমণিবন্ধে [কব্জিতে]—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গং জালন্ধরপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণহাতের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঘং মালবপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণহাতের অঙ্গুলির অগ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঙং কুলান্তপীঠায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চং দেবকোটকপীঠায় নমঃ।" বামহাতের কূর্পরে [কনুইতে]—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ছং গোকর্ণপীঠায় নমঃ।" বামহাতের মণিবন্ধে [কব্জিতে]—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ জং মারুতেশ্বরপীঠায় নমঃ।" বামহাতের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঝং অট্টহাস-পীঠায় নমঃ।" বামহাতের অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঞং বিরজপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণপাদের মূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং রাজগেহপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণপাদের জানুতে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঠং মহাপথপীঠায় নমঃ।" দক্ষিপায়ের গুল্ফে "ঐং হ্রীং শ্রীঁ ডং কোল্লগিরিপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণপায়ের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঢং এলাপুরপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণপায়ের অঙ্গুল্যগ্রে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ণং কামেশ্বরপীঠায় নমঃ।" বামপায়ের মূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং জয়ন্তীপীঠায় নমঃ"। বামপায়ের জানুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ থং উজ্জয়িনীপীঠায় নমঃ।" বাম-পায়ের গুল্ফে (গোড়ালী —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দং চরিত্রপীঠায় নমঃ।" বামপায়ের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ধং ক্ষীরকাপীঠায় নমঃ।" বামপায়ের অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নং হস্তিনাপুরপীঠায় নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পং উড্ডীশপীঠায় নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ফং প্রয়াগপীঠায় নমঃ।" পৃষ্ঠে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং ষষ্ঠীশপীঠায় নমঃ।" নাভিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ভং মায়া-পুরপীঠায় নমঃ।" উদরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মং জলেশ্বরপীঠায় নমঃ।" হৃদয়ে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ যং মলয়পীঠায় নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রং শ্রীশৈল-

অথ কামন্ন্যসেদ্দেবি দাড়িমীকুসুমপ্রভান্।
বামাঙ্কশক্তিসহিতান্ পুষ্পবাণেক্ষুকার্মুকান্॥ ১২৫ ॥
শক্তয়ঃ কুঙ্কুমনিভাঃ সর্বাভরণভূষিতাঃ।
নীলোৎপলকরা ধ্যেয়াস্ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমাঃ ॥ ১২৬ ॥
ন্যসেৎ কামরতিং পশ্চাৎ কামপ্রীতিং সুরেশ্বরি।
কান্তশ্চ কামিনীযুক্তো ভ্রান্তো বৈ মোহিনীযুতঃ ॥ ১২৭ ॥
কামাঙ্গঃ কমলে[১] তদ্বৎ কামচারো বিলাসিনী।
কর্ণকল্পলতে তদ্বৎ কোমলশ্যামলে তথা ॥ ১২৮ ॥
কামবর্ধনসংযুক্তা বিজ্ঞেয়া তু শুচিস্মিতা।
কামশ্চ বিস্মিতাযুক্তো বিশালাক্ষীযুতো রমঃ[২] ॥ ১২৯ ॥
রমণো লেলিহাযুক্তো রতিনাথদিগম্বরে।
রতিপ্রিয়শ্চ বামা চ রাত্রিনাথশ্চ কুব্জিকা ॥ ৩০ ॥
স্মরেণ চ যুতা কান্তা রমণঃ সত্যয়া যুতঃ।
নিশাচরশ্চ কল্যাণী নন্দনো ভোগিনী তথা ॥ ১৩১ ॥

পীঠায় নমঃ।" ককুদে [ঘাড়ের মধ্যভাগে] "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং মেরুকপীঠায় নমঃ।" বামস্কন্ধে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বং মহেন্দ্রপীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি দক্ষিণহস্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শং বামনপীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি বামহস্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ষং হিরণ্যপুরপীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সং মহালক্ষ্মীময়পীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি বামপাদে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হং উড্ডীয়ানপীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি উদরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং ছায়াচ্ছত্রপুরপীঠায় নমঃ।" হৃদয়াদি মুখে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্ষং কাশ্মীরপীঠায় নমঃ।"

হে দেবি! অনন্তর বাম অঙ্কে শক্তিগণ সহিত, পুষ্পবাণযুক্ত ইক্ষুধনুঃ সমন্বিত, দাড়িমপুষ্পবৎ প্রভাযুক্ত কামসকলকে [কামের মূর্তিসকলকে] ন্যাস করিবে ॥ ১২৫ ॥

কামের শক্তিসকলকে কুঙ্কুমবর্ণসদৃশ, সমস্ত আভরণভূষিত, হস্তে নীলপদ্মযুক্ত, ত্রৈলোক্যের আকর্ষণে সমর্থ-রূপে ধ্যান করিবে ॥ ১২৬ ॥

হে সুরেশ্বরি! পশ্চাৎ কামরতির ন্যাস করিবে, তারপর ক্রমে ক্রমে কামপ্রীতি, কান্ত-কামিনী, ভ্রান্ত-মোহিনী, কামাঙ্গ-কমলা, কামচার-বিলাসিনী,

---

১। কামধুক্কমলে। ২। রামঃ।

নন্দকঃ[1] কামদাযুক্তো মদনশ্চ সুলোচনা।
সুলাবণ্যাযুতো দেবি তথা নন্দসুতাভিধঃ[2] ॥ ১৩২ ॥

কামরত্তিন্যাসঃ

নিশাচরশ্চ মর্দিন্যা রতির্হংসস্ততঃ পরম্।
কলহঃ প্রিয়য়া যুক্তঃ পুষ্পধন্বা চ কাঙ্ক্ষিণী ॥ ১৩৩ ॥
মহাধনুশ্চ সুমুখা গ্রামণীর্নলিনীযুতঃ।
ভীমশ্চ জটিনীযুক্তো ভ্রামণঃ পালিনীযুতঃ ॥ ১৩৪ ॥
ভ্রমণঃ শিখিনীযুক্তো[3] শান্তমুগ্ধে ততঃ পরম্।
ভ্রামণো রময়া যুক্তো ভৃগুর্ভূমা ততঃ পরম্ ॥ ১৩৫ ॥
ভ্রান্তশ্চামরলোলা চ ভ্রমাবহসুচঞ্চলে।
মোহনো দীর্ঘজিহ্বা চ মোচকশ্চ[4] তথা সতী ॥ ১৩৬ ॥
তথা মুগ্ধশ্চ লোলাক্ষী মোহমর্দনভৃঙ্গিণী।
মোহকশ্চ চপেটা চ মন্মথো নাথয়া যুতঃ ॥ ১৩৭ ॥
মাতঙ্গমালিনীযুগ্মং[5] ভৃঙ্গী চ কলহংসিনী।
গায়কেন সমাযুক্তা তথা বৈ বিশ্বতোমুখী ॥ ১৩৮ ॥
গজনন্দিকয়া যুক্তো[6] গীতিশ্চ[7] তদনন্তরম্।
নর্তকঃ সহ রঞ্জিন্যা খেলঃ কান্তিসমন্বিতঃ ॥ ১৩৯ ॥

কর্ণ-কল্পলতা, কোমল-শ্যামলা, কামবর্দ্ধন-শুচিস্মিতা, কাম-বিস্মিতা, রম-বিশালাক্ষী, রমণ-লেলিহা, রতিনাথ-দিগম্বরা, রতিপ্রিয়-বামা, রাত্রিনাথ-কুব্জিকা, স্মর-কান্তা, রমণ-সত্যা, নিশাচর-কল্যাণী, নন্দন-ভোগিনী, নন্দক-কামদা, মদন-সুলোচনা, নন্দসুত-সুলাবণ্যা, এই যুগ্ম-যুগ্মের ন্যাস করিবে ॥ ১২৭—১৩২ ॥

তারপর নিশাচর-মর্দিনী, হংস-রতি, কলহ-প্রিয়া, পুষ্পধন্বা-কাঙ্ক্ষিণী, মহাধনু-সুমুখা, গ্রামণী-নলিনী, ভীম-জটিনী, ভ্রামণ-পালিনী, ভ্রমণ-শিখিনী, শান্তি-মুগ্ধা, ভ্রামণ-রমা, ভৃগু-ভূমা, ভ্রান্ত-অমরলোলা, ভ্রমাবহ-সুচঞ্চলা, মোহন-দীর্ঘজিহ্বা, মোচক-সতী, মুগ্ধ লোলাক্ষী, মোহমর্দ্দন-ভৃঙ্গিণী, মোহক-চপেটা, মন্মথ-নাথা, মাতঙ্গ-মালিনী, ভৃঙ্গী-কলহংসিনী, গায়ক-বিশ্বতোমুখী, গীতি গজনন্দিকা,..

১। নন্দেশঃ কামিনীযুক্তো। ২। নন্দয়িতাভিধঃ। ৩। শঙ্খিনীযুক্তো।
৪। কপর্দশ্চ তথা মতিঃ। ৫। মালিনীযুক্তং ভৃঙ্গিণীকলহংসিনী।
৬। জগদানন্দিকাযুক্তো। ৭। গীতশ্চ।

উন্মত্তকলকণ্ঠে চ মত্তকশ্চ বৃকোদরী।
মেঘঃ শ্যামান্বিতো দেবী বিমলশ্রীঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে ॥ ১৪০ ॥
মাতৃকার্ণৈর্ন্যসেদ্দেবি মাতৃকাবৎ সদানঘে।
অনেন ন্যাসযোগেন ত্রৈলোক্যক্ষোভকো ভবেৎ ॥ ১৪১ ॥

নর্তক-রঙ্গিনী, খেল-কান্তি উন্মত্ত-কলকণ্ঠা মত্তক-বৃকোদরী, মেঘ-শ্যাম-বিমলশ্রী —এইভাবে ক্রমে ক্রমে যুগ্ম-যুগ্মের ন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে, হে নিষ্পাপে! হে দেবি! মাতৃকাবর্ণের দ্বারা মাতৃকান্যাসের মত ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের দ্বারা ত্রৈলোক্যের ক্ষোভক হইবে॥ ১৩৩—১৪১ ॥

[১২৭ শ্লোক হইতে ১৪০ শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকসমূহে কামরতির ন্যাস বলা হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ বিধি] যথা :—ললাটে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অং কামরতিভ্যাং নমঃ।" মুখবৃত্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ আং কাম-প্রীতিভ্যাং নমঃ। দক্ষিণ চক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ইং কান্তকামিনীভ্যাং নমঃ।" বামচক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঈং ভ্রান্তমোহিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণকর্ণে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ উং কামাঙ্গকমলাভ্যাং নমঃ।" বামকর্ণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঊং কামচারবিলাসিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণনাসায়—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঋং কর্ণকল্পলতাভ্যাং নমঃ।" বামনাসায়—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ৠং কোমলশ্যাম-লাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণগণ্ডে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ৯ং কামবর্ধনশুচিস্মিতাভ্যাং নমঃ।" বামগণ্ডে-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ৡং কামবিস্মিতাভ্যাং নমঃ।" ওষ্ঠে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এং রম [রমা] বিশালাক্ষীভ্যাং নমঃ।" অধরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐং রমণলেলিহাভ্যাং নমঃ।" ঊর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ওং রতিনাথদিগম্বরাভ্যাং নমঃ।" অধোদন্তপঙ্‌ক্তিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঔং রতিপ্রিয়বামাভ্যাং নমঃ।"

ব্রহ্মরন্ধ্রে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অং রতিনাথকুব্জিকাভ্যাং নমঃ।" মুখে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ অঃ স্মরকান্তাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণবাহুমূলে-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কং রমণসত্যাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণহস্তের কূর্পরে [কনুইতে] —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ খং নিশাচরকল্যাণীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণহস্তের মণিবন্ধে (কব্জিতে)-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ গং নন্দনভোগিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিমূলে-"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঘং নন্দককামদাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণহস্তের

অঙ্গুল্যগ্রে –"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঙং মদনসুলোচনাভ্যাং নমঃ।" বামবাহুমূলে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চং নন্দসুতসুলাবণ্যাভ্যাং নমঃ।" বামহস্তের কূর্পরে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ছং নিশাচরমর্দিনীভ্যাং নমঃ।" বামহস্তের মণিবন্ধে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ জং হংসরতিভ্যাং নমঃ।" বামহস্তের অঙ্গুলিমূলে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঝং কলহপ্রিয়াভ্যাং নমঃ। বামহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঞং পুষ্পধন্বকাঙ্ক্ষিণীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণ পাদমূলে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ টং মহাধনুঃস্বমুখাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণজানুতে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঠং গ্রামনী-নলিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপাদের গুল্ফে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ডং ভীমজটিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপাদের অঙ্গুলিমূলে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঢং ভ্রামণপালিনীভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপাদের অঙ্গুল্যগ্রে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ণং ভ্রমণশিখিনীভ্যাং নমঃ।" বামপাদমূলে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ তং শান্তমুগ্ধাভ্যাং নমঃ।" বামজানুতে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ থং ভ্রামণরমাভ্যাং নমঃ।" বামগুল্ফে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দং ভৃগুভূমাভ্যাং নমঃ।" বামপাদের অঙ্গুলিমূলে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ধং ভ্রান্তামরলোলাভ্যাং নমঃ।" বামপাদের অঙ্গুল্যগ্রে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নং. ভ্রমাবহসুচঞ্চলাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণপার্শ্বে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ পং মোহনদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ফং মোচকসতীভ্যাং নমঃ।" পৃষ্ঠে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ বং মুগ্ধলোলাক্ষীভ্যাং নমঃ।" নাভিতে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ভং মোহমর্দন-ভৃঙ্গিণীভ্যাং নমঃ।" উদরে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ মং মোহকচপেটাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়ে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ যং মন্মথনাথাভ্যাং নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে - 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ রং মাতঙ্গ-মালিনীভ্যাং নমঃ।" ককুদে ঘাড়ের মাঝখানে) - 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ লং ভৃঙ্গিকলহংসিনীভ্যাং নমঃ।" বামস্কন্ধে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ বং গায়কবিশ্বতো-মুখীভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি দক্ষিণহস্তে - "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শং গীতিগজনন্দি-কাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি বামহস্তে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ষং নর্তকরঙ্গিনীভ্যাং নমঃ। হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সং খেলকান্তিভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি বামপাদে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হং উন্মত্তকলকণ্ঠাভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি উদরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ লং মত্তকবৃকোদরীভ্যাং নমঃ।" হৃদয়াদি মুখে – "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ক্ষং মেঘশ্যামবিমলশ্রীভ্যাং নমঃ।"

নবযোন্যঙ্কিতন্যাসঃ

বালায়াস্ত্রিপুরেশান্যা নবযোন্যঙ্কিতং ন্যসেৎ।
শ্রোত্রয়োশ্চুবুকে চৈব শঙ্খান্তেষু দৃশোর্নসি ॥ ১৩২ ।
অংসদ্বয়ে চ হৃদয়ে ন্যসেৎ কূর্পরকুক্ষিষু।
জান্বঙ্ঘ্রিপাদগুহ্যেষু[১] পার্শ্বদ্বংস্থ স্তনদ্বয়ে ॥ ১৪৩ ॥
কণ্ঠে চ নবযোন্যাখ্যং ন্যসেদ্বীজত্রয়াত্মকম্।
পুনর্বালাং সমুচ্চার্য ষোড়শার্ণাং[২] প্রবিন্যসেৎ ॥ ১৪৪ ॥
পুনর্বালাং সমুচ্চার্য চতুরশ্রং চ চিন্তয়েৎ।
গোলকং ন্যাসযোগেন শ্রীচক্রং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥
ষট্ চক্রেষু ললাটে চ সীমন্তে চ শিরোবিলে।
নব স্থানানি সংকল্প্য ন্যাসেদ্দেবি ততঃ পরম্ ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীবিদ্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ পৃষ্ঠতো গুরবঃ ক্রমাৎ।
তিথিনিত্যাস্ততো দেবি[৩] মাতৃকাস্বরসংযুতাঃ ॥ ১৭৭ ॥
মাতৃকাবন্ন্যসেদ্বক্ত্রে সর্বসৌভাগ্যদায়কাঃ ॥ ১৪৮ ॥

ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যান্যাসবিধানং
নাম চতুর্দশঃ পটলঃ ॥১৪॥

ত্রিপুরা বালার নবযোনিবিশিষ্ট ন্যাস করিবে। দুইকর্ণে, অধরোষ্ঠে, পুনঃ শ্রোত্রদ্বয়ে, মুখে, চক্ষুর্দ্বয়ে, নাসিকায়, স্কন্ধদ্বয়ে, হৃদয়ে, কনুইতে, উদরে, জানুতে, জানুর বিপরীতদিকে ভিতরের অংশে, পাদদ্বয়ে, গুহ্যে, পার্শ্বদ্বয়ে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে, কণ্ঠে ন্যাস করিবে। বীজত্রয়রূপ [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] নবযোন্যাখ্য ন্যাস করিবে। [এই গ্রন্থের—২১।২২ পৃষ্ঠায় নবযোন্যঙ্কিতন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।]

পুনরায় বালার অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ" উচ্চারণ করিয়া ষোড়শাক্ষরের ন্যাস করিবে, পুনরায় বালার উচ্চারণ করিয়া চতুষ্কোণ চিন্তা করিবে। সুতরাং ' ঐং ক্লীঁ সৌঃ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ ঐং ক্লীঁ সৌঃ" এই মন্ত্রে চতুষ্কোণ, গোলক চিন্তা করিবে। তারপর ন্যাসযোগে অর্থাৎ পূর্বোক্ত মন্ত্রন্যাসযোগে শ্রীচক্র চিন্তা করিবে। ন্যাসযোগ বলিতে শরীরমধ্যে ষট্ চক্র,

---

১। জান্বঙ্ঘ্রিপাদযুক্তেষু। ২। ষোড়শারঃ। ৩। দেবী।

ললাট, সীমন্ত, 'কেশের প্রান্তে কপালে', ব্রহ্মরন্ধ্রে—এই নয়স্থানে সঙ্কল্প পূর্বক ন্যাস করিবে। হে দেবি! তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে, পৃষ্ঠে, মাতৃকাস্বর সংযুক্ত করিয়া গুরুর সহিত তিথি নিত্য শ্রীবিদ্যার ন্যাস মাতৃকন্যাসের মত মুখে করিবে, উহা সর্ব সৌভাগ্য দায়ক। যথা—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ নমঃ" ইতি ললাটে। এইরূপ মুখবৃত্ত প্রভৃতিতে "আং ইং" ইত্যাদি ষোলটী স্বরযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে। এই পনরটি তিথি এবং অমা নামক নিত্যতিথিরও ন্যাস করিবে। যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ প্রতিপত্তিথয়ে নমঃ।" ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিবে ॥ ১৪২—১৪৮ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে চতুর্দশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত। ১৪॥

পঞ্চদশঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যামণ্ডলমুত্তমম্[১]।
কামেশ্বরী মহাবিদ্যা সর্বলোকবশঙ্করী ॥ ১ ॥
বালাং তারং চ হৃৎপ্রান্তে কামেশ্বরিপদং লিখেৎ।
ইচ্ছাকামফলপ্রান্তে প্রদে সর্বপদং লিখেৎ ॥ ২ ॥
ততঃ সত্ত্ববশং ব্রূয়াৎ কারি সর্বজগৎপদম্।
ক্ষোভণান্তে করি ব্রূয়াদ্ধুঁকারত্রিতয়ং লিখেৎ ॥ ৩ ॥
পঞ্চ বাণান্ সমালিখ্য সংহারেণ কুমারিকাম্।
এষা কামেশ্বরী নিত্যা প্রসঙ্গাৎ কথিতাদ্রিজে ॥ ৪ ॥
বাগ্ভবং ভগশব্দান্তে ভুগে ভগিনি চালিখেৎ।
ভগোদরি ভগাস্তে[২] চ ভগমালে ভগাবহে ॥ ৫ ॥

হে দেবি ! শ্রেষ্ঠ নিত্যামন্ত্র বলিতেছি [আনন্দাশ্রম-মুদ্রিত পুস্তকে 'নিত্যামণ্ডলম্' আছে কিন্তু তন্ত্রসারে উদ্ধৃত এই জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের শ্লোকে "নিত্যমন্ত্রমনুত্তমম্" আছে। এই পাঠ সমীচীন বলিয়া সেই অনুসারে অর্থ করা হইল] শ্রবণ কর। কামেশ্বরী মহাবিদ্যা [মন্ত্র] সকল লোকের বশকারিণী ॥ ১ ॥

বালা অর্থাৎ 'ঐং ক্লীঁ সৌঃ' তারপর তার অর্থাৎ 'ওঁ' তারপর হৃৎ অর্থাৎ 'নমঃ', তার শেষে 'কামেশ্বরি পদ লিখিবে। তারপর 'ইচ্ছাকামফল' বলিয়া তার শেষে "প্রদে সর্ব" পদ লিখিবে। তার 'সত্ত্ববশং' বলিবে, তারপর 'কারি সর্বজগৎ' পদ লিখিবে, তারপর 'ক্ষোভণ' পদের শেষে 'করি' বলিবে, তারপর তিনটি হুঁকার অর্থাৎ 'হুঁ, হুঁ, হুঁ' লিখিবে। তারপর পাঁচটি বাণ [এই পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় আছে] অর্থাৎ 'দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ' এই পঞ্চবাণ লিখিয়া সংহাররূপে অর্থাৎ বিপরীতক্রমে কুমারী বালার মন্ত্র অর্থাৎ 'সৌঃ ক্লীঁ ঐং' এইরূপ লিখিবে। হে পর্বতনন্দিনি ! ইহাই কামেশ্বরী নিত্যামন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে বলিলাম। বশঙ্করি নিত্যাকামেশ্বরীমন্ত্রটি সম্পূর্ণ এইরূপ—"ঐং ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমঃ কামেশ্বরি ইচ্ছাকামফলপ্রদে সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বজগৎক্ষোভণকরি হুঁ হুঁ হুঁ দ্রাং দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং ॥ ১—৪ ॥

১। নিত্যামন্ত্রমনুত্তমম্। ২। ভগাঙ্গে।

ভগগুহে ভগপ্রান্তে যোনিপ্রান্তে ভগান্তিকে।
নিপাতিনি চ সর্বান্তে ততো ভগবশংকরি ॥ ৬ ॥

নিত্যামন্ত্রঃ

ভগরূপে ততো লেখ্যং নীরজায়তলোচনে।
নিত্যক্লিন্নে ভগপ্রান্তে স্বরূপে সর্ব চালিখেৎ ॥৭॥
ভগানি মে হ্যানয়েতি বরদেতি সমালিখেৎ।
রেতে সুরেতে ভগ চ ক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ততঃ ॥৮॥
ক্লেদয় দ্রাবয়াথো চ সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরি।
অমোঘে ভগবিচ্চে চ ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্ব চ ॥৯॥
সত্বান্ ভগেশ্বরি ব্রূয়াদ্ বাগ্‌ভবং ব্লূং জমাদিমম্।
ভেং ব্লূং ভোং ব্লূং চ হেং ব্লূং চ[১] হেং ক্লিন্নে চ ততঃ পরম্ ॥১০॥
সর্বাণি চ ভগান্যন্তে মে বশং চাহ্হনয়েতি চ।
স্ত্রীবীজং চ হর প্রান্তে বলেমাত্মকমক্ষরম্ ॥১১॥
ভুবনেশীং সমালিখ্য বিদ্যেয়ং ভগমালিনী।
প্রসঙ্গাৎ কথিতা পঞ্চচত্বারিংশচ্ছতাক্ষরী ॥১২॥

[এরপর 'ভগমালিনীর মন্ত্র' বলা হইতেছে] বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐং', 'ভগ' শব্দ, তারশেষে "ভুগে ভগিনি" লিখিবে। তারপর 'ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহে ভগ' তার শেষে 'যোনি' লিখিয়া তারপর 'ভগান্তিকে নিপাতিনি' তারপর 'সর্ব' লিখিয়া তার শেষে 'ভগবশংকরি' লিখিবে ॥ ৫—৬ ॥

হে পদ্মপত্রসদৃশ আয়তনেত্রে! তারপর "ভগরূপে" লিখিবে। তারপর "নিত্যক্লিন্নে ভগ" লিখিয়া তারশেষে "স্বরূপে সর্ব" লিখিবে। তারপর "ভগানি মে হ্যানয়", "বরদে" লিখিবে। তারপর "রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে" লিখিবে। তারপর "ক্লেদয় দ্রাবয়" অনন্তর "সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরি" বলিবে। বাগ্‌ভব অর্থাৎ 'ঐং' 'ব্লূং জম্' "ভেং ব্লূং ভোং ব্লূং হেং ব্লূং হেং ক্লিন্নে" তারপর "সর্বাণি ভগানি" লিখিয়া তারশেষে "মে বশং চ আনয়" ইহা লিখিবে। তারপর স্ত্রীবীজ অর্থাৎ 'স্ত্রীং' 'হর' তারশেষে বলেমাত্মক অক্ষর অর্থাৎ 'ব্লেং' তারপর

১। ভগক্লিন্নে।

পরাবীজং সমুচ্চার্য নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে।
অগ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো নিত্যক্লিন্নেয়মীদৃতা ॥১৩॥
সর্বসৌভাগ্যদাত্রী চ সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িনী।
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য তথাঽঙ্কুশযুগং লিখেৎ ॥১৪॥
তন্মধ্যে বিলিখেদ্দেবি ভরোমাত্মকমক্ষরম্।
চবর্গমন্ত্যহীনং তু বিলিখেদ্বহ্নিসংস্থিতম্ ॥১৫॥
চতুর্দ্দশস্বরোপেতং বিন্দুনাদাঙ্কিতং পৃথক্।
বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো ভেরুণ্ডায়াঃ ফলপ্রদঃ ॥১৬॥
ভুবনেশীং সমুচ্চার্য চতুর্থ্যা বহ্নিবাসিনীম্।
হৃদন্তোঽয়ং মনুর্দেবি নিত্যেয়ং বহ্নিবাসিনী ॥১৭॥

ভুবনেশী অর্থাৎ 'হ্রীঁ' লিখিবে। ইহা ভগমালিনী বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র। প্রসঙ্গক্রমে এই একশত পঁয়তাল্লিশ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র বলা হইল। সুতরাং ভগমালিনী মন্ত্র এইরূপ —"ঐং ভগভুগে* ভগিনি ভগোদরি ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশংকরি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লূং জং ভেং ব্লূং ভোং ব্লূং হেং ব্লূং হেং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীং হর ব্লেং হ্রীঁ" ॥৭—১২॥

পরাবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া "নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে" অগ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' যুক্ত মন্ত্র নিত্যক্লিন্নার মন্ত্র। ইহা সকল সৌভাগ্যদায়িনী, সকল ঐশ্বর্য প্রদায়িনী। সুতরাং সম্পূর্ণ মন্ত্র যথা—"হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা।" ইহা নিত্যক্লিন্না দেবীর মন্ত্র। [এখানে ভেরুণ্ডানিত্যার মন্ত্র বলা হইতেছে] প্রথমে প্রণব [ওঁ] উচ্চারণ করিয়া অঙ্কুশযুগল অর্থাৎ "ক্রোং ক্রোং" লিখিবে ॥১৩—১৪॥

হে দেবি! তার মধ্যে অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রের মধ্যে 'ভরোম্' অর্থাৎ 'ভ্রোং' এই অক্ষর লিখিবে। তারপর বহ্নি অর্থাৎ 'রকার' যুক্ত -শেষবর্ণ-বাদ দিয়া চবর্গ এবং তারসঙ্গে চতুর্দ্দশ স্বর অর্থাৎ 'ঔ' এবং বিন্দু [ং] ও নাদ [ঁ] যুক্ত করিয়া বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা যুক্ত মন্ত্রই ভেরুণ্ডা দেবতার মন্ত্র, ইহা ফলপ্রদ। সুতরাং ভেরুণ্ডাদেবীর মন্ত্র এইরূপ হইল—"ওঁ ক্রোং ক্রোং ভ্রোং চ্রৌঁ ছ্রৌঁ জ্রৌঁ ঝ্রৌঁ স্বাহা" ॥১৫—১৬॥

---

* অন্যগারে উদ্ধৃত জ্ঞানার্ণব শ্লোক অনুসারে "ভগভগে" এইরূপ।

প্রণবং ভুবনেশানীং ফরেমাত্মকমক্ষরম্ ।
সবিসর্গঃ শশী পশ্চান্নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে ॥১৮॥
বহ্নিজায়ান্বিতা বিদ্যা[১] সর্বৈশ্বর্যপ্রদায়িনী ।
মহাবিদ্যেশ্বরী নিত্যা প্রসঙ্গেন ময়েরিতা ॥১৯॥
পরাবীজং সমুচ্চার্য শিবদূতীং চ ঙেযুতাম্ ।
হৃদন্তোঽয়ং মনুর্দেবি দূতীয়ং সর্বকামদা ॥২০॥
ওঁকারবীজমুচ্চার্য পরাং কবচমালিখেৎ ।
খে চ ছে ক্ষঃ সমালিখ্য স্ত্রীবীজং চ সমালিখেৎ ॥২১॥

ত্বরিতামন্ত্রঃ

হুঁকারং ক্ষে পরা চাস্ত্রং বিদ্যেয়ং দ্বাদশাক্ষরী ।
ত্বরিতা নাম নিত্যেয়ং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥২২॥

[বহ্নিবাসিনীর মন্ত্র বলা হইতেছে]—হে দেবি! ভুবনেশী অর্থাৎ 'হ্রীং' উচ্চারণ করিয়া 'বহ্নিবাসিনী' শব্দকে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া হৃৎ অন্তে—অর্থাৎ 'নমঃ' ইহা শেষে দিলেই বহ্নিবাসিনীর মন্ত্র হয়। এই বহ্নিবাসিনী দেবী নিত্যা, অথবা এই বিদ্যা নিত্যা। সুতরাং বহ্নিবাসিনীর মন্ত্র এইরূপ—"হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ।" [মহাবিদ্যেশ্বরীর মন্ত্র বলা হইতেছে]—প্রণব [ওঁ] ভুবনেশানী [হ্রীঁ], ফরেম্ অর্থাৎ 'ফ্রেং' এই অক্ষর, পরে বিসর্গযুক্ত শশী অর্থাৎ 'সঃ' লিখিয়া পরে "নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে" লিখিয়া বহ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' যুক্ত বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র সকল ঐশ্বর্যপ্রদায়ক। এই মহাবিদ্যেশ্বরী বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র নিত্য ; আমি ইহা প্রসঙ্গক্রমে বলিলাম। মহাবিদ্যেশ্বরীর মন্ত্র এইরূপ —"ওঁ হ্রীঁ ফ্রেঃ সঃ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা" ॥১৭—১৯॥

[শিবদূতীর মন্ত্র বলা হইতেছে]—হে দেবি! পরাবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' উচ্চারণ করিয়া ঙে যুক্ত [চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত] শিবদূতী শব্দ লিখিয়া হৃৎ অর্থাৎ "নমঃ" অন্তে এই অর্থাৎ শিবদূতী মন্ত্র সকল কাম্য প্রদান করে। সুতরাং শিবদূতীর মন্ত্র যথা—"হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ।" এইরূপ ॥২০॥

[ত্বরিতার মন্ত্র বলা হইতেছে] ওঁকাররূপ বীজ উচ্চারণ করিয়া পরা অর্থাৎ 'হ্রী" লিখিয়া কবচ অর্থাৎ 'হুং' লিখিবে। তারপর 'খে চ ছে ক্ষ" লিখিয়া স্ত্রীবীজ অর্থাৎ "স্ত্রীং" লিখিবে ॥২১॥

১। বহ্নিজায়ান্বিতো।

সর্বসিংহাসনময়ী বালেব কুলসুন্দরী।
বালয়া পুটিতাং কুর্যাত্তথা বৈ নিত্যভৈরবী ॥২৩॥
পঞ্চ বাণাশ্চ দেবেশী নিত্যা শক্রাক্ষরী ভবেৎ।
ত্রৈলোক্যবিমলা বিদ্যা নিত্যাখ্যা পরমেশ্বরী ॥২৪॥
পঞ্চাক্ষরী বাণবীজৈ র্নিত্যেয়মপরা প্রিয়ে।
প্রণবং ভুবনেশানী ফরেমাত্মকমক্ষরম্ ॥২৫॥
ভ্রমাত্মকং দ্বিতীয়ং চ ভুবনেশ্যঙ্কুশং ততঃ।
নিত্যশব্দং সমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যা তু মদদ্রবাম্ ॥২৬॥
কবচং চাঙ্কুশং[1] পঞ্চদশৈর্নীলপতাকিনী।
বান্তং কালসমাযুক্তং বহ্নিবায়ুগতং[2] ততঃ ॥২৭॥

তারপর হুঁকার অর্থাৎ 'হুঁ' লিখিয়া পরা অর্থাৎ 'হ্রীঁ' লিখিবে। তারপর অস্ত্র অর্থাৎ 'ফট্' লিখিবে। এইভাবে দ্বাদশ অক্ষর যুক্ত এই বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র হইবে। এইবিদ্যা নিত্যা ত্বরিতা নামক, তিন লোকে দুর্লভ। সুতরাং নিত্যা ত্বরিতার মন্ত্র এইরূপ হইল--"ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্"। সর্বসিংহাসনময়ী বালাই কুলসুন্দরী। সুতরাং কুলসুন্দরীর মন্ত্র বালার মন্ত্রই। যথা—"ঐং ক্লীঁ সৌঃ"। ইহাই কুলসুন্দরীর মন্ত্র। নিত্যভৈরবীকে [এই পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত নিত্যভৈরবী মন্ত্র—'হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈং হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডীঁ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৌঁ] এবং পঞ্চ বাণ অর্থাৎ—'দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লুং সঃ' এই মন্ত্রকে বালার [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] দ্বারা পুটিত করিলে চতুর্দ্দশাক্ষরী ত্রৈলোক্যবিমলা বিদ্যা অর্থাৎ নিত্যাবিমলার মন্ত্র হয়। সুতরাং ত্রৈলোক্যবিমলা বা নিত্যবিমলার মন্ত্র এইরূপ—"ঐং ক্লীং সৌঃ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈং হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডীং হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৌং দ্রাং দ্রীং ক্লীং ব্লুং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং" ॥২২—২৫॥

হে প্রিয়ে! পাঁচ অক্ষর বাণবীজের দ্বারা নিত্যবিমলার অপর মন্ত্র হয়। যথা—"দ্রাং দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লুং সঃ"॥ [নীলপতাকিনীর মন্ত্র বলা হইতেছে]—প্রণব [ওঁ, ভুবনেশানী হ্রীঁ], ফরেম্ নামক অক্ষর অর্থাৎ [ফ্রেং], ভ্রম্ আত্মক দ্বিতীয় [তন্ত্রসারমতে ব্লুম্ আত্মক দ্বিতীয় সুতরাং ব্লুং আং] ভুবনেশী [হ্রীঁ], তারপর অঙ্কুশ [ক্রোং], নিত্যশব্দ উদ্ধার করিয়া সম্বোধনে মদদ্রবা অর্থাৎ [নিত্যে মদদ্রবে] বলিয়া, কবচ [হুঁ], অঙ্কুশ [ক্রোং], এই পনর অক্ষরে নীলপতাকিনীর

১। চাঙ্কুশ বিদ্যা দেবি। ২। বহ্নিবীজগতং।

পৃথক্ পঞ্চসমাযুক্তং ততঃ শক্রস্বরান্বিতম্।
বিন্দুনাদান্বিতং বীজং নিত্যেয়ং বিজয়া প্রিয়ে ॥২৮॥
চন্দ্রবারুণসংযুক্তং তারবীজং সমালিখেৎ।
চতুর্থ্যা তু ততো দেবি বিলিখেৎ সর্বমঙ্গলাম্ ॥ ২৯ ॥
হৃদন্তোঽয়ং মনুর্দেবি নিত্যেয়ং সর্বমঙ্গলা।
তারং হৃদ্‌ভগবত্যন্তে জ্বালামালিনি দেবি চ[1] ॥ ৩০ ॥
দ্বিরুচ্চার্য চ সর্বান্তে ভূতসংহারকাম্বিকে।
জাতবেদসি সংলিখ্য জ্বলন্তিপদযুগ্মকম্ ॥ ৩১ ॥
জ্বলেতি প্রজ্বলদ্বন্দ্বং হূঁকারদ্বিতয়ং[2] লিখেৎ।
বহ্নিবীজত্রয়ং হূঁ চ অস্ত্রস্বাহান্বিতো মনুঃ ॥ ৩২ ॥
ইয়ং নিত্যা মহাদেবি জ্বালামালিনিকা পরা।
কবর্গান্তং স্বরান্তং চ শক্রস্বরবিভূষিতম্ ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্র হয়। সুতরাং নীলপতাকিনীর মন্ত্র হইল—"ওঁ হ্রীঁ ফ্রেং ব্লুম্ আং হ্রীং ক্রোং নিত্যে মদদ্রবে হূঁ ক্রোং"। [নিত্যবিজয়ার মন্ত্র বলা হইতেছে]—বান্ত অর্থাৎ 'ভ্,' কাল অর্থাৎ 'ম্', বহ্নি 'র্', বায়ু 'য্' গত, পৃথক্ পঞ্চ অর্থাৎ ল্ ব্ র্ য্ হ্ [পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ত্ব] যুক্ত শক্রস্বর [ঔ] বিন্দু [ং] নাদ [~] যুক্ত বীজ নিত্যবিজয়ার মন্ত্র। সুতরাং নিত্যবিজয়ার মন্ত্র "ভ ম্ যেঁৗ ল্ ব্ র্ য্ হৌঁ"। পাঠান্তর অনুসারে মন্ত্র—"ভ্ ম্ রৌঁ" ॥ ২৫—২৮ ॥

হে দেবি! চন্দ্র [স্] বরুণ [ব্] সংযুক্ত তারবীজ [ওঁ] লিখিবে। তারপর চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত সর্বমঙ্গলা [সর্বমঙ্গলায়ৈ] লিখিবে। হৃৎ [নমঃ] অন্তে এই সর্বমঙ্গলা নিত্যমন্ত্র জানিবে। সুতরাং সর্বমঙ্গলার মন্ত্র এইরূপ—"স্বোঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ।" [জ্বালামালিনীর মন্ত্র বলা হইতেছে]—প্রথমে তার [ওঁ] হৃৎ [নমঃ], তারপর "ভগবতি", তারপর "জ্বালামালিনি দেবি" ইহা দুইবার উচ্চারণ করিয়া "সর্ব" ইহার অন্তে "ভূতসংহারিকে জাতবেদসি" অর্থাৎ 'সর্বভূত-সংহারিকে জাতবেদসি" লিখিয়া "জ্বলন্তি" পদ দুইবার এবং "জ্বল" পদ এবং "প্রজ্বল' পদ দুইবার লিখিয়া "হূঁ" পদ তিনবার [হূঁকারত্রিতয়ং' এইরূপ পাঠানুসারে তিনবার অর্থ করা হইল], বহ্নিবীজ "রং" তিনবার "হূঁ" এবং অস্ত্র [ফট্] "স্বাহা" যুক্ত মন্ত্র। হে মহাদেবি! ইহা নিত্যপরা জ্বালামালিনী

১। দেব্যুচ্চা। ২। হূঁকারত্রিতয়ং।

বিন্দুনাদকলাক্রান্তং বিচিত্রা পরমেশ্বরী।
অকারাদিষু সর্বেষু স্বরেষু ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ৩৪ ॥
অঃ স্বরে পরমেশানি শ্রীবিদ্যাং বিশ্বমাতৃকাম্।
স্বরবদ্বিন্যসেন্নিত্যা নীরজায়তলোচনে ॥ ৩৫ ॥
প্রকটাখ্যা ন্যসেৎ পশ্চাদাধারাদিষু মন্ত্রবিৎ।
স্থিতিন্যাসং ততঃ কুর্যাচ্ছ্রীবিদ্যাষোড়শাক্ষরৈঃ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্র। সুতরাং নিত্যা জ্বালামালিনীমন্ত্র এইরূপ—"ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবি জ্বালামালিনি দেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হুঁ হুঁ হুঁ রং রং রং হুঁ ফট্ স্বাহা।" [বিচিত্রার মন্ত্র বলা হইতেছে]—কবর্গের অন্ত অর্থাৎ "চ" এবং স্বরের অন্ত অর্থাৎ "ক" শক্রস্বর অর্থাৎ ঔকার যুক্ত এবং বিন্দু [ং] ও নাদ [‿] যুক্ত মন্ত্র বিচিত্রা পরমেশ্বরীর মন্ত্র। মন্ত্র যথা—"চঁ কৌঁ" ইহা বিচিত্রার মন্ত্র। অকারাদি পঞ্চদশ স্বরে [অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং] ক্রমে ক্রমে ন্যাস করিয়া "অঃ" এই স্বরে শ্রীবিদ্যার ন্যাস করিবে। হে পরমেশ্বরি! হে পদ্মপত্রবৎ বিস্তৃতনেত্রে! স্বরযুক্ত রূপে নিত্য প্রকটাদির ন্যাস করিবে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আধার প্রভৃতিতে শ্রীবিদ্যার ষোড়শ অক্ষরের দ্বারা স্থিতিন্যাস করিবে। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই ষোল জন নিত্যকলার ন্যাস লিখিত হইতেছে] ॥ ২৯—৩৬ ॥

কামেশ্বরীনিত্যকলাদীনাং ন্যাসঃ

১। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐং ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমঃ কামেশ্বরি ইচ্ছাকামফলপ্রদে সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বজগৎক্ষোভণকরি হুঁ হুঁ হুঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং কামেশ্বরীনিত্যকলায়ৈ নমঃ। ২। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং ঐং ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশংকরি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লূং জং ভেং ব্লূং জং ভোং ব্লূং হেং ব্লূং হেং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীং হর ব্লেং হ্রীঁ ভগমালিনীনিত্যকলায়ৈ নমঃ। ৩। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং হ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা নিত্যক্লিন্নানিত্যকলায়ৈ নমঃ। ৪। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ওঁ ক্রোং ক্রোং ভ্রোং [মতান্তরে দ্রোং]

চেব্লৌং ছেব্লৌং জ্রৌং ঝেব্লৌং স্বাহা ভেরুণ্ডানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ৫। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং হ্রীং বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ বহ্নিবাসিনীনিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ৬। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং ওঁ হ্রীঁ ক্লেং সঃ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ৭। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ শিবদূতীনিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ৮। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৠং ওঁ হ্রীঁ হুং খে চ ছে ক্ষ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্ ত্বরিতানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ৯। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঌং ঐং ক্লীঁ সৌঃ কুলসুন্দরীনিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১০। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং হ স ক ল র ডৈং হ স ক ল র ডীং হ স ক ল র ডৌং দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং ত্রৈলোক্যবিমলানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১১। ঐং হ্রীং শ্রীঁ এং ওঁ হ্রীঁ ক্লেং ব্লূম্ আং হ্রীং ক্রোং নিত্যে মদদ্রবে হুঁ ক্রোং নীলপতাকিনী-নিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১২। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ভ ম যৌঁ [মতান্তরে রৌঁ] ল ব র য হৌঁ নিত্যবিজয়ানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১৩। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং স্বোং সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ সর্বমঙ্গলানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১৪। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবি জ্বালামালিনি দেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হুঁ হুঁ হুঁ রং রং রং হুঁ ফট্ স্বাহা জ্বালামালিনীনিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১৫। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং চঁ কৌঁ বিচিত্রা-নিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥ ১৬। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ শ্রীবিদ্যানিত্যকলায়ৈ নমঃ ॥

৩৬ শ্লোকে প্রকটাদির ন্যাস করিবে বলা হইয়াছে কিন্তু জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে তাহার ক্রম বলা হয় নাই। সেইজন্য তন্ত্রসার অনুসারে উহা লিখা হইল।

প্রকটযোগিনীন্যাস—**মূলাধারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকটযোগিনীভ্যো নমঃ। **স্বাধিষ্ঠানচক্রে** [লিঙ্গে]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্তযোগিনীভ্যো নমঃ। **মণিপূর-চক্রে** [নাভিতে]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্ততরযোগিনীভ্যো নমঃ। **অনাহতচক্রে** [হৃদয়ে] ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সম্প্রদায়যোগিনীভ্যো নমঃ। **বিশুদ্ধচক্রে** [কণ্ঠে]—ঐং হ্রীং শ্রীঁ কুলকৌলিনীযোগিনীভ্যো নমঃ। **আজ্ঞাচক্রে** [ভ্রূমধ্যে]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নিগর্ভযোগিনীভ্যো নমঃ। **নাদে** [ভ্রূর উপরি]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রহস্য-যোগিনীভ্যো নমঃ। **নাদান্তে** [ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নে] – ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অতিরহস্য-যোগিনীভ্যো নমঃ। **ব্রহ্মরন্ধ্রে** – ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাতিরহস্যযোগিনীভ্যো নমঃ।

[৩৬ তম শ্লোকে বলা হইয়াছিল শ্রীবিদ্যার ষোল অক্ষরের দ্বারা স্থিতিন্যাস করিবে। এখন সেই স্থিতিন্যাস কোথায় কিরূপে করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন] হস্তদ্বয়ের পাঁচ অঙ্গুলিতে পাঁচটি অক্ষরের বিন্যাস করিবে ; ব্রহ্মরন্ধ্র,

পঞ্চাঙ্গুলীষু করয়োর্ব্রহ্মরন্ধ্রে মুখে হৃদি।
ত্রয়ং বিন্যস্য নাভ্যাদি-পাদান্তে চৈকমদ্রিজে ॥ ৩৭ ॥
গলাদিনাভিপর্যন্তমপরং হি ততঃ পরম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকণ্ঠান্তমেকং বিন্যস্য পাদয়োঃ ॥ ৩৮ ॥
অঙ্গুলীষু চ বিন্যস্য ন্যাসোঽয়ং স্থিতিকারকঃ।
সৃষ্টিন্যাসং ততঃ কুর্যাৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রেঽলিকে নেত্রশ্রুতিঘ্রাণোষ্ঠকেষু চ।
দন্তান্তরোর্দ্ধকে দেবি জিহ্বায়াং গলকূপকে ॥ ৪০ ॥
পৃষ্ঠে সর্বাঙ্গহৃদয়-স্তনকুক্ষিষু লিঙ্গকে।
শ্রীবিদ্যার্ণৈর্ন্যসেদ্দেবি মন্ত্রং[1] সর্বসমৃদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

মুখ ও হৃদয়ে তিন অক্ষর বিন্যাস করিয়া নাভি হইতে পাদ পর্যন্ত স্থলে এক অক্ষর বিন্যাস করিবে। হে পর্বতনন্দিনি! গলা হইতে নাভি পর্যন্ত আর এক অক্ষর ন্যাস করিবে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত এক অক্ষর বিন্যাস করিয়া পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহে পাঁচ অক্ষর বিন্যাস করিবে। এই ন্যাস স্থিতিকারক। তারপর সকলসিদ্ধিপ্রদায়ক সৃষ্টিন্যাস করিবে।

স্থিতিন্যাসের বিধি যথা শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ অনামিকাভ্যাং হুঁ। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ব্রহ্মরন্ধ্রে—হং সং কং নমঃ। মুখে—হং সং কং নমঃ। হৃদয়ে—হং সং কং নমঃ। নাভ্যাদিপাদপর্যন্ত—লং নমঃ। গলাদিনাভিপর্যন্ত—হ্রীঁ নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কণ্ঠপর্যন্ত—শ্রীঁ নমঃ। পাদদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহে—হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ নমঃ। ['সৌঃ' এই শব্দের 'সৌ' এক অক্ষর আর বিসর্গকে এক অক্ষর ধরা হয়] ॥ ৩৭—৩৯ ॥

[সৃষ্টিন্যাস কোথায় কোথায় করিতে হইবে তাহা বলা হইতেছে]। ব্রহ্মরন্ধ্রে, মুখবৃত্তে, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাপুটদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, দন্তের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে, জিহ্বায়, গলকূপে, পৃষ্ঠে, সর্বাঙ্গে, হৃদয়ে, স্তনদ্বয়ে, উদরে, লিঙ্গে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রের অক্ষর দ্বারা সকলসমৃদ্ধির জন্য ন্যাস করিবে ॥

১। মন্ত্রী।

সর্বাঙ্গে বিন্যসেৎ পশ্চাদ্ ব্যাপকত্বেন সুন্দরি।
প্রাণানায়ম্য বিধিবন্মুদ্রাসন্নদ্ধবিগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥

নবমুদ্রাবিধিঃ

সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষবশ্যোন্মাদমহাঙ্কুশাঃ।
খেচরী বীজরূপা চ যোনিমুদ্রেত্যনুক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥
বীজানি বক্ষ্যে ক্রমতো মুদ্রাণাং পরমেশ্বরি।
পঞ্চবাণৈঃ পঞ্চমুদ্রাঃ করোমাত্মকমক্ষরম্ ॥ ৪৪ ॥
আদ্যং তু রুদ্রভৈরব্যা বীজং সদাশিবং ততঃ।
ততস্তু বাগ্‌ভবং দেবি ক্রমেণ হি চতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

সৃষ্টিন্যাসের বিধি যথা := ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং শ্রীঁ নমঃ [ব্রহ্মরন্ধ্রে]। মুখবৃত্তে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং হ্রীঁ নমঃ। দক্ষিণচক্ষুতে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং ক্লীঁ নমঃ। বামচক্ষুতে - ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং ক্লীঁ নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ঐং নমঃ। বামকর্ণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ঐং নমঃ। নাসিকাপুটদ্বয়ে-ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং সৌঃ নমঃ। ওষ্ঠদ্বয়ে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং হং নমঃ। দন্তের বাহির ও ভিতরে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং সং নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৠং কং নমঃ। জিহ্বায়—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঌং লং নমঃ। গলকূপে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং হ্রীঁ নম। পৃষ্ঠে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং শ্রীঁ নমঃ। সর্বাঙ্গে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং হ্রীঁ নমঃ। হৃদয়ে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং ক্লীঁ নমঃ। স্তনদ্বয়ে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ঐং নমঃ। উদরে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং সৌঃ নমঃ। লিঙ্গে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ নমঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

হে সুন্দরি! পরে সর্বাঙ্গে ব্যাপকন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিয়া বিধি পূর্বক মুদ্রা করিবে ॥ ৪২ ॥

সংক্ষোভ, দ্রাবণ, আকর্ষ, বশ্য, উন্মাদ, মহাঙ্কুশ, খেচরী বীজ ও যোনি এই ক্রমে নয়টি মুদ্রা [অনুষ্ঠান করিতে হইবে] ॥ ৪৩ ॥

হে পরমেশ্বরি! মুদ্রাগুলির বীজ [বীজমন্ত্র] ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। পঞ্চবাণের দ্বারা পঞ্চমুদ্রা, 'ক্রোং' রূপ অক্ষর, ইহা পঞ্চমুদ্রার পরবর্তী প্রথম অর্থাৎ মহাঙ্কুশ-মুদ্রার বীজ। তারপর রুদ্রভৈরবীর বীজ অর্থাৎ "হ্ স্ খ্ ফ্রেং হ্ স্ ক্ ল্ হ্রীং হসৌঃ", তারপর সদাশিবের বীজ অর্থাৎ "হসৌঃ", তারপর বাগ্‌ভব অর্থাৎ "ঐং" এই চারিটি ক্রমে ক্রমে চারিটি মুদ্রার বীজ। এইভাবে নবমুদ্রার বীজ

চতুর্মুদ্রাসু বীজানি নবমুদ্রাস্বনুক্রমাৎ।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি মুদ্রাবিবরণং ক্রমাৎ॥ ৪৬॥
বামহস্তেন মুষ্টিং তু বদ্ধা কর্ণপ্রদেশকে।
তর্জ্জনীং সরলাং কৃত্বা ভ্রাময়েন্মন্ত্রবিত্তমঃ॥ ৪৭॥
সৌভাগ্যদণ্ডিনীমুদ্রা ন্যাসকালে তু সূচিতা।
অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু নিরুধ্য জগতীমিমাম্॥ ৪৮॥
রিপুজিহ্বাগ্রহা মুদ্রা ন্যাসকালে তু সূচিতা।
পাণিদ্বয়ং মহেশানি পরিবর্তনযোগতঃ॥ ৪৯॥
যোজয়িত্বা তর্জ্জনীভ্যামনামে ধারয়েৎ প্রিয়ে।
মধ্যমে যোজয়েন্মধ্যে কনিষ্ঠে তদধস্তথা॥ ৫০॥
অঙ্গুষ্ঠাবপি সংযোজ্য ত্রিধা যুগ্মক্রমেণ তু।
ত্রিখণ্ডা নাম মুদ্রেয়ং ত্রিপুরাহ্বানকর্মণি॥ ৫১॥

ক্রমে ক্রমে বুঝিতে হইবে। যথা—সংক্ষোভমুদ্রার বীজ—'দ্রাং'। দ্রাবণমুদ্রার বীজ—'দ্রীং'। আকর্ষণমুদ্রার বীজ—'ক্লীঁ'। বশ্যমুদ্রার বীজ—'ব্লুং'। উন্মাদমুদ্রার বীজ—'সঃ'। মহাঙ্কুশমুদ্রার বীজ -'ক্রোং'। খেচরীমুদ্রার বীজ—'হ্ স্ খ্ ফ্রেং হ্ স্ ক্ ল্ রীং হসৌঃ'। বীজরূপামুদ্রার বীজ—'হসৌঃ'। যোনিমুদ্রার বীজ—'ঐং'। হে মহেশ্বরি! অনন্তর ক্রমে ক্রমে মুদ্রার বিবরণ বলিব। বামহস্তের মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তর্জনীকে সরলাকার করিয়া কর্ণপ্রদেশে ভ্রামিত করিবে। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি এইরূপ করিলে সৌভাগ্যদণ্ডিনী মুদ্রা হয়। ইহা ন্যাসকালে সূচিত হইয়াছে। বামহস্তের মুষ্টির ভিতরে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধপূর্বক তর্জনীকে সরলাকার করত, বামমুষ্টিদ্বারা সেই তর্জনীকে নিরুদ্ধ করিলেই রিপুজিহ্বাগ্রহা নামক মুদ্রা হয়। ইহাও ন্যাসকালে সূচিত হইয়াছে।

হে প্রিয়ে! হে মহেশানি! দুইহস্ত পরস্পর পরিবর্তন অর্থাৎ বামহস্ত দক্ষিণে দক্ষিণহস্ত বামে পরস্পর সংযোগ করত তর্জনীদ্বয় দ্বারা অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করিবে। মধ্যমাদ্বয় মধ্যে যোজনা করিবে, তার নীচে কনিষ্ঠাদ্বয় ধারণ করিবে॥ ৪৪—৫০।

অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ও সংযুক্ত করিয়া দুই হস্তের তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা—এই তিন তিন অঙ্গুলিকে মধ্যভাগে রাখিলে ত্রিখণ্ডা নামক মুদ্রা হয়। ইহা ত্রিপুরাদেবীর আবাহন কর্মে বিনিযুক্ত হয়॥ ৫১॥

বিরলৌ তু করৌ কৃত্বা মধ্যমে মধ্যমে কুরু।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং[১] কনিষ্ঠে চ সম্পীড্য সরলে ততঃ ॥ ৫২ ॥
তর্জ্জন্যৌ দণ্ডবৎ কুর্যান্মধ্যমস্থে হ্যনামিকে।
সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যক্ষোভকারিণী ॥ ৫৩ ॥
মধ্যমে তর্জ্জনীযুক্তে সরলে স্যাত্তদা ভবেৎ।
সর্ববিদ্রাবিণী মুদ্রা দ্রাবয়েৎ সচরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥
মধ্যমে তর্জনীযুগ্মে বক্রে কুর্যাৎ সুলোচনে।
এতস্যা এব মুদ্রায়া-স্তদাকর্ষণকারিণী ॥ ৫৫ ॥
বিপরীতৌ তলৌ কৃত্বা চাঙ্গুলী হ্যন্মুখা যজেৎ।
পরিবর্তনমার্গেণ[২] ক্রমেণ নিবিডাস্ততঃ ॥ ৫৬ ॥
অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশে তু তর্জ্জন্যাবঙ্কুশাকৃতী।
সর্বা একত্র সংযোজ্য[৩] সর্ববশ্যকরী ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
পুটাঞ্জলিকরৌ কৃত্বা মধ্যমাগর্ভসংস্থিতে।
পরস্পরকনিষ্ঠে তু তর্জন্যগ্রগতে ততঃ ॥ ৫৮ ॥

দুইটি হস্ত পরস্পর ফাঁক রাখিয়া সম্মুখীন করত মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়কে মধ্যম অর্থাৎ বক্র করিবে। দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিকে সম্পীড়িত অর্থাৎ সংযুক্ত করিয়া তর্জনীদ্বয় দণ্ডবৎ সরল করিবে। অনামিকাদ্বয়কে মধ্যমা অঙ্গুলীর উপরে রাখিবে। ইহাই সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা; ইহা ত্রৈলোক্যের ক্ষোভকারিণী ॥ ৫২—৫৩ ॥

পূর্বোক্ত সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা করিয়া তর্জনীযুক্ত মধ্যমাদ্বয়কে সরল করিলেই সর্ববিদ্রাবিণী মুদ্রা হয়। ইহা চরাচরকে দ্রাবিত করে ॥ ৫৪ ॥

হে সুলোচনে! মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয়কে অঙ্কুশের মত বক্র কর। তখন এই মুদ্রা আকর্ষণকারিণী নামিকা হয় ॥ ৫৫ ॥

করতলদ্বয় বিপরীতভাবে পরস্পর সম্মুখীন করত দুই হস্তের অঙ্গুলিগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া পরিবর্তনমার্গে অর্থাৎ পরস্পর হস্তদ্বয় বিপরীত মুখে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করিবে। তারপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অগ্রদেশে ধারণ করিবে, তর্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিবে। সমস্ত অঙ্গুলি সংযুক্ত করিলে সর্ববশ্যকরী মুদ্রা হয় ॥ ৫৮—৫৭ ॥

১। অঙ্গুষ্ঠৌ চ কনিষ্ঠাভ্যাং সম্পীড্য। ২। পরিবর্তনমাত্রেণ। ৩। সংযোজ্যাঃ।

মুদ্রাবিধিঃ

অনামিকে তু সরলে মধ্যমামুখদেশগৌ[১]।
অঙ্গুষ্ঠৌ পরমেশানি সর্বোন্মাদনকারিণী ॥ ৫৯ ॥
এতস্যা এব মুদ্রায়া অনামাতর্জনীক্রমাৎ।
অঙ্কুশাকাররূপা তু মুদ্রেয়ং তু মহাঙ্কুশা ॥ ৬০ ॥
বামং ভুজং দক্ষভুজে দক্ষিণং বামদেশতঃ।
নিবেশ্য যোজয়েৎ পশ্চাৎ পরিবর্ত্য[২] ক্রমেণ হি ॥ ৬১ ॥
কনিষ্ঠানামিকাযুগ্মে তর্জ্জনীভ্যাং নিরোধয়েৎ।
মধ্যমে সরলে কৃত্বা[৩] যোনিবৎ সরলৌ ততঃ ॥ ৬২ ॥
অঙ্গুষ্ঠৌ খেচরী মুদ্রা পার্থিবস্থানযোজিনী[৪]।
প্রিয়েয়ং সর্বদেবানাং খেচরত্বপ্রদায়িনী ॥ ৬৩ ॥
পরিবর্ত্যাঞ্জলিং কৃত্বা কনিষ্ঠাগ্রগতে ততঃ।
মধ্যমে স্থাপয়েদ্দেবি কনিষ্ঠে ধারয়েত্ততঃ ॥ ৬৪ ॥
অনামিকাভ্যাং সুদৃঢ়ং তর্জনীমধ্যমাযুগম্[৫]।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং সমাযোজ্যমর্ধচন্দ্রাকৃতিং প্রিয়ে[৬] ॥ ৬৫ ॥

হস্তদ্বয় পুটাঞ্জলি করত [অঞ্জলিবদ্ধ করত] মধ্যমাদ্বয়ের গর্ভে পরস্পর কনিষ্ঠাদ্বয়কে রাখিয়া তর্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগে অনামিকাদ্বয়কে সরলভাবে রাখিয়া মধ্যমাদ্বয়ের মুখদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে রাখিলে হে পরমেশানি! সর্বোন্মাদ-কারিণী মুদ্রা হয়। [সুবিধার জন্য ৫৮ ও ৫৯ শ্লোকের অনুবাদ এক সঙ্গে দেওয়া হইল]॥ ৫৮—৫৯ ॥

এই সর্বোন্মাদকরী মুদ্রার অনামিকা ও তর্জনীকে ক্রমে অঙ্কুশাকার করিলেই মহাঙ্কুশা মুদ্রা হয় ॥ ৬০ ॥

বামহস্ত দক্ষিণহস্তে এবং দক্ষিণহস্ত বামহস্তে নিবিষ্ট করিয়া যোজনা করিবে। পরে ক্রমে দুই হস্তকে পরিবর্তিত [বিপরীতমুখীন] করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নিরুদ্ধ করিবে। মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয় সরল করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোনির মত সরল করিলে খেচরী মুদ্রা হয়, ইহা পার্থিব-স্থান অর্থাৎ মূলাধারযোজিনী। ইহা সমস্ত দেবতার প্রিয়, ইহা খেচরত্ব অর্থাৎ আকাশমার্গচারিত্ব প্রদান করে ॥ ৬১—৬৩ ॥

১। মধ্যমানখদেশিকৌ। ২। পরিকৃত্যাক্রমেণ হি। ৩। মধ্যমে সরলে যোজ্যো।
৪। পার্থিবস্থানযোজিতা। ৫। তর্জনীমধ্যমাযুতম্। ৬। অর্ধচন্দ্রাকৃতিং যজেৎ।

বীজমুদ্রেয়মাখ্যাতা সর্বানন্দকরী প্রিয়ে।
পরিবর্ত্য করৌ সম্যক্ তর্জনীবামনে[১] সমে ॥ ৬৬ ॥
মধ্যমে কুরু তন্মধ্যে যোজয়েত্তদনন্তরম্।
অন্যোঽন্যানামিকে দেবি কনিষ্ঠে তু যথাস্থিতে ॥ ৬৭ ॥
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং যোজিতাভ্যাং যোন্যাকারং তু কারয়েৎ।
যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা পরা ত্রৈলোক্যমাতৃকা ॥ ৬৮ ॥
এবং বিন্যস্তদেহঃ সন্ মুদ্রাসন্নদ্ধবিগ্রহঃ।
অন্তর্যাগবিধিং কুর্যাদ্ যেন সাক্ষাৎ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যান্যাস বিবরণং
নাম পঞ্চদশঃ পটলঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেবি! হে প্রিয়ে! অঙ্গুলি পরিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ হস্তদ্বয় পরস্পর বিপরীত দিকে করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়ের অগ্রে মধ্যমাদ্বয় স্থাপন করত কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকাদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে। তারপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয়, তর্জনী ও মধ্যমাযুগলকে সংযুক্ত করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার করিবে। ইহাই বীজমুদ্রা বলিয়া কথিত হয়। হে প্রিয়ে! ইহা সকলের আনন্দকারিণী ॥ ৬৪ –৬৫½ ॥

হস্তদ্বয় পরস্পর পরিবর্তিত করিয়া অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর পরিবর্তিত করিয়া তর্জনীদ্বয় সমান করত মধ্যমাদ্বয় তাহার অর্থাৎ তর্জনীদ্বয়ের মধ্যে করিয়া অনন্তর যোজনা করিবে। অনামিকাদ্বয় তর্জনীদ্বয়ে যোজনা করিবে। কনিষ্ঠাদ্বয় যথাস্থিত রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয় যুক্ত করিয়া যোনির আকার করিবে। ইহাই যোনিমুদ্রা বলিয়া আখ্যাত হয়। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ, ত্রৈলোক্যমাতৃকাস্বরূপ ॥ ৬৫—৬৮ ॥

এইভাবে শরীরকে মুদ্রাবদ্ধ করিয়া ন্যাসযুক্তদেহ হইয়া অন্তর্যাগ বিধি [মানস পূজা] করিবে, যাহাতে স্বয়ং সাক্ষাৎ বিভুস্বরূপ হইয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের পঞ্চদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

১। বাহুনে, বাহনে।

ষোড়শঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

অন্তর্যাগবিধিং দেব[১] বহির্যাগবিধিং তথা।
সকলং[২] কথয়েশান যদ্যহং তব বল্লভা॥ ১॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যজনং চান্তরং মহৎ।
মূলাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং বিসতন্তুতনীয়সীম্[৩]॥ ২॥

সমাধিদ্বয়বর্ণনম্

উদ্যৎসূর্যপ্রভাজাল-বিদ্যুৎকোটিপ্রভাময়ী[৪]।
চন্দ্রকোটিপ্রভাদ্রাবাং[৫] ত্রৈলোক্যৈকপ্রভাময়ীম্[৬]॥ ৩॥
অশেষজগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণীম্[৭]।
ধ্যায়েন্মনো যথা দেবীং[৮] নিশ্চলং জায়তে তথা॥ ৪॥
সহজানন্দসন্দোহমন্দিরং ভবতি ক্ষণাৎ।
মনো নিশ্চলতাপ্রাপ্তং শিবশক্তিপ্রভাবতঃ॥ ৫॥

শ্রীদেবী অর্থাৎ পার্বতী বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন]। হে দেব! অন্তর্যাগের প্রকার এবং বহির্যাগের [অন্তঃপূজার প্রকার ও বহিঃপূজার প্রকার] প্রকার সমস্তই বল। হে ঈশান! যদি আমি তোমার প্রিয়া হই তাহা হইলে এই সকল বল॥ ১॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]। হে দেবি! মহৎ অন্তঃপূজার কথা বলিব, শোন। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত মৃণালতন্তুর মত অতি সূক্ষ্মা [চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনী] বিদ্যমান॥ ২॥

উদীয়মানসূর্যের প্রভাসমূহসদৃশ, এবং কোটি বিদ্যুৎপ্রভাতুল্য প্রভাময়ী, কোটি চন্দ্রের প্রভাতুল্য প্রভাদ্বারা আর্দ্রীভূতা [শীতল], ত্রৈলোক্যে একমাত্র প্রভাময়ী, সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারকারিণী। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যে সুষুম্নানাড়ী আছে [ব্রহ্মরন্ধ্রকেও ভেদ করিয়া গিয়াছে] তার মধ্যে পূর্বোক্ত সূর্যাদির প্রভাতুল্য প্রভাযুক্ত কুণ্ডলিনী শক্তি থাকেন। তিনি

১। ব্রূহি। ২। সকলাকার ঈশান। ৩। বিসতন্তুতনীয়সম্।
৪। ...প্রভাময়ম্। ৫। চন্দ্রকোটিপ্রভাদ্রাবম্। ৬। ...প্রভাময়ম্।
৭। ...কারকম্। ৮। দেবি।

সমাধির্জায়তে তত্র সংজ্ঞাদ্বয়বিজৃম্ভিতঃ১।
স্বয়ংপ্রজ্ঞাতনামৈকো হ্যসংপ্রজ্ঞাতনামধৃৎ ॥ ৬ ॥
স্বয়ংপ্রজ্ঞাতসংজ্ঞস্তু শক্ত্যাধিক্যেন জায়তে।
অসংপ্রজ্ঞতনামৈকো২ শিবাধিক্যেন বৈ ভবেৎ ॥ ৭ ॥

চিন্ময়ী। তিনিই বস্তুত জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্ত্রী। অজ্ঞানবশত জীব তাহাকে জানে না। এই শক্তি চিদচিদ্রূপা। চিদংশে ইনিই শিবস্বরূপা, অচিদংশে জড়জগতের পরিণামকারিণী। এই দেবীকে মনের দ্বারা ধ্যান করিবে, যাহাতে মন নিশ্চল হইয়া যায়। এই দেবী সহজ আনন্দরাশির আধার বলিয়া ইঁহাকে ধ্যান করিলে ক্ষণকালের মধ্যে শিব ও শক্তির প্রভাবে মন নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। [শিব ও শক্তি বস্তুত ভিন্ন নয় একই তত্ত্ব; তবে শিব নির্গুণ কেবল চিৎস্বরূপ, আর শক্তি চিদচিদ্রূপ অর্থাৎ শক্তি সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। শক্তি চিদংশে শিবের সহিত অভিন্ন। এই শিব ও শক্তি আবার আনন্দস্বরূপও। ইঁহাদের কৃপায় শক্তির ধ্যানে মন সহজে নিশ্চল হইয়া যায়] ॥ ৩—৫ ॥

মন পূর্বোক্ত প্রকারে নিশ্চল হইলে সমাধি হয়। সমাধি দুইপ্রকার। তাহার দুই নামও বটে। এক হইতেছে স্বয়ংপ্রজ্ঞাত অর্থাৎ যাহাকে পাতঞ্জলযোগে সংপ্রজ্ঞাত বলে, তাহাকেই এখানে স্বয়ংপ্রজ্ঞাত বলা হইয়াছে। আর এক সমাধি হইতেছে—অসংপ্রজ্ঞাত ॥ ৬ ॥

শক্তির আধিক্য হইলে স্বয়ংপ্রজ্ঞাত অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়। আর শিবের আধিক্যে অসংপ্রজ্ঞাত নামক সমাধি হয়। ইহার তাৎপর্য এই শক্তি সগুণা এবং নির্গুণা বলিয়া যখন ধ্যানে শক্তির আধিক্যই বিষয় হয়, তখন ধ্যানে সগুণভাগ অধিকভাবে বিষয় হয় বলিয়া সমাধিটি সংপ্রজ্ঞাত হয়। যদিও শক্তির মধ্যে নির্গুণ বা চিদ্ভাগও আছে, তথাপি শক্তি গুণভাগযুক্তও বলিয়া তাঁহার গুণময় ভাবটি যেন চিৎভাগ অপেক্ষা বেশী। এইজন্য শক্তির আধিক্য অর্থাৎ গুণময়ভাগের আধিক্য ধ্যানে বিষয় হইলে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। আর শিবের আধিক্য অর্থাৎ চিদ্ভাগের আধিক্য ধ্যানে বিষয় হইলে নির্গুণ অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয়। এখানেও শিব শক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া শক্তিকে বাদ

১। সংজ্ঞাদ্বয়বিজৃম্ভিতম্। ২। অসংপ্রজ্ঞাতনামা তু।

স্বয়ংপ্রজ্ঞাতভেদস্তু তীব্রস্তীব্রতরো ভবেৎ।
অসংপ্রজ্ঞাতভেদস্তু মন্দো মন্দতরস্তথা ॥ ৮ ॥
(* সংজ্ঞা প্রজ্ঞা ন যত্রৈবং স্বয়ংপ্রজ্ঞোঽভিধীয়তে।
অসংপ্রজ্ঞো হি ভূয়স্তু স্থিতপ্রজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৯ ॥
প্রজ্ঞাপ্রজ্ঞানমেবেদমসংস্থমিতি দ্বয়ম্।
সংজ্ঞাদ্বয়মিদং দেবি শিবতত্ত্বেন বৈ ভবেৎ ॥ ১০ ॥)
হাস্যরোদনরোমাঞ্চকম্পস্বেদাদ্বিলক্ষণঃ১।
তীব্রস্তীব্রতরো দেবি সমাধিরূপলক্ষিতঃ ॥ ১১ ॥

দিয়া কেবল শিব থাকিতে পারেন না বলিয়া শিবের ধ্যানেও কিছু শক্তির অংশ ধ্যেয় হয়। এইজন্য কেবল শিব না বলিয়া শিবের আধিক্য বলিয়াছেন ॥ ৭ ॥

স্বয়ংপ্রজ্ঞাত [সংপ্রজ্ঞাত] সমাধির দুইপ্রকার ভেদ আছে, তীব্র ও তীব্রতর। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির ভেদও দুইপ্রকার মন্দ এবং মন্দতর ॥ ৮ ॥

(যেখানে সংজ্ঞা [নাম] ও প্রজ্ঞা [জ্ঞান] থাকে না—তাহাকে স্বয়ংপ্রজ্ঞা বলা হয়।) [কিন্তু পাতঞ্জলযোগে যে সমাধিতে ধ্যেয় এবং ধ্যান জানা যায় তাহাকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইয়াছে। এখানে বিপরীত দেখা যাইতেছে। এইজন্য এই ৯ম ও ১০ম শ্লোক দুইটি মূল আনন্দাশ্রমসংস্করণ গ্রন্থে বন্ধনীপাঠের মধ্যে আছে। পাদটীকায় বলা হইয়াছে এই পাঠ 'খ' সংজ্ঞক পুস্তকে নাই]।

যে সমাধিতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান অধিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং স্থির তাহাকে অসংপ্রজ্ঞ বা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে ॥ ৯ ॥

হে দেবি! প্রজ্ঞা [জ্ঞান] প্রজ্ঞান [বুদ্ধি] এই দুইটীকে অসংস্থ বলে। এই দুইটি সংজ্ঞা [নাম] শিবতত্ত্বরূপে হয়। [এই শ্লোকটি বন্ধনীমধ্যে আছে, ইহার অর্থ অসংলগ্ন] ॥ ১০ ॥

হে দেবি! হাস্য, রোদন ও রোমাঞ্চ, কম্পন, স্বেদ [ঘাম] প্রভৃতি যে সমাধিতে হয় তাহা বিলক্ষণ বলিয়া তীব্র ও তীব্রতর সমাধিরূপে লক্ষিত হয় ॥ ১১ ॥

১। ...কম্পস্বেদাদিলক্ষিতঃ।

নিমেষবর্জিতে নেত্রে বপুস্তল্লক্ষণং স্থিরম্।
মন্দো মন্দতরো দেবি সমাধিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১২ ॥
শাম্ভবেন চ বেদ্যেন সুখী ভূয়ান্নিরন্তরম্।
অন্তর্যাগবিধিং কৃত্বা বহির্যজনমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥
এবং বিন্যস্তদেহঃ সন্ সর্বাত্মা সাধকোত্তমঃ।
ধ্যায়েন্নিরাময়ং বস্তু জগত্রয়বিমোহিনীম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীবিদ্যায়াঃ ষোড়শ্যা বা ধ্যানম্

অশেষব্যবহারাণাং স্বামিনীং সংবিদং পরাম্।
উদ্যৎসূর্যসহস্রাভাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্ ॥১৫॥
জপাকুসুমসঙ্কাশাং পদ্মরাগমণিপ্রভাম্।
স্ফুরৎপদ্মনিভাং তপ্তকাঞ্চনাভাং সুরেশ্বরীম্ ॥১৬॥
রক্তোৎপলদলাকার-পাদপল্লবরাজিতাম্।
অনর্ঘ্যরত্নখচিত-মঞ্জীরচরণদ্বয়াম্ ॥১৭॥

হে দেবি! আর যে সমাধিতে নেত্রদ্বয় নিমেষশূন্য হইয়া যায় শরীরও নিশ্চল স্পন্দনশূন্য হইয়া যায় তাহা মন্দ ও মন্দতর সমাধি বলিয়া কীর্তিত হয় ॥ ১২ ॥

শাম্ভব বেদ্য [জ্ঞেয়] দ্বারা নিরন্তর সুখী হইবে। অর্থাৎ তন্ত্রের অতি নিগূঢ়তত্ত্ব হইতেছে শিব ও শক্তি। উহাই পরমরহস্য, ইহাকেই শাম্ভব বেদ্য বা জ্ঞেয় বলে। এই শিবশক্তির ধ্যানে নিরন্তর সুখী হইবার জন্য মহাদেব সাধককে বলিতেছেন। এইভাবে অন্তর্যাগ বিধি [ধ্যান ও সমাধির দ্বারা শিবশক্তির চিন্তনরূপ অন্তঃযাগ বা পূজা] করিয়া বহিঃপূজার আচরণ করিবে ॥ ১৩ ॥

এই প্রকারে [পূর্বোক্তরূপে মুদ্রাদি করিয়া] দেহের বিন্যাস করিয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ সর্বাত্মা [শিবশক্তিই সর্ব বলিয়া তাঁহার ধ্যানে সর্বাত্মা হয়] হইয়া ত্রিজগতের মোহনকারিণীরূপ [শ্রীবিদ্যা] শক্তি [জগজ্জননী] রূপ দোষশূন্য বস্তুকে ধ্যান করিবে ॥ ১৪ ॥

[কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে—সেই দেবীর (শ্রীবিদ্যার) রূপগুণাদির বর্ণনা করা হইতেছে।] সমস্ত ব্যবহারের স্বামিনী, পরমজ্ঞানস্বরূপ, উদীয়মান সহস্র সূর্যের কান্তিবিশিষ্ট, দাড়িমপুষ্পের বর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, জবাপুষ্পসদৃশ,

পাদাঙ্গুলীয়কক্ষিপ্ত-রত্নতেজোবিরাজিতাম্ ।
কদলীললিতস্তম্ভ-সুকুমারোরুকোমলাম্ ॥ ১৮ ॥
নিতম্ববিম্ববিলসদ্রক্তবস্ত্রপরিষ্কৃতাম্ ।
মেখলাবদ্ধ[১]মাণিক্য-কিঙ্কিণীনাদবিভ্রমাম্ ॥১৯॥
অলক্ষ্যমধ্যমাং নিম্ননাভিং শাতোদরীং পরাম্ ।
রোমরাজিং[২]লতোদ্ভূত-মহাকুচফলান্বিতাম্ ॥ ২০ ॥
সুবৃত্তনিবিড়োত্তুঙ্গ-কুচমণ্ডলরাজিতাম্ ।
অনর্ঘ্যমৌক্তিকস্ফার-হারভারবিরাজিতাম্ ॥ ২১ ॥
নবরত্নপ্রভারাজদ্গ্রৈবেয়কবিভূষণাম্ ।
শ্রুতিভূষামনোরম্য-কপোলস্থলমঞ্জুলাম্[৩] ॥ ২২ ॥
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশতাটঙ্কসুমুখপ্রভাম্ ।
পূর্ণচন্দ্রমুখীং পদ্মবদনাং[৪] বরনাসিকাম্ ॥ ২৩ ॥
স্ফুরন্মদনকোদণ্ড-সুভ্রুবং পদ্মলোচনাম্ ।
ললাটপট্টসংরাজদ্রত্নাঢ্যতিলকাঙ্কিতাম্ ॥ ২৪ ॥

পদ্মরাগমণির প্রভাতুল্য, প্রস্ফুটিত পদ্মসদৃশ, তপ্তস্বর্ণসদৃশকান্তিযুক্ত, দেবগণের ঈশ্বরী, রক্তপদ্মের পত্রসদৃশ পাদপল্লবে সুশোভিত, পাদদ্বয়ে অমূল্যরত্নখচিত নূপুর বিদ্যমান, পাদপদ্মে যে অঙ্গুরীয়ক আছে, সেই অঙ্গুরীয়কে অবস্থিত রত্নের তেজো দ্বারা পাদপদ্মসুশোভিত, কদলীদণ্ডসদৃশ মনোহর কোমল উরুযুগল-বিশিষ্ট, নিতম্বে শোভমান পরিষ্কৃত রক্তবস্ত্র, মেখলা [কটিহার] য় বদ্ধ মাণিক্যের কিঙ্কিণী [ঘুঙুর] র মধুরশব্দে অন্বিত, শরীরের মধ্যভাগ অলক্ষ্যপ্রায় [যেন দেখা যায় না], গভীরনাভিবিশিষ্ট, কৃশ উদর সমন্বিত, সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠ, রোমসমূহাত্মক লতায় যেন কল্পিত বিশাল কুচযুগলরূপ ফলযুক্ত, সুগোল ও ঘন উচ্চ কুচদ্বয়দ্বারা সুশোভিত, মুক্তানির্মিত অমূল্য সুন্দর হারে [গলার হার] বিরাজিত, নবরত্নের প্রভাযুক্ত গ্রীবাস্থ হাররূপ ভূষণের দ্বারা ভূষিত, মনোরম কর্ণালঙ্কার গণ্ডদেশে লম্বিত হওয়ায়, তাহার দ্বারা মনোহর ॥ ১৫—২২

উদীয়মান আদিত্যের প্রভাসদৃশ তাড়ঙ্কের [কর্ণভূষণবিশেষের] মনোহর দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডলযুক্ত, পদ্মসদৃশ প্রকাশমান মুখান্বিত,

---

১। মেখলাবদ্ধমাণিক্য। ২। রোমরাজিলতাভূত...।
৩। কপোলস্থলমঞ্জরীম্। ৪। মীনলোচনাম্।

মুক্তামাণিক্যঘটিত-মুকুটস্থলকিঙ্কিণীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারাজন্মুকুটাং চ ত্রিলোচনাম্ ॥ ২৫ ॥
প্রবালবল্লীবিলসদ্বাহুবল্লীচতুষ্টয়াম্।
ইক্ষুকোদণ্ডপুষ্পেষু-পাশাঙ্কুশচতুর্ভুজাম্ ॥ ২৬ ॥
সর্বদেবময়ীমম্বাং সর্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্।
সর্বতীর্থময়ীং দিব্যাং সর্বকামপ্রপূরিণীম্ ॥ ২৭ ॥
সর্বমন্ত্রময়ীং নিত্যাং সর্বাগমবিশারদাম্।
সর্বক্ষেত্রময়ীং দেবীং[1] সর্ববিদ্যাময়ীং শিবাম্ ॥ ২৮ ॥
সর্বযাগময়ীং[2] বিদ্যাং সর্বদেবস্বরূপিণীম্[3]।
সর্বশাস্ত্রময়ীং নিত্যাং সর্বাগমনমস্কৃতাম্ ॥ ২৯ ॥
সর্বাম্নায়ময়ীং দেবীং সর্বায়তনসেবিতাম্।
সর্বানন্দময়ীং জ্ঞানগহ্বরাং সংবিদং পরাম্ ॥ ৩০ ॥

আবাহনমুদ্রার্চনাদীনি

এবং ধ্যাত্বা পরামম্বাং বহন্নাসাপুটং[4] ক্রমাৎ।
আবাহ্য চক্রমধ্যে তু মুদ্রয়া হি ত্রিখণ্ডয়া ॥ ৩১ ॥

সুন্দর নাসিকাযুক্ত, মদনের প্রকাশমান ধনুঃসদৃশ সুন্দর ভ্রূযুক্ত, পদ্মনেত্রা, কপালে দীপ্যমান রত্ননির্মিতত্তিলকের দ্বারা অন্বিত, মুক্তা ও মাণিক্য গঠিত-মুকুটে কিঙ্কিণী [ঘুঙুর] যুক্ত, প্রকাশমান চন্দ্রকলার দ্বারা, দীপ্ত মুকুটযুক্ত, ত্রিনয়না, প্রবাল [রত্নবিশেষ] সদৃশ কমনীয় বাহুলতাচতুষ্টয়যুক্ত, চার হস্তে ইক্ষুধনুঃ, পুষ্পবাণ, পাশ ও অঙ্কুশ যুক্ত, এই দেবী জননী সর্বদেবস্বরূপিণী, সকলসৌভাগ্যে সুন্দরী, সকলতীর্থস্বরূপিণী, অলৌকিকী, সকল কাম্যপূরণকারিণী, সর্বমন্ত্রময়ী, নিত্যা, সকলশাস্ত্রে সুনিপুণা, সর্বক্ষেত্রময়ী, সর্ববিদ্যাময়ী দেবী, শিবা [মঙ্গলা], সকলযাগস্বরূপিণী, বিদ্যা [জ্ঞান] রূপিণী, সর্বদেবস্বরূপিণী, সকলশাস্ত্রাত্মিকা, নিত্যা, সকলশাস্ত্রকর্তৃক নমস্কৃতা, সকলবেদময়ী, দেবী, সকল আয়তন [ভুবন] কর্তৃক সেবিতা, সর্ব আনন্দময়ী, গভীরজ্ঞানপূর্ণা পরা সংবিদ্ অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপিণী ॥ ২৩—৩০ ॥

এইভাবে [পূর্বোক্ত প্রকারে] পরা অম্বা [ত্রিপুরাদেবীকে] ধ্যান করিয়া বামনাসিকায় শ্বাস বহন পূর্বক [বাহির হইতে শরীরের ভিতরে বায়ু টানিয়া] দেবীকে চক্রমধ্যে ত্রিখণ্ড মুদ্রা দ্বারা আবাহন

১। বিদ্যাং। ২। সর্বযোগময়ীং। ৩। সর্ববেদস্বরূপিণীং। ৪। বহন্নাড়ীপুট

সংস্থিতাং চিন্তয়েত্তত্র শ্রীপীঠান্তর্নিবাসিনীম্।
মুদ্রাঃ সংদর্শয়েদ্দেবি তর্পণৈস্তু ত্রিধা যজেৎ ॥ ৩২ ।]
লয়াঙ্গং কল্পয়েদ্দেহে দেব্যাস্তু পরমেশ্বরি।
গন্ধপুষ্পাক্ষতাদীংশ্চ দেব্যৈ সম্যঙ্ নিবেদয়েৎ ॥ ৩ ॥
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ সম্পূজ্য পরদেবতাম্।
তর্পণানি পুনর্দত্ত্বাত্রিবারং মূলবিদ্যয়া ॥ ৩৪ ॥
এতস্মিন্ সময়ে দেবি তিথিনিত্যাং প্রপূজয়েৎ।
কামেশ্বর্যাদিকা নিত্যা বিচিত্রান্তাঃ পরেশ্বরি ॥ ৩৫ ॥
প্রতিপৎপৌর্ণমাস্যন্ততিথিরূপাঃ প্রপূজয়েৎ।
বিভাব্য চ মহাত্র্যস্রং[১] পূর্বদক্ষোত্তরং ক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥
রেখাসু বিলিখেত্তত্র পঞ্চ পঞ্চ ক্রমেণ হি।
অকারাদ্যা উবর্ণান্তা দক্ষিণস্যাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

করিয়া দেবী শ্রীপীঠের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। [ত্রিখণ্ডমুদ্রা যথা—উত্তান বামহস্তের উপর আধোমুখ দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করত উভয়হস্তের তর্জনীর সহিত উভয় হস্তের অনামিকা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা যোগ করিয়া ঊর্দ্ধভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও নিম্নে কনিষ্ঠাদ্বয় সংযুক্ত করিবে]। হে দেবি। তারপর আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া পূজা করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে ॥ ৩১—৩২ ॥

হে পরমেশ্বরি! দেবীর দেহে অঙ্গদেবতাসকল লীন আছে ইহা কল্পনা করিবে। দেবীকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত [আতপচাল] প্রভৃতি সম্যগ্‌ভাবে নিবেদন করিবে। ষোড়শ উপচারে পরদেবতা [ত্রিপুরসুন্দরীদেবতা] কে পূজা করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রে [ঐং ক্লীঁ সৌঃ] তিনবার তর্পণ করিবে [শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীং তর্পয়ামি] ॥ ৩৩—৩৪ ॥

হে দেবি! হে পরেশ্বরি! এই সময় কামেশ্বরী প্রভৃতি বিচিত্রা পর্যন্ত তিথিনিত্যা দেবীগণের প্রতিপৎ হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত তিথিরূপে পূজা করিবে। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর ক্রমে মহাত্রিকোণ চিন্তা করিয়া সেই তিন রেখা ক্রমে ক্রমে লিখিবে। তারপর সেই রেখাত্রয়ে পাঁচ পাঁচ তিথিনিত্যাকে ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। তার মধ্যে দক্ষিণ দিকের রেখায় অকার হইতে উকার পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণে পাঁচজন তিথিনিত্যার চিন্তা করিবে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

১। মহাত্র্যস্রপ্রদক্ষোত্তরং।

ততশ্চ পূর্বরেখায়ামূকারাদিকপঞ্চকম্[1]।
বিলিখ্যোত্তররেখায়াং শক্ত্যাদি[2] বিলিখেত্ততঃ ॥ ৩৮ ॥
অনুস্বারান্তমন্ত্রস্তু[3] বিসর্গে ষোড়শীং যজেৎ।
বামাবর্তেন দেবেশি নিত্যাঃ ষোড়শ কীর্তিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
প্রতিপত্তিথিমারভ্য পৌর্ণমাস্যন্তমদ্রিজে।
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যাং[4] মহাসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণপক্ষে মহেশানি পূজয়েত্তিথিমণ্ডলম্।
বিচিত্রাদ্যা বরারোহে যাবৎ কামেশ্বরী ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
পূজনীয়া বিলোমেন ভক্ত্যা তু পরমেশ্বরী।
কলাঃ ষোড়শ দেবেশি যস্তু চন্দ্রকলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৪২ ॥
স সৌভাগ্যং মহাদেবি[5] প্রাপ্নোতি গুরুশাসনাৎ।
কামেশ্বর্যাদিকা নিত্যাঃ পূজয়িত্বা ক্রমাত্ততঃ ॥ ৪৩ ॥
তিথিনিত্যাং ত্রিধা দেবি পূজয়েদ্ভাগ্যহেতবে।
পুনঃ শ্রীত্রিপুরানিত্যাং যজেৎ সৌভাগ্যহেতবে ॥ ৪৪ ॥

তারপর পূর্বরেখায় উকারাদি পাঁচটি বর্ণ লিখিয়া উত্তররেখায় শক্তি অর্থাৎ একার আদি পাঁচবর্ণ লিখিবে ॥ ৩৮ ॥

অনুস্বার পর্যন্ত ১৫টি মন্ত্রে ১৫ তিথিনিত্যার পূজা হইবে, বিসর্গে ষোড়শী তিথিনিত্যার পূজা করিবে। হে দেবেশি! বাম আবর্তে ১৬ জন নিত্যা কীর্তিত হইয়াছেন। [বামাবর্তে ক্রমে ক্রমে ইঁহাদের পূজা হইবে] ॥ ৩৯ ॥

প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এক এক জন নিত্যাকে পূজা করিবে। হে পর্বতনন্দিনি! এইরূপ পূজা করিলে মহাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥

হে মহেশ্বরি! কৃষ্ণপক্ষে তিথিসমূহকে পূজা করিবে। হে সুন্দরি! কৃষ্ণপক্ষে বিচিত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বিলোমভাবে কামেশ্বরী পর্যন্তকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে। হে দেবেশি! হে মহাদেবি! চন্দ্রের ষোল কলাই ক্রমে ক্রমে ষোলজন তিথিনিত্যা। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশে এই ষোড়শ চন্দ্রকলার পূজা করে, সে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। এই কামেশ্বরী প্রভৃতি নিত্যা-

---

১। ত্রবাঃ পৌর্বকর্ণাদিপঞ্চকম্। ২। শক্ত্যাদীন্ বিলিখেত্ততঃ। ৩। অনুস্বারান্তমাত্রান্তু। ৪। নিত্যং। ৫। মহদ্দেবি।

গণকে ক্রমে তিন ভাবে [তিন রেখায় তিন ক্রমে] ভাগ্যবৃদ্ধির জন্য পূজা করিবে। হে দেবি! পুনরায় সৌভাগ্যের নিমিত্ত শ্রীত্রিপুরাকে পূজা করিবে ॥ ৪০—৪৪ ॥

তিথিনিত্যাগণের পূজাবিধি যথা :—ত্রিকোণের দক্ষিণরেখায় প্রতিপদে অকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐং ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমঃ কামেশ্বরি ইচ্ছাকামফলপ্রদে সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বজগৎক্ষোভণকরি হুঁ হুঁ হুঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূঁং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং কামেশ্বরীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দ্বিতীয়াতিথিতে আকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং ঐ ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লূং জং ভেং ব্লূং ভোং ব্লূং হেং ব্লূং হেং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীং হর ব্লেং হ্রীঁ ভগমালিনীনিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

তৃতীয়তে ইকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা নিত্যক্লিন্নানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চতুর্থীতে ঈকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ওঁ ক্রোং ক্রোং ভ্রোং চ্রোং ছ্রোং জ্রোং ঝ্রোং স্বাহা ভেরুণ্ডানিত্য-কলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পঞ্চমীতে উকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ বহ্নিবাসিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ত্রিকোণের পূর্বরেখায়—ষষ্ঠীতে ঊকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং ওঁ হ্রীঁ ফ্রেং সঃ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। সপ্তমীতে ঋকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ শিবদূতীনিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অষ্টমীতে ৠকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৠং ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্ ত্বরিতানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

নবমীতে ঌকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঌং ঐং ক্লীং সৌঃ কুলসুন্দরীনিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দশমীতে ৡকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং ঐং ক্লীঁ সৌঃ হ্‌স্‌ক্‌ল্‌র্‌ ডৈং হ্‌স্‌ক্‌ল্‌র্‌ ডীং হ্‌স্‌ক্‌ল্‌র্‌ডৌং দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং নিত্যবিমলানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ত্রিকোণের উত্তর রেখায়—একাদশীতে একারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং ওঁ হ্রীঁ ফ্রেং ব্লূম্ [স্রূম্] আং হ্রীঁ ক্রোং নিত্যে মদদ্রবে হুঁ ক্রোং নীলপতাকিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং

পূজয়ামি নমঃ। **দ্বাদশীতে ঐকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ভ্ ম্ যেঁ্রা [ভ্ ম্ রোঁ] ল্ ব্ র্ য্ হোঁ নিত্যবিজয়ানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **ত্রয়োদশীতে ওকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং স্বোঁ সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ সর্বমঙ্গলানিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **চতুর্দ্দশীতে ঔকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবি জ্বালামালিনি দেবি সর্বভূতসংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হুঁ হুঁ হুঁ রং রং রং হুঁ ফট্ স্বাহা জ্বালামালিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **পূর্ণিমাতে অং [অনুস্বারে]**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং চং কৌং বিচিত্রানিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এর পর **বিসর্গ চন্দ্রের নিত্যকলায়**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ ঐং ক্লীঁ সৌঃ শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ইহা ত্রিকোণের মধ্যে পূজা হইবে)। কৃষ্ণপক্ষে **প্রতিপদে অং** [অনুস্বারে] **কারে** [ত্রিকোণের উত্তররেখায়]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং চং কৌং বিচিত্রানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **দ্বিতীয়াতে ঔকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি দেবি জ্বালামালিনি দেবি সর্বভূত-সংহারকারিকে জাতবেদসি জ্বলন্তি জ্বলন্তি জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হুঁ হুঁ হুঁ রং রং রং হুঁ ফট্ স্বাহা জ্বালামালিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **তৃতীয়াতে ওকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং স্বোং সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ সর্বমঙ্গলানিত্য-কলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **চতুর্থীতে ঐকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ভ্ ম্ যেঁ্রা [ভ্ ম্ রোঁ] ল্ ব্ র্ য্ হোঁ নিত্যবিজয়ানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **পঞ্চমীতে একারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং ওঁ হ্রীঁ ক্রেং ব্লূম্ [শ্লূম্] আং হ্রীঁ ক্রোং নিত্যে মদদ্রবে হুঁ ক্রোং নীলপতাকিনীনিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ত্রিকোণের পূর্বরেখায়—**ষষ্ঠীতে ৯কারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৯ং ঐং ক্লীঁ সৌঃ হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডৈং হ্ স্ ক্ ল্ র্ ডীং হ্ স্ ক্ ল্ র ডৌং দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূং সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং নিত্যবিমলানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **সপ্তমীতে ৯কারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৯ং ঐং ক্লীঁ সৌঃ কুলসুন্দরীনিত্য-কলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **অষ্টমীতে ঋৃকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋৃং ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রীঁ হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্ ত্বরিতানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **নবমীতে ঋকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং হ্রীঁ শিবদূত্যৈ নমঃ শিবদূতী-নিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **দশমীতে ঊকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং

গুরুপঙ্‌ক্তি-পূজাবিধিঃ

এতস্মিন্ সময়ে দেবি গুরূন্ সংপূজয়েদ্বুধঃ।
পুষ্পসংকোচযোগেন কথয়ামি তবানঘে ॥ ৪৫ ॥
রশ্মিবৃন্দং দলমিতং গুরবস্তু শতাধিকাঃ।
তস্মাৎ সংকোচয়েৎ পুষ্পমমিতাঃ সিদ্ধিহানিদাঃ ॥ ৭৬ ॥

ওঁ হ্রীঁ ক্লেং সঃ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা মহাবিদ্যেশ্বরীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ত্রিকোণের দক্ষিণরেখায়—**একাদশীতে উকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং হ্রীঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ বহ্নিবাসিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **দ্বাদশীতে ঈকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং ওঁ ক্রোং ক্রোং ভ্রোঁ চ্ম্রোং ছ্ম্রোং জ্ম্রোং ঝ্ম্রোং স্বাহা ভেরুণ্ডানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **ত্রয়োদশীতে ইকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং হ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা নিত্যক্লিন্নানিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

চতুর্দ্দশীতে আকারে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং ঐং ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহ্যে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় দ্রাবয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্ত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লূঁ জং ভেং ব্লূঁ ভোং ব্লূঁ হেং ব্লূঁ হেং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীঁ হর ব্লেং হ্রীঁ ভগমালিনীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। **অমাবস্যায় অকারে**—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং ঐং ক্লীঁ সৌঃ ওঁ নমঃ কামেশ্বরি ইচ্ছাকামফলপ্রদে সর্বসত্ত্ববশঙ্করি সর্বজগৎক্ষোভণকরি হুঁ হুঁ হুঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূঁ সঃ সৌঃ ক্লীঁ ঐং কামেশ্বরীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [ইতি তিথিনিত্যানাং পূজাবিধিঃ]।

হে নিষ্পাপে! এই সময় অর্থাৎ ত্রিপুরানিত্যার পূজা করিয়া বুধ [জ্ঞানী] ব্যক্তি গুরুগণের [গুরুপঙ্‌ক্তির] পূজা করিবেন। আমি তোমাকে পুষ্পের সংকোচযোগে গুরুপঙ্‌ক্তির কথা বলিতেছি অর্থাৎ গুরুপঙ্‌ক্তি অসংখ্য, তাঁহাদের সকলের পূজা করা সম্ভব নয়, এইজন্য প্রধান প্রধানদের পূজা করিতে হইবে। যেমন পুষ্পের দল বহু থাকিলেও পুষ্পকে সংকুচিত করিতে হয়, সেইরূপ গুরুপঙ্‌ক্তিদেরও সংকোচ করিয়া আমি বলিতেছি ॥ ৪৫ ॥

নষ্টসন্ততিবিজ্ঞয়া মিতাঃ সর্বসমৃদ্ধিদাঃ।
পুষ্পং সংকোচয়েন্নোচেদ্ দ্বাদশে নষ্টসন্ততিঃ ॥ ৪৭ ॥
সন্তত্যা নষ্টরূপঃ সন্ন ভবেদ্ দেবতাপ্রিয়ঃ।
অতএব ময়া সম্যক্ পুষ্পং সঙ্কুচিতং প্রিয়ে ॥ ৪৮ ॥
কামরাজাখ্যবিদ্যায়া গুরবস্তু সমৃদ্ধিদাঃ।
মধ্যপ্রাক্‌ত্র্যস্রমধ্যে হি গুরুপঙ্‌ক্তিং ত্রিধাঽর্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
পরাখ্যান্ পূজয়েদাদৌ পরাপরবিভক্তিকান্।
ততোঽপরাংস্ত্রিধা দেবি গুরূন্ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৫০ ॥
দিব্যৌঘে তু পরান্ বিদ্ধি সপ্তসংখ্যান্ বরাননে।
আনন্দনাথশব্দান্তা গুরবঃ পুরুষাঃ প্রিয়ে ॥ ৫১ ॥

সূর্যের রশ্মি বহু হইলেও তাহাকে বৃন্দ বা সজ্ঘরূপে সংকোচ করা হয়, পুষ্পের দলগুলিকে যেমন সংকুচিত করিয়া পরিমিত করা হয় সেইরূপ গুরুবৃন্দকে সংকুচিত করা হয়। অপরিমিত গুরু হইলে সিদ্ধির হানি হয় ॥ ৪৬ ॥

গুরুপরম্পরার ধারার মধ্যে কিছু সংখ্যক গুরুর সংকোচ করিয়া পরিমিত গুরুর অর্চনা করিলে তাহাতে সকল সমৃদ্ধি প্রদান করে; এইহেতু পুষ্পকে সংকুচিত করিবে অর্থাৎ পুষ্পতুল্য গুরুগণের সংকোচ করিবে [প্রসিদ্ধ গুরুগণের গ্রহণ করিবে]; নতুবা দ্বাদশ অর্থাৎ অসংখ্য গুরুর গ্রহণ করিলে পূজাদি সম্ভব হইবে না, তাহাতে গুরুর সন্ততি অর্থাৎ পরম্পরা নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৪৭ ॥

গুরুপরম্পরা নষ্ট হইলে যাহার [যে সাধকের] গুরুপরম্পরা নষ্ট হয়, সে দেবতার প্রিয় হইতে পারিবে না। অতএব হে প্রিয়ে! আমি সম্যগ্‌ভাবে পুষ্প অর্থাৎ গুরুপঙ্‌ক্তি সঙ্কুচিত করিয়াছি ॥৪৮॥

পূর্বে একাদশ পটলের শেষে (৯৮ পৃঃ) কামরাজকূট মন্ত্র ও দ্বাদশ পটলে (১০০ পৃঃ) লোপামুদ্রা মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কামরাজ বিত্থার অর্থাৎ কামরাজ মন্ত্রের গুরুগণ সমৃদ্ধিপ্রদ। চক্রের মধ্য, পূর্বভাগ ও ত্রিকোণে তিন প্রকারে অর্থাৎ চক্রের মধ্যে দিব্যৌঘ [পরে বলা হইতেছে] চক্রের পূর্বভাগে সিদ্ধৌঘ এবং চক্রমধ্যস্থ ত্রিকোণের মধ্যে মানবৌঘ গুরুগণের পূজা করিবে ॥ ৪৯ ॥

প্রথমে পর নামক গুরুগণের পূজা করিবে, তারপর পরাপর নামক গুরুগণের,

স্ত্রিয়ঃ পরাম্বাশব্দান্তা বিজ্ঞেয়া বীরবন্দিতে।
পরপ্রকাশো দেবেশি ততঃ পরশিবো মতঃ ॥ ৫২ ॥
পরাশক্তিস্তথা দেবি কৌলেশ্বর ইতি প্রিয়ে।
শুক্লা দেবি কামেশান-কামেশ্বর্যম্বিকা ক্রমাৎ ॥ ৫৩ ॥
মুনিসংখ্যাস্ত গুরবঃ পরাখ্যা দিব্যরূপিণঃ।
ভোগক্লিন্নস্ত সময়ো[1] বেদাখ্যঃ সহজস্তথা ॥ ৫৪ ॥
পরাপরাখ্যসিদ্ধৌঘে[2] মানবৌঘে শৃণু প্রিয়ে।
গগনো বিশ্ববিমলৌ মদনো ভুবনস্তথা ॥ ৫৫ ॥

তারপর অপর নামক গুরুগণের পূজা করিবে। হে দেবি! হে প্রিয়ে! এইভাবে তিনভাগে গুরুগণের পূজা করিবে ॥ ৫০ ॥

হে বরাননে! হে প্রিয়ে! সাতজন দিব্যৌঘ গুরুকে পর সংজ্ঞক বলিয়া জানিবে। পুরুষ গুরুর অন্তে আনন্দনাথ শব্দ প্রয়োগ করিবে ॥ ৫১ ॥

হে বীরবন্দিতে। হে দেবেশ্বরি! স্ত্রীগুরুর নামের অন্তে অম্বাশব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে। পরসংজ্ঞক দিব্যগুরু মুনিসংখ্যক অর্থাৎ সপ্তসংখ্যক যথা (১) পরপ্রকাশ, (২) পরশিব, (৩) পরাশক্তি, (৪) কৌলেশ্বর, (৫) শুক্লাদেবী, (৬) কামেশান, (৭) কামেশ্বরী। ইঁহাদের পূজা নিম্নলিখিতরূপে হইবে—(১) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পরপ্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (২) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (৩) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরাশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (৪) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কৌলেশ্বরানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (৫) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শুক্লাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (৬) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কামেশানানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (৭) ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কামেশ্বর্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

হে প্রিয়ে! (১) ভোগ, (২) ক্লিন্ন, (৩) সময়, (৪) বেদ, ও (৫) সহজ—ইঁহারা পরাপরাখ্য সিদ্ধৌঘ গুরু। ইঁহাদের পূজাবিধিও পূর্ববৎ, যথা :—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ভোগানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইরূপ ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লিন্নানন্দনাথ···ইত্যাদি। এই বার মানবৌঘ গুরুগণের বিষয় শ্রবণ কর। (১) গগন, (২) বিশ্ব, (৩) বিমল, (৪) মদন, (৫) ভুবন, (৬) লীলা,

---

(১) সময়ঃ সংজ্ঞো বেদসংখ্যকঃ। (২) সিদ্ধৌঘো মানবৌঘং।

লীলা[1]স্বাত্মপ্রিয়ঃ[2] পশ্চান্নামসংখ্যাস্তু মানবাঃ[3]।
অপরাঃ পরমেশানি নিয়তা অক্ষরা ইমে ॥ ৫৬ ॥
এতত্ত্রয়ং তু নিয়তং দেশিকানাং হিতায় চ।
ময়োদ্ধৃতং মহেশানি পুষ্পং সংকুচিতং প্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥
মানবৌঘান্তিকে পশ্চাৎ স্বগুরুত্রিতয়ং যজেৎ।
পরমেষ্ঠী গুরুঃ পশ্চাদ্ গুরুঃ পরমসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৮ ॥
স্বগুরুশ্চ মহেশানি পূজয়েত্তু গুরুত্রয়ম্।
অথবা মানবৌঘান্ত একং স্বগুরুমর্চয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

গুরুপূজাবিধিঃ

অয়ং প্রকারঃ কথিতঃ প্রকারান্তরমুচ্যতে।
বন্দ্যং সর্বপ্রকারাণাং মানবৌঘাষ্টকাদথ[4] ॥ ৬০ ॥

---

(৭) স্বাত্মন্, (৮) প্রিয়—এই ৮ সংখ্যক মানবৌঘ গুরু। ইঁহাদের পূজাও পূর্বোক্তরীতিতে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গগনানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি। হে পরমেশ্বরি! এই মানবৌঘ গুরুগণকে অপর বলা হয়। এইসকল গুরু নিয়ত অক্ষরযুক্ত নামবিশিষ্ট। হে মহেশ্বরি! হে প্রিয়ে! এই দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ গুরুত্রয় নিয়ত অর্থাৎ নির্দিষ্টসংখ্যাবিশিষ্ট। আচার্যগণের হিতের জন্য আমি ইঁহাদের নামের উল্লেখ করিলাম। আর আমি গুরুগণের সংখ্যার সংকোচ করিয়াছি, পুষ্পসংকোচসদৃশ। [ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে] ॥ ৫২—৫৭ ॥

হে মহেশ্বরি! মানবৌঘ গুরুপূজার শেষে নিজের তিন গুরুকে পূজা করিবে। প্রথমে পরমেষ্ঠী গুরু, পরে পরমগুরু, তার পর নিজগুরু এইভাবে গুরুত্রয়ের পূজা করিবে। যথা :—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেষ্ঠিগুরু [নামোল্লেখ] অমুকনন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি। অথবা মানবৌঘগুরুপূজার শেষে কেবল এক নিজগুরুর পূজা করিবে ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পূর্বোক্তরূপে গুরুপঙ্‌ক্তিপূজার প্রকার বলা হইল, এখন অন্যপ্রকার বলা হইতেছে। মানবৌঘ অষ্টসংখ্যক গুরুকে বন্দনা পূজা করিবে, তাঁহাদের পূজা

১। স্বাত্মা। ২। প্রিয়ঃ। ৩। মানবঃ। ৪। মানবৌঘাষ্টকাদিকম্।

গুরবো নবসংখ্যাকা ইহ যাবদ্ ভবন্তি হি।
নবচক্রেশ্বরী যস্মাত্তাবৎ পুষ্পং প্রকাশয়েৎ ॥ ৬১ ॥
মানবৌঘে যদা দেবি দশ সপ্ত ভবন্তি হি।
পশ্চাৎ সংকোচয়েৎ পুষ্পং নবমং শ্রীগুরুং যজেৎ ॥ ৬২ ॥
অজ্ঞাতগুরুশিষ্যাণাং কথয়ামি বরাননে।
গুরুভ্যো নম উচ্চার্য্য পাদুকাভ্যো নমো লিখেৎ ॥ ৬৩ ॥
গুর্বন্তে পরমান্তে চ১ গুরুভ্যো নম ইত্যপি।
এতেষাং পাদুকাস্তদ্বদাচার্যেভ্যো নমো বদেৎ ॥ ৬৪ ॥
আচার্যপাদুকাস্তদ্বৎ পূর্বসিদ্ধাস্তু পাদুকা।
সামান্যগুরুশিষ্যাণাং গুরুপঙ্ক্তিরিয়ং ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

করিবার পর যতক্ষণ নবসংখ্যক গুরু হন ততক্ষণ সেই নবসংখ্যক গুরুগণের পূজা করিবে অর্থাৎ দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ গুরুগণের পূজার পর নিজের গুরু, পরমগুরু ইত্যাদি গুরুর নয় সংখ্যক পর্যন্ত গুরুর পূজা করিবে, নয় সংখ্যার উপর যাহাতে না হয়। যেহেতু চক্রের ঈশ্বরী [দেবী বা ত্রিপুরা] নবচক্রেশ্বরী, এই জন্য নয় সংখ্যা পর্যন্ত পুষ্পকে অর্থাৎ গুরুগণকে প্রকাশ করিবে অর্থাৎ নয় জন গুরুর পূজা করিবে। হে দেবি! যখন মানবৌঘ গুরুগণে ১৭ সংখ্যা হইয়া যাইবে তখন পশ্চাৎ পুষ্প অর্থাৎ গুরুর সংকোচ করিবে, তখন অর্থাৎ সেই ১৭ সংখ্যক মানবৌঘ গুরুর পর নিজের গুরু যাহাতে নবম সংখ্যক হয় সেই ভাবে নিজগুরুকে পূজা করিবে [আর সংখ্যা বাড়াইবে না] ॥ ৬০—৬২ ॥

হে বরাননে! যে সকল সাধকের পূর্ব পূর্ব গুরু [গুরুর নাম] অজ্ঞাত সেইরূপ শিষ্যগণের যে ভাবে গুরুপূজা হইবে তাহা বলিতেছি। 'গুরুভ্যো নমঃ' ইহা উচ্চারণ করিয়া গুরুর অন্তে, "পাদুকাভ্যো নমঃ" বলিবে এবং পরমগুরুর অন্তেও 'পাদুকাভ্যো নমঃ' বলিবে এবং "গুরুভ্যো নমঃ' ও বলিবে এবং ইঁহাদের অর্থাৎ গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরুর পাদুকা এবং সেইরূপ "আচার্যেভ্যো নমঃ" ও আচার্যপাদুকাও পূর্বসিদ্ধবৎ বলিবে। ইহাই সামান্য গুরুশিষ্যের গুরুপঙ্ক্তি। পূজাবিধি যথা—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ

১। পরমেষ্ঠি[illegible] তথা।

গুরুপঙ্‌ক্তিং প্রপূজ্যাথ স্বয়ং শ্রীত্রিপুরা ভবেৎ।
গুরুপঙ্‌ক্তিবিহীনস্তু পুরুষঃ পঙ্‌ক্তিবর্জিতঃ ॥ ৬৬ ॥
সামান্যগুরুপঙ্‌ক্তিত্বান্ন[১] ভবেৎ পঙ্‌ক্তিবর্জিতঃ।
পুষ্পসংকোচমার্গোঽয়ং ময়া সিদ্ধঃ কৃতঃ প্রিয়ে ॥ ৬৭ ॥
কৃপয়া পরমেশানি সাধকানাং হিতায় চ।
কামরাজাখ্যগুরবঃ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে ক্রমাৎ ॥ ৬৮ ॥
লোপমুদ্রাখ্যবিদ্যায়া গুরূঞ্ শৃণু বরাননে।
পরমাদ্যশিবশ্চাদ্যা কামেশ্বর্যম্বিকা তথা ॥ ৬৯ ॥
দিব্যৌঘশ্চ মহৌঘশ্চ সর্বানন্দস্ততঃ পরম্।
প্রজ্ঞাদেব্যম্বিকা পশ্চাৎ প্রকাশঃ সপ্তমো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
দিব্যাঃ পরাখ্যগুরবো লোপমুদ্রাপ্রভাময়াঃ।
দিব্যশ্চিত্রশ্চ কৈবল্যদেব্যম্বা চ মহোদয়ঃ ॥ ৭১ ॥

পরাপরগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমেষ্ঠিগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আচার্যেভ্যো নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আচার্যপাদুকাভ্যো নমঃ॥" গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিয়া সাধক স্বয়ং শ্রীত্রিপুরা হইয়া যান। যে মানুষ গুরুপঙ্‌ক্তিবিহীন অর্থাৎ গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করে না, যে সাধকপঙ্‌ক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। সামান্য গুরুপঙ্‌ক্তির যেভাবে পূজা বলা হইল সেইরূপ পূজা করিলেও পঙ্‌ক্তিবর্জিত হয় না। হে প্রিয়ে! আমি এই পুষ্পসংকোচ [গুরুসংকোচ] মার্গ সিদ্ধ করিয়াছি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

হে পরমেশ্বরি! সাধকগণের হিতের জন্য আমি কৃপাপূর্বক শ্রীবিদ্যাবিষয়ে কামরাজ মন্ত্রের গুরুগণের কথা ক্রমে ক্রমে বলিলাম ॥ ৬৮ ॥

হে বরাননে! এখন লোপমুদ্রা বিদ্যার অর্থাৎ মন্ত্রের গুরুগণের ক্রম শ্রবণ কর। প্রথম পরমাদ্য শিব, দ্বিতীয় আদ্যা কামেশ্বরী অম্বিকা, তৃতীয় দিব্যৌঘ, চতুর্থ মহৌঘ, পঞ্চম সর্বানন্দ, ষষ্ঠ প্রজ্ঞাদেবী অম্বিকা, সপ্তম প্রকাশ। ইহারা পর নামক লোপমুদ্রাদীপ্তিময় দিব্যৌঘ গুরু। হে প্রিয়ে! পরাপর নামক সিদ্ধৌঘ গুরু হইতেছেন—(১) দিব্য, (২) চিত্র, (৩) কৈবল্য, (৪) দেব্যম্বা। এখন মানবৌঘ গুরুগণের কথা শ্রবণ কর। (১) বিদ্যা, (২) শক্তি, (৩) বিশ্ব,

---

১। সামান্য গুরুপঙ্‌ক্ত্যা তু।

সিদ্ধাঃ পরাপরা জ্ঞেয়া মানবৌঘং শৃণু প্রিয়ে।
বিদ্যা শক্তিশ্চ বিশ্বশ্চ চতুর্থঃ কোমলো ভবেৎ ॥ ৭২ ॥
পঞ্চমস্তু পরানন্দো মনোহর ইতি প্রিয়ে।
স্বাত্মানন্দঃ সপ্তমস্তু প্রতিভোঽষ্টম উচ্যতে ॥ ৭৩ ॥
অপরাখ্যা ইমে দেবি গুরবঃ পরিকীর্তিতাঃ।
পূর্ববদ্‌যোজয়েৎ পশ্চাদষ্টানন্তরমেব চ ॥ ৭৪ ॥
ত্রয়ং বা স্বগুরুং বাপি নবান্তং বাজলোচনে।
দক্ষিণামূর্তিশিষ্যাণাং গুরুক্রম উদাহৃতঃ ॥ ৭৫ ॥

---

(৪) চতুর্থ হইতেছেন কোমল, (৫) পঞ্চম পরানন্দ, (৬) মনোহর, (৭) সপ্তম স্বাত্মানন্দ, (৮) অষ্টম প্রতিভ। হে দেবি! ইঁহারা অপর নামক মানবৌঘ গুরু বলিয়া কীর্তিত হন। পূর্বের [কামরাজগুরুর মত] মত এই আটজনের পর তিনজন গুরু [পরাপর, পরম, নিজ গুরু]. অথবা নিজের গুরুর পূজা করিলেও চলিবে। হে পদ্মনেত্রে! এইভাবে আমি দক্ষিণামূর্তির শিষ্যগণের গুরুর ক্রম বলিলাম ॥ ৬৮—৭৫ ॥

[এখানে লোপমুদ্রামন্ত্রের গুরুগণের পূজা নিম্নোক্তরূপে বুঝিতে হইবে]—দিব্যৌঘ গুরুপূজা—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাত্মশিবানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আদ্যাকামেশ্বর্যম্বিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দিব্যৌঘানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মহৌঘানন্দনাথ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রজ্ঞাদেব্যম্বিকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকাশানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [সিদ্ধৌঘগুরুপূজা]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দিব্যানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চিত্রানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কৈবল্যানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [মানবৌঘগুরু পূজা]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বিদ্যাদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শক্তিদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বিশ্বানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কোমলানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মনোহরানন্দনাথ-

আম্নায়দেবতাপূজা

সম্প্রদায়া অনেকে চ জ্ঞাতব্যাঃ স্বগুরুক্রমাৎ।
সম্প্রদায়বিহীনস্তু ন দদ্যাৎ পঙ্‌ক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৭৬ ॥
সাধারণাস্তু গুরবঃ সর্বভেদেষু বৈ সমাঃ।
গুরুক্রমং প্রপূজ্যাথ যজেদাম্নায়দেবতাঃ ॥ ৭৭ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনে দেবি সর্বাশাপরিপূরকে।
সর্বসংক্ষোভণে চক্রে পূর্বাম্নায়ং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
সর্বসৌভাগ্যদে চক্রে তথা সর্বার্থসাধকে।
সর্বরক্ষাকরে চক্রে দক্ষাম্নায়ং প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৯ ॥
মধ্যচক্রত্রয়ে দেবি পশ্চিমাম্নায়মর্চয়েৎ।
নবচক্রেষু দেবেশি কৌবেরাম্নায়মর্চয়েৎ ॥ ৮০ ॥
বৈন্দবে পরমেশানি মধ্যসিংহাসনং যজেৎ।
অনেনৈব প্রকারেণ পূজয়েৎ পঞ্চ পঙ্‌ক্তিকাঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ স্বাত্মানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রতিভানন্দনাথশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। [পরাপর পরম স্বগুরু পূজা]—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপরগুরুশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৭৫ ॥

নিজগুরু ক্রমে [নিজের গুরু তাঁর গুরু ইত্যাদি রূপে] অনেক সম্প্রদায় [গুরুশিষ্যক্রম] জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি গুরু সম্প্রদায় শূন্য তাহাকে উত্তম পঙ্‌ক্তি [চক্রমধ্যে অবস্থান] দিবে না ॥ ৭৬ ॥

সাধারণ গুরুগণ সকল সম্প্রদায়ে তুল্য। গুরুপঙ্‌ক্তির পূজা করিয়া অনন্তর আম্নায় [তন্ত্রশাস্ত্র] দেবতাগণের পূজা করিবে ॥ ৭৭ ॥

হে দেবি! ত্রৈলোক্যের মোহনকারক, সকল আশার পরিপূরক, সকল সংক্ষোভকারক চক্রে পূর্বাম্নায় অর্থাৎ পূর্বাম্নায় দেবতার পূজা করিবে ॥ ৭৮ ॥

সকল সৌভাগ্যদায়ক, সকল পদার্থের সাধক, সকল বিষয়ে রক্ষাকারক চক্রে দক্ষিণআম্নায়ের দেবতার পূজা করিবে ॥

হে দেবি। মধ্যের তিনটিচক্রে পশ্চিম আম্নায়ের দেবতার পূজা করিবে। হে দেবেশি! নয়টি চক্রে উত্তরাম্নায়ের দেবতার পূজা করিবে ॥৮০॥

শ্রীবিদ্যা চ পরং জ্যোতিঃ পরা নিষ্কলশাম্ভবী।
অজয়া মাতৃকা চেতি পঞ্চ কোশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৮২ ॥
শ্রীবিদ্যা চ তথা লক্ষ্মীর্মহালক্ষ্মীস্তথৈব চ।
ত্রিশক্তিঃ সর্বসাম্রাজ্যা পঞ্চ লক্ষ্ম্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৮৩॥
শ্রীবিদ্যা[1] ত্বরিতা চৈব পারিজাতেশ্বরী তথা।
ত্রিপুটা পঞ্চবাণেশী[2] পঞ্চ কল্পলতাঃ স্মৃতাঃ ॥৮৪॥

হে পরমেশ্বরি! বিন্দুকোণে অর্থাৎ মধ্যস্থিত বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণে মধ্যসিংহাসনের পূজা করিবে। এই ভাবে পঞ্চ পঙ্ক্তিকা অর্থাৎ পাঁচটি সঙ্ঘবিশিষ্টের [পূর্বসংঘ, দক্ষিণসংঘ, পশ্চিমসংঘ, উত্তরসংঘ, মধ্যসংঘ] পূজা করিবে ॥৮১॥

আম্নায়ের দেবতাদের নাম জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে উল্লিখিত নাই, এই জন্য উহা তন্ত্রসার হইতে উদ্ধৃত হইল—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হস্‌রীং স হ্রীঁ শ্রীঁ কলহ্রীঁ পূর্বাম্নায়-উন্মনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" ইতি পূর্বাম্নায়ে। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লিন্নে ক্লীঁ মদদ্রবে কুলে হেসৌঃ দক্ষিণাম্নায়ভোগিনীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" ইতি দক্ষিণাম্নায়ে। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হসখ ফ্রেং হেসৌঃ ভগবত্যম্ব হ স খ ফ্রেং কুব্জিকে হ্স্রাং হ্স্রীং হ্স্রূং অঘোরে ঘোরে ঘোরমুখি চব্রাং চব্রীং চব্রূং কিলি কিলি চব্রাং চব্রীং চব্রূং কিলি কিলি হ্স্রাং হ্স্রীং হ্স্রূং অঘোরে ঘোরে ঘোরমুখি হ স খ ফ্রেং কুব্জিকে হেসৌঃ ভগবত্যম্ব হ স খ ফ্রেং পশ্চিমাম্নায়কুব্জিকাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" ইতি পশ্চিমাম্নায়ে। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হ স খ ফ্রেং মহাচণ্ডযোগেশ্বরি উত্তরাম্নায়কালিকাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ইতি উত্তরাম্নায়ে। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হসৈং হস কল রীং হসৌঃ ঊর্ধ্বাম্নায়সকলসিদ্ধিদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ইতি বৈন্দবে।

শ্রীবিদ্যা, পরজ্যোতিঃ, পরা নিষ্কলশাম্ভবী, অজয়া ও মাতৃকা এই পাঁচটি কোশ বলিয়া কীর্তিত হয় ॥৮২॥

শ্রীবিদ্যা, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, ত্রিশক্তি ও সর্বসাম্রাজ্যা—ইঁহারা পঞ্চ লক্ষ্মী নামে কীর্তিত হন ॥৮৩॥

শ্রীবিদ্যা, ত্বরিতা, পারিজাতেশ্বরী, ত্রিপুটা ও পঞ্চবাণেশ্বরী—ইঁহারা পঞ্চ কল্পলতা বলিয়া স্মৃত হন ॥৮৪॥

১। পারিজাতেশী পঞ্চবাণেশ্বরী তথা। ২। পঞ্চকামেশী।

শ্রীবিদ্যামূলপীঠেশী[১] সুধা শ্রীরমৃতেশ্বরী ।
অন্নপূর্ণেতি বিখ্যাতাঃ পঞ্চৈতাঃ কামধেনবঃ ॥৮৫॥
শ্রীবিদ্যা সিদ্ধলক্ষ্মীশ্চ[২] মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ।
বারাহীতি চ সংপ্রোক্তা পঞ্চরত্নাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৮৬॥*
মূলবিদ্যা মহেশানি শ্রীবিদ্যা পরিকীর্তিতা ।
বারুণান্তং বহ্নিসংস্থং বিন্দুনাদ-সমন্বিতম্ ॥৮৭॥
বামনেত্রসমাযুক্তং লক্ষ্মীবীজমুদাহৃতম্ ।
শ্রীবীজং তু পরাবীজং লক্ষ্মীবীজমুদাহৃতম্ ॥৮৮॥
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য হ্রীমাত্মকং সমুচ্চরেৎ ।
শ্রীপুটা চান্থ কমলে কমলায়ে প্রসীদতু ॥৮৯॥
লায়ে মধ্যগতাং ভূমিং রুদ্রস্থানে নিযোজয়েৎ ।
প্রসীদযুগলং দত্ত্বাচ্ছ্রীবীজং ভুবনেশ্বরীম্ ॥৯০॥

নানাবীজমন্ত্রাঃ

শ্রিয়া বীজং ততো দত্ত্বা মহালক্ষ্মী চ হৃন্মনুঃ ।
সপ্তবিংশতিবর্ণাত্মা মহালক্ষ্মীমনুর্মতঃ ॥৯১॥

শ্রীবিদ্যা, মূলপীঠেশী, সুধাশ্রী, অমৃতেশ্বরী এবং অন্নপূর্ণা—ইঁহারা পঞ্চ কামধেনু নামে খ্যাত ॥৮৫॥

শ্রীবিদ্যা, সিদ্ধলক্ষ্মী, মাতঙ্গী, ভুবনেশ্বরী, এবং বারাহী—ইঁহারা পঞ্চ রত্ন বলিয়া কীর্তিত ॥৮৬॥

হে মহেশ্বরি ! মূলবিদ্যা শ্রীবিদ্যা নামেই পরিকীর্তিত। বরুণ হইতেছে 'ব্' তাহার অন্ত 'শ্' উহা বহ্নিঅর্থাৎ র্কারযুক্ত, বিন্দু [॰] ও নাদ [ঁ] যুক্ত, বামনেত্র অর্থাৎ 'ঈ' যুক্ত হইলে উহা অর্থাৎ "শ্রীঁ" লক্ষ্মীবীজ বলিয়া কথিত হয়। শ্রীবীজ যাহা শ্রেষ্ঠবীজ তাহাও অর্থাৎ "শ্রীঁ" লক্ষ্মীবীজ নামে খ্যাত ॥৮৭—৮৮॥

প্রথমে প্রণব [ওঁ] উচ্চারণ করিয়া "হ্রীঁ" উচ্চারণ করিবে। শ্রীপুটিত 'কমলে কমলায়ে প্রসীদতু লায়ে' বলিয়া মধ্যগতা ভূমি রুদ্রস্থানে নিযুক্ত করিবে। প্রসীদ-যুগল অর্থাৎ প্রসীদ প্রসীদ বলিবে, তারপর শ্রীবীজ [শ্রীঁ], ভুবনেশ্বরী [হ্রীঁ] বলিবে ॥৮৯—৯০॥

১। শ্রীবিদ্যামৃতপীঠেশী। ২। শ্রীবিদ্যা চান্নপূর্ণা চ।

* এই তারকা চিহ্ন হইতে কতকগুলি শ্লোক সকল পুস্তকে নাই।

শ্রীবীজং চ পরাবীজং কামরাজং সমালিখেৎ ।
ইয়ং ত্রিশক্তির্দেবেশি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥২২॥
চন্দ্রেণ মাদনং লক্ষ্মীর্দেবী দীর্ঘাক্ষিমণ্ডিতা ।
বিষ্ণুক্রূরেশ্বরীযুক্তা* রিত্যয়ং বৈষ্ণবীযুতা ২৩॥
শ্রীবীজসংপুটং কুর্যাৎ সর্বশাস্ত্রপ্রদায়িনী ।
প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য পরাহংসং সমুদ্ধরেৎ ॥২৪॥
ততঃ সোঽহং শিরো দেবি বস্বর্ণোঽয়মীরিতঃ ।
বেদাদিকেবলা দেবী পরা নিষ্কলশাম্ভবী ॥২৫॥
হংসো জপার্ণবস্তত্র মাতৃকেতি প্রকীর্তিতা ।
প্রণবং ভুবনেশানি বিয়চ্চন্দ্রাগ্নিবায়বম্ ॥২৬॥
ভুবনেশী ধ্রুবং চৈব সরস্বত্যৈ নমো লিখেৎ ।
ইয়ং তু পারিজাতেশী পারিজাতরতোপমা ॥২৭॥

তারপর শ্রীদেবতার বীজ দিবে [বলিবে], মহালক্ষ্মী বলিবে এবং হৃৎমন্ত্র অর্থাৎ 'নমঃ' বলিবে। এই সাতাইশ অক্ষরের মন্ত্র মহালক্ষ্মী মন্ত্র হয়। সুতরাং মহালক্ষ্মীর মন্ত্র হইতেছে—"ওঁ হ্রীঁ শ্রীকমলে কমলায়ে প্রসীদতু লায়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ নমঃ।" ॥২১॥

হে দেবেশি! শ্রীবীজ—[শ্রীঁ], পরা বীজ [হ্রীঁ] কামরাজ [কঁং হ স হ] লিখিবে। এই ত্রিশক্তি অর্থাৎ "শ্রীঁ হ্রীঁ কঁং হ স হ" তিনলোকে দুর্লভ ॥২২॥

চন্দ্র অর্থাৎ 'স' এর সহিত মাদন [ক] দীর্ঘাক্ষী অর্থাৎ দীর্ঘ ঈ যুক্ত লক্ষ্মী অর্থাৎ 'লীঁ' বিষ্ণু [অ], ক্রূরেশ্বরী [ক্রোং] যুক্ত, অর্থাৎ "স ক লীঁ অং ক্রোং" এই মন্ত্র বৈষ্ণবী মন্ত্র, ইহাকে শ্রীবীজ দ্বারা পুটিত করিবে। সুতরাং সম্পূর্ণ মন্ত্র হইল- "শ্রীঁ স ক লীঁ অং ক্রোং শ্রীঁ"। ইহা সকলশাস্ত্রজ্ঞান প্রদান করে ॥২৩½॥

প্রথমে প্রণব [ওঁ] উচ্চারণ করিয়া পরা [হ্রীঁ] 'হংসঃ' বলিবে, তারপর "সোঽহং" বলিয়া শিরঃ অর্থাৎ "অস্মি" বলিবে। হে দেবি! এই মন্ত্র আট অক্ষরের। মন্ত্র যথা :—"ওঁ হ্রীঁ হংসঃ সোঽহমস্মি।" বেদ প্রভৃতি কেবল দেবীর প্রতিপাদক। কিন্তু নিষ্কল শাম্ভবী অর্থাৎ "হংসঃ সোঽহম্" মন্ত্র কলাশূন্য শাম্ভবী বিদ্যা ॥২৩½ – ২৫॥

---

* আনন্দাশ্রমমুদ্রিত পুস্তকে 'রিত্যয়ং' এইরূপ পাঠ আছে, কিন্তু উহা অসংলগ্ন। মনে হয় এখানে 'নিত্যেয়ং' এইরূপ পাঠ হবে।

কাণ্ডবাণেশ্বরী বিদ্যা প্রসঙ্গাৎ কথিতা ময়া।
ত্রিবীজং চ পরা বীজং সকামা ত্রিপুটোদিতা ॥৯৮॥
পঞ্চকামেশ্বরী বিদ্যা বালান্যাসে সমীরিতা।
বাগ্ভবং বামনেত্রং চ ধ্রুবান্তং বিন্দুসংযুতম্ ॥৯৯॥
মূলপীঠেশ্বরী বিদ্যা সুগুপ্তা কথিতা ময়া।
পরাবীজং তু শ্রীবীজং বালায়ামাদ্যমক্ষরম্ ॥১০০॥
রাজ্যদে রাজলক্ষ্মীতি চন্দ্রঃ সর্গবিভূষিতঃ।
বিলোমন্যাদি বীজানি সুধা শ্রীশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥১০১॥
বাগ্ভবং ভুবনেশানি শ্রীবীজং তদনন্তরম্।
বিয়ত্তদাদি খ ফলেমিত্যবর্ণং সমালিখেৎ ॥১০২॥

তার মধ্যে অর্থাৎ উক্ত শাম্ভবীর মধ্যে "হংসঃ" বর্ণের জপ মাতৃকা বলিয়া কীর্তিত হয়। হে ভুবনেশ্বরি! প্রণব [ওঁ] বিয়ৎ [হ্] চন্দ্র [স] অগ্নি [র্] বায়ু [য] ভুবনেশী [হ্রীঁ] ধ্রুব [হে্সৌঃ] 'সরস্বত্যৈ নমঃ' লিখিবে। অর্থাৎ "ওঁ হ্ স্ র্ য্ হ্রীঁ হেসৌঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।" এই বিদ্যা বা মন্ত্র পারিজাতেশ্বরী বা পরিজাত সরস্বতী বিদ্যা বলিয়া কীর্তিত হয়, ইহা পারিজাতে রতা সদৃশ ॥৯৬—৯৭॥

ইহাকে কাণ্ডবাণেশ্বরী বিদ্যাও বলে। আমি প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলিলাম। ত্রিবীজ অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌ" এই তিন বীজ পরা [সর্বশ্রেষ্ঠা], এই ত্রিপুটা কথিত অর্থাৎ উক্ত ত্রিবীজযুক্ত বিদ্যা সকামা [কামনাপূরণকারিণী] ॥৯৮॥

ত্রিপুরাবালার ন্যাসে পঞ্চকামেশ্বরী বিদ্যা [হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং ব্লুং স্ত্রীং] বলা হয়েছে। বাগ্ভব [ঐং] বামনেত্র [ঈং] ধ্রুবান্ত অর্থাৎ ধ্রুবে [হে্সৌঃ] অন্তে বিন্দু [৺] সংযুক্ত অর্থাৎ "ঐং ঈং হে্সৌঁ" ইহা মূলপীঠের ঈশ্বরী [ত্রিপুরা দেবীর] বিদ্যা উত্তমরূপে গুপ্ত। আমি ইহা বলিলাম। পরাবীজ [হ্রীঁ] শ্রীবীজ [শ্রীঁ], বালার প্রথম অক্ষর অর্থাৎ 'ঐং' তারপর 'রাজ্যদে রাজ্যলক্ষ্মি" বলিবে, তারপর বিসর্গ যুক্ত চন্দ্র অর্থাৎ 'সঃ" বলিবে। ইহাকে বিলোমে অর্থাৎ বিপরীত ভাবে উচ্চারণ করিলে সুধাশ্রী বিদ্যা কীর্তিত হয়। যথা :—"সঃ রাজ্যদে রাজ্যলক্ষ্মি ঐং শ্রীঁ হ্রীঁ" ইহা সুধাশ্রীমন্ত্র ॥৯৯—১০১॥

হে ভুবনেশ্বরি! বাগ্ভব [ঐং] তারপর শ্রীবীজ [শ্রীঁ] তারপর বিয়ৎ [হ্] তাহার পর 'খফলেং' অবর্ণ [অং] লিখিবে। বিয়ৎ [হ্] সেই বিয়ৎ আদি

বিয়ত্তদাদিকং তং চ ক্রানিত্যেব মন্থর্মতঃ।
চবর্গতৃতীয়ং তুর্যং মায়ারেফেন্দুসংযুতম্ ॥১০৩॥
মহাচণ্ডং সমুদ্ধৃত্য সংকর্ষণীতি সংলিখেৎ।
কালমহান ইত্যুক্ত্বা বিয়দিন্দুসমন্বিতঃ ॥১০৪॥
মায়াবীজং তু সিদ্ধলক্ষ্মা মহামন্থঃ।
অন্নপূর্ণা চ দেবেশি উত্তরাম্নায়কীর্তিতা ॥১০৫॥
মাতঙ্গিন্যেতি চাংশং বাঙ্মায়াশ্রীসংপুটং লিখেৎ।
ইয়ং মাতঙ্গিনী বিদ্যা দ্বাদশার্ণা প্রকীর্তিতা ॥১০৬॥

মহাবিদ্যা

বিয়দগ্নিসমাযুক্তা বামনেত্রবিভূষিতা।
ভুবনেশী মহেশানি দুর্লভা ভুবনত্রয়ে॥ ১০৭॥
বাগ্ভবং পূর্বমুদ্ধৃত্য সম্বুদ্ধ্যা ভগবত্যপি।
বার্তালী দ্বে চ বারাহী যুগ্মবারাহমুখ্যপি ॥ ১০৮ ॥
অন্ধে অন্ধিন্যৈ নত্যন্তং রুন্ধিনী তৎপরঃ পরম্।
জম্ভে জম্ভিন্যৈ নত্যন্তং মোহে মোহিন্যৈ যুতং নমঃ॥ ১০৯ ॥

[স] ক্রান্ এইরূপ লিখিবে। অর্থাৎ—"ঐং শ্রীঁ হ্ স্ খ ফলে অং হ খ ক্রান্" ইহাও একটি সুধাশ্রীমন্ত্র। চবর্গের তৃতীয় [জ], তুর্য অর্থাৎ চতুর্থ [ঝ], মায়া [ঈ], রেফ ও চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত করিয়া "মহাচণ্ডং" বলিয়া 'সংকর্ষণী' ইহা লিখিবে। "কালমহান" ইহা বলিয়া চন্দ্র সমন্বিত বিয়ৎ অর্থাৎ হঁ, তারপর মায়াবীজ [হ্রীঁ] বলিবে, ইহা সিদ্ধ লক্ষ্মীর মন্ত্র হয়। যথাঃ—"জ্রীং ঝ্রীং মহাচণ্ডং সংকর্ষণী কালমহান হং হ্রীঁ" ইহা সিদ্ধ লক্ষ্মীর মন্ত্র। হে দেবেশ্বরি! উত্তরাম্নায়কথিতা "অন্নপূর্ণা" 'মাতঙ্গিণ্যেতি" এই অংশ এবং বাক্ [ঐং] মায়া [হ্রীঁ] শ্রীযুক্ত বলিবে অর্থাৎ "অন্নপূর্ণা শ্রীমাতঙ্গিন্যেতি ঐং হ্রীঁ" দ্বাদশ অক্ষর যুক্ত মাতঙ্গিনী মন্ত্র বলা হইল ॥১০২—১০৬॥

হে মহেশ্বরি! বিয়ৎ [হ] অগ্নি [র] যুক্ত এবং বামনেত্র [ঈ] দ্বারা বিভূষিত [অর্থাৎ নাদবিন্দুযুক্ত বুঝিতে হইবে] ভুবনেশী অর্থাৎ "হ্রীঁ" মন্ত্র ত্রিভুবনে দুর্লভ॥ ০৭॥

প্রথমে বাগ্ভব [ঐং] উচ্চারণ করিয়া সম্বোধনে "ভগবতি" শব্দ উল্লেখ করিতে হইবে। তারপর দুইবার "বার্তালি" এবং "বারাহি" বলিয়া

স্তম্ভে স্তম্ভিন্যৈ হৃদ্‌যুক্তমমুকং স্তম্ভনদ্বয়ে।
সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্বমুচ্চরেৎ ॥ ১১০ ॥
জিহ্বাস্তম্ভং কুরুদ্বন্দ্বং শীঘ্রবশ্যং কুরুদ্বয়ম্।
বাগ্‌দ্যুটচ ত্রয়ং বাচ মন্ত্রপাবকবল্লভা ॥ ১১১ ॥
মহাবিদ্যেয়মাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।

শ্রীদেব্যুবাচ

মন্ত্রাস্ত কথিতা দেব সর্বতন্ত্রেষু গোপিতাঃ ॥ ১১২ ॥
তানারাধ্য কথং লোকা জায়ন্তে ভুবি দুর্লভাঃ।
এতৎ সর্বং মহাদেব কথয় ত্বং সবিস্তরম্ ॥ ১১৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ভদ্রে লোকানাং হিতকাম্যয়া।
অবিজ্ঞাতমতত্তত্ত্বং ভজনা দুঃসুতা যথা ॥ ১১৪ ॥

"বারাহমুখি" দুইবার বলিতে হইবে। তারপর "অন্ধে অন্ধিন্যৈ" বলিয়া শেষে "নমঃ" বলিবে। তারপর 'রুন্ধিনী" বলিবে। তারপর "জম্ভে জম্ভিন্যৈ নমঃ" তারপর "মোহে মোহিন্যৈ নমঃ" বলিবে। তারপর "স্তম্ভে স্তম্ভিন্যৈ নমঃ" বলিয়া "অমুকং" [যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে তাহার নাম] "স্তম্ভয় স্তম্ভয়" এইরূপ দুইবার বলিতে হইবে। তারপর "সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্বম্" বলিবে। তারপর "জিহ্বাস্তম্ভং কুরু কুরু" বলিবে, "শীঘ্রবশ্যং কুরু কুরু" বলিবে। বাকের "বাগ্‌দ্যুটচ" তিনবার বলিবে। এই বিদ্যা [মন্ত্র] অতিশয় পবিত্রকারক। ইহা মহাবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। ইহা সমস্ত তন্ত্রে গুপ্ত করা হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রটি এইরূপ হইবে, যথা :—"ঐং ভগবতি বার্তালি বার্তালি বারাহি বারাহমুখি বারাহমুখি অন্ধে অন্ধিন্যৈ নমঃ রুন্ধিনী জম্ভে জম্ভিন্যৈ নমঃ মোহে মোহিন্যৈ নমঃ স্তম্ভে স্তম্ভিন্যৈ নমঃ অমুকং স্তম্ভয় স্তম্ভয় সর্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্বেষাং সর্বং জিহ্বাস্তম্ভং কুরু কুরু শীঘ্রবশ্যং কুরু কুরু বাগ্‌দ্যুটচ বাগ্‌দ্যুটচ বাগ্‌দ্যুটচ ॥" শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন—হে দেব! সমস্ততন্ত্রে গুপ্তমন্ত্র আপনি বলিয়াছেন। লোকে সেই মন্ত্রের আরাধনা করিয়া কিরূপে পৃথিবীতে দুর্লভ জন্ম লাভ করে। হে মহাদেব! এই সমস্ত আপনি বিস্তৃত-ভাবে বলুন ॥১০৭—১১৩॥

কথ্যতেঽত্র তথা দেবি সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
মন্ত্রাবিশোধনং কুর্যান্মন্ত্রাণাং চ বিশুদ্ধয়ে॥ ১১৫॥
চতুরস্রভুবং ভিত্বা কৃত্বা রেখাত্রয়ং ত্রয়ম্।
বৃতঃ ষোড়শকে চৈব ততো বর্ণান্ সমালিখেৎ॥ ১১৬॥
ইন্দ্রাগ্নিরুদ্রনবনেত্রযুগেন দিক্ষু,
ক্রত্বষ্টষোড়শচতুর্দশভৌক্তিকেষু।
পাতালপঞ্চদশবহ্নিহিমাংশুকোষ্ঠে,
বর্ণাল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্॥ ১১৭॥
মন্ত্রাভসাধকানাং তু নামার্ণঃ পততি ধ্রুবম্।
সিদ্ধিস্থাবর্ণবিজ্ঞেয়ং দ্বিতীয়ং সাধ্যনামকম্॥ ১১৮॥
সুসিদ্ধং তু তৃতীয়ং স্যাচ্চতুর্থমরিসংজ্ঞকম্।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যঃ সিধ্যতি বা ন বা॥ ১১৯॥

হে ভদ্রে [মঙ্গল্যে]! তুমি লোকসকলের হিতকামনায় উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যেমন দুষ্টা কন্যা দুঃখপ্রদা হয় সেরূপ তত্ত্ব না জানিয়া ভজন করিলে সেই ভজন দুঃখপ্রদ হয়॥ ১১৪॥

হে দেবি! সমস্ত তন্ত্রে যাহা গুপ্ত আছে, তাহা আমি বলিতেছি। মন্ত্রসমূহের বিশুদ্ধির জন্য সম্যক্ প্রকারে মন্ত্রের বিশোধন করিবে॥ ১১৫॥

সমচতুষ্কোণ মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে তিনটি রেখা করিয়া ১৬টি কোষ্ঠায় বিভক্ত হইলে, তারপর বর্ণসকল লিখিবে॥ ১১৬॥

ইন্দ্র [১২], অগ্নি [৩], রুদ্র [১১], নব [৯], নেত্র [২], যুগ [৪], দিক্ [১০], ক্রতু [৫], অষ্ট [৮], ষোড়শ [১৬], চতুর্দশ [১৪], ভৌক্তিক [১৩], পাতাল [৭], পঞ্চদশ (১৫), বহ্নি [৬], হিমাংশু [১], সংখ্যক কোষ্ঠায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ ক্রমে লিপি উৎপন্ন বর্ণসকল লিখিবে॥ ১১৭॥

নিম্নে চক্র দেওয়া হইল, মন্ত্রের আদি অক্ষর ও সাধকের নামের আদি অক্ষর নিশ্চয়ই পতিত হইবে। ১ম কোষ্ঠায় মন্ত্রাক্ষর ও সাধকের নামের অক্ষর পড়িলে সেই মন্ত্র সিদ্ধিস্থ হয়। ২য় কোষ্ঠায় সাধ্যনামক হয়। তৃতীয় কোষ্ঠায় সুসিদ্ধ হয়, চতুর্থ কোষ্ঠায় অরিসংজ্ঞক হয়। সিদ্ধ নামকমন্ত্র কালে সিদ্ধ হয়। সাধ্য মন্ত্র সিদ্ধ হইতেও পারে নাও হইতে পারে। সুসিদ্ধ মন্ত্র তৎক্ষণে

মন্ত্রাণাং সাধ্যাদিবিচারঃ

স্থসিদ্ধস্তৎক্ষণাদেব সাধকং ভক্ষয়েদরিঃ।
সিদ্ধসিদ্ধো জপাৎ সিদ্ধির্দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ ॥ ১২০ ॥
সিদ্ধসুসিদ্ধঃ সংগ্রাহাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বৈ দ্বিজান্।
সাধ্যঃ সিধ্যতি সংক্লেশাৎ সাধ্যসাধ্যোঽতিদুঃখকৃৎ ॥ ১২১ ॥
সাধ্যঃ সুসিদ্ধো ভজনাৎ সাধ্যারিঃ স্বাশ্রয়ং হরেৎ।
সুসিদ্ধসিদ্ধোঽধ্যয়নাৎ ফলং দত্ত্যর্যথেপ্সিতম্ ॥ ১২২ ॥

অর্থাৎ শীঘ্রই সিদ্ধ হয়, চতুর্থ সাধক মন্ত্রের উপাসককে শত্রু ভক্ষণ করে। সিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধ হয়। সিদ্ধসাধ্যক মন্ত্র দুইগুণ জপে সিদ্ধ হয় ॥ ১১৮—১২০ ॥

	সিদ্ধ ১ম	সাধ্য ২য়	সুসিদ্ধ ৩য়	সাধক (অরি) ৪র্থ
১ম সিদ্ধ	অঃ ষ স	উ ঋ এ	আ গ ঘ	ঊ ট ঠ
২য় সাধ্য	ঋৃ ণ ত	অং ব শ	ও ম য	৯ থ দ
৩য় সুসিদ্ধ	ঈ ছ জ	ঋ ড ঢ	ই ঙ চ	অ ক খ হ ক্ষ
৪র্থ অরি	ঐ ব ভ	এ প ফ	ঔ র ল	৯ ধ ন

নামের অক্ষর সিদ্ধমন্ত্রের অক্ষর সুসিদ্ধ হইলে সিদ্ধসুসিদ্ধ হয়, ঐরূপ মন্ত্র সংগ্রহ [গ্রহণ] মাত্রে সিদ্ধ হয়। সিদ্ধারি মন্ত্র [নামাক্ষর সিদ্ধ, মন্ত্র অরি] দ্বিজকে বধ করে। সাধ্য মন্ত্র অতি কষ্টে সিদ্ধ হয়। সাধ্যসাধ্যমন্ত্র অতিশয় দুঃখকারক ॥ ১২১ ॥

সাধ্যসুসিদ্ধ মন্ত্র ভজন করিলে সিদ্ধ হয়, সাধ্যারি মন্ত্র, মন্ত্রের আশ্রয়কে

সুসিদ্ধসাধ্যো জপাদ্যৈঃ সিদ্ধির্যস্মাদতোঽন্যথা।
সুসিদ্ধে তু সুসিদ্ধস্তু পূর্বজন্মকৃতশ্রমাৎ ॥ ১২৩ ॥
তস্মাত্তু সর্বং সিদ্ধানাং সাধকো যো জপেন্মনুঃ* ।
অভিচারে রিপোরেবং যদি স্যাদ্ ভুবি বন্নয়োঃ[১] ॥ ১২৪ ॥
সুসিদ্ধোঽরিবিশেষেণ স্বকুলান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
অরিসিদ্ধস্তু সংহন্যাদরিসাধ্যং তু যোষিতঃ ॥ ১২৫ ॥
অরিসিদ্ধস্বমন্ত্রশ্চ কুলাচ্ছাদনকৃচ্ছলৈঃ ।
অর্যরিস্বামহামন্ত্রপ্রাপ্তেন সুবিনিশ্চিতম্ ॥ ১২৬ ॥
এতদুক্তং মহেশানি ত্যক্ত্বান্যমতমুত্তমম্ ।
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে ত্রিবীজকে ॥ ১২৭ ॥

হরণ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র অধ্যয়ন অর্থাৎ উপদেশমাত্রে যথা ঈপ্সিত ফল প্রদান করে ॥ ১২২ ॥

সুসিদ্ধ সাধ্যমন্ত্র জপাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না। সুসিদ্ধে সুসিদ্ধ মন্ত্র পূর্বজন্মকৃত শ্রম হইতে লব্ধ হয় ॥ ১২৩ ॥

সুতরাং সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ মন্ত্র হইতে সমস্ত [পুরুষার্থ] সিদ্ধ হয়। যে সাধক সিদ্ধমন্ত্রসমূহের মন্ত্র জপ করে সে শত্রুর অভিচার কর্মে পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া সমর্থ হয় ॥ ১২৪ ।

সুসিদ্ধারি মন্ত্র সাধক বিশেষভাবে নিজ বংশকে নিশ্চিত ভাবে ধ্বংস করে। অরিসিদ্ধ মন্ত্রও সাধকের বংশকে নষ্ট করে। অরিসাধ্য মন্ত্র সাধকের স্ত্রীকে বিনষ্ট করে ॥ ১২৫ ॥

অরিসিদ্ধ নিজ মন্ত্র ছলনাদ্বারা বংশকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। অরি অরি মন্ত্র নিজের নয় এরূপ মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেও নিশ্চিতভাবে বংশকে আচ্ছাদিত অর্থাৎ অভিভূত করিয়া ফেলে ॥ ১২৬ ॥

হে মহেশ্বরি! এইভাবে মন্ত্রের সিদ্ধ সাধ্যাদির কথা বলা হইল। এই যাহা বলা হইল ইহা অন্য উত্তম মতকে বাদ দিয়া বলা হইল। [অন্য উত্তম মতে এই সব বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, ইহা পরের শ্লোকে বলা হইতেছে]। স্বপ্নে লব্ধ মন্ত্র, স্ত্রীকর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র, তিন বীজ যুক্ত মন্ত্র বা মালামন্ত্র

---

* 'জপেন্মনুং' এইরূপ পাঠই সমীচীন। ১। ভুবিপন্নয়োঃ ?

সিদ্ধাদিশোধনং দেবি ন বৈ তেষাং তু বিদ্যতে।
শ্রীবিদ্যাপূজনস্থানে চক্ররাজে মহেশ্বরি ॥ ১২৮ ॥
মহাকোশেশ্বরাবৃন্দমণ্ডিতাসনসংস্থিতা ॥ ১২৯ ॥
সর্বসৌভাগ্যজননীপাদুকাং পূজয়ামি চ।
ইত্যুচ্চার্য পরং জ্যোতিঃ কোশাদ্যাং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥১৩০॥
অনেনৈব প্রকারেণ পূজয়েৎ পঞ্চ পঙ্ক্তিকাঃ।
শৈবং তু দর্শনং দেবি বৈন্দবে পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥১৩১॥
পরিতো দর্শনং শাক্তং চক্রস্য পরমেশ্বরী।
ব্রাহ্মং তু দর্শনং পূজ্যং ভূবিম্বে প্রথমে প্রিয়ে ॥১৩২॥
শিবস্য বামতো দেবি বৈষ্ণবং দর্শনং যজেৎ।
সৃষ্টিচক্রে ভবেৎ সূর্যদর্শনং কমলেক্ষণে ॥১৩৩॥

অর্থাৎ মন্ত্রমালাবিষয়ে সিদ্ধাদির শোধন নাই। হে দেবি! স্বপ্নদত্তাদি এই সকল মন্ত্রে সিদ্ধসাধ্যাদি বিচার বা শোধন নাই। হে মহেশ্বরি! শ্রীবিদ্যার পূজাস্থানে চক্ররাজ অর্থাৎ শ্রীচক্রে যে মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারও সিদ্ধাদি শোধন নাই ॥ ১২৭—১২৮ ॥

মহাকোশের অর্থাৎ এই গ্রন্থের –১৭৭ পৃঃ উক্ত যে পাঁচটি কোশ তাহাদের ঈশ্বরসমূহ কর্তৃক ভূষিত, আসনসংস্থিত সকলসৌভাগ্যজননী পাদুকার পূজা করি ["মহাকোশেশ্বরাবৃন্দমণ্ডিতাসনসংস্থিতসর্বসৌভাগ্যজননীপাদুকাং পূজয়ামি"] এইরূপ বলিয়া সুধী ব্যক্তি পরজ্যোতিঃ কোশাদির [এই পুস্তকের ১৭৭ পৃঃ লিখিত, শ্রীবিদ্যা, পরজ্যোতিঃ, পরা নিষ্কলশাম্ভবী, অজপা ও মাতৃকা এই পঞ্চকোশের] পূজা করিবে ॥১২৯—১৩০॥

এই প্রকারে পঞ্চ পঙ্ক্তিকা অর্থাৎ পূর্বাম্নায়দেবতা, দক্ষিণাম্নায়দেবতা, পশ্চিমাম্নায়দেবতা, উত্তরাম্নায়দেবতা ও মধ্য সিংহাসনের পূজা করিবে [ইহা ১৭৬ পৃঃ ৭৮ শ্লোক হইতে ৮১ শ্লোকের অনুবাদে বলা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য]। হে প্রিয়ে! শ্রীচক্রের বিন্দুচক্রে [মধ্যস্থিত বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণচক্রে, শৈবদর্শন অর্থাৎ শিবের পূজা করিবে ॥১৩১॥

শ্রীচক্রের সব দিকে শাক্তদর্শন অর্থাৎ শক্তির পূজা করিবে, যেহেতু শক্তিই চক্রের পরমেশ্বরী। হে প্রিয়ে! ভূবৃত্তের প্রথম [ভিতর হইতে প্রথম] বৃত্তে ব্রহ্মা সম্বন্ধে পূজা করিবে ॥১৩২॥

স্থিতিচক্রে তু সম্পূজ্যং বৌদ্ধদর্শনমুত্তমম্।
এবং সম্পূজ্য সকলং শ্রীবিদ্যাং পরিতোষয়েৎ[১] ॥১৩৪॥
তর্পণানি পুনর্দদ্যাৎ ত্রিবারং তত্ত্বমুদ্রয়া।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং তু তত্ত্বমুদ্রেয়মীরিতা ॥১৩৫॥
পুষ্পং সমর্পয়েদ্দেবি মুদ্রয়া জ্ঞানসংজ্ঞয়া।
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীযোগাজ্জ্ঞানমুদ্রা প্রতিষ্ঠিতা ॥১৩৬॥
সর্বোপচারৈরারাধ্য মুদ্রাঃ সংদর্শয়েৎ ক্রমাৎ।
অথাঙ্গাবরণং কুর্যাচ্ছ্রীবিদ্যামন্ত্রসংভবম্ ॥১৩৭॥

শ্রীবিদ্যায়া অঙ্গাবরণপূজা

অগ্নীশাসুরবায়ব্যমধ্যদিক্ষ্বঙ্গপূজনম্।
মায়ালক্ষ্মীময়ং বীজযুগ্মং পূর্বক্রমেণ তু ॥১৩৮॥

হে দেবি! শিবের বামে বৈষ্ণবদর্শনের অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধী পূজা করিবে। হে পদ্মনেত্রে! সৃষ্টিচক্রে [চতুরস্র, ষোড়শপত্র ও অষ্টপত্র—এই তিনটিকে সৃষ্টিচক্র বলা হয়, এই পুস্তকের ৯২ পৃষ্ঠার অনুবাদ দ্রষ্টব্য] সূর্যদর্শন হয় অর্থাৎ সূর্যের পূজা কর্তব্য ॥ ৩৩॥

স্থিতিচক্রে অর্থাৎ চতুর্দশ অরাযুক্ত, দশ অরাযুক্ত ও পঞ্চকোণ [৯২ পৃঃ অনুবাদ দ্রষ্টব্য] এই তিনচক্রে উত্তম বৌদ্ধদর্শনের পূজা করিবে অর্থাৎ বুদ্ধ সম্বন্ধে পূজা করিবে। এইভাবে সকলের পূজা করিয়া শ্রীবিদ্যাকে পরিতুষ্ট করিবে ॥১৩৪॥

পুনরায় তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মূল শ্রীবিদ্যাদেবীর তর্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সংযোগ করিলেই তত্ত্বমুদ্রা সম্পন্ন হয় ॥১৩৫॥

হে দেবি! জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা দেবীকে পুষ্পসমর্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর যোগ করিলেই জ্ঞানমুদ্রা সিদ্ধ হয় ॥১৩৬॥

সমস্ত উপচারের দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া ক্রমে ক্রমে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর শ্রীবিদ্যার মন্ত্রোৎপন্ন অঙ্গ ও আবরণ দেবতার পূজা করিবে ॥১৩৭॥

১। পরিপূজয়েৎ।

কথিতং যোজয়েদ্দেবি[১] ত্রয়ং বা পরমেশ্বরি ।
সংপুটক্রমযোগেন চাথবা বীরবন্দিতে ॥১৩৯॥
সংযোজ্য[২] পূজয়েৎ সর্বাঃ ক্রমাদেব বরাননে ।
ত্রৈলক্যমোহনে চক্রে প্রকটাযোগিনীর্যজেৎ ॥১৪০॥

অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋত, মধ্যে ও চতুর্দিকে অঙ্গের অর্থাৎ ষড়ঙ্গের পূজা হইবে। মায়া [হ্রীঁ] লক্ষ্মী [শ্রীঁ] ময় দুইটি বীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ শ্রীঁ' দ্বারা পূর্বক্রমে [পূর্ব, ঈশান, উত্তর ইত্যাদি ক্রমে] পূজা হইবে অথবা হে দেবি, হে পরমেশ্বরি ! তিনটি বীজ অর্থাৎ " ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ " যুক্ত করিয়া সমস্ত অঙ্গ-দেবতা ও আবরণ দেবতার পূজা করিবে। হে বীরকর্তৃক বন্দিতে! বরাননে! ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। [ষড়ঙ্গের পূজার রীতি নিম্নে প্রদত্ত হইল] ষড়ঙ্গ-পূজা ; অগ্নিকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ [অথবা হ্রীঁ শ্রীঁ] হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঈশানকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গ-শক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। নৈঋতকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বায়ুকোণে - ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কবচায় হুং কবচাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। মধ্যে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। চতুর্দিকে ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১৩৮—১৩৯½ ॥

তারপর ক্রমে ক্রমে ত্রৈলোক্যমোহনচক্রে অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাচক্রে প্রকটা-যোগিনীগণের পূজা করিবে। প্রকটাযোগিনীগণের পূজা যথা :— "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রকটাযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্তযোগিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গুপ্ততরযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সম্প্রদায়যোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কুলকৌলিনীযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নিগর্ভযোগিনী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রহস্যযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অতিরহস্যযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরমাতিরহস্যযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১৩৯½—১৪০ ॥

১। দেবি বাগ্‌ভবং পরমেশ্বরি। ২। সংপূজ্য।

চতুরস্রে চতুর্দ্বারে শোভিতে সিদ্ধিদায়িকাঃ।
অণিমাং পশ্চিমদ্বারে দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ ॥১৪১॥
লঘিমামুত্তরদ্বারে[১] দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ।
পূর্বদ্বারে তু মহিমামুত্তরে পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥১৪২॥
ঈশিত্বসিদ্ধিং দেবেশি দক্ষিণদ্বারি পূর্ববৎ।
বশিত্বসিদ্ধিং বায়ব্যে তেনৈব ক্রমতো যজেৎ ॥১৪৩॥
প্রাকাম্যসিদ্ধিমীশানে তেনৈব ক্রমতো যজেৎ।
ভুক্তিসিদ্ধিস্তথাগ্নেয়ে তেনৈব ক্রমযোগতঃ ॥১৪৪॥
ইচ্ছাসিদ্ধিং পূর্বভাগে নৈর্ঋত্যে চ প্রপূজয়েৎ।
প্রাপ্তিসিদ্ধিঃ সর্বকামা সিদ্ধিশ্চ পরমেশ্বরি ॥১৪৫॥

ইহার পর চতুষ্কোণের শোভিত চতুর্দ্বারে সিদ্ধিদায়িকাগণের পূজা করিবে। পশ্চিমদ্বারের দক্ষিণভাগে অণিমার, উত্তরদ্বারে দক্ষিণভাগে লঘিমার, পূর্বদ্বারের উত্তরভাগে মহিমার, দক্ষিণদ্বারের পূর্বভাগে ঈশিত্বশক্তির, বায়ু কোণের উত্তর ভাগে বশিত্বসিদ্ধির, ঈশানকোণের উত্তর ভাগে প্রকাম্য সিদ্ধির, অগ্নিকোণের পূর্বভাগে ভুক্তিসিদ্ধির, নৈর্ঋতকোণের পূর্বভাগে ইচ্ছাসিদ্ধির, প্রাপ্তিসিদ্ধির অধঃকোণে, সর্বকামাসিদ্ধির উর্দ্ধকোণে পূজা করিবে। [ইহাঁদের পূজাবিধি নিম্নে দেওয়া হইল] ॥১৪১—১৪৫॥

হে পরমেশ্বরি! হে সুরসুন্দরি! শ্রীবিদ্যাচক্রের বাহ্য চতুষ্কোণের পশ্চিমদ্বারে দক্ষিণ ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অণিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" উত্তরদ্বারের দক্ষিণ ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লঘিমাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" পূর্বদ্বারের উত্তর ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মহিমাসিদ্ধি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণ দিকের পূর্ব ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈশিত্ব-সিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" বায়ুকোণের উত্তর ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বশিত্বসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ঈশানকোণের উত্তর ভাগে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাকাম্যসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।' অগ্নিকোণে পূর্ব ভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ভুক্তিসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" নৈঋত কোণের পূর্বভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইচ্ছাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" অধঃকোণে অর্থাৎ নৈর্ঋতকোণ ও পশ্চিমদিকের মধ্যে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ প্রাপ্তিসিদ্ধি-

১। উত্তরদ্বারে পশ্চিমে পূজয়েত্ততঃ।

অধোর্দ্ধক্রমরূপেণ জ্ঞাতব্যে সুরসুন্দরি।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ১৪৬ ॥
বারাহী চ তথা ষষ্ঠী চামুণ্ডা সপ্ত মাতরঃ।
অষ্টমী তু মহালক্ষ্মীঃ পশ্চিমাদিক্রমেণ হি ॥ ১৪৭ ॥
বামভাগে তু সম্পূজ্যা বায়ব্যাদি চ পূর্ববৎ।
সংক্ষোভদ্রাবণাকর্ষবশ্যোন্মাদমহাঙ্কুশাঃ ॥ ১৪৮ ॥
খেচরীবীজযোন্যাখ্যাস্ত্রিখণ্ডাং চ প্রপূজয়েৎ।
এতাঃ সম্পূজ্য চক্রেশীং ত্রিপুরাং পূজয়েৎ পরাম্ ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ঊর্ধ্বকোণে অর্থাৎ পূর্ব ও ঈশানকোণের মধ্যে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বকামাসিদ্ধিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ॥ ১৪৫½ ॥

ইহার পর ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী (৬ষ্ঠ), চামুণ্ডা (৭ম), মহালক্ষ্মী (৮ম) ইঁহাদিগকে চতুরস্রের মধ্যপশ্চিমাদি এবং বায়ুকোণাদিতে পূর্বের মত [চতুর্থ পটলের ৬৩ শ্লোক হইতে ৬৫ শ্লোকে এই অনূদিত পুস্তকের ৩৯ পৃষ্ঠার অনুবাদ] পূজা করিবে। ইহাদের পূজা বিধি যথা :—পশ্চিম দিকে বাম ভাগে ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" দক্ষিণভাগে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ব্রাহ্মীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" বায়ুকোণে বামভাগে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রুরুভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণভাগে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মাহেশ্বরীদেব্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইভাবে সর্বত্র পূজা বুঝিতে হইবে, যথা :—উত্তরদিকের বাম ভাগে পূর্ববৎ চণ্ডভৈরব, দক্ষিণে ঐন্দ্রী। ঈশানকোণের বামভাগে—ক্রোধভৈরব, দক্ষিণে কৌমারী। পূর্বদিকের বামভাগে—উন্মত্তভৈরব, দক্ষিণভাগে বৈষ্ণবী। অগ্নিকোণের বামভাগে কপালি ভৈরব, দক্ষিণে বারাহী। দক্ষিণ দিকের বাম ভাগে ভীষণভৈরব, দক্ষিণে চামুণ্ডা। নৈর্ঋতকোণের বামভাগে - সংহার ভৈরব, দক্ষিণে মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥ ১৪৬—১৪৭ ॥

তারপর সংক্ষোভ, দ্রাবণ, আকর্ষ, বশ্য, উন্মাদ, মহাঙ্কুশ, খেচরী, বীজ, যোনি ও ত্রিখণ্ডামুদ্রার পূজা করিবে। ইহাদের পূজাবিধি যথা :—ভিতরের চতুষ্কোণের পশ্চিমাদি ক্রমে পূজা। যথা—পশ্চিমদিকে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং সংক্ষোভমুদ্রা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। উত্তরদিকে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রীঁ দ্রাবণমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। পূর্বদিকে—ঐ হ্রীঁ শ্রাঁ ক্লীঁ আকর্ষমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।

অণিমাসিদ্ধিপুরতঃ সর্বকার্যার্থসাধিকাম্।
সর্বসংক্ষোভিণীং মুদ্রাং দর্শয়েৎ কমলাননে ॥ ১৫০ ॥

শ্রীবিদ্যায়াঃ [ত্রিপুরাখ্যাঃ] কলাদেবতানাং পূজা

সর্বাশাপূরকং চক্রং গুপ্তযোগিন্যধিষ্ঠিতম্।
ষোড়শারং ততো দেবি পূজয়েৎ কার্যসিদ্ধয়ে ॥ ১৫১ ॥
কামাকর্ষিণিকাং দেবি বুদ্ধ্যাকর্ষিণিকাং তথা।
অহঙ্কারাকর্ষিণীং চ শব্দাকর্ষণরূপিণীম্ ॥ ১৫২ ॥
স্পর্শাকর্ষিণিরূপাং রূপাকর্ষিণিরূপিণীম্।
রসাকর্ষকরীং চৈব গন্ধাকর্ষণকারিণীম্ ॥ ১৫৩ ॥

দক্ষিণদিকে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ব্লূঁ বশ্যমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। বায়ুকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সঃ উন্মাদমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঈশানকোণে—ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রোং মহাঙ্কুশমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। অগ্নিকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হসখফ্রেং খেচরীমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। নৈঋতকোণে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ হেসৌঃ বীজমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। দক্ষিণ ও বায়ুকোণের মধ্যে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং যোনিমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঈশান ও পূর্বদিকের—মধ্যে ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রিখণ্ডামুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইভাবে পূজা করিয়া চক্রেশ্বরী পরা ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে। অণিমাসিদ্ধিপূর্বক সর্ব কার্যের সিদ্ধির জন্য সর্বসংক্ষোভিণীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥ ১৪৮—১৫০ ॥

হে দেবি! শ্রীবিদ্যাযন্ত্র বা চক্র, সমস্ত আশার পরিপূরক, উহা গুপ্তযোগিনী কর্তৃক অধিষ্ঠিত। সুতরাং কার্যসিদ্ধির জন্য ষোলটি অরা যুক্ত চক্র অর্থাৎ ষোড়শদল পদ্মের পশ্চিম দল হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্তে [বিলোম ভাবে] কামাকর্ষিণী প্রভৃতির পূজা কবিবে। যেমন ষোড়শদল পদ্মের পশ্চিমদলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং কামাকর্ষিণানিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" নৈঋত কোণের দিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং বুদ্ধ্যাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" নৈঋতকোণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং অহঙ্কারাকর্ষিণীনিত্যকলা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" নৈঋত কোণের পর দক্ষিণদিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং শব্দাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" দক্ষিণদিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং স্পর্শাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" দক্ষিণ দিকের পর অগ্নিকোণের দিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং রূপাকর্ষিণীনিত্যকলা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। অগ্নিকোণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং রসাকর্ষিণী-

চিন্তাকর্ষিণিকাং তদ্বদ্ধৈর্যাকর্ষিণিকাং প্রিয়ে।
নামাকর্ষিণিকাং চৈব বীজাকর্ষিণিকাং তথা ॥ ১৫৪ ॥
অমৃতাকর্ষিণীং চৈব স্মৃত্যাকর্ষিণিকাং প্রিয়ে।
শরীরাকর্ষিণীং চৈব আত্মাকর্ষণরূপিণীম্ ॥ ১৫৫ ॥
পশ্চিমাদিবিলোমেন ষোড়শারে স্বরান্বিতাঃ।
এতা নিত্যাঃ কলাঃ পূজ্যাঃ স্রবৎপীযূষমণ্ডলাঃ ॥ ১৫৬ ॥
চক্রেশ্বরীং যজেদ্দেবীং ত্রিপুরেশীং সমৃদ্ধিদাম্।
কামাকর্ষণরূপায়াঃ পুরতঃ পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৫৭ ॥
সর্ববিদ্রাবিণীং মুদ্রাং দর্শয়িত্বা নিবেদয়েৎ।
সর্বসংক্ষোভণে চক্রে যজেদ্গুপ্ততরাভিধাঃ ॥ ১৫৮ ॥

নিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" অগ্নিকোণের পরে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং গন্ধাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" অগ্নিকোণের পর পূর্বদিকের দিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রী লৃং চিত্তাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" পূর্বদিকে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৯ং ধৈর্যাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" পূর্বদিকের পর ঈশানকোণের দিকে—ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং নামাকর্ষিণী-নিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ঈশান কোণে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং বীজাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ঈশান কোণের পর—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং অমৃতাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। উত্তর-দিকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং স্মৃত্যাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" উত্তরদিকের পর—ঐংহ্রীঁ শ্রীঁ অং শরীরাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" বায়ু কোণে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ আত্মাকর্ষিণীনিত্যকলাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এই ভাবে ষোলটি দলে স্বর [অ আদিস্বর] যুক্ত রূপে কামাকর্ষিণী বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গন্ধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী এব সকল অমৃতধারাবর্ষণকারিণী নিত্যাকলার পূজা করিবে। তারপর সমৃদ্ধি-প্রদানকারিণী চক্রেশ্বরী ত্রিপুরেশী দেবীর পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! কামাকর্ষিণীর সম্মুখে সর্ববিদ্রাবণী মুদ্রা [পঞ্চদশ পটলে এই পুস্তকের ১৭৯ পৃঃ—১৪১ পৃষ্ঠার অনুবাদে দ্রষ্টব্য] দেখাইয়া নিবেদন করিবে অর্থাৎ সর্ববিদ্রাবিণী মুদ্রার পূজা করিবে [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিদ্রাবিণী মুদ্রা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই রীরিতে]। সর্বসংক্ষোভণ [শ্রীবিদ্যাচক্রে] চক্রে গুপ্ততরনাম্নীর পূজা করিবে ॥ ১৫১—১৫৮ ॥

অনঙ্গকুসুমাং প্রাচ্যাং কবর্গেণ প্রপূজয়েৎ।
দক্ষিণে চ চবর্গেন তথা চানঙ্গমেখলাম্ ॥ ১৫৯ ॥
অনঙ্গমদনাং পশ্চাট্টবর্গেণ প্রপূজয়েৎ।
তবর্গেণোত্তরে পশ্চাদনঙ্গমদনাতুরাম্ ॥ ১৬০ ॥
অনঙ্গরেখামাগ্নেয়ে পবর্গেণ প্রপূজয়েৎ।
রাক্ষসেঽনঙ্গবেগাং তু যবর্গেন প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬১ ॥
বায়ব্যে তু শবর্গেণ তথাঽনঙ্গাঙ্কুশাং যজেৎ।
ঈশান্যে লক্ষবর্গেণ পূজ্যাঽনঙ্গাদিমালিনী ॥ ১৬২ ॥
চক্রেশ্বরীং যজেদ্দেবীং ততস্ত্রিপুরসুন্দরীম্।
অনঙ্গকুসুমাগ্রে চ সর্বসাম্রাজ্যদায়িনীম্ ॥ ১৬৩ ॥

[পূর্বশ্লোকে কথিত গুপ্ততরযোগিনীদের প্রত্যেকের পূজাপ্রকার বলিতেছেন] —চক্রের অর্থাৎ অষ্টদলপদ্মের পূর্বদলে কবর্গের দ্বারা অনঙ্গকুসুমার পূজা করিবে। [পূর্বে ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং অনঙ্গকুসুমাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ]। দক্ষিণদলে চবর্গের দ্বারা অনঙ্গমেখলার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চং অনঙ্গমেখলাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ] ॥ ১৫৯ ॥

পশ্চিমদলে টবর্গের দ্বারা অনঙ্গমদনার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং অনঙ্গমদনাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি · নমঃ]। উত্তরদলে তবর্গের দ্বারা অনঙ্গমদনাতুরার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং অনঙ্গমদনাতুরাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ] ॥ ১৬০ ॥

অগ্নিকোণের দলে পবর্গের দ্বারা অনঙ্গরেখার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পং অনঙ্গরেখাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ]। নৈর্ঋতকোণের দলে যবর্গের দ্বারা অনঙ্গবেগার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ যং অনঙ্গবেগাদেবীশ্রীপাদুকাং নমঃ] ॥ ১৬১ ॥

বায়ুকোণের দলে শবর্গের দ্বারা অনঙ্গাঙ্কুশার পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শং অনঙ্গাঙ্কুশাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ]। ঈশানকোণের দলে ল ও ক্ষ বর্গের দ্বারা অনঙ্গাদিমালিনীর পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লং ক্ষং অনঙ্গাদিমালিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ] ॥ ১৬২ ॥

তারপর চক্রেশ্বরী ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর পূজা করিবে। [চক্রের অগ্রে—হ্রীঁ

সর্বাকর্ষণমুদ্রাং চ দর্শয়েৎ সুরবন্দিতে।
চক্রপূজাং নিবেদ্যাথ চতুর্থং চক্রমর্চয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥
সর্বসংক্ষোভিণী শক্তিঃ সর্ববিদ্রাবিণী তথা।
সর্বাকর্ষিণিকা শক্তিঃ সর্বাহ্লাদনকারিণী ॥ ১৬৫ ॥
সর্বসম্মোহিনী শক্তিঃ সর্বস্তম্ভনকারিণী।
সর্বজৃম্ভিণিকা শক্তিঃ সর্ববশকরী তথা ॥ ১৬৬ ॥

চতুর্দশারশক্তীনাং পূজা

সর্বার্থরঞ্জিনী শক্তির্নবমী পরমেশ্বরী।
সর্বোন্মাদনিকা শক্তিঃ শক্তিঃ সর্বার্থসাধিকা ॥ ১৬৭ ॥
সর্বসম্পত্তিপূর্ণা চ সর্বমন্ত্রময়ী তথা।
চতুর্দ্দশারশক্তিস্তু সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী ॥ ১৬৮ ॥
সর্বসৌভাগ্যদে চক্রে পশ্চিমাদি-বিলোমতঃ।
বামমার্গেণ দেবেশি সম্পূজ্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১৬৯ ॥
সর্বসংক্ষোভিণী শক্তিঃ পুরতঃ পূজয়েত্ততঃ।
চক্রেশ্বরীং সিদ্ধিদাত্রীং পরাং ত্রিপুরবাসিনীম্ ॥ ১৭০ ॥

ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরসুন্দরীচক্রনায়িকাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ]। হে দেববন্দিতে! অনঙ্গকুসুমার অগ্রে সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী সর্বাকর্ষণমুদ্রা দেখাইবে। [সর্বাকর্ষণমুদ্রা—এই পুস্তকের ১৫শ পটলের অনুবাদে ১৫৪পৃঃ—১৫৮পৃষ্ঠার মধ্যে দ্রষ্টব্য]। অনন্তর চক্রের পূজা করিয়া [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভণাষ্টদলচক্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ]। চতুর্থ চক্রের [বিন্দুচক্র হইতে চতুর্থচক্র] পূজা করিবে। [চতুর্দ্দশার চক্রের পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে] সর্বসংক্ষোভিণী শক্তি, সর্ববিদ্রাবিণী শক্তি, সর্বাকর্ষিণী, সর্বাহ্লাদকারিণী, সর্বসম্মোহিনী, সর্বস্তম্ভনকারিণী, সর্বজৃম্ভণী, সর্ববশকরী [এইখান হইতে অনুবাদটি ১৬৭ শ্লোক হইতে ১৭০ শ্লোকের বুঝিতে হইবে] সর্বার্থরঞ্জিনী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বসম্পত্তিপূর্ণা, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী—ইঁহাদের পূজা করিবে। তারপর সর্বসৌভাগ্যপ্রদ চক্রে [শ্রীবিদ্যাচক্রে] পশ্চিম হইতে বিলোমমার্গে অর্থাৎ বামাবর্তে সর্বসিদ্ধিদা প্রভৃতির পূজা করিবে। তারপর সর্বসংক্ষোভিণী শক্তির সম্মুখে চক্রেশ্বরী সিদ্ধিদাত্রী ত্রিপুরবাসিনীর পূজা করিবে ॥ ১৬৩—১৭০ ॥

বজ্রমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ নিবেদ্য তদনন্তরম্।
সর্বার্থসাধকে চক্রে দশারে কুলযোগিনীঃ ॥ ১৭১ ॥
পূজয়েৎ সর্বকার্যার্থসিদ্ধিদাঃ পঞ্চমে ক্রমাৎ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী সর্বসম্পৎপ্রদা তথা ॥১৭২ ॥
সর্বপ্রিয়করী দেবী সর্বমঙ্গলকারিণী।
সর্বকামপ্রপূর্ণা চ সর্বদুঃখপ্রমোচনী ॥ ১৭৩ ॥
সর্বমৃত্যুপ্রশমনী সর্ববিঘ্ননিবারিণী।
সর্বাঙ্গসুন্দরী দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনী ॥ ১৭৪ ॥
পশ্চিমাদিবিলোমেন দশারে পূজয়েদিমাঃ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদাদেবী-পুরতশ্চক্রনায়িকাম্[১] ॥ ১৭৫ ॥

[১৬৫ শ্লোক হইতে ১৭ শ্লোক পর্যন্ত শ্লোকে—যে সকল শক্তির পূজার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের পূজাবিধি যথা] চতুর্দশারচক্রের পশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ পর্যন্ত—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসংক্ষোভিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিদ্রাবিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাকর্ষিণিকাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাহ্লাদনকারিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্মোহিনীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বস্তম্ভনকারিণীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজৃম্ভিণিকাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববশকরীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বার্থরঞ্জিনীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বোন্মাদনিকাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বার্থসাধিকাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্পত্তিপূর্ণাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বমন্ত্রময়ীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এইরূপ পূজা করিয়া সর্বসংক্ষোভিণী শক্তির সম্মুখে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চক্রেশ্বরীসিদ্ধিদাত্রীত্রিপুরবাসিনীশক্তিশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এইরূপে পূজা করিবে।

১। পুরতঃ ক্রমনায়িকাম্।

সর্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবি পূজয়েৎ ত্রিপুরাশ্রিয়ম্ ।
সর্বোন্মাদনমুদ্রাং চ দর্শয়িত্বা নিবেদ্য চ ॥ ১৭৬ ॥
সর্বরক্ষাকরে চক্রে নিগর্ভা যোগিনীর্যজেৎ ।
সর্বজ্ঞা সর্বশক্তিশ্চ সর্বৈশ্বর্যপ্রদা ততঃ ॥ ১৭৭ ॥
সর্বজ্ঞানময়ী দেবী সর্বব্যাধিবিনাশিনী ।
সর্বাধারস্বরূপা চ সর্বপাপহরা তথা ॥ ১৭৮ ॥

অনন্তর বশ্যমুদ্রা [এই পুস্তকের ১৫৪ পৃঃ হইতে ১৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বশ্যমুদ্রার প্রকার দ্রষ্টব্য] প্রদর্শন করিয়া দেবীকে [ত্রিপুরাদেবীকে] তাহা নিবেদন করতঃ বৈন্দবচক্র হইতে পঞ্চম দশার [দশকোণবিশিষ্ট চক্রে] সবার্থসাধক চক্রে কুল-যোগিনীগণের পূজা করিবে। দশারচক্রের পশ্চিম হইতে বিলোমক্রমে অর্থাৎ পশ্চিম, বায়ু, উত্তর ইত্যাদিরূপে দক্ষিণ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে সর্বসিদ্ধিপ্রদা, সর্ব-সম্পৎপ্রদা, সর্বপ্রিয়করী, সর্বমঙ্গলকারিণী, সর্বকামপ্রপূর্ণা, সর্বদুঃখপ্রমোচনী, সর্বভৃত্যপ্রশমনী, সর্ববিঘ্ননিবারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্বসৌভাগ্যপ্রদায়িনী এই দশজন কুলযোগিনীর পূজা করিবে। ইহাদের পূজাবিধি যথা :—[পশ্চিম হইতে বামাবর্তে দক্ষিণ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে] "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসম্পৎপ্রদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বপ্রিয়করীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব-মঙ্গলকারিণীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বকামপ্রপূর্ণা-দেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বদুঃখপ্রমোচনীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বভৃত্যপ্রশমনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিঘ্ননিবারিণীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাঙ্গসুন্দরীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীং শ্রীঁ সর্বসৌভাগ্যদায়িনীদেবীশ্রীপাদুকাংপূজয়ামি নমঃ"। এইভাবে ইঁহাদের পূজা করিয়া সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবীর সম্মুখে চক্রনায়িকা সর্বসিদ্ধিপ্রদা ত্রিপুরাশ্রীর পূজা করিবে। যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদাচক্রনায়িকাত্রিপুরা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর ত্রিপুরাশ্রীকে "সর্বোন্মাদন মুদ্রা" [১৫৪ পৃঃ —১৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য] দেখাইয়াও নিবেদন করিয়া সেই দশারচক্রের ভিতরের দিকে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত বিলোমভাবে সর্বরক্ষাকরচক্রে [শ্রীবিদ্যাচক্রে] নিগর্ভযোগিনীদিগের পূজা করিবে। যেমন ক্রমে ক্রমে পশ্চিম হইতে

নিগর্ভযোগিনীনাং পূজা

সর্বানন্দময়ী দেবী সর্বরক্ষাস্বরূপিণী।
সর্বেপ্সিতার্থফলদা দেব্যঃ সর্বসমৃদ্ধিদাঃ ॥ ১৭৯ ॥
পশ্চিমাদিবিলোমেন পূজয়েৎ পঙ্ক্তিযোনিকে[১]।
সর্বজ্ঞাপুরতো দেবি চক্রেশীং মালিনীং যজেৎ ॥ ১৮০ ॥
মহাঙ্কুশাং মহামুদ্রাং দর্শয়িত্বা নিবেদ্য চ।
মধ্যচক্রে মহেশানি যোগিনীঃ পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১৮১ ॥
সর্বরোগহরে চক্রে বসুকোণে সুরেশ্বরি।
রহস্যযোগিনী দেবি বশিন্যাদ্যাস্তু সিদ্ধিদাঃ ॥ ১৮২ ॥
পশ্চিমাদিবিলোমেন পূর্বোক্তাঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
বশিনীপুরতঃ পূজ্যা সিদ্ধাম্বা চক্রনায়িকা ॥ ১৮৩ ॥

ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বশক্তিদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বৈশ্বর্যপ্রদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বজ্ঞানময়ীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বব্যাধিবিনাশিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বাধারস্বরূপাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বপাপহরাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ॥ ১৭১—১৭৮ ॥

"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বানন্দময়ীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বরক্ষাস্বরূপিণীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বেপ্সিতার্থফলদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সর্বসমৃদ্ধিদাদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" পশ্চিমদিক হইতে বিলোম মার্গে অর্থাৎ বামাবর্তে ইহাদের পূজা করিবে। হে পঙ্ক্তির কারণরূপিণি, হে দেবি! সর্বজ্ঞার সম্মুখে চক্রেশী মালিনীর পূজা করিবে। যথাঃ "হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লুঁ চক্রেশীত্রিপুরমালিনীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর মহাঙ্কুশা নামক মহামুদ্রা [এই পুস্তকের ১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] প্রদর্শন করিয়া নিবেদন করিবে। নিবেদনরীতি যথাঃ—"ঐং মহাঙ্কুশমুদ্রাং ত্রিপুরমালিন্যৈ নিবেদয়ামি।" হে দেবি! হে মহেশানি! হে সুরেশ্বরি। হে প্রিয়ে! সর্বরোগহর নামক

১। পঙ্ক্তি নায়িকায়।

খেচরীং দর্শয়েন্মুদ্রাং নিবেদ্যানন্তরং ততঃ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদে চক্রে ত্রিকোণে সর্বকামদে ॥ ১৮৪ ॥
পরাপররহস্যাখ্য-যোগিনীঃ পরিপূজয়েৎ।
পঞ্চবাণান্ সমুচ্চার্য কামকামেশ্বরীময়ান্ ॥ ১৮৫ ॥
জম্ভনাখ্যান্মহেশানি পূজয়েদ্বাণদেবতাম্।
ধমাত্মকং কামচাপং দ্বিতীয়ং তু থমাত্মকম্ ॥ ১৮৬ ॥
কামেশ্বর্যা মোহনাখ্যাং পূজয়েচ্চাপদেবতাম্।
দ্বিতীয়াং ভুবনেশানী-পাশযুগ্মং বশংকরম্ ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টকোণ সমন্বিত মধ্যচক্রে বশিনী প্রভৃতি সিদ্ধিদায়িনী রহস্যযোগিনীগণের পূজা করিবে। পশ্চিম হইতে বিলোমমার্গে বশিনী প্রভৃতির পূজা হইবে। যথা :—পশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ··· অঃ রব্লূং বশিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নম।" ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ কং···ঙং কলহ্রীঁ কামেশ্বরীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চং···ঞং নবলীং মোদিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ"। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ টং...ণং য়্লূং বিমলাবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ তং··· নং জমরীং অরুণাবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পং···মং হসলবরয়ূং জয়িনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং ঝমরয়ূং সর্বেশ্বরীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং লং ক্ষং ক্ষমরীং কৌলিনীবাগ্দেবতাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর বশিনীর সম্মুখে চক্রনায়িকা সিদ্ধাম্বার পূজা করিবে। যথা :—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চক্রনায়িকাসিদ্ধাম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর খেচরী মুদ্রা দেখাইয়া সিদ্ধাম্বাকে তাহা নিবেদন করিয়া পরে সর্বসিদ্ধিপ্রদ কাম্যদায়ক ত্রিকোণচক্রে পরাপররহস্য নামক যোগিনীদের পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি! পঞ্চবাণ উচ্চারণ করিয়া কামকামেশ্বরীময় জম্ভন নামক বাণের পূজা করিবে। প্রথমে ধম্ নামক কামবাণ, দ্বিতীয় থম্ নামক। যথা :—ত্রিকোণচক্রের মধ্যে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপররহস্যাখ্যযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর ত্রিকোণের অধঃ কোণে "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীং ক্লীঁ ব্লূং সঃ কামেশ্বর-কামেশ্বরীজম্ভণবাণেভ্যো নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ধং থং সর্বসম্মোহনায় কামেশ্বর-কামেশ্বরীচাপায় নমঃ।" এইরূপ পূজা করিবে ॥ ১৭৯—১৮৬ ॥

কামেশস্য চ কামেশ্যাস্ত্রৈলোক্যাকর্ষণং প্রিয়ে।
অঙ্কুশাখ্যং করোমাত্মবীজং স্তম্ভনসংজ্ঞকম্ ॥ ১৮৮ ॥
কামেশস্য চ কামেশ্যা অঙ্কুশং পূজয়েৎ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গাবরণাদ্বাহ্যে সমীপে ক্রমতো যজেৎ ॥ ১৮৯ ॥
পশ্চিমাদিক্রমেণৈব চতুর্দিক্ষু প্রপূজয়েৎ।
কামেশ্বরীং রুদ্রশক্তি-মাদ্যকূটেন চাগ্রতঃ ॥ ১৯০ ॥
দ্বিতীয়েন চ কূটেন২ কামাখ্যেন চ বৈষ্ণবীম্।
দক্ষকোণে সমভ্যর্চ্য তৃতীয়েন চ পূজয়েৎ ॥ ১৯১ ॥
ভগমালাং ব্রহ্মশক্তি-মুত্তরে বিশ্বমাতৃকাম্।
চক্রেশ্বরীমম্বিকাখ্যাং কামেশীপুরতো যজেৎ ॥ ১৯২ ॥
বীজমুদ্রামুপাস্যাথ চক্রপূজাং নিবেদয়েৎ।
সর্বানন্দময়ে চক্ররাজে বৈন্দবসংজ্ঞকে ॥ ১৯৩ ॥

কামেশ্বরীর মোহন নামক চাপদেবতার পূজা করিবে। [এই অংশটির পূজাবিধি পূর্বপৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে]। হে প্রিয়ে! কামেশ্বরী এবং কামেশ্বরের ত্রৈলোক্যার্ষণ বশংকর নামক পাশদ্বয় দ্বিতীয় অর্থাৎ আং এবং ভুবনেশানী অর্থাৎ হ্রীঁ যুক্ত রূপে [পূজিত হইবে। ইহার পূজাবিধি] যথা :— "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূং সঃ বশীকরণায় কামেশ্বর-কামেশ্বরী-পাশ-যুগায় নমঃ।" হে প্রিয়ে! কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর স্তম্ভন নামক অঙ্কুশকে অঙ্কুশ নামক 'ক্রোং' বীজ যুক্ত করিয়া পূজা করিবে। যথা—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ দ্রাং দ্রীঁ ক্লীঁ ব্লূং সঃ ক্রোং সর্বস্তম্ভনায় কামেশ্বর-কামেশ্বর্যঙ্কুশায় নমঃ।"

ছয় অঙ্গ ও আবরণের বাহিরে অথচ নিকটে পশ্চিমদিক্ হইতে ক্রমে ক্রমে চারদিকে পূজা করিবে। তারপর অগ্রে অর্থাৎ ত্রিকোণের অধঃ কোণে আদ্যকূট অর্থাৎ বাগ্ভব কূটের দ্বারা কামেশ্বরী রুদ্রশক্তির পূজা করিবে। যথা :—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ রুদ্রশক্তিকামেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। দ্বিতীয়কূট অর্থাৎ কামরাজ কূটের [কামাখ্য কামরাজকূট] দ্বারা দক্ষিণ কোণে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের উপর কোণে বৈষ্ণবীর পূজা করিবে। যথা :—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ বৈষ্ণবী-

---

১। ত্রৈলোক্যাকর্ষণকমম্। ২। ন বজ্রাখ্যাং শক্তিবৈ।

ব্রহ্মরূপে চিৎস্বরূপে সংবিদ্বেদ্যে শৃণু প্রিয়ে।
পরাপররহস্যাখ্যাং যোগিনীং ত্রিপুরাং যজেৎ ॥ ১২৪ ॥

শ্রীবিদ্যার্চনম্

কূটত্রয়ং সমুচ্চার্য১ সর্ববিদ্যাস্বরূপকম্।
সমস্তদেবতারূপং সর্ববস্তুময়ং যজেৎ ॥ ১২৫ ॥
চক্রেশীমপি তামেব মহাত্রিপুরসুন্দরীম্।
শ্রীবিদ্যাং ষোড়শার্ণাং চ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাম্ ॥ ১২৬ ॥
সমস্তচক্রচক্রেশীং সর্বাগমনমস্কৃতাম্।
সর্বাম্নায়েশ্বরীং বিদ্যালঙ্কৃতাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১২৭ ॥
উপচারৈঃ সমভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
তর্পণানি পুনর্দদ্যাৎ ত্রিবারং মূলবিদ্যয়া ॥ ১২৮ ॥

শক্তিবজ্রেশ্বরীদেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর তৃতীয় বীজ অর্থাৎ শক্তিকূটের দ্বারা উত্তর কোণে বিশ্বমাতৃকা ভগমালা ব্রহ্মশক্তির পূজা করিবে। যথা:—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ ব্রহ্মাত্মশক্তিভগমালিনীদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" এইরূপে পূজা করিবে। তারপর কামেশ্বরীর সম্মুখে চক্রেশ্বরী অম্বিকার পূজা করিবে। "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চক্রেশ্বর্যম্বিকাদেবী-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর বীজমুদ্রার উপাসনা [পূজা] করিয়া চক্রপূজার নিবেদন অর্থাৎ চক্রপূজা করিবে। হে প্রিয়ে! সর্বানন্দময় বিন্দুসংজ্ঞক [বিন্দুযুক্ত মধ্যচক্রে] ব্রহ্মস্বরূপ, চিৎস্বরূপ সংবিদ্বেদ্য শ্রেষ্ঠচক্রে পরাপররহস্যা নামক ত্রিপুরাযোগিনীর পূজা করিবে। ইহাদের পূজার ক্রম যথা:—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বীজমুদ্রাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" তারপর—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ চক্রশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ পরাপররহস্যরূপিণীত্রিপুরাযোগিনীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" ॥১৮৭—১২৪॥

কূটত্রয় [বাগ্ভব, কামরাজ ও শক্তিকূট] স্বরূপ সর্ববিদ্যাস্বরূপকে উচ্চারণ করিয়া সর্বদেবতাস্বরূপ সর্ববস্তুময়কে পূজা করিবে। এই কূটত্রয়ের দ্বারা চক্রের ঈশ্বরী ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা [শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ" ইত্যাদি ষোল অক্ষরবিশিষ্ট] রূপিণী ভোগ ও মুক্তি ফলপ্রদা সেই মহাত্রিপুরসুন্দরীরও পূজা করিবে। যথা—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ

---

১. শ্রীবিদ্যাং স্বরূপকম্।

যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েৎ ক্রমাৎ।
বনস্পতিরসোৎপন্নৈঃ পবিত্রৈ রম্যগন্ধিভিঃ ॥ ১৯৯ ॥
দশাঙ্গাদ্যৈ ধূ্পবর্যৈ ধূ্পয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
(কস্তুরীকুঙ্কুমং দেবি গুগ্গুলং শালসম্ভবম্ ॥ ২০০ ॥
চন্দনাগরুকর্পূর-সিতাজ্য-মধুসংযুতম্।
ধূপয়েদ্দেশিকো নিত্যং সর্বসৌভাগ্যসিদ্ধয়ে ॥ ২০১ ॥
ধূমমন্ত্রেণ দেবেশি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্।)
অভিতো বেদিকাচক্রং দীপমালা ঘৃতপ্লুতাঃ ॥ ২০২ ॥
কর্পূররচিতাশ্চাপি[১] তৈলপূর্ণাস্তু বা যজেৎ।
ধূপদীপৌ নিবেদ্যাথ তর্পয়েৎ পূর্ববৎ প্রিয়ে ॥ ২০৩ ॥

ক এ ঈ ল হ্রীঁ স হ ক হ ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ চক্রেশ্বরীমহাত্রিপুরসুন্দরীশ্রীবিদ্যা-দেবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।” সমস্ত চক্রের চক্রেশ্বরী, সকল তন্ত্র দ্বারা নমস্কৃত, সকল শাস্ত্রের ঈশ্বরী বিদ্যালঙ্কৃতা ব্রহ্মস্বরূপিণী শ্রীবিদ্যা মহাত্রিপুর-সুন্দরীকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত [আতপচাল] প্রভৃতি উপচারের দ্বারা সম্যগ্ভাবে অর্চনা করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রের দ্বারা তিন বার তর্পণ করিবে। যথা :— “ঐং ক্লীঁ সৌঃ চক্রেশ্বরীমহাত্রিপুরসুন্দরীদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা।” এইরূপ তিনবার তর্পণ করিবে। তারপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সর্বসংক্ষোভণ প্রভৃতি পূর্বোক্ত অন্যান্য মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। বনস্পতির [বৃক্ষবিশেষের] রস হইতে উৎপন্ন সুন্দর গন্ধ যুক্ত পবিত্র দশাঙ্গ [দ্বাদশাঙ্গ, ষোড়শাঙ্গ ইত্যাদি] প্রভৃতি ধূপের দ্বারা পরমেশ্বরীকে [মহাত্রিপুরসুন্দরীকে] ধূপিত অর্থাৎ ধূপ-গন্ধ প্রদান করিবে। ধূপের দ্রব্যসকল যথা—কস্তুরী, কুঙ্কুম, শালবৃক্ষোৎপন্ন গুগ্গুল, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, শুভ্রঘৃত, ও মধু এই সকল দ্রব্য দ্বারা নির্মিত করিয়া গুরু বা আচার্য, সকল সৌভাগ্যসিদ্ধির জন্য নিত্য দেবীকে ধূপিত করিবেন। হে দেবেশি! ধূপমন্ত্রের দ্বারা ত্রৈলোক্যের দুর্লভ ফল লাভ হয়। বেদিকাচক্রের উভয় দিকে ঘৃতযুক্ত দীপমালা দিবে ॥ ৯৫—২০০ ॥

কর্পূররচিত প্রদীপ অথবা তৈলপূর্ণ প্রদীপ দ্বারা পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! ধূপ ও দীপ নিবেদন করিয়া অনন্তর পূর্বের মত [“ঐং ক্লীঁ সৌঃ চক্রেশ্বরী-মহাত্রিপুরসুন্দরীদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা” এইরূপে] তর্পণ করিবে ॥ ২০৩ ॥

( ) এই বন্ধনীচিহ্নিত পাঠ সকল পুস্তকে নাই। ১। কর্পূরবর্তিকাশ্চাপি।

আরার্তিকবিধিং কুর্যাৎ পূর্ববদ্ দেববন্দিতে।
অন্যদারার্তিকং বক্ষ্যে সর্বকামপ্রপূরকম্ ॥ ২০৪ ॥
স্বর্ণাদিনির্মিতে[1] পাত্রে মধ্যে চক্রং লিখেদ্ বুধঃ।
তণ্ডুলোল্লাসিতং কৃত্বা নবধা কারয়েত্ততঃ ॥ ২০৫ ॥
নব গোলাংশ্চন্দ্ররূপান্ বিরচ্য তদনন্তরম্।
শর্করাগর্ভভরিতান্ মণ্ডকান্[2] যুগ্মরূপকান্ ॥ ২০৬ ॥
বিরচ্য ঘটিকাঃ কার্যা যোজয়িত্বা তু সপ্তকম্।
সপ্তসপ্তপ্রকারেণ ঘটিকা নব যোজয়েৎ ॥ ২০৭ ॥
অষ্টকোণেষু সংস্থাপ্য গোলকাংশ্চোপরি ক্ষিপেৎ।
চণমুদ্রা বিকীর্যাথ দীপকান্ ঘৃতপাচিতান্[3] ॥ ২০৮ ॥

হে দেববন্দিতে। পূর্বের মত আরত্রিক করিবে। আর এক প্রকার সকলকাম্য-পূরণকারী আরত্রিকবিধি বলিতেছি [বলিব] ॥ ২০৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্ণাদিনির্মিত পাত্রের মধ্যভাগে চক্র [শ্রীবিদ্যাচক্র] অঙ্কিত করিবেন। তারপর সেই পাত্রের উপর তণ্ডুল দিয়া সেই তণ্ডুলকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া শোভিত করিবে। তারপর নয়টি গোলাকার কর্পূর রচনা করিয়া, ভিতরে শর্করাযুক্ত করিয়া যুগ্ম যুগ্ম মণ্ডক অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষ নির্মাণ করিয়া তাহার ঘটিকা অর্থাৎ বটিকা রচনা করিবে। সাত সাতটি বটিকাকে নয় ভাগে যুক্ত করিবে অর্থাৎ চক্রের আটকোণে এবং উপরে এই নয় স্থানে সাত সাতটি [একুনে ৬৩] বটিকা স্থাপন করিবে। অনন্তর সেই নয় স্থানে চণক মুদ্রা [ছোলাভাজা] নিঃক্ষেপ করিয়া মুষ্টির আকারে ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ সেই সেই নয় স্থানে স্থাপিত করিবে। পরে সেই দীপগুলি প্রজ্বালিত করিয়া পঞ্চরত্নের দ্বারা পূজা করিবে। পঞ্চরত্ন ও প্রজ্বলিত দীপের দ্বারা সেই চক্রমধ্যে পঞ্চসিংহাসনস্থিত বিদ্যাগণের পূজা করিবে। যথা:—পূর্বসিংহাসনস্থিতা ত্রিপুরাভৈরবী—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ত্রিপুরাভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" দক্ষিণের সিংহাসনে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রুদ্রভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" পশ্চিমে—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ষট্কূটাপরমেশ্বরীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" উত্তরে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সম্পৎপ্রদাভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।" মধ্যসিংহাসনে —"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ মহাত্রিপুরভৈরবীশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।"

১। স্বর্ণাদিনির্মিতে পাত্রে অতি গুঙ্কোদনং কৃতম্। ২। মণ্ডকান্ কুলনায়িকে।
৩। দীপকান্ ঘৃতকাচিতান্।

মুষ্টিকাকৃতিমুষ্টিশ্চ স্থাপয়েত্তত্র তত্র তু।
দীপান্ প্রজাল্য পশ্চাত্তু পঞ্চরত্নৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২০৯ ॥
পঞ্চসিংহাসনগতা বিদ্যাস্তত্র প্রপূজয়েৎ।
আমস্তকং সমুদ্ধৃত্য নববারং পুনঃ পুনঃ ॥ ২১০ ॥

আরাত্রিকং নৈবেদ্যঞ্চ

নবাবরণবদ্দেবি[১] পরিভ্রাম্য পুনঃ পুনঃ।
উত্তীর্য স্থাপয়েৎ পশ্চাদ্ দীপমালাময়ং মহঃ ॥ ২১১ ॥
নেত্রয়োঃ সুস্থিরং ধ্যায়েদারাত্তিকবিধিঃ প্রিয়ে।
নৈবেদ্যং ষড্রসোপেতং সিতাপূরাদিসংযুতম্ । ২১২ ॥
শর্করাপূরভরিতমণ্ডকৈঃ পায়সান্বিতম্।
মুক্তাকর্পূরধবলং শুদ্ধৌদনসুপূরিতম্ ॥ ২১৩ ॥
ঘৃতকর্পূরশোভাঢ্যং সম্পূর্ণঘৃতমণ্ডিতম্।
নানাব্যঞ্জনশোভাঢ্যং বটকৈঃ কুঙ্কুমপ্রভৈঃ[২] ॥ ২১৪ ॥
মাষান্নভরিতং নানারসপানাবরাজিতম্।
ঘৃতক্ষীরেণ ভরিত-চতুর্মুদ্রাবিরাজিতম্[৩] ॥ ২১৫ ॥

তারপর মস্তক পর্যন্ত সেই আরত্রিক পাত্র উঠাইয়া বার বার নয়বার আবরণবৎ অর্থাৎ মণ্ডলাকারে ভ্রামিত করিয়া উঠাইয়া স্থাপন করিবে অর্থাৎ সেই দীপমালা ভ্রামিত করিয়া পশ্চাৎ ভূমিতে স্থাপিত করিবে ॥২০৯—২১১ ॥

হে প্রিয়ে! দীপমালার তেজঃ চক্ষুর্দ্বয়ে সুস্থিরভাবে ধ্যান করিবে। ইহাই বিশেষ আরত্রিক বিধি। তারপর ছয়প্রকার রসযুক্ত, শর্করারসে পরিপূর্ণ, শর্করাপূরপরিপূর্ণ পিষ্টক এবং পায়সযুক্ত, মুক্তার মত কর্পূরের মত শ্বেতবর্ণ শুদ্ধ অন্নসমন্বিত, নানাপ্রকার ব্যঞ্জনশোভিত, কুঙ্কুমবর্ণতুল্য মাষকলাইর বড়া সমন্বিত, নানাপ্রকার রসের পানীয় যুক্ত, ঘৃত ও দুগ্ধে পরিপূর্ণ চতুর্মুদ্রা অর্থাৎ ঘৃতান্ন বা লুচি প্রভৃতি সমন্বিত নৈবেদ্য পরমেশ্বরীকে [শ্রীবিদ্যাত্রিপুরেশ্বরীকে] নিবেদন করিয়া নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিবে।

হে প্রিয়ে! মূলমন্ত্রে [ত্রিপুরেশ্বরীর মূলমন্ত্রে] প্রাণসহিত পঞ্চ আহুতি

১। নবাবরয়ে দেবীনাং। ২। কুঙ্কুমপ্রভম্। ৩। চতুর্দ্ধা তদ্বিরাজিতম্।

সঙ্কল্প্য পরমেশানৈ নিত্যহোমবিধিং চরেৎ।
মূলেন প্রাণসহিতা আহুতীঃ পঞ্চ হোময়েৎ ॥ ২১৬ ॥
ষড়াহুতীঃ ষড়ঙ্গানাং নিত্যহোমঃ প্রকীর্তিতঃ।
উপবিশ্যাসনে রম্যে বামভাগে ততঃ পরম্ ॥ ২১৭ ॥
বহৎকরোর্দ্ধপুটতঃ সাধকো ভূমিজানুকঃ।
মণ্ডলং চতুরস্রং তং তন্মধ্যে বিলিখেৎ প্রিয়ে ॥ ২১৮ ॥
ত্রিকোণমধ্যে[১] ব্যোমাখ্যং মণ্ডলং পূজয়েত্ততঃ।
ব্যাপকান্তে মণ্ডলায় হৃদন্তো বাগ্ভবং পরম্[২] ॥ ২১৯ ॥
মুখে কৃত্বা পূজনীয়ং মণ্ডলং মনুনা প্রিয়ে।
এতন্মণ্ডলমভ্যর্চ্য মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২০ ॥
ঈশানবহ্নি-নৈঋর্ত্য-বায়ুকোণেষু পূর্ববৎ।
মণ্ডলানি বিধায়াথ পূর্ববৎ পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ২২১ ॥
পূর্ববদ্বলিদানং চ দদ্যাৎ সর্বসমৃদ্ধয়ে।
বটুকায় মহেশানি যোগিনীভ্যশ্চ বল্লভে ॥ ২২২ ॥

প্রদান করিবে অর্থাৎ অগ্নিস্থাপন করত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা', 'ওঁ অপানায় স্বাহা', 'ওঁ সমানায় স্বাহা', 'ওঁ উদানায় স্বাহা' এবং 'ওঁ ব্যানায় স্বাহা'—এইভাবে পাঁচটি আহুতি দিবে। ছয় অঙ্গের ছয়টি আহুতি দিবে—যথা :—'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হৃদয়ায় স্বাহা,……শিরসে স্বাহা, …শিখায়ৈ স্বাহা,……কবচায় স্বাহা,……নেত্রত্রয়ায় স্বাহা,……অস্ত্রায় স্বাহা'। এইভাবে ছয়টী আহুতি দিবে। ইহাই নিত্য হোম বলিয়া কীর্তিত হয়। রম্য আসনে উপবেশন করতঃ বামভাগে অর্থাৎ বামহস্ত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া, ভূমিতে জানু পাতিয়া সাধক চতুরস্র [চতুষ্কোণ] মণ্ডল অঙ্কিত করিবে ॥ ২১১—২১৮ ॥

তারপর সেই চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে ত্রিকোণ এবং ব্যোমাখ্য বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকার মণ্ডল করিয়া সেই মণ্ডলের পূজা করিবে। ব্যাপকের শেষে 'মণ্ডলায়' বলিয়া তার শেষে হৃৎ অর্থাৎ "নমঃ" আর মুখে অর্থাৎ আদিতে বাগ্ভব [ঐং], পরা [হ্রীঁ], এবং শ্রীঁ বলিবে। অর্থাৎ "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ব্যাপক-মণ্ডলায় নমঃ" এই মন্ত্রে উক্ত মণ্ডলের পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! এই মণ্ডল পূজা করিয়া ঈশান, অগ্নি, নৈঋর্ত ও বায়ুকোণে পূর্ববৎ অর্থাৎ ত্রিকোণ

১। ত্রিকোণবৃত্তং। ২। পরাম্ : প্রিয়ে।

ক্ষেত্রপালগণেশাভ্যাং পূর্ববদ্ বলিমুৎসৃজেৎ।
বামভাগে কৃতস্থাথ মণ্ডলস্যোপরি ক্ষিপেৎ॥ ২২৩॥
আধারং পূজয়েত্তত্র পাত্রং চান্নোদকান্বিতম্।
সকারণং মন্ত্রয়িত্বা সর্বভূতবলিং হরেৎ॥ ২২৪॥
ষোড়শার্ণেন মনুনা ত্রিবারং বীরবন্দিতে।
তারং চ ভুবনেশানীং[১] সর্ববিঘ্নপদং ততঃ॥ ২২৫॥
কৃত্ত্যাশ্চ সর্বভূতেভ্যো হুঁকারং বহ্নিবল্লভাম্।
সমুচ্চরন্ বলিং দদ্যান্মুদ্রয়া তত্ত্বসংজ্ঞয়া॥ ২২৬॥

বৃত্ত ও চতুষ্কোণ মণ্ডল চারিটি অঙ্কিত করিয়া পূর্বের মত অর্থাৎ ঈশান কোণস্থ মণ্ডলে "বাং বটুকায় নমঃ", অগ্নিকোণের মণ্ডলে "যাং যোগিনীভ্যো নমঃ", নৈঋতকোণের মণ্ডলে "গাং গণপতয়ে নমঃ" এবং বায়ুকোণের মণ্ডলে "ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তার পর সকল সমৃদ্ধির জন্য পূর্বের মত বলিদান করিবে অর্থাৎ পঞ্চম পটলে যেরূপ বলিদানের বিধি আছে [এই পুস্তকের ৪৯ পৃঃ হইতে ৫১ পৃষ্ঠায় অনুবাদে বলা হইয়াছে] সেইরূপ বলি দিবে। প্রথমে বটুকের বলি যথা:—প্রথমে আধারপাত্রের পূজা করিয়া কারণাদিসমন্বিত অন্নযুক্ত বলিপাত্র লইয়া তত্ত্বমুদ্রায় "এহেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিল জটাভারভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় সর্বোপচার-সহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রদান করিবে। যোগিনীগণের বলি পূর্ববৎ পূজাদি করিয়া—"ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগনতলে ভূতলে নিষ্কলে বা পাতালে বা তলে বা পবনসলিলয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপ-পীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ। যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা, সর্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা" এইমন্ত্রে বলি দিবে। ক্ষেত্রপালের বলি যথা:—"ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রস্থানক্ষেত্রপাল ধূপদীপাদিসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" মন্ত্রে বলি দিবে। গণপতির বলি যথা:—"গাং গীং গূং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় সর্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা" মন্ত্রে বলি দিবে। তারপর বামভাগে পূর্ববৎ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে আধার রাখিয়া তাহার পূজা করিয়া তাহার উপর কারণসহিত অন্নাদিযুক্ত পাত্র রাখিয়া

১। ভুবনেশানি।

বলিপঞ্চকোপসংহারঃ

বলিপঞ্চকমাখ্যাতং সর্বরক্ষাকরং সতাম্[১]।
একত্র বা পঞ্চ বলীন্[২] দদ্যাৎ ব্যাপকমণ্ডলে ।। ২২৭ ।।
বামভাগে স্থিতো দেবি সর্ববিঘ্নহরো ভবেৎ।
চক্রমভ্যর্চ্য সকলং বিধিবৎ পরমেশ্বরি।
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া দেবি সর্বজ্ঞঃ সর্বতত্ত্ববিৎ ।। ২২৮ ।

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে
শ্রীবিদ্যাযজন-বিধির্নাম ষোড়শঃ পটলঃ ।। ১৬ ।।

তাহা ষোড়শাক্ষরযুক্ত মন্ত্রে অর্থাৎ "শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ" তিনবার মন্ত্রিত করিয়া—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্বভূতেভ্যো হুঁ স্বাহা" মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সর্বভূতের বলি দিবে ।। ২১৯—২২৬ ।।

হে দেবি! এইভাবে পাঁচটি বলির কথা বলা হইল। ইহা সদ্ব্যক্তিগণের সমস্ত রক্ষাকারক। অথবা একটি ব্যাপকমণ্ডলে একত্র পঞ্চ বলি প্রদান করিবে। হে পরমেশ্বরি! বামভাগে অবস্থান করিয়া নিজের দক্ষিণে একত্র পঞ্চ বলি প্রদান করিলে সকল বিঘ্ন শূন্য হয়। হে দেবি! সমস্ত চক্র বিধিপূর্বক অর্চনা করিলে শ্রীগুরুর কৃপায় সর্বজ্ঞ ও সকলতত্ত্ববিৎ হয় ।। ২২৭—২২৮ ।।

শ্রীজ্ঞানার্ণবে ষোড়শ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৬।

১। সদা। ২। বলীন্ প্রদদ্যাৎ।

অথ সপ্তদশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব অশ্রুতার্থং মহেশ্বর।
ষোড়শাক্ষরবিদ্যায়াঃ শ্রীচক্রবিধিমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
জপাদিকং চ যৎ সর্বমেকৈকাক্ষরসাধনম্।
কথয়স্ব মহেশান যদ্যহং তব বল্লভা ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু সর্বাঙ্গসুভগে শ্রীবিদ্যাবিধিমুত্তমম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কর্তা হর্তা স্বয়ং বিভুঃ[১] ॥ ৩ ॥
অনেন বিধিনা যত্র শ্রীচক্রং ক্রমসংযুতম্।
পূজ্যতে তত্র সকলং বশীকুর্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
নগরং বশমায়াতি দেশমণ্ডলমদ্রিজে।
যোষিতঃ সকলা বশ্যা জ্বলৎকামাগ্নিপীড়িতাঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যাবিমূঢ়হৃদয়াঃ সাধকন্যস্তমানসাঃ।
তদ্দর্শনেন দেবেশি জায়ন্তে সর্বযোষিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন] হে দেবদেব! মহাদেব! মহেশ্বর! মহেশ! ষোড়শাক্ষর বিদ্যার উত্তম শ্রীচক্রবিধি এবং এক এক অক্ষরের [মন্ত্রের] সাধন জপ প্রভৃতি শুনি নাই। যদি আমি তোমার প্রিয়া হই তাহা হইলে আমাকে ঐ সমস্ত বল ॥ ১ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]—হে সর্বাঙ্গসৌভাগ্যবতি! উত্তম শ্রীবিদ্যাবিধি শ্রবণ কর, যাহার জ্ঞানমাত্রে স্বয়ং বিভু [ভগবান্] সৃষ্টি-কর্তা ও সংহারকর্তা হন্। শ্রীচক্রের যে বিধি বলা হইবে সেই বিধি অনুসারে ক্রমযুক্তরূপে যেখানে শ্রীচক্রের পূজা করা হয়, সেখানে পূজক সকলকে বশীভূত করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পর্বতকন্যে! হে দেবেশ্বরি! শ্রীচক্রের পূজা করিলে [পূজকের নিকট] নগর বশীভূত হয়, দেশ, জেলা, বিভাগ প্রভৃতি বশীভূত হয়। উদ্দীপ্ত কামাগ্নিদ্বারা পীড়িত হইয়া স্ত্রীসকল বশীভূত হয়। শ্রীচক্রের সাধককে দর্শন করিলে সকল স্ত্রী শ্রীবিদ্যার [শ্রীচক্রের সাধনে] প্রভাবে বিমুগ্ধহৃদয় হইয়া শ্রীচক্রের সাধকের প্রতি মন অর্পণ করে ॥ ৩—৬ ॥

১। হারঃ।

ত্রিবিধমালাগুণাঃ

অক্ষমালাং সমাশ্রিত্য মাতৃকাবর্ণরূপিণীম্।
অথ মুক্তাফলময়ী বাঙ্ মোক্ষফলদায়িনী ॥ ৭ ॥
সর্বসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং সর্বরাজবশংকরী।
যথা মুক্তাফলময়ী তথা স্ফটিকনির্মিতা ॥ ৮ ॥
রুদ্রাক্ষমালিকা মোক্ষে সর্বসম্পৎসমৃদ্ধিদা[১]।
প্রবালমালা বশ্যে তু সর্বকার্যার্থসাধিকা ॥ ৯ ॥
মাণিক্যমালা ফলদা সাম্রাজ্যফলদায়িনী[২]।
পুত্রজীবকমালা তু বিদ্যালক্ষ্মীপ্রদা সতাম্ ॥ ১০ ॥
পদ্মাক্ষমালয়া লক্ষ্মীর্জায়তে মহতী পরা।
রক্তচন্দনমালা তু সর্বভোগপ্রদায়িনী[৩] ॥ ১১ ॥

অক্ষমালা মাতৃকাবর্ণ স্বরূপিণী অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণ ৫০টি। এইরূপ পঞ্চাশটি দানা সমন্বিত যে মালা তাহা মাতৃকাবর্ণরূপিণী। যে সাধক এই মাতৃকাবর্ণ-রূপিণী অক্ষমালাকে আশ্রয় করে স্ত্রীগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই সাধকে মন ন্যস্ত করে। মুক্তাফলময়ী অর্থাৎ মুক্তার মালা বাক্‌পটুত্ব প্রদায়িনী এবং মুক্তিফল-দায়িনী ॥৭॥

মুক্তাফলময়ী মালা যেমন সর্বসিদ্ধিপ্রদা এবং নিত্য সকল রাজার বশ-কারিণী স্ফটিকনির্মিত মালাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সর্বসিদ্ধিপ্রদা, সর্বরাজবশকারিণী ॥৮॥

রুদ্রাক্ষের মালা মোক্ষদায়িনী এবং সমস্ত সম্পদের সমৃদ্ধিদায়িনী। বশকার্যে [অপরকে বশীভূত করার কার্যে] প্রবালের মালা সমর্থা এবং প্রবালমালা সমস্ত কার্যের ফলসাধিকা ॥৯॥

মাণিক্যের মালা ফলদায়িনী [যে উদ্দেশ্যে জপে প্রযুক্ত হয় সেই ফলদায়িনী] এবং সাম্রাজ্য রূপ ফলদায়িনী হয়। পুত্রজীবক [জিয়াপুতাগাছের ফলের] মালা সদ্‌ব্যক্তিগণের বিদ্যা ও লক্ষ্মীপ্রদা ॥১০॥

পদ্মের বীজের মালার দ্বারা অতিশয় শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ্ উৎপন্ন হয়। রক্তচন্দন কাঠের মালা কিন্তু সকল ভোগ প্রদায়িনী ॥১১॥

১। মোক্ষে ভবেৎ সর্বসমৃদ্ধিদা। ২। সাম্রাজ্যশিল্পদায়িনী। ৩। তু ভোগবা বশ্যদা ভবেৎ।

অক্ষমালাং প্রপূজ্যাথ চন্দনেন বিলেপিতাম্।
সমাশ্রিত্য জপেদ্ বিদ্বাং লক্ষমাত্রং যদা বুধঃ ॥১২॥
যোষিতো ভ্রময়ন্ত্যেব মনস্তস্য সুনিশ্চলম্।
তদা দ্বিতীয়লক্ষং তু প্রজপেৎ সাধকোত্তমঃ ॥১৩॥
পাতালতলনাগেন্দ্র-কন্যকাঃ ক্ষোভয়ন্তি তম্।
তাসাং কটাক্ষজালৈস্তু ন মোহং যাতি সাধকঃ ॥১৪॥
তদা লক্ষত্রয়ং কুর্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
তৃতীয়লক্ষে সংপ্রাপ্তে দ্রাবয়ন্তি১ সুরাঙ্গনাঃ ॥১৫॥*
অভিমানেন সৌন্দর্যাৎ সৌভাগ্যমদকারিণঃ।
সাধকং দ্রাবয়ন্ত্যেব ততশ্চাসৌ মনস্থিরঃ ॥১৬॥
তদা লক্ষত্রয়ং সাধু সর্বপাপনিকৃন্তনম্।
এবং লক্ষত্রয়ং জপেদ্ ব্রতস্থঃ স্বস্থমানসঃ ॥১৭॥
সংক্ষোভয়তি ভূর্লোক-স্বর্লোক-তলবাসিনঃ।
পুরুষা যোষিতো বশ্যাশ্চরাচরমপি প্রিয়ে ॥১৮॥

যখন বিদ্বান্ সাধক চন্দনের দ্বারা লিপ্ত অক্ষমালাকে পূজা করিয়া, সেই মালা অবলম্বনে ত্রিলক্ষ মন্ত্র জপ করেন, তখন স্ত্রীগণ ভ্রামিত হন অর্থাৎ স্ত্রীগণের মন ভ্রামিত হয়. তাঁহার মন কিন্তু সুনিশ্চল থাকে। উত্তম সাধক যখন দুই লক্ষ মন্ত্র জপ করেন তখন পাতালতলের নাগেন্দ্রকন্যারা সেই সাধককে ক্ষোভিত করেন, কিন্তু সেই নাগেন্দ্রকন্যাগণের কটাক্ষের দ্বারা সাধক মোহ প্রাপ্ত হন না ॥১২—১৪॥

সাধক স্থিরমনা হইয়া যখন তিনলক্ষ জপ করেন, তখন তিনলক্ষ জপ পূর্ণ হইলে দেবস্ত্রীগণ সাধককে দ্রাবিত অর্থাৎ বিচলিত করিতে চেষ্টা করেন। দেবস্ত্রীগণ অভিমানবশতঃ [শ্রেষ্ঠত্বাভিমানবশতঃ] সৌন্দর্যবশতঃ [নিজেদের সৌন্দর্য অভিমানবশতঃ] সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া সাধককে দ্রাবিত [চঞ্চল] করিতে চেষ্টা করেনই। কিন্তু সাধক তাহা হইতে মনঃস্থির করেন। এইভাবে সাধক ব্রতস্থ অর্থাৎ জপরূপ ব্রতে স্থিত হইয়া স্বস্থমনা হইয়া তিনলক্ষ জপ করিবেন। সাধক এইরূপে তিনলক্ষ জপ করিলে পৃথিবী, স্বর্গ ও পাতাললোকবাসিগণকে

১। "দ্রাবয়ন্ত্যঃ সুরাঙ্গনাঃ"।

*এইশ্লোক হইতে এই সপ্তদশ পটলে প্রায়ই পূর্বশ্লোকের শেষার্ধ পরবর্তী শ্লোকের প্রথমার্ধের সহিত অন্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

গোরোচনাদিভির্দ্রব্যৈশ্চক্ররাজং সমালিখেৎ।
অতীবসুন্দরং রম্যং তন্মধ্যে প্রতিমাং বরাম্ ॥১৯॥
জ্বলন্তীং নামসহিতাং মহাবীজবিদর্ভিতাম্।
চিন্তয়েত্তু ততো দেবি যোজনানাং সহস্রতঃ ॥২০॥
অদৃষ্টপূর্বা দেবেশি শ্রুতমাত্রাপি দুর্লভা।
রাজকন্যাথবা চার্বী ভয়লজ্জাবিবর্জিতা ॥২১॥
আয়াতি সাধকং সম্যগ্ মন্ত্রমূঢ়া সতী প্রিয়ে।
চক্রমধ্যগতো ভূত্বা সাধকশ্চিন্তয়েদ্ যদা ॥২২॥

চক্রমধ্যস্থিতস্য জপফলম্

উদ্যৎসূর্যসহস্রাভমাত্মানমরুণং তথা।
সাধ্যমপ্যরুণীভূতং কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৩॥
অনেন ক্রমযোগেন স্বয়ং কন্দর্পরূপবান্।
সর্বসৌন্দর্যসুভগঃ কামিনীবল্লভো ভবেৎ ॥২৪॥
সর্বলোকেষু সুভগঃ সর্বলোকবশংকরঃ* ।
সর্বরক্তোপচারৈস্তু মুদ্রাসন্নদ্ধবিগ্রহঃ ॥২৫॥

সংক্ষোভিত করিবেন। হে প্রিয়ে! পুরুষসকল স্ত্রীসকল এমন কি চরাচর সাধকের বশীভূত হয় ॥১৪—১৮॥

গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা অতিশয় সুন্দর রম্য করিয়া চক্ররাজ অর্থাৎ শ্রীচক্র অঙ্কিত করিবে। সেই চক্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দীপ্যমান, মহাবীজগর্ভে যুক্ত, নাম সহিত [শ্রীবিদ্যার নাম সহিত] প্রতিমা অঙ্কিত করিবে। হে দেবি! হে দেবেশি! হে প্রিয়ে। যখন সাধক চক্রমধ্যে স্থিত হইয়া চিন্তা করিবেন, তখন সহস্র যোজন দূর হইতে অদৃষ্টপূর্বা [যাকে পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই], শ্রবণমাত্রেও দুর্লভ [যাহার নাম শ্রবণই দুর্লভ] রাজকন্যা অথবা সুন্দরী কন্যা ভয় ও লজ্জাবিবর্জিত হইয়া, সম্যগ্‌ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সাধকের নিকট আগমন করিবেন ॥১৯—২২॥

নিজেকে উদীয়মান সহস্র সূর্যের মত অরুণবর্ণ [সিন্দুরাদি দ্বারা নিজের

---

* 'সাধকানাং হিতার্থায় সর্বার্থসাধনং প্রিয়ে' এই শ্লোকার্ধ পঞ্চবিংশ শ্লোকের পূর্বে কোন কোন বইতে দেখা যায়।

চক্রং প্রপূরয়েদ্[১] বস্ত্র যস্য নাম বিদর্ভিতম্।
স ভবেদ্দাসবদ্দেবি ধনাঢ্যো বাঽপি ভূপতিঃ॥ ২৬॥
চক্রমধ্যগতং কুর্যান্নাম যস্যাস্তু যোষিতঃ।
অদৃষ্টায়া মহেশানি যোনিমুদ্রাধরো বুধঃ॥২৭॥
হঠাদানয়তে শীঘ্রং যক্ষিণীং রাজকন্যকাম্।
নাগকন্যামপ্সরসং খেচরীং বা সুরাঙ্গনাম্॥২৮॥
বিদ্যাধরীং দিব্যরূপামৃষিকন্যাং রিপুস্ত্রিয়ম্।
মদনোদ্ভবসন্তাপাং স্ফুরজ্জঘনমণ্ডলাম্॥২৯॥
কামবাণপ্রভিন্নান্তঃকরণাং লোলচক্ষুষাম্।
মহাকামকলাধ্যান-যোগাত্তু সুরবন্দিতে॥৩০॥
ক্ষোভয়েৎ স্বর্গভূর্লোকপাতালতলযোষিতঃ।
রোচনাভাগমেকং তু ভাগমেকং তু কুঙ্কুমম্॥৩১॥

শরীরকে রক্তবর্ণ করিলে] এবং সাধ্যকে অর্থাৎ যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করে সেই বস্তুকেও অরুণবর্ণ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে এইরূপ সাধনের ক্রমবশত নিজে কন্দর্পের মত রূপবান্, সকল সৌন্দর্যের দ্বারা মনোহর, এবং কামিনীর প্রিয় হয়। এবং সেই সাধক সমস্তলোকে সৌভাগ্যবান্ হয়, সর্বলোকের বশকারী হয়। আর যিনি সমস্ত রক্ত [লাল রং এর বস্তু] উপচারে সকলমুদ্রা দ্বারা শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চক্র [শ্রীচক্র] পূরণ করেন অর্থাৎ রক্তদ্রব্য দ্বারা চক্র অঙ্কিত করেন তিনিও সকল লোকে সৌভাগ্যবান্ এবং সকল লোকের বশকারী হন। হে দেবি! যাহার নাম চক্রগর্ভে অঙ্কিত করা হয়, সেইব্যক্তি ধনবান্ বা রাজা হইলেও ভৃত্যের মত হইয়া যায়। হে মহেশ্বরি! হে দেববন্দিতে! মহাকামকলার ধ্যান করিয়া বিদ্বান সাধক যোনিমুদ্রা ধারণ করত যে অদৃষ্ট স্ত্রীর নাম চক্রমধ্যে অঙ্কিত করেন, সেই সাধক—যক্ষিণী, রাজকন্যা, নাগকন্যা, অপ্সরা, আকাশচারিণী দেবকন্যা, বিদ্যাধরী [দেবযোনিবিশেষ], দিব্যরূপ ঋষিকন্যা, অথবা শত্রুর স্ত্রীকে কামজনিত সন্তাপান্বিত, দীপ্যমান জঘনমণ্ডল, কামবাণে বিদীর্ণান্তঃকরণ, চঞ্চল চক্ষুর্যুক্ত ভাবে বলপূর্বক শীঘ্র আনয়ন করেন॥২৩—৩০॥

১। 'চক্রকং পূরয়েদ্, যস্ত—'।

অথ ভাগদ্বয়ং দেবি চন্দনং মর্দয়েৎ সমম্।
একত্র তিলকং কুর্যাৎ ত্রৈলোক্যবশকারিণম্ ॥৩২॥
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা মন্ত্রয়িত্বা বশং নয়েৎ।
রাজানং নগরং গ্রামং তেন যদ্ যৎ প্রদৃশ্যতে ॥৩৩॥
মন্ত্রিণা পরমেশানি তৎ সর্বং তস্য বশ্যগম্।
তাম্বুলং ধূপমুদকং পত্রং পুষ্পং ফলং দধি ॥৩৪॥
দুগ্ধং ঘৃতং চূর্ণমন্নং বস্ত্রং কর্পূরমেব চ।
কস্তুরীং ঘুসৃণং চৈলাং লবঙ্গং জাতিপত্রকম্ ॥৩৫॥
ফলং বা বস্তু যদ্ যত্তু সকলং পরমেশ্বরি।
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা যস্মৈ কস্মৈ প্রযচ্ছতি ॥৩৬॥
স বশ্যো জায়তে দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা।
স্ত্রিয়স্তু সকলা বশ্যা দাসীভূতা ভবন্তি হি ॥৩৭॥
জগৎকর্ষণমেতত্তু কথিতং নান্যথা ভবেৎ।
রহস্যস্থানকে মন্ত্রী লিখেদ্রোচনয়া ভুবি ॥৩৮॥

মহাকামকলার ধ্যানযোগের প্রভাবে সাধক স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতালের স্ত্রীগণকে ক্ষোভিত [চঞ্চল] করেন। হে দেবি! একভাগ রোচনা এবং একভাগ কুঙ্কুম লইয়া, অনন্তর দুইভাগ চন্দন একসঙ্গে মর্দ্দিত [মিশ্রিত] করিয়া তিলক করিলে ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করিতে পারে। হে পরমেশ্বরি! একশত আটবার আবৃত্তি পূর্বক [ষোড়শাক্ষরী] মন্ত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত তিলককে মন্ত্রিত করিয়া মন্ত্রজপকারী সাধক—রাজা, নগর, গ্রাম ইত্যাদি যাহা যাহা সাধক দর্শন করেন সেই সকলকে বশীভূত করেন, সেই সকল তাঁহার বশ্য হয়। হে পরমেশ্বরি! সাধক একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া তাম্বুল, ধূপ, জল, পত্র, পুষ্প, ফল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চূর্ণ বা আবির, অন্ন, বস্ত্র, কর্পূর, কস্তুরী, ঘুসৃণ, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, ফল বা অন্য যে কোন বস্তু—যাহাকে প্রদান করেন, হে দেবি! সে বশীভূত [সাধকের] হইয়া যায়, এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। স্ত্রীসকল বশীভূত হইয়া দাসীস্বরূপ হইয়া যায়। ইহা জগতের আকর্ষণ ইহা বলা হইল, ইহার অন্যথা হয় না। মন্ত্রসাধক রহস্যস্থানে [তন্ত্রসাধনার রহস্যপূজাস্থানে] মাটীতে রোচনাদ্বারা অঙ্কিত করিবে [কি অঙ্কিত করিতে হইবে—তাহা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইবে] ॥৩১—৩৮॥

প্রতিমাঙ্কনম্

চারুশৃঙ্গারবেষাঢ্যাং সর্বাভরণভূষিতাম্[১] ।
প্রতিমাং সুন্দরাং গীতাং বিলিখ্য সুমনোহরাম্ ॥ ৩৯ ॥
তন্মালকণ্ঠহৃন্নাভিজন্মমণ্ডলযোজিতাম্[২] ।
জন্মনামমহাবিদ্যামঙ্কুশাস্তর্বিদর্ভিতাম্ ॥ ৪০ ॥
সর্বসন্ধিষু দেহস্য মদনাক্ষরমালিখেৎ ।
লীনং দাড়িমপুষ্পাভং চিন্তয়েদ্দেহসন্ধিষু ॥ ৪১ ॥
তদাশাভিমুখো ভূত্বা স্বয়ং দেবীস্বরূপকঃ ।
মুদ্রাং তু ক্ষোভিণীং বদ্ধা মন্ত্রমষ্টশতং জপেৎ ॥ ৪২ ॥
নিযোজ্য মদনাগারে[৩] চন্দ্রসূর্যকলাত্মকে ।
ততো বিকলসর্বাঙ্গীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতাম্ ॥ ৪৩ ॥
অনন্যমানসাং প্রেমভ্রমমাণাং মদালসাম্ ।
এবমাকর্ষয়েন্নারীং যোজনানাং শতাদপি ॥ ৪৪ ॥

মনোহর শৃঙ্গার বেষযুক্ত, সকল আভরণে অলঙ্কৃত, খ্যাত, সুমনোহর সুন্দর প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া, সেই প্রতিমার কপাল কণ্ঠ, হৃদয় ও নাভিতে জন্ম-কুণ্ডলী যোজনা করিবে এবং জন্মনামরূপ মহাবিদ্যা [জন্ম নামকেই এখানে মহাবিদ্যা বলা হইয়াছে] অঙ্কিত করিবে ; সেই নামের [অক্ষরের] মধ্যে অঙ্কুশ চিহ্নিত করিবে। সেই প্রতিমার সমস্ত দেহসন্ধিতে মদনাক্ষর অর্থাৎ 'কং' এই অক্ষর লিখিবে এবং সমস্ত দেহসন্ধিতে দাড়িমপুষ্পের দীপ্তি লীন হইয়া আছে—এইরূপ চিন্তা করিবে। সাধক নিজে দেবীস্বরূপ হইয়া অর্থাৎ দেবীর মন্ত্র নিজ শরীরে ন্যাস করত দেবীবৎ হইয়া সেই প্রতিমার অভিমুখে বসিয়া ক্ষোভিণী মুদ্রা করিয়া একশত আটসংখ্যক মন্ত্র [ইষ্টদেবীর অথবা ত্রিপুরার মন্ত্র] জপ করিবে। [দুই হাতের মধ্যমাঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিয়া তাহার উপর অনামিকাদ্বয় স্থাপন করিবে। আর উভয় হাতের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কনিষ্ঠাদ্বয়কে আবদ্ধ করিবে। ইহাই ক্ষোভিণী মুদ্রা] ॥৩৯—৪২॥

তারপর চন্দ্র ও সূর্যের কলাস্বরূপ মদনাগারে নিযুক্ত করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া যে স্ত্রীকে চিন্তা করিবে, সেই স্ত্রীর অপর ব্যক্তিতে মন থাকিবে না, মন্ত্র-জপকারীর প্রেমে সে ভ্রামিত হইবে, মদমত্ত অর্থাৎ মদ্যপানে যেরূপ শরীর

১। সর্বাবরণভূষিতাম্। ২। নাভিগতাগমনয় যোজিতাম্। ৩। নিযোজ্য মদনাগারে।

মাতৃকাং বিলিখেচ্চক্রবাহ্যতঃ সকলাং প্রিয়ে।
ভূর্জপত্রে স্বর্ণপত্রে রৌপ্যপত্রেঽথ তাম্রজে ॥ ৪৫ ॥
অবধ্যঃ সর্বজন্তূনাং ব্যাঘ্রাদীনাং বিশেষতঃ।
তথৈব মাতৃকাযুক্তস্বসংজ্ঞাচক্রমণ্ডিতঃ১ ॥ ৪৬ ॥
কর্পূরকুঙ্কুমাদ্যৈস্তু অজরামরতাং লভেৎ।
অনেন বিধিনা দেবি রোচনাগরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ৪৭ ॥
বিলিখংশ্চক্রযোগেন সাধ্যনাম বরাননে।
বিদর্ভিতং স্বনাম্না তু যস্মিন্ কস্মিন্নপি স্থিতম্ ॥ ৪৮ ॥
স্থাবরং জঙ্গমং চাপি সকলং জনমণ্ডলম্।
বশীকুর্যান্মহেশানি পাদাক্রান্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অবশ হয় সেইরূপ সেই স্ত্রী অবশ হইবে। সকল অঙ্গ বিকল হইবে, কামবাণে পীড়িত হইবে। এইভাবে একশতযোজন দূর হইতেও স্ত্রীকে আকর্ষণ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

হে প্রিয়ে! চক্রের বাহিরে ভূর্জপত্র বা সোনার পাত বা রূপার পাত বা তামার পাতে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ লিখিবে। তাহাতে সাধক—সমস্ত জন্তুর বিশেষভাবে ব্যাঘ্র প্রভৃতির অবধ্য হয় ॥ ৪৫—৪৬ ॥

সেইভাবে [অর্থাৎ পূর্ববৎ] মাতৃকাবর্ণযুক্ত করিয়া নিজের নামাঙ্কিত চক্র কর্পূরকুঙ্কুম প্রভৃতির দ্বারা অঙ্কিত করিয়া ভূষিত হইলে [মাতৃকাবর্ণের দ্বারা নিজের নাম পুটিত করিয়া পূর্বোক্ত শ্রীবিদ্যাচক্র কর্পূরাদি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া অঙ্কিত ভূর্জপত্রাদি ধারণ করিলে] অজরতা অমরতা লাভ করে অর্থাৎ অজর অমর হয়। হে দেবি! এই প্রকারে অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাচক্রমধ্যে সাধ্যের [যাহাকে সাধক লাভ করিতে চায়] মূর্তি রোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া সেই চক্রমধ্যে সাধ্যের নাম লিখিয়া, সাধ্যের নামের মধ্যে নিজের নাম অঙ্কিত করিয়া একশত আট সংখ্যায় মন্ত্র [ত্রিপুরমন্ত্র বা ইষ্টদেবীর মন্ত্র] জপ করিলে যে কোন স্থানে অবস্থিত স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত জনমণ্ডলকে সাধক নিজের পাদাক্রান্তরূপে বশীভূত করিতে পারে। হে বরাননে! হে মহেশানি! এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬২ — ৪৯ ॥

১। চন্দনৈঃ লিখিতং চ খং।

মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ কামকুটেন ভাস্বতা।
একমেকমবষ্টভ্য সাধ্যনামাক্ষরাণি চ॥ ৫০ ॥
বহিরপ্যখিলৈর্বর্ণৈর্মাতৃকায়াঃ প্রবেষ্টয়েৎ।
হেমমধ্যগতং কুর্যাচ্ছিখায়াং বামকে ভুজে॥ ৫১ ॥
ধারয়েদ্ যত্র কুত্রাপি ত্রৈলোক্যবশকারকম্।
রাজেন্দ্রমপি দেবেশি দাসভূতং করোতি হি॥ ৫২ ॥
রাজানো বাজিনঃ সর্পা গজা দুষ্টা মদোৎকটাঃ।
ব্যাঘ্রা কেসরিণো মত্তা বশ্যাস্তস্য ভবন্তি হি॥ ৫৩ ॥
পূর্বক্রমেণ নগরনাম সন্দর্ভ্য শৈলজে।
মধ্যে চতুষ্পথে বাপি চতুর্দিক্ষু নিধাপয়েৎ॥ ৫৪ ॥

নানাবশীকরণোপায়াঃ

মহাক্ষোভো যোষিতাং তু জনানাং মহতামপি।
তথৈব সর্বদুষ্টানাং পুরস্থানাং চ জায়তে॥ ৫৫ ॥

হে দেবেশি! মহাত্রিপুরসুন্দরীর দীপ্যমান কামকূটের [কামরাজকূট] দ্বারা অর্থাৎ "হ স ক হ ল হ্রীঁ" মন্ত্রের দ্বারা সাধ্যের [যাহাকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করা হয়] নামের অক্ষরগুলির প্রত্যেক অক্ষরকে পুটিত করিতে হইবে। তাহার [সেই সাধ্যনামের বাহিরে চারিদিকে] বাহিরে সমস্ত মাতৃকাবর্ণের দ্বারা সাধ্যের নামাক্ষরগুলিকে বেষ্টিত করিবে অর্থাৎ চারিদিকে মাতৃকাবর্ণ লিখিবে। তারপর উহা সোনার তাবিজের মধ্যে পূরিয়া শিখাতে বা বাম বাহুতে ধারণ করিবে বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গে ধারণ করিবে। ইহা [এই প্রক্রিয়া] ত্রৈলোক্যের বশকারক। ইহার দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠকে বশীভূত করিতে পারে। এবং এই প্রক্রিয়াদ্বারা রাজগণ, অশ্ব, সর্প, দুষ্ট মদমত্ত হস্তী, ব্যাঘ্র, মত্ত সিংহ সাধকের বশীভূত হয়॥ ৫০—৫৩ ॥

পূর্বক্রমে [চক্র অঙ্কিত করিয়া] কোন নগরের নাম লিখিয়া, সেই নগরের নামের মধ্যে নিজের নাম লিখিয়া, নগরের নামের অক্ষরগুলির প্রত্যেক অক্ষরকে ত্রিপুরাদেবীর কামরাজ মন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া, তাহার চারিদিকে মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া নগরের মধ্যে বা চৌমাথায় বা নগরের চারিদিকে স্থাপিত [প্রোথিত] করিবে। এইরূপ করিলে হে পর্বতনন্দিনি! [পরবর্তী শ্লোকের বাংলার সহিত এই পূর্বাংশের অন্বয় হইবে]॥ ৫৪ ॥

এতন্মধ্যগতাং পৃথ্বীং সশৈলবনগহ্বরাম্।
জ্বলন্তীং সর্বরাজেন্দ্রমণ্ডিতাং সাগরাম্বরাম্॥ ৫৬॥
মাসষট্‌কং চিন্তয়েদ্ যঃ সাক্ষাৎকামোপমো ভবেৎ।
কটাক্ষক্ষেপমাত্রেণ নার্যস্তস্য বশাঃ প্রিয়ে॥ ৫৭॥
রাজানো ব্রাহ্মণা বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ পশবো জগৎ।
দৃষ্ট্বা ত্বাকর্ষয়েদ্দেবি[1] ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৫৮॥
সপত্নান্নাশয়েদ্দৃষ্ট্বা নাত্র কার্যা বিচারণা।
ভূতপ্রেতপিশাচাংশ্চ জ্বরাংশ্চাতুর্থিকাদিকান্॥ ৫৯॥
শূলগুল্মাদিরোগাংশ্চ দৃষ্ট্বা নাশয়তে ক্ষণাৎ।
এতৎ সিন্দূরসুভগং রাত্রৌ সংপূজিতং প্রিয়ে॥ ৬০॥
যোজনানাং শতাদ্বাপি সম্যগাকর্ষয়েৎ স্ত্রিয়ম্।
যদা দিক্ষু বিদিক্ষ্বেবং[2] দিবিষ্ঠানপি সুন্দরি॥ ৬১॥
বশমানয়তে শীঘ্রং সপুত্রপশুবান্ধবান্।
ভূর্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ৬২॥

সেই নগরস্থিত স্ত্রীলোকগণের, মহাজনগণের এবং সকল দুষ্টের মহাক্ষোভ [সঙ্কলন] উৎপন্ন হয়। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি, পর্বত, বন ও গহ্বরসমন্বিত এই মধ্যস্থিত [ঊর্ধ্বলোকসকল ও অধোলোকসকলের মধ্যস্থিত], সমস্ত শ্রেষ্ঠরাজগণ কর্তৃক ভূষিত, সাগরবেষ্টিত পৃথিবী জ্বলিয়া যাইতেছে—এইরূপ চিন্তা করে, সে সাক্ষাৎ কামের [মদনের] সদৃশ হয়। তাহার কটাক্ষনিক্ষেপ-মাত্রে স্ত্রীসকল তাহার বশীভূত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পশুসকল এবং জগৎ তাহার বশীভূত হয়। হে দেবি! সেই ব্যক্তি দৃষ্টিমাত্রেই চর, অচর সহিত ত্রৈলোক্যকে আকর্ষণ করে। শত্রুগণকে দৃষ্টিমাত্রে বিনষ্ট করে—এই বিষয়ে কোন বিচার অর্থাৎ [এখানে] সন্দেহ নাই। ভূত, প্রেত, পিশাচ,চাতুর্থিক প্রভৃতি জ্বরসকলকে [জ্বর নানাপ্রকার—একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক চাতুর্থিক, পাক্ষাহিক ইত্যাদি] শূল, গুল্ম প্রভৃতি রোগসকলকে দর্শনমাত্রেই সেই ব্যক্তি ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট করে। হে প্রিয়ে! হে সুন্দরি! রাত্রিকালে মনোহর সিন্দূর পূজা করিলে সেই পূজিত সিন্দূর শতযোজন দূর হইতে স্ত্রীলোককে আকর্ষণ করে। পূর্বাদি চার দিক্ এবং অগ্নিপ্রভৃতি কোণ দিক্‌স্থিত স্ত্রীলোককে

১। দৃষ্ট্বা বিবং নাশয়েৎ স। ২। ত্রিদিবিষ্ঠং তু সুন্দরি।

তন্মধ্যে নগরং দেশং মণ্ডলং খণ্ডমেব চ।
নাম্না বিদর্ভিতং যন্তু পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৬৩ ॥
ভূমিমধ্যগতং কৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
অথবা ধারয়েৎ কণ্ঠে শিখায়াং বাহুমূলকে ॥ ৬৪ ॥
যত্র কুত্র স্থিতং ভদ্রে ক্ষোভয়েন্নগরং মহৎ।
অর্কক্ষীরেণ সংযুক্তং ধত্তূরকরসং তথা ॥ ৬৫ ॥
রোচনাকুঙ্কুমে চৈব লাক্ষালক্তকসংযুতম্।
কস্তূরীচন্দ্রসংযুক্তমেকীকৃত্য[1] ততঃ পরম্। ৬৬ ॥
চক্রমেতৎ সমালিখ্য যস্য নাম্না মহেশ্বরি।
তস্য ব্যাঘ্রগজব্যাধি-রিপুসর্পভয়াদিকম্ ॥ ৬৭ ॥
চোরগ্রহজলারিষ্ট-শাকিনীডাকিনীভয়ম্।
ভয়ং ন বিদ্যতে দেবি পরমন্ত্রাভিচারজম্ ॥ ৬৮ ॥

আকর্ষণ করে এমন কি স্বর্গস্থিত স্ত্রীলোকগণকেও আকর্ষণ করে। পুত্র, পশু, বান্ধবগণ সহিত স্ত্রীলোকগণকে শীঘ্র বশীভূত করে ॥ ৫৫—৬১½ ॥

ভূর্জপত্রের মধ্যে রোচনা, অগুরু ও কুঙ্কুমের দ্বারা নগর, দেশ, জেলা ও বিভাগ লিখিবে। সেই নগর প্রভৃতির মধ্যে নিজের নাম অঙ্কিত করিবে। তারপর তাহা [সেই ভূর্জপত্র] যথাবিধি পূজা করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিলে ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করিতে পারে। অথবা সেই পূজিত ভূর্জপত্র কণ্ঠে, বা শিখায় বা বাহুমূলে ধারণ করিবে। হে ভদ্রে! এইরূপ করিলে [পূজিত ভূর্জপত্র কণ্ঠাদিতে ধারণ করিলে] যে কোন স্থানে স্থিত বিশাল নগরকে ক্ষোভিত করিতে পারে। অর্কপত্রের ক্ষীর [আঠা] এর সহিত ধুতুরা [ফুলের] পাতার রস সংযুক্ত করিয়া, রোচনা, কুঙ্কুম, লাক্ষা [গালা] ও আলতা সংযুক্ত করিয়া কস্তূরী ও কর্পূর এই সকল বস্তু এক করিয়া [মিশ্রিত করিয়া] যাহার নামে চক্র লিখা হইবে [যেখানে চক্রের নাম উল্লিখিত হইবে না সেখানে সামান্য চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে ঈপ্সিত ব্যক্তির মূর্তি অঙ্কিত করিতে হইবে] হে মহেশ্বরি! তাহার ব্যাঘ্র, হস্তী, রোগ, শত্রু, সর্প-জনিত ভয় প্রভৃতি এবং চোর, গ্রহ, জল, অরিষ্ট [অশুভ বা মরণচিহ্ন], শাকিনী,

---

১। কস্তুরীদ্রবসংযুক্ত।

নিত্যং সন্ধারয়েদ্দেবি কালমৃত্যুং বিনাশয়েৎ ॥ ৬৯ ॥
অথবা মধ্যগাং দেবীং ত্রিকোণোভয়মধ্যগাম্ ।
অথ স্বনামসংযুক্তাং রোচনাকুঙ্কুমাঙ্কিতাম্ ॥ ৭০ ॥
নিধাপয়েচ্চ সপ্তাহাদ্দাসবৎ কিঙ্করো ভবেৎ ।
পীতদ্রব্যৈঃ সমালিখ্য পীতপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৭১ ॥

স্তম্ভনোচ্চাটনমারণাদিকম্

পূর্বাশাভিমুখো ভূত্বা স্তম্ভয়েৎ সর্ববাদিনঃ ।
সহস্রবদনো দেবি মূঢ়ো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭২ ॥
নাম্না যস্য স বাগ্মী হি পাষাণ ইব জায়তে ।
চক্রং বিলিখ্য দেবেশি মহানীলীরসেন তু ॥৭৩॥
নাম সংযোজ্য বিধিবদ্দক্ষিণাভিমুখো বুধঃ ।
বহ্নৌ দগ্ধ্বা মহেশানি মারণং বৈরিণাং প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥

ডাকিনীর ভয় ও অপর কোন [শত্রু] ব্যক্তি কর্তৃক মন্ত্র বা অভিচারজনিত ভয় হয় না, হে দেবি! ঐ চক্র নিত্য ধারণ করিলে কালমৃত্যুকে বিনষ্ট করিতে পারে। অথবা উভয় ত্রিকোণের মধ্যে কোন দেবীকে [দেবী বা স্ত্রীকে] রোচনা ও কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া সেই দেবী বা স্ত্রীর চিত্রের মধ্যে নিজের [সাধকের] নাম সংযুক্ত করিয়া যদি তাহা স্থাপিত করে অর্থাৎ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করে তাহা হইলে সেই স্ত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে দাসের মত সাধকের কিঙ্কর [চাকর] হইয়া যায় ॥ ৬১২ = ৭০২ ॥

চক্রের মধ্যে পীতদ্রব্যের দ্বারা দেবীকে [ত্রিপুরা দেবীকে] অঙ্কিত করিয়া সাধক পূর্বদিকে মুখ করিয়া সেই দেবীকে যদি পীতপুষ্পের দ্বারা পূজা করে তাহা হইলে সকল বাদীকে স্তম্ভন করিতে পারে অর্থাৎ সমস্ত বাদীর মুখ স্তম্ভন হয়, তাহারা সাধকের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারে না। হে দেবি! এই প্রক্রিয়াতে সহস্রমুখ অনন্ত অথবা সহস্রবদনতুল্য মহাবাগ্মী ব্যক্তি ক্ষণমাত্রে মূঢ় [তূষ্ণী] হইয়া যায়। আর যাহার নামে চক্র অঙ্কিত করা যায়, সেই বাগ্মীও পাথরের মত হয় অর্থাৎ সাধকের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে না। হে দেবেশি! হে প্রিয়ে! মহানীলীর [একপ্রকার বৃক্ষের, মতান্তরে নীল অপরাজিতাকে মহানীলী বলে] রসে চক্র লিখিয়া তাহাতে বিধিপূর্বক

মহিষাশ্বপুরীষাভ্যাং সম্যগাধ্বস্য[1] শৈলজে।
গোমূত্রেণ চ সংলিখ্য নাম সন্দর্ভ্য পূর্ব্ববৎ ॥ ৭৫ ॥
ক্ষিপ্ত্বা হ্যরিনালমধ্যস্থং বিদ্বেষণকরং ভবেৎ।
কৃত্বা রোচনয়া নাম কাকপক্ষস্য মধ্যগম্ ॥ ৭৬ ॥
লম্বমানং তদাকাশে শত্রুচ্চাটনকারকম্।
মহানীলীরোচনাভ্যাং দুগ্ধলাক্ষারসেন হি ॥ ৭৭ ॥
বিলিখ্য ধারয়েন্মন্ত্রী সর্ববর্ণান্ বশং নয়েৎ।
অনেনৈব বিধানেন স্থাপয়েদ্বারিমধ্যগম্ ॥ ৭৮ ॥
তেনোদকেন সংস্নাতঃ পীতং তৎ সর্ববশ্যকৃৎ।
সৌভাগ্যং জায়তে তেন পানীয়েন ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥
এতন্মধ্যগতাং পৃথ্বীং নগরীং বা সুলোচনে।
সপ্তাহাৎ ক্ষোভয়েৎ সম্যগ্ জলমানাং বিচিন্তয়েৎ ॥৮০ ॥

শত্রুর নাম সংযুক্ত করিয়া বুধ ব্যক্তি যদি দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া সেই চক্রকে বহ্নিতে দগ্ধ করে তাহা হইলে হে মহেশানি! তাহাতে শত্রুগণের মারণ হয়। হে পর্বতনন্দিনি! মহিষ ও অশ্বের পুরীষকে সম্যগ্ভাবে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে গোমূত্র দিয়া তাহার দ্বারা পূর্ব্ববৎ নাম অর্থাৎ শত্রুদ্বয়ের নাম লিখিয়া যদি শত্রুর গৃহের নালের [ড্রেন বা প্রণালী] মধ্যে নিঃক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে ঐ প্রক্রিয়া শত্রুদ্বয়ের বিদ্বেষকারক হয় অর্থাৎ সেই দুইজনের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। কাকের পাখার মধ্যে শত্রুর নাম রোচনার দ্বারা লিখিয়া যদি আকাশে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা শত্রুর উচ্চাটনকারক হয় অর্থাৎ শত্রু পূর্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হয়। মন্ত্রের সাধক [বিধিপূর্বক মন্ত্রজাপক] মহানীলী ও রোচনার দ্বারা দুগ্ধ ও লাক্ষারস মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা ভূর্জপত্রাদিতে চক্র লিখিয়া যদি ধারণ করে, তাহা হইলে সাধক ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণকে বশীভূত করিতেপারে। এই রীতিতে অর্থাৎ মহানীলী রস, রোচনা, দুগ্ধ ও লাক্ষারস মিশ্রিত করিয়া ভূর্জপত্রাদিতে চক্র অঙ্কিত করিয়া যদি সেই চক্র জলের মধ্যে স্থাপন করত, সেই জলে স্নান করিয়া সেই জল পান করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে পারে।

১। সন্নীকৃত্যাথ।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মহাপাতকনাশনম্।
শিবাং সংপূজয়েদ্দেবি সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ প্রিয়ে ॥ ৮১ ॥
মহাপাতকযুক্তাত্মা তৎক্ষণাৎ পাপহা ভবেৎ।
শমীদূর্বাঙ্কুরাশ্বত্থপলাশৈরথবার্কজৈঃ ॥ ৮২ ॥
মাসেন হন্তি কলুষং সপ্তজন্মকৃতং নরঃ।
পূর্বাশাভিমুখো ভূত্বা পীতদ্রব্যৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৮৩ ॥
পীতস্থানে সমালিখ্য স্তম্ভয়েৎ সর্ববাদিনঃ।
উত্তরাশামুখো ভূত্বা সিন্দূররজসা লিখেৎ ॥ ৮৪ ॥
পূজয়েদ্বিধিবদ্ বিদ্বান্ সর্বলোকং বশং নয়েৎ।
পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা চন্দনেন সমালিখেৎ ॥ ৮৫ ॥
সংপূজ্য বিধিবদ্ বিদ্বান্ সর্বযোষিন্মনো হরেৎ।
বল্লভো জায়তে দেবি দাসীমিব বশং নয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

সেই পানীয়ের দ্বারা সাধকের সৌভাগ্য উৎপন্ন হয়—ইহাতে সংশয় নাই। হে সুনয়নে! এই পৃথিবী বা কোন নগরীকে যদি সাধক প্রজ্বলিত হইতেছে এইরূপ চিন্তা করে, তাহা হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীকে বা নগরীকে ক্ষোভিত করিতে পারে ॥ ৭০ই—৮০ ॥

হে মহেশ্বরি! এখন মহাপাতকনাশের উপায় বলিব। হে প্রিয়ে! হে দেবি! যে ব্যক্তি সুগন্ধিপুষ্পের দ্বারা শিবার [শক্তির—অর্থাৎ ত্রিপুরা, কালী প্রভৃতি যে দেবীর] পূজা করে, সে মহাপাপযুক্ত হইলেও পূজামাত্রেই তাহার পাপনাশ করে। শমী [শমীপত্র], দূর্বাঙ্কুর, অশ্বত্থ, পলাশ অথবা অর্কপুষ্পের দ্বারা যে ব্যক্তি একমাস শিবার পূজা করে, সে তাহার সপ্তজন্মকৃত পাপনাশ করে। যে ব্যক্তি পূর্বদিকে মুখ করিয়া পীতদ্রব্যের দ্বারা পীতস্থানে শিবার মূর্তি অঙ্কিত করিয়া পূজা করে, সে সমস্ত বাদীকে স্তম্ভনযুক্ত [বাদীদের মুখ স্তম্ভিত হয়, তাহারা সাধকের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারে না] করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি উত্তরদিকে মুখ করিয়া সিন্দুর গুঁড়ার দ্বারা শিবার মূর্তি অঙ্কিত করত পূজা করেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত লোককে বশীভূত করিতে পারেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া চন্দনের দ্বারা মূর্তি অঙ্কিত করিয়া যদি পূজা করেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত স্ত্রীলোকের মন হরণ

যমাশাভিমুখো ভূত্বা চক্রং কৃষ্ণং যদার্চয়েৎ।
যস্য নামাঙ্কিতং তস্য মন্ত্রহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৮৭ ॥
অগ্নিরাক্ষসবায়ব্যশম্ভুকোণেষু পূজিতম্।
পূর্ববৎ পরমেশানি ক্রমেণ পরিপূজিতম্ ॥ ৮৮ ॥

বশ্যবিদ্বেষণাদিকারকম্

স্তম্ভবিদ্বেষণব্যাধিশত্রূচ্চাটকরং ভবেৎ।
রোচনালিখিতং চক্রং ক্ষীরমধ্যে ক্ষিপেদ্ বুধঃ ॥ ৮৯ ॥
সর্ববশ্যকরং দেবি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
গোমূত্রমধ্যগং সম্যক্ শত্রূচ্চাটকরং ভবেৎ ॥ ৯০ ॥
তৈলস্থং চক্ররাজং তদ্বিদ্বেষণকরং ভবেৎ।
জ্বলজ্জ্বলনমধ্যস্থং শত্রুনাশকরং ভবেৎ ॥ ৯১ ॥
যদৈকান্তে চতুর্মার্গে সিন্দূররজসা লিখেৎ।
সর্ববাহৃত আরভ্য যাবন্মধ্যং মহেশ্বরি ॥ ৯২ ॥

করেন এবং তিনি স্ত্রীলোকগণের প্রিয় হইয়া স্ত্রীলোককে দাসীর মত বশীভূত করিতে পারেন ॥ ৮১—৮৬ ॥

দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া সাধক যদি যাহার নামে অঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণের চক্র পূজা করেন, তাহা হইলে তাহার মন্ত্রহানি [মন্ত্রসিদ্ধির অভাব] হয়। হে পরমেশ্বরি! পূর্ববৎ অর্থাৎ চক্র অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে সাধ্যের নাম অঙ্কিত করিয়া সেই নামের মধ্যে সাধকের নাম অঙ্কিত করত, তাহার বাহিরে মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া, অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান-কোণে ক্রমে ক্রমে চক্রের পূজা করিলে—সেই পূজাই বা পূজিত চক্র স্তম্ভন, [মুখ দিয়া কথা বাহির না হওয়া], বিদ্বেষ [হিংসা], রোগ ও শত্রুর উচ্চাটন-কারক হয়। হে দেবি! বুধব্যক্তি যদি রোচনার দ্বারা চক্র লিখিয়া দুগ্ধের মধ্যে সেই চক্র নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাহা সকলের বশ্যকারক হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত রোচনার দ্বারা লিখিত চক্র গোমূত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহা সম্যগ্‌ভাবে শত্রুর উচ্চাটন [পূর্বদেশ ত্যাগপূর্বক দেশান্তরগমন] কারক হয়। রোচনার দ্বারা অঙ্কিত চক্ররাজ অর্থাৎ শ্রীবিদ্যাচক্রকে তৈলে

অকারাদিক্ষকারান্তাং মাতৃকাং তত্র বিন্যসেৎ।
পূজয়েদ্রাত্রিসময়ে কুলাচারক্রমেণ তু ॥ ২৩ ॥
সাধকঃ খেচরো দেবি জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
গিরাবেকতরৌ তদ্বদর্চয়েৎ কুলমার্গতঃ ॥ ২৪ ॥
অজরামরতাং লব্ধ্বা সুখী ভবতি মান্ত্রিকঃ।
শ্মশানে পূজয়েচ্চক্রং মহাভূতদিনে বুধঃ ॥ ২৫ ॥
পূর্বক্রমেণ বিধিবৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
খড়্গসিদ্ধিং চ বেতালসিদ্ধিং চ গুটিকামপি ॥ ২৬ ॥
পাদুকাং জনসিদ্ধিং চ মনঃসিদ্ধিং চ ধাতুদাম্।
মহাবিবরসিদ্ধিং চ যক্ষিণীচেটকোদ্ভবাম্ ॥ ২৭ ॥

নিক্ষেপ করিলে, তাহা শত্রুর বিদ্বেষকারক হয়, প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে যদি উক্ত চক্ররাজ নিঃক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে তাহা শত্রুর নাশকারক হয়। যদি জনবিরল চৌমাথায় সিন্দুর গুঁড়ির দ্বারা চক্র অঙ্কিত করিয়া চৌমাথার বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপর্যন্ত—অকার হইতে ক্ষকার পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণ লিখিয়া রাত্রিকালে সাধক কুলাচার পদ্ধতিতে [তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ অথবা অভিষেকগ্রহণপূর্বক গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় তন্ত্রের সাধনমার্গকে কুলাচার] পূজা করে, তাহা হইলে হে দেবি! হে মহেশ্বরি! সে খেচর অর্থাৎ আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইভাবে পর্বতে একটি বৃক্ষেযদি কুলাচার পদ্ধতিতে পূজা করে, তাহা হইলে মন্ত্রসাধক অজর ও অমর হইয়া সুখী হয়। বুধব্যক্তি যদি মহাভূত দিনে অর্থাৎ শনি ও মঙ্গলবারে শ্মশানে উক্ত চক্রের পূজা বিধিপূর্বক স্থিরমনা হইয়া করে তাহা হইলে সেই বুধ সাধক খড়্গসিদ্ধি [খড়্গকে যে দিকে আদেশ করিবে, খড়্গ সেইদিকে শত্রুর বিনাশ করিতে পারে ইহা খড়্গসিদ্ধি], বেতালসিদ্ধি [বেতাল, সাধকের ঈপ্সিত কার্য সম্পাদন করিলে তাহাকে বেতালসিদ্ধি বলে]. গুটিকাসিদ্ধি [গুটি ইচ্ছা অনুসারে চালনা করিয়া অন্ধকারাদিতেও চলিয়া যাইতে পারে], পাদুকাসিদ্ধি [পাদুকা পরিধান করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অতিদ্রুত চলিয়া যাইতে পারে] জনসিদ্ধি [মানুষকে নিজের বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি] মনঃসিদ্ধি [ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু করা] ধাতুসিদ্ধি, মহাবিবরসিদ্ধি এবং যক্ষিণীসিদ্ধি,

সর্বং তল্লভতে মন্ত্রী নাত্র কার্যা বিচারণা ।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি শ্রীবিদ্যাপূজনং মহৎ ॥ ৯৮ ॥
ব্রহ্মহত্যাদিদোষাণাং পুরশ্চরণমুত্তমম্[১] ।
রক্তপদ্মৈ র্মহেশানি পূজয়েচ্চক্রমুত্তমম্ ॥ ৯৯ ॥
সমস্তরশ্মিসহিতং নিত্যাম্নায়পুরস্কৃতম্ ।
কুলাচারক্রমাদ্দেবি কর্পূরক্ষোদমণ্ডিতম্ ॥ ১০০ ॥
মাসমাত্রেণ দেবেশি মহাপাতককোটয়ঃ ।
জন্মান্তরকৃতাঃ সর্বা নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০১ ॥
লক্ষ্মীস্তস্য গৃহে রম্যা সুস্থিরা সুরবন্দিতে ।
জপাপুষ্পৈর্মহেশানি পূর্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্ ॥ ১০২ ॥
মাসমাত্রং ক্রমেণৈব পূর্ববৎ পরমেশ্বরি ।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপাংশ্চ[২] পূর্বজন্মকৃতান্ প্রিয়ে ॥ ১০৩ ॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ধনবাঞ্জায়তে বুধঃ ।
কেতকৈস্তরুণৈঃ পত্রৈঃ পূর্ববৎ পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১০৪ ॥
উপপাতকসংঘাংশ্চ মাসমাত্রেণ নাশয়েৎ ।
সৌভাগ্যমতুলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥
শতপত্রৈর্মনোরম্যৈঃ পূজয়েন্মাসমাত্রকম্ ।
পূর্ববৎ পরমেশানি পূর্বপাপং বিনাশয়েৎ ॥ ১০৬ ।

চেটকসিদ্ধি লাভ করে। [ইচ্ছামত ধাতু উৎপাদন করা—ধাতুসিদ্ধি, হঠাৎ মহাগর্ত উৎপাদন করিয়া তাহার মধ্যে চলিয়া গিয়া শত্রুকে ফাঁকি দেওয়া—মহাবিরসিদ্ধি, যক্ষিণী ও চেটক সিদ্ধিও এইরূপ] ॥ ৮৯ – ৯৭ ॥

মন্ত্র সাধক এই সমস্ত লাভ করে—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে মহেশ্বরি! এখন মহৎ শ্রীবিদ্যাপূজনের কথা বলিব। এই শ্রীবিদ্যার পুরশ্চরণ ব্রহ্মহত্যাদি দোষের নাশক, সুতরাং ইহা অতি উত্তম। হে মহেশানি! হে দেবেশি! রক্তপদ্মের দ্বারা উত্তম শ্রীবিদ্যা চক্রের পূজা করিবে। সমস্ত রশ্মির সহিত অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার অঙ্গসম্ভূত তাঁহার অঙ্গ ও আবরণ দেবতাগণের সহিত নিত্যাম্নায়পূর্বক [পূর্বে ষোড়শপটলে পূর্বাম্নায় ইত্যাদি আম্নায়ের কথা বলা

১। পুরশ্চরণমত্তমম্। ২। ব্রহ্মহত্যাদিপাপাংশ্চ শতজন্মকৃতান্ প্রিয়ে।

চম্পকৈঃ সুমনোরম্যৈঃ পূর্ববৎ পূজয়েচ্ছিবাম্।
মাসমাত্রেণ হন্ত্যেব পাতকাঞ্ছতজন্মজান্॥ ১০৭॥

শ্রীবিদ্যায়াঃ পূজাভেদফলম্

সৌভাগ্যবান্ ভবেন্মন্ত্রী ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ।
শ্বেতপদ্মৈ র্মহেশানি মহদ্ভিঃ পূজয়েৎ পরম্॥ ১০৮॥
পূর্ববন্নাশয়েৎ পাপং বিংশজন্মভবং প্রিয়ে।
মাসমাত্রেণ সকলং মোক্ষস্তস্য করে স্থিতঃ॥ ১০৯॥
বন্ধূককুসুমৈ র্দেবি মাসমাত্রং প্রপূজয়েৎ।
ত্রৈলোক্যং বশগং তস্য পূর্বপাপং দহেদ্[১] বুধঃ॥ ১১০॥
বিল্বপত্রৈশ্চ জলজৈঃ সহৈব পরিপূজয়েৎ।
পূর্ববৎ পরমেশানি মাসমাত্রং প্রসন্নধীঃ॥ ১১১॥

হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে নিত্যআম্নায় তদনুসারে] কুলাচার পদ্ধতি অনুসারে কর্পূরচূর্ণের দ্বারা ভূষিত চক্রের পূজা করিবে। হে দেবি! ইহার দ্বারা একমাসে জন্মান্তরকৃত কোটি কোটি মহাপাতকসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে সুরবন্দিতে! হে মহেশানি! জপাপুষ্পের দ্বারা শ্রীবিদ্যাদেবীকে পূর্বের মত অর্থাৎ নিত্যাম্নায় অনুসারে কুলাচার পদ্ধতিতে পূজা করিবে। তাহাতে পূজকের গৃহে রম্যা লক্ষ্মী সুস্থির হইয়া বাস করেন। হে পরমেশ্বরি! পূর্ববৎ একমাস ক্রমে ক্রমে পূজা করিলে পূর্বজন্মকৃত ব্রহ্মহত্যাদি-পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বুধব্যক্তি ধনবান্ হইয়া যায়। হে প্রিয়ে! নূতন কেতকীপত্রের দ্বারা পূর্বের মত [কুলাচার অনুসারে] শ্রীবিদ্যাদেবীকে পূজা করিবে। ইহাতে একমাসে উপপাতকসমূহ নষ্ট করিয়া দিবে এবং অতুল সৌভাগ্য [পূজকের] হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে পরমেশানি! মনোরম পদ্মের দ্বারা একমাস দেবীর [শ্রীবিদ্যার] পূজা পূর্ববৎ [কুলাচার রীতিতে] করিবে। তাহাতে পূর্বপাপ নষ্ট করিয়া দিবে। সুমনোহর চম্পকপুষ্পের দ্বারা যদি শিবাকে [শ্রীবিদ্যাকে] পূজা করে, তাহা হইলে একমাস পূজার দ্বারা তাহার শতজন্মজনিত পাপসমূহকে নষ্ট করিয়া দিবে [সেই পূজা]॥ ৯৮—১০৭॥

১। পূর্বপাপং হরেদ্ বুধঃ।

সমৃদ্ধিমান্ ভবেদ্দেবি সর্বপাপহরঃ সদা।
মল্লিকামালতীজাতীকুন্দৈশ্চ শতপত্রকৈঃ ॥ ১১২ ॥
শ্বেতোৎপলৈর্মিশ্রিতৈস্তু পূজয়েন্মাসমাত্রকম্।
কুলাচারক্রমেণৈব পাতকং শতজন্মজম্ ॥ ১.৩ ॥
ব্রহ্মহত্যাদিজনিতং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
মুক্তিস্তস্য করে দেবি বাচা জীবসমো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥
অগস্ত্যবাণবন্ধূকজপারক্তোৎপলৈঃ প্রিয়ে।
পূর্বক্রমেণ সংপূজ্য মাসমাত্রং প্রসন্নধীঃ ॥ ১ ৫ ॥
পাতকং নাশয়েন্মন্ত্রী সাক্ষাৎ কামসমো ভবেৎ।
চম্পকৈঃ পাটলৈর্দেবি বকুলৈর্নাগকেসরৈঃ ॥ ১১৬ ॥

[চম্পক পুষ্পের দ্বারা একমাস শ্রীবিদ্যার পূজার ফলে] ত্রিপুরার প্রসাদে মন্ত্রসাধক সৌভাগ্যবান্ হয়। হে মহেশানি! হে প্রিয়ে! পরাদেবী অর্থাৎ শ্রীবিদ্যা [ত্রিপুরা] কে শ্বেতপদ্মের দ্বারা পূর্বোক্ত কুলাচার রীতিতে মহাসমারোহে পূজা করিবে। তাহাতে বিংশতিজন্ম জনিত সকল পাপ একমাসে নষ্ট হইয়া যাইবে। মুক্তি তাহার করে অর্থাৎ তাহার হাতে অবস্থিত অর্থাৎ অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। হে দেবি! বন্ধূক পুষ্পের দ্বারা একমাস মাত্র শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। তাহাতে সমস্ত ত্রৈলোক্য তাঁহার বশীভূত হইবে এবং পূজাকারী বুধব্যক্তি তাহার পূর্বপাপ দগ্ধ করিবেন। হে দেবি! হে পরমেশানি! প্রসন্নচিত্তে পদ্মের সহিত বিল্বপত্রের দ্বারা পূর্ববৎ কুলাচারে যিনি একমাস শ্রীবিদ্যার পূজা করেন তিনি সমৃদ্ধিশালী হইবেন এবং সর্বদা সকল পাপের বিনাশকারী হন। হে দেবি! যিনি মল্লিকা, মালতী, যুঁই, কুন্দ, পদ্ম, শ্বেতপদ্ম—এই সকল মিশ্রিত করিয়া কুলাচার পদ্ধতিতেই এক মাস শ্রীবিদ্যাদেবীর পূজা করেন তিনি শতজন্মজনিত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং পূজকের মুক্তি তাঁহার হস্তে অবস্থিত; আর তিনি বাক্যে বৃহস্পতি তুল্য হন। হে প্রিয়ে! বক, বাণ, বন্ধূক, জবা, ও রক্তপদ্মের দ্বারা পূর্বোক্ত রীতিতে যিনি একমাস প্রসন্নচিত্তে শ্রীবিদ্যার পূজা করেন, সেই মন্ত্র সাধক সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া ফেলেন এবং তিনি সাক্ষাৎ কামদেবের তুল্য হন ॥ ১০৮—১.৫ই ॥

কহ্লারৈঃ সিন্দূরৈ রম্যৈঃ পূর্ববৎ পূজয়েৎ ক্রমাৎ।
সৌভাগ্যমতুলং তস্য মাসমাত্রেণ জায়তে॥ ১ ৭॥
পাপং বিনাশয়েদ্দেবি যদি জন্মসহস্রকম্॥ ১১৮॥

ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যাপ্রয়োগবিধির্নাম
সপ্তদশঃ পটলঃ॥ ১৭॥

হে দেবি! চম্পকপুষ্প, পাটলপুষ্প, বকুলপুষ্প, নাগকেসরপুষ্প, কহ্লারপুষ্প ও রম্য সিন্দূরপুষ্প [সিন্দূর নামক একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ আছে—এখানে ঐ বৃক্ষের পুষ্পকে সিন্দূরপুষ্প বলা হইয়াছে] দ্বারা পূর্ববৎ অর্থাৎ কুলাচার পদ্ধতিতে যিনি শ্রীবিদ্যার পূজা করেন, একমাসমাত্র পূজার দ্বারা তাঁহার অতুল সৌভাগ্য হয়। আর তিনি সহস্র জন্মের পাপ এই পূজার দ্বারা বিনষ্ট করেন। ১১৫½—১১৮॥

নিত্যাতন্ত্র শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের সপ্তদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ

রত্নপূজাবিধানং তু কথয়ামি তবানঘে।
*পুষ্পাণি রচয়েদ্দেবি মাণিক্যরচিতানি হি ॥ ১ ॥
তৈস্তু পূজা প্রকর্তব্যা চক্ররাজস্য[১] পূর্ববৎ।
নানাপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ কর্পূরক্ষোদচন্দনৈঃ ॥ ২ ॥
একবিংশতিরাত্রেণ বিংশতিং ধরণীভুজাম্।
দাসীভূতাং করোত্যেব মহারোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩ ॥

চক্ররাজস্য পূজাভেদফলম্

সূর্যবৎ কান্তিমান্ মন্ত্রী জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
মুক্তারত্নৈশ্চ রচয়েৎ স্বর্ণপুষ্পাণি সুন্দরি ॥ ৪ ॥
তৈস্তু পূজা প্রকর্তব্যা নানাপুষ্পৈশ্চ পূর্ববৎ।
একবিংশতিরাত্রেণ রাজপত্ন্যো বশাঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
কলাকান্তিযুতো দেবি জায়তে সুভগঃ ক্ষিতৌ।
প্রবালঘটিতৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈস্তু বহুভির্যজেৎ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বর [শিব] বলিলেন, হে নিষ্পাপে! তোমাকে রত্ন দ্বারা পূজার বিধান বলিব। হে দেবি! মাণিক্যরচিত পুষ্পরচনা করিবে। সেই মাণিক্য-পুষ্পের দ্বারা পূর্ববৎ কুলাচারে চক্ররাজের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিবে। সুগন্ধি নানাপুষ্পের দ্বারা এবং কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত চন্দনের দ্বারা একুশ রাত্রি শ্রীবিদ্যাচক্রের পূজা করিলে বিংশতি-সংখ্যক রাজাকে দাস করিয়া ফেলে এবং মহারোগসকল নাশ করে ॥ ১—৩ ॥

আর এইরূপ মন্ত্রসাধক সূর্যের মত কান্তিমান্ হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। হে সুন্দরি! হে প্রিয়ে! মুক্তারত্নখচিত স্বর্ণপুষ্প রচনা করিবে। সেই মুক্তা-খচিত স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা এবং অন্যান্য নানাপুষ্পের দ্বারা শ্রীবিদ্যাচক্রের পূজা পূর্ববৎ করিবে। একুশ দিন ঐরূপ পূজা করিলে রাজপত্নীসকল বশীভূত হইবে এবং সাধক পৃথিবীতে কলা [দেবীর অংশরূপ নানাকলা] যুক্ত, কান্তিযুক্ত ও

---

* এই শ্লোকার্ধভাগটি সকল পুস্তকে নাই, (খ) সংজ্ঞক পুস্তকে আছে।

১। কেসররাজস্য।

পূর্ব্ববৎ পরমেশানি কুলাচারক্রমেণ তু।
পুষ্পৈশ্চ বিবিধৈর্দেবি ত্রিঃসপ্তাহাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৭ ॥
ক্রূরাস্তস্য বশাঃ সর্বে বৈরিবর্গান্ বিনাশয়েৎ।
তথা মরকতক্ষিপ্ত-স্বর্ণপুষ্পৈস্তু পূজয়েৎ ॥ ৮ ॥
একবিংশতিরাত্রেণ নানাপুষ্পৈঃ ক্রমং যজেৎ।
বিবুধাস্তস্য বরদা বৈরী নশ্যতি নান্যথা ॥ ৯ ॥
পুষ্পরাগমহারত্ন-ঘটিতৈঃ স্বর্ণনির্মিতৈঃ।
কুসুমৈঃ পূজয়েচ্চক্রং ত্রিঃসপ্তাহাৎ সুরেশ্বরি ॥ ১০ ॥
সুরাস্তস্য বশা দেবি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ।
সুবর্ণরচিতৈঃ পুষ্পৈর্বজ্রকেয়ূররাজিতৈঃ ॥ ১১ ॥
একবিংশতিরাত্রেণ মোহয়েজ্জগতীমিমাম্।
দেবদৈত্যা বশাস্তস্য জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রনীলময়ৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চক্রং সমর্চয়েৎ।
একবিংশতিরাত্রেণ তথা নীলৈশ্চ নীরজৈঃ ॥ ১৩ ॥

সৌভাগ্যবান্ হইবে। হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! প্রবালঘটিত বহু স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা পূর্ব্ববৎ কুলাচারক্রমে চক্ররাজের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিবে এবং অন্যান্য বহু পুষ্পের দ্বারা তিন সপ্তাহ পূজা করিবে। হে সুরেশ্বরি! এইরূপে তিন সপ্তাহ পূজা করিলে, ক্রূর প্রাণিগণ পূজকের বশীভূত হইবে এবং সেই পূজক শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। এইরূপ মরকতখচিত স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা এবং অন্যান্য নানাপুষ্পের দ্বারা একুশরাত্রি যদি ক্রমে ক্রমে পূজা [চক্ররাজের পূজা], করে, তাহা হইলে, দেবতাগণ সেই পূজককে বর দেন এবং সেই পূজকের শত্রু নষ্ট হইয়া যায়, ইহার অন্যথা হয় না। হে সুরেশ্বরি! পুষ্পরাগ নামক মহারত্নদ্বারা ঘটিত [বা খচিত] স্বর্ণনির্মিত পুষ্পের দ্বারা তিন সপ্তাহ শ্রীবিদ্যাচক্রের পূজা করিবে। তাহা হইলে দেবতাগণ তাহার বশীভূত হন এবং হে দেবি! সেই পূজক বৃহস্পতিতুল্য হয় ॥ ৪—১০ই

বজ্র অর্থাৎ হীরক, সেই হীরকের কেয়ূর [অলঙ্কারবিশেষ] যুক্ত সুবর্ণরচিত পুষ্পের দ্বারা একুশদিন চক্রের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিলে, পূজক এই জগৎকে মোহিত করে এবং দেবতা ও দৈত্যেরা পূজকের বশীভূত হয়—

বৈরিণো নাশমায়ান্তি শেষা বশ্যা ভবন্তি হি।
গোমেদঘটিতৈঃ পুষ্পৈঃ সুবর্ণস্য যজেদ্ বুধঃ ॥ ১৪ ॥
কিংশুকৈশ্চ কুসুমৈশ্চ পূর্ববৎ পরমেশ্বরি।
সপ্তাহাদ্ বৈরিণো বশ্যা ঘাতস্তেষু প্রজায়তে ॥ ১৫ ॥
ত্রিঃসপ্তাহান্মহাপাপ-সংচয়ং নাশয়েৎ প্রিয়ে।
ক্রব্যাদজীবা বশ্যা হি ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ। ১৬ ॥
বৈদূর্যঘটিতৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চয়েৎ ক্রমম্।
চম্পকাদিভিরভ্যর্চ্য ত্রৈলোক্যং স্তম্ভয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ১৭ ॥.
একবিংশতিভির্বারৈঃ সর্বপাপহরো ভবেৎ।
পুষ্পৈঃ পর্যুষিতৈর্দেবি নার্চয়েৎ স্বর্ণজৈরপি ॥ ১৮ ॥
নির্মাল্যভূতৈঃ কুসুমৈরুচ্ছিষ্টৈঃ পরমেশ্বরি।
নবরত্নময়ৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈর্যদি শিবাং যজেৎ ॥ ১৯ ॥
তদা দেবা মনুষ্যাশ্চ পন্নগা রাক্ষসাদয়ঃ।
সর্বে বশ্যা ভবন্ত্যেব ত্রিঃসপ্তাহান্ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রনীল [একপ্রকার রত্ন] প্রচুরভাবে যুক্ত করিয়া স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা চক্রের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিবে। এবং নীল পদ্মের দ্বারাও একুশরাত্রি পূজা করিলে, পূজকের শত্রুসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ যাহারা বিনষ্ট হয় না, তাহারা বশীভূত হয়। হে পরমেশ্বরি! বুধ [জ্ঞানী বা পণ্ডিত] ব্যক্তি গোমেদ [একপ্রকার রত্ন] ঘটিত সুবর্ণপুষ্পের দ্বারা এবং পলাশপুষ্পের দ্বারা যদি পূর্ববৎ অর্থাৎ কুলাচাররীতিতে চক্রের পূজা করে, তাহা হইলে এক সপ্তাহে তাহার শত্রুগণ বশীভূত হয়, সেই শত্রুগণের আঘাত বা বিনাশ হয়। হে প্রিয়ে! তিন সপ্তাহে সেই পূজক নিজের মহাপাপসকল নষ্ট করিয়া ফেলে এবং রাক্ষসসকল তাহার বশীভূত হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈদূর্য [প্রবাল] ঘটিত [খচিত] স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূজা করিবে। তারপর চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে। ইহাতে ক্ষণমাত্রে ত্রৈলোক্যকে [ত্রৈলোক্যের প্রাণিবৃন্দকে] স্তম্ভিত [স্তম্ভনযুক্ত] করিতে পারে। একুশবার পূর্বোক্তরূপে পূজার দ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে। হে পরমেশ্বরি! হে দেবি! পর্যুসিত [বাসি] পুষ্পের দ্বারা এমন কি স্বর্ণনির্মিত বাসি পুষ্পের দ্বারাও পূজা করিবে না। নির্মাল পুষ্পের [যে পুষ্প দ্বারা দেবতার

জন্ম-কোটিভবং পাপং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
স্বর্ণরত্নময়ৈঃ পুষ্পৈর্নবৈরেব[1] প্রপূজয়েৎ ॥ ২১ ॥
তদাঽশ্বমেধদশকং কৃতং ভবতি শৈলজে।
স্বর্ণরত্নাদিপূর্ণত্বং যদা নাস্তি তদা শৃণু ॥ ২২ ॥
তৈরেব পুষ্পৈঃ পূজা তু কর্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ।
যদ্ যৎ পুষ্পং যত্র যত্র দত্তং[2] তত্তৎ সুরেশ্বরি ॥ ২৩ ॥
তত্র তত্র প্রদাতব্যং ন দাতব্যং যথেচ্ছয়া।
অলংকারস্বরূপেণ পূজয়েচ্চক্রনায়কম্ ॥ ২৪ ॥
কেবলং স্বর্ণপুষ্পৈস্তু ত্রৈলোক্যং স্তম্ভয়েচ্ছিবে[3]।
মাসমাত্রেণ পাপানি সপ্তজন্মভবান্যপি ॥ ২৫ ॥

পূজা করা হইয়াছে, সেই পুষ্পকে নির্মাল্য বলে] দ্বারা, উচ্ছিষ্ট পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে না। যে স্বর্ণনির্মিত পুষ্পে প্রচুরভাবে নবরত্ন খচিত আছে সেইরূপ স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা যদি শিবা অর্থাৎ ত্রিপুরাদেবীর পূজা করা হয়, তাহা হইলে তিন সপ্তাহে দেবতা, মানুষ, সর্প, রাক্ষস প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী বশীভূত হয়ই, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১১১/২—২০ ॥

আর সেই পূর্বোক্ত নবরত্নময় স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা শিবাপূজার ফলে কোটিজন্ম-কৃত পাপ নষ্ট হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বর্ণ ও রত্নময় নূতন পুষ্পের দ্বারাই পূজাকরিবে, তাহা হইলে হে পর্বতনন্দিনি! দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে অর্থাৎ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সিদ্ধ হইবে। যখন স্বর্ণ, রত্ন প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণত্ব থাকিবে না অর্থাৎ যেরূপ যেরূপ রত্নখচিত স্বর্ণপুষ্পের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ রত্ন বা স্বর্ণ না থাকিলে, কি ভাবে পূজা করিতে হইবে তাহা শোন। সাধকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই সেই পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবেন, যেখানে যেখানে যে যে পুষ্প প্রদত্ত হইয়াছে [প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে] সেখানে সেখানে সেই সেই পুষ্প [স্বর্ণাদিপুষ্প ভিন্ন পদ্মাদিপুষ্প] প্রদান করিবে, যথেচ্ছভাবে পুষ্প দিবে না। সেই সেই পুষ্প দ্বারা অলঙ্কার-রূপে চক্রের অধিপতির পূজা করিবে। হে শিবে! কেবল স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা ত্রৈলোক্যের স্তম্ভন করা যায়। একমাস স্বর্ণপুষ্পের দ্বারা শিবার [ত্রিপুরা-

---

১। নবৈর্যদি। ২। দত্তং দত্তং সুরেশ্বরি। ৩। চ্ছিবম্।

নাশয়েন্মোহয়েৎ সর্বাং সমুদ্রবলয়াং ধরাম্॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যার্ণবরত্নপূজা-
বিধিবিবরণং নামাষ্টাদশঃ পটলঃ॥ ১৮॥

দেবীর বা অন্য দেবীর] পূজা করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ নষ্ট করে এবং সমুদ্র-বেষ্টিত সমস্ত পৃথিবীকে মোহিত করিতে পারে॥ ২৩১—২৬॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের অষ্টাদশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত॥১৮॥

অথৈকোনবিংশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

ত্রিপুরা পরমা শক্তি-স্ত্রৈলোক্যবশকারিণী।
এতস্যাঃ পরমানন্দ-সাধনং কথয় প্রভো ॥ ১ ॥
বীজত্রয়স্য দেবেশ যদ্যহং তব বল্লভা।

ঈশ্বর উবাচ

এষা বিদ্যা বরারোহে পারম্পর্যক্রমাগতা ॥ ২ ॥
ভববন্ধং ঘাতয়ন্তী সংস্মৃতা পাপহারিণী।
জপান্মৃত্যুঞ্জয়েশানি ধ্যাতা সর্বার্থসাধিকা ॥ ৩ ॥
দুঃখদৌর্ভাগ্যদারিদ্র্য-ভয়ঘ্নী পূজিতা ভবেৎ।
বিঘ্নৌঘশমনী[১] চৈব হবনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
পৃথগ্ বীজত্রয়স্যাহং সাধনং কথয়ামি তে।
শুভ্রাম্বরপরীধানো গন্ধকর্পূরমণ্ডনঃ ॥ ৫ ॥
মুক্তাফলস্ফুরদ্রূপভূষণঃ[২] শুভ্রমাল্যধৃৎ।
শুভ্রমন্দিরসংবিষ্টো ব্রহ্মচর্যসমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
পূজয়েচ্ছুভ্রকুসুমৈ র্নৈবেদ্যমপি সুজ্জ্বলম্।
পায়সং ঘৃতসম্পন্নং তথাঽমৃতফলোদনম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [প্রশ্ন করিলেন]—ত্রিপুরাদেবী পরমা শক্তি ত্রৈলোক্যের বশকারিণী। হে প্রভো! হে দেবেশ! যদি আমি আপনার প্রিয়া হই, তাহা হইলে আমাকে এই ত্রিপুরাদেবীর তিনটি বীজের পরম আনন্দ সাধন বলুন। ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন]—হে বরতনু! এই বিদ্যা [ত্রিপুরার বীজত্রয় সাধন বিদ্যা (মন্ত্র)] গুরুপরম্পরা-ক্রমে আসিয়াছে। এই বিদ্যা বা মন্ত্র স্মরণ করিলে সংসারবন্ধন নাশ করে এবং এই বিদ্যা স্মৃত হইলে পাপনাশকারী হয়। হে ঈশানি! এই বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্র জপ করিলে জপকারী মৃত্যুঞ্জয় হয়। এই বিদ্যার ধ্যান করিলে এই বিদ্যাই সকল অর্থের [পুরুষার্থের] সাধক হয়। এই বিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরা পূজিতা হইলে দুঃখ, দৌর্ভাগ্য, দারিদ্র্য ও ভয়নাশিনী হন। এই ত্রিপুরা-

১। বিঘ্নৌঘং শময়েন্মন্ত্রহবনান্নাত্র সংশয়ঃ। ২। মুক্তাফলস্ফুরদ্ভূষাভূষণঃ।

বাগীশ্বরীপূজনবিধিঃ

ঘৃতমোদকসম্পন্নং। নানাশুভ্রান্নপূরিতম্।
নৈবেদ্যং দর্শয়েদ্দেব্যৈ বাগীশ্বর্যৈ সুরেশ্বরি ॥ ৮ ॥
উপচারৈঃ[২] সুশুভ্রৈশ্চ সাধয়েন্মোক্ষবাঙ্ময়ম্।
বাগ্ভবাখ্যাং জপেদ্বিদ্যাং বাগীশীং সংস্মরন্ বুধঃ ॥ ৯ ॥
কর্পূরধবলাং শুভ্রপুষ্পাভরণভূষিতাম্।
অত্যন্তশুভ্রবসনাং বজ্রমৌক্তিকভূষণাম্ ॥ ১০ ॥
মুক্তাফলামলমণি-জপমালালসৎকরাম্।
পুস্তকং বরদানং চ দধতীমভয়প্রদাম্ ॥ ১১ ॥
এবং ধ্যায়েন্মহেশানি সর্ববিদ্যাধিপো ভবেৎ।
[৩]লাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং স্রবৎপীযূষবর্ষিণীম্ ॥ ১২ ॥
তস্মাজ্জ্যোতির্ময়ীং সুধ্যায়েজ্জিহ্বাং[৪] দীপস্বরূপিণীম্।
পাষাণেন সমো বাপি মূর্খো জীবসমো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

দেবীর মন্ত্রের দ্বারা হোম করিলে ত্রিবিধ বিঘ্নের [আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিঘ্নের] নিবৃত্তি হয়। এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে তিনটি বীজের সাধন বলিব। শুভ্রবস্ত্র পরিধানপূর্বক, গন্ধ ও কর্পূর শরীরে ভূষিত করিয়া, মুক্তাফলের মত প্রকাশমান অলঙ্কার শরীরে ধারণ করত, শুভ্রমাল্য ধারণ পূর্বক শুভ্র মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মচর্যসাধনযুক্ত হইয়া শুভ্র পুষ্পের দ্বারা [বাগীশ্বরীর] পূজা করিবে। নৈবেদ্যও অতিশয় উজ্জ্বল অর্থাৎ পরিষ্কৃত ও শুভ্র হইবে। ঘৃতযুক্ত পায়স, অমৃতফল অর্থাৎ পেঁপে বা দ্রাক্ষা ও শুভ্র অন্ন [এই সপ্তম শ্লোকের অন্বয় পরবর্তী অষ্টম শ্লোকে সমাপ্ত হইবে] ॥ ১—৭ ॥

ঘৃত, মোদক [মোয়া বা সন্দেশ] যুক্ত, নানাপ্রকার শুভ্র অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ নৈবেদ্য বাগীশ্বরীদেবীকে দেখাইবে [নিবেদন করিবে]। হে সুরেশ্বরি ! শুভ্র উপচারের [পূজার অন্যান্য উপচার] দ্বারা মুক্তির সম্পাদক বাগ্দেবতার সাধন করিবে। বুধ ব্যক্তি বাগীশ্বরীকে স্মরণ করিতে করিতে

১। ঘৃতগোলক। ২। মং—ঃ সকলশুভ্রো বা সাধয়েৎ। ৩। জ্যোতির্ময়ং—।
৪। জিহ্বাগ্রে. দীর্ঘরূপিণীম্।

অথ কামকলাশক্তিসাধকঃ পরমেশ্বরি।
রক্তালঙ্কারসুভগো রক্তগন্ধানুলেপনঃ ॥ ১৪ ॥
রক্তবস্ত্রাবৃতঃ সম্যঙ্ মধ্যে কামকলাত্মনা।
রক্তপুষ্পৈশ্চ বিবিধৈঃ কুঙ্কুমাদিভিরর্চয়েৎ ॥ ১৫ ॥
মূলাদিব্রহ্মপর্যন্তং স্ফুরদ্দীপস্বরূপিণীম্।
বন্ধূককুসুমাকার-কান্তিভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৬ ॥

বাগ্ভব নামক বিদ্যা [ঐং অথবা "ক এঈল হ্রীঁ"] জপ করিবে। [শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরা মন্ত্রের তিনটি কূট—বাগ্ভব কূট, কামরাজ কূট এবং শক্তিকূট। ইহারা যথাক্রমে ঐং, ক্লীঁ, সৌঃ এই তিনটি বীজেরই বিস্তার। সুতরাং প্রথম বীজ "ঐং" এর দ্বারা বাগীশ্বরীর সাধনের কথা এখানে প্রথমে বলা হইয়াছে। ইহার একটু পরেই কামরাজ কূট অর্থাৎ "ক্লীঁ" বীজের সাধনার কথা বলা হইবে।] সেই বাগীশ্বরী কর্পূরের মত শুভ্র, শুভ্রপুষ্প ও শুভ্র আভরণের দ্বারা ভূষিত, তাঁহার হস্তে মুক্তাফলের মত নির্মল মণির মত জপমালা শোভিত হইতেছে, আর তিনি অপরাপর হস্তে পুস্তক ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন একহস্তে অভয় প্রদান করিতেছেন।

হে মহেশ্বরি! বাগীশ্বরীকে এইরূপ ধ্যান করিলে ধ্যানকারী সাধক সকল বিদ্যার অধিপতি হইয়া যায়। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ক্ষরিত অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন, জ্যোতির্ময়ী, দীপের মত প্রকাশস্বরূপিণী, জিহ্বাগ্রে অবস্থিত এইরূপে যদি কেহ বাগীশ্বরীকে ধ্যান করে, তাহা হইলে প্রস্তরসদৃশ মূর্খ সেই ব্যক্তিও বৃহস্পতিসদৃশ হইয়া যায়। হে পরমেশ্বরি! এখন কামকলাশক্তির সাধক [ক্লীঁ বীজের বা কামরাজ কূটের সাধনা বলা হইতেছে] রক্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, রক্তগন্ধ [রক্ত চন্দন] অনুলেপন করত শরীরের মধ্যভাগে রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্বক, সম্যগ্রূপে কামকলাশক্তিরূপে অর্থাৎ কামকলাশক্তি-সদৃশ হইয়া, বিবিধ রক্তপুষ্পের দ্বারা, কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্বারা, মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত প্রকাশমান দীপস্বরূপিণী, বন্ধূকপুষ্প-সদৃশ কান্তিযুক্তা এবং বন্ধূকপুষ্পসদৃশ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, ইক্ষুধনুঃ, পুষ্পবাণ, বর ও অভয় এই চারিটি চার হস্তে ধারণ করিয়াছেন এইরূপ মূর্তিবিশিষ্টা কামকলাদেবীকে পূজা করিবে। [অন্বয়ের সুবিধার জন্য পরবর্তী শ্লোকের অর্ধাংশ এইখানে অনূদিত হইয়াছে] ॥ ৮—১৬½ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডপুষ্পেষু বরদাভয়সংকরাম্।
তদীয়কায়সিন্দূরভরিতং ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৭ ॥
চিন্তয়েৎ পরমেশানি ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ।
রাজানো বশমায়ান্তি পন্নগা রাক্ষসাঃ সুরাঃ ॥ ১৮ ॥
কন্দর্প ইব দেবেশি যোষিতাং মানহারকঃ।
মনশ্চিন্তিতযোষিত্তু দাসীব বশগা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
চলচ্চলেন্দুসঙ্কাশাং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
চিন্তয়েদ্ যোষিতাং যোনৌ ক্ষোভয়েৎ সুরসুন্দরীঃ ॥ ২০ ॥
কিং পুনর্মানুষী দেবি ত্রৈলোক্যমপি মোহয়েৎ।
এষৈব চিন্তিতা দেবী সিন্দূরাভা হৃদি ক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥
আকর্ষয়েত্তদা শীঘ্রং রম্ভাং বাপি তিলোত্তমাম্।
রক্তবর্ণাং স্ত্রিয়ং ধ্যাত্বা তদীয়সহসত্তমঃ[১] ॥ ২২ ॥
তস্যা মূর্ধ্নি স্মরেদ্ বীজান্ স্রবৎপীযূষবর্ষিণীম্।
ধ্যায়ন্ সম্মোহয়েদ্দেবি মদনোত্তপ্তমানসাম্ ॥ ২৩ ॥
ক্ষণমাত্রেণ দেবেশি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
এতৎকামকলাধ্যানাৎ পঞ্চ কামা বরাননে ॥ ২৪ ॥

তাঁহার [কামকলার] শরীরের সিন্দূর দ্বারা ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হে পরমেশানি! পূর্বোক্তরূপে এই কামকলাকে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে ত্রৈলোক্যকে মোহিত করিবে। [এই কামকলার] চিন্তার প্রভাবে নৃপতিগণ, সর্প, রাক্ষস, দেবতা—ইহারা সকলে বশীভূত হয়। হে দেবেশি! সেই কামকলার চিন্তক ব্যক্তি কন্দর্পের মত স্ত্রীলোকদের মান হরণ করে। মনে মনে যে স্ত্রীকে সাধক চিন্তা করিবে সেই স্ত্রী দাসীর মত সাধকের বশীভূত হয় ॥ ১৬২—১৯ ॥

চলমান চঞ্চল চন্দ্র সদৃশী, নবীন অরুণবর্ণতুল্য বর্ণযুক্ত শরীরবিশিষ্টারূপে কামকলাকে চিন্তা করিবে। তাহা হইলে স্ত্রীলোকদের যোনিতে ক্ষোভ উৎপন্ন হইবে এবং দেবলোকের সুন্দরীগণকেও ক্ষোভিত করিবে, হে দেবি! মনুষ্য-স্ত্রীগণের আর কি কথা। ত্রৈলোক্যকেও মোহিত করিবে। এই কামকলা

১। তদীয় সহসা বতঃ।

পঞ্চকামকর্তৃক-জগন্মোহনস্য প্রয়োগঃ

মোহয়ন্তি জগৎ সর্বং প্রয়োগং শৃণু পার্বতি।
পূর্বোক্তকামা দেবেশি জ্ঞাতব্যাঃ পঞ্চসংজ্ঞকাঃ ॥ ২৫ ॥
বিদর্ভ্যাদ্যেন কামেন মন্মথান্তর্গতং কুরু।
কন্দর্পসংপুটং কৃত্বা কোণগর্ভগতং ততঃ ॥ ২৬ ॥
মকরধ্বজসংজ্ঞং তু সর্বমেতদ্ বরাননে।
মীনকেতুগতং কুর্যান্মোহয়েজ্জগতীমিমাম্ ॥ ২৭ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনং নাম যোগোঽয়ং পরিকীর্তিতঃ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শক্তিবীজস্য সাধনম্ ॥ ২৮ ॥
সৃষ্টিসংহারপর্যন্তং শরীরে চিন্তয়েৎ পরাম্।
স্রবৎপীযূষ ধারাভি র্বর্ষন্তীং বিষহারিণীম্[১] ॥ ২৯ ॥
হেমপ্রভাভাসমানাং বিদ্যুন্নিকরসুপ্রভাম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলাপূর্ণ-কলশং বরদাভয়ৌ ॥ ৩০ ॥

দেবীকেই যদি সিন্দূরের মত প্রভাযুক্ত-রূপে হৃদয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করা হয়, তাহা হইলে সাধকের হৃদয়ে চিন্তিতা সেইদেবী শীঘ্রই রম্ভা বা তিলোত্তমাকেও আকর্ষণ করেন। রক্তবর্ণা স্ত্রীর সহবাস অভিলাষী হইয়া সাধক রক্তবর্ণা স্ত্রীর ধ্যান করত তাহার মস্তকে বীজ মন্ত্র স্মরণ করিবে এবং এই দেবী অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন এইরূপ ধ্যান করিবে। হে দেবি! ইহাতে সাধক, মদনের দ্বারা সেই স্ত্রীর মন উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তাহাকে সম্মোহিত করে। হে দেবেশি! অমৃতধারা বর্ষণকারিণীরূপে ধ্যান করত বীজ মন্ত্র স্মরণ করিলে সাধক ক্ষণমাত্রে ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করিতে পারে ॥ ২০—২৪½ ॥

হে বরাননে! এই কামকলার ধ্যানের ফলে পঞ্চ কাম সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন। হে পার্বতি! ইহার প্রয়োগ শ্রবণ কর। [এই জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলের ৭৮ ও ৪৯ শ্লোকে পঞ্চ কামের নাম বলা হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় উহা দ্রষ্টব্য হে দেবেশি! পূর্বে পঞ্চসংজ্ঞক কাম উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাতব্য। [পঞ্চকাম যথাঃ— কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ, মীনকেতু]। হে বরাননে! প্রথম কামের দ্বারা বিদর্ভিত অর্থাৎ প্রথম কামকে মন্মথের গর্ভে অঙ্কিত করিয়া মন্মথের অন্তর্গত কর [মন্মথের ভিতরে কামকে অঙ্কিত কর], তারপর মন্মথকে কন্দর্পের দ্বারা পুটিত [মন্মথের পূর্বে ও পরে

১। বিষধারিণীম্।

জ্ঞানমুদ্রাং চ দধতীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্।
ধ্যায়ন্ বিষং হরেন্মন্ত্রী নানাকারব্যবস্থিতম্॥ ৩১॥
এতস্যাঃ স্মরণাদ্দেবি নীলকণ্ঠত্বমাগতঃ।
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো ভূত্বা বিচরামি জলে স্থলে॥ ৩২॥
বৈনতেয়সমো মন্ত্রী বিষভারসহস্রভুৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচাংশ্চ নাশয়েদ্রোগসঞ্চয়ম্॥ ৩৩॥
চাতুর্থিকজ্বরান্ সর্বানপস্মারাংশ্চ নাশয়েৎ।
অথ ত্রিকূটা সংপূর্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী॥ ৩৪॥
চিন্তিতা সাধকস্যাশু ত্রৈলোক্যবশকারিণী।
ক্রমেণ নাভিহৃদ্বক্ত্র-মণ্ডলস্থাহরুণপ্রভা॥ ৩৫॥
পদ্মরাগমণিস্বচ্ছা চিন্তনাৎ সুরবন্দিতে।
তস্যাষ্টগুণমৈশ্বর্যং সৌভাগ্যং চ প্রজায়তে॥ ৩৬॥

কন্দর্পকে অঙ্কিত কর], তারপর মকরধ্বজকে কোণগর্ভগত কর অর্থাৎ চক্রের কোণগর্ভে মকরধ্বজকে অঙ্কিত কর। হে বরাননে! এই সকলকে অর্থাৎ চারজন কামকে মীনকেতুগত অর্থাৎ মীনকেতুর গর্ভে অঙ্কিত কর। এইরূপ করিলে এই জগৎকে মোহিত করা যায়। ইহা ত্রৈলোক্যমোহন নামক যোগ. ইহা এখানে পরিকীর্তিত হইল।

হে দেবি! এখন শক্তিবীজের ['সৌঃ' বীজ অর্থাৎ শক্তিকূট "স ক ল হ্রীঁ" এই মন্ত্রের] সাধন বলিব, শ্রবণ কর। এই শক্তির শরীরে সৃষ্টি সংহার পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যমান, তিনি পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা, ক্ষরণশীল অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন; তিনি বিষহরণকারিণী, সুবর্ণের দীপ্তির মত প্রকাশমানা, বিদ্যুৎসমূহের প্রভাতুল্য প্রভাবিশিষ্টা, চার হস্তে যথাক্রমে প্রকাশমান চন্দ্রকলাপূর্ণ কলশ, বর, অভয় ও জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়াছেন; তিনি সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপিণী—এইরূপে সেই শক্তিকে ধ্যান করিয়া মন্ত্রসাধক নানাপ্রকারে অবস্থিত [শরীর বা অন্যত্র নানাস্থানে অবস্থিত] বিষ নাশ করেন। হে দেবি! ইঁহার [এই শক্তির] স্মরণ করিয়া আমি [মহাদেব] নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া জলে স্থলে বিচরণ করিতেছি॥ ২৩½—৩২॥

তন্নাম সংস্মরন্ মন্ত্রী যোগিনীনাং ভবেৎ প্রিয়ঃ।
মাতৃচক্রং তস্য কায়ে তেন সার্দ্ধং সুখী ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
পুত্রবান্ দেবদেবেশি মন্ত্রী ধ্যানান্ন সংশয়ঃ।
যদা চক্রস্থিতা পূর্ণা খেচরীসিদ্ধিদায়িনী ॥ ৩৮ ॥
চতুঃষষ্টির্যতঃ কোট্যো যোগিনীনাং মহৌজসাম।
চক্রমেতৎ সমারাধ্য সংস্থিতা বীরবন্দিতে ॥ ৩৯ ॥
আদৌ সম্বন্ধিনি পদে মধ্যে বীজাষ্টকং বহিঃ।
কলাং ধ্যাত্বাঽঙ্গনাসঙ্গে কামরাজ ইবাপরঃ ॥ ৪০ ॥

[পূর্বকথিতরূপে শক্তিকে ধ্যান করিয়া] মন্ত্রসাধক গরুড়ের মত সহস্র বিষভার দূর করে এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ সকলকে নষ্ট করে, রোগসমূহকেও বিনষ্ট করে ও চাতুর্থিক জ্বর সকল, অপস্মার সকলও [অপস্মার একপ্রকার রোগ] বিনষ্ট করে। [ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্রই বাগ্‌ভবকূট, কামরাজকূট এবং শক্তিকূট—এই তিন অংশে বিভক্ত। এই মিলিত তিন অংশ সম্পূর্ণ ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্র। এইজন্য মিলিত মন্ত্রকে বা বিদ্যাকে ত্রিকূটা বলে। মন্ত্রত্রয়ের প্রতিপাদ্য দেবীও যথাক্রমে তিন—বাগ দেবী, কামকলা এবং শক্তি। এই তিন দেবী ত্রিপুরাদেবীরই মূর্তিভেদ। সুতরাং ত্রিপুরা-দেবীই সম্পূর্ণা। তাঁহার মিলিত মন্ত্রত্রয়ও সম্পূর্ণমন্ত্র; এখন সম্পূর্ণা ত্রিপুরা-দেবীর সাধন ফল বলা হইতেছে] সম্পূর্ণ ত্রিকূটা মহাত্রিপুরসুন্দরীকে চিন্তা করিলে শীঘ্রই সাধকের নিকট ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। ত্রিপুরাদেবীর নাভি, হৃদয় ও মুখমণ্ডল অরুণপ্রভাবিশিষ্ট, তাঁহার কান্তি পদ্মরাগমণির মত স্বচ্ছ। হে দেববন্দিতে! ত্রিপুরাদেবীকে এইরূপ চিন্তা করিলে, চিন্তাকারী সাধকের অষ্টগুণ ঐশ্বর্য হয়, এবং সৌভাগ্য হয়। ত্রিপুরার মন্ত্রসাধক তাঁহার [ত্রিপুরার] নাম স্মরণ করিলে, যোগিনীগণের প্রিয় হয় এবং সেই সাধকের শরীরে মাতৃচক্র [পরে মাতৃচক্র অঙ্কিত হইবে] উদ্ভূত হয়, তাহার সহিত সাধক সুখী হয়। হে দেবদেবেশ্বরি! ত্রিপুরার মন্ত্রসাধক ত্রিপুরার ধ্যানে পুত্রবান্ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। যখন চক্রস্থিতা [শ্রীবিদ্যাচক্র] পূর্ণা ত্রিপুরাদেবী ধ্যাত হন, তখন তিনি খেচরীসিদ্ধিদায়িনী হন। হে বীরবন্দিতে! যেহেতু মহা ওজস্বিনী চৌষট্টি কোটি যোগিনী এই চক্রের আরাধনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সাধক প্রথমে চক্রের সম্বন্ধী পদে, মধ্যে আটটি বীজ, বাহিরে [চক্রের বাহিরে

ত্রিপুরাসাধনস্য ধ্যানম্

পাশাঙ্কুশধনুর্বাণৈর্মাদনৈর্মোহয়েৎ প্রিয়ে।
ত্রৈলোক্যসুন্দরীং দেবি কিং পুনর্মর্ত্যযোষিতঃ ॥ ৪১ ॥
তথৈব শক্তিসম্বদ্ধশস্ত্রৈস্তন্ময়বিগ্রহঃ[১]।
সিদ্ধগন্ধর্বদেবাংশ্চ বশীকুর্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
এতামারাধ্য দেবেশি কামঃ সৌভাগ্যসুন্দরঃ।
হরিশ্চ পরমেশানি ত্রিপুরাসাধনাৎ[২] প্রিয়ে ॥ ৪৩ ॥
ত্রৈলোক্যমোহনো ভূত্বা স্থিতিকর্তাঽভবৎ সদা।
এতৎসমারাধনেন ব্রহ্মা সৃষ্টিকরো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
চন্দ্রসূর্যৌ বরারোহে সৃষ্টিসংহারকারকৌ ॥ ৪৫ ॥
ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরাবীজত্রয়সাধনবিধি-
নির্মৈকোনবিংশঃ পটলঃ ॥ ১৯ ॥

ভূপুর মধ্যে] কলার [ত্রিপুরাদেবীর কলার] ধ্যান করিয়া রমণীর সঙ্গে অপর কামরাজ সদৃশ হয় ॥ ৩৩—৪০ ॥

হে প্রিয়ে! মাদন [মত্ততাকারক] পাশ, অঙ্কুশ ও ধনুর্বাণের দ্বারা যুক্ত ত্রিপুরার কলাকে ধ্যান করিলে ত্রৈলোক্যের সুন্দরীকেও মোহিত করিতে পারে, মানুষের স্ত্রীলোক তো অতি সহজেই মোহিত হয়। এইরূপ শক্তিদেবীতে যে সকল শস্ত্র আছে. সেই শস্ত্রসহিত শক্তির ধ্যানে তন্ময় শরীর হইয়া সাধক সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও দেবগণকে বশীভূত করিতে পারে; ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবেশি! এই ত্রিপুরসুন্দরীকে আরাধনা করিয়া কামদেব সৌভাগ্যজনিত সুন্দর হইয়াছেন। হে পরমেশানি! হে প্রিয়ে! হরি [বিষ্ণু] ও ত্রিপুরা-দেবীর সাধনার ফলে ত্রৈলোক্যের মোহনকারী হইয়া সর্বদা জগতের স্থিতি-কর্তা হইয়াছেন। এই ত্রিপুরার সাধনের দ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হইয়াছেন। হে বরতনু! চন্দ্র ও সূর্য এই ত্রিপুরার সাধনাদ্বারা সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা হন ॥ ৪১—৪৫ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের উনবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৯॥

১। তথৈব শক্তিমাত্রশাস্ত্রৈস্তন্ময়বিগ্রহঃ।
২। ত্রিপুরাং রাধয়েৎ প্রিয়ে।

অথ ত্রিংশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

জপহোমবিধিং ব্রূহি যেন বিঘ্নং বিনাশয়েৎ।
সাধকানাং হিতায় ত্বং বদ শঙ্কর সুব্রত ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জপহোমবিধিং প্রিয়ে।
চক্রং সমর্চয়েদ্দেবি সকলং নিয়তব্রতঃ ॥ ২ ॥
বাহ্যং মধ্যগতং বাপি মধ্যং বা চক্রমর্চয়েৎ।
উপচারৈঃ সমারাধ্য সহস্রং প্রজপেচ্ছুচিঃ ॥ ৩ ॥
তদগ্রসংস্থিতো মন্ত্রী তদনন্তফলং[১] লভেৎ।
ধ্যাত্বাথ বা চক্ররাজমত্র[২] পূজাসমন্বিতম্ ॥ ৪ ॥
জপারম্ভং সুধীঃ কুর্যান্মহাপাতকহা ভবেৎ।
নিগদেনোপাংশুনা বা মানসেনাথ বা জপেৎ ॥ ৫ ॥
নিগদঃ পরমেশানি স্পষ্টবাচা নিগদ্যতে।
অব্যক্তস্তু স্ফুরদ্বক্ত্র উপাংশুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন] হে শঙ্কর! হে সুব্রত [যাঁহার ব্রত বা নিয়ম অতি উত্তম]! সাধকদের হিতের নিমিত্ত তুমি জপ ও হোমের বিধি বল, যে বিধির দ্বারা সাধক বিঘ্ন নাশ করিতে পারে ॥১॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন] হে দেবি! হে প্রিয়ে! জপ ও হোমের বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! নিয়তব্রত অর্থাৎ ব্রত-নিয়মে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া সমস্ত চক্র [শ্রীবিদ্যাচক্রের সমগ্র অংশ] অর্চনা করিবে। চক্রের বাহ্য অংশ, মধ্যস্থিত অংশ, বা মধ্য চক্র অর্চনা করিবে। তারপর উপচারের দ্বারা চক্রের আরাধনা করিয়া, পবিত্র হইয়া এক হাজার জপ করিবে। মন্ত্রের সাধক চক্রের অগ্রে স্থিত হইয়া জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ করে। চক্ররাজের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিয়া তারপর ধ্যান করিয়া সুধী ব্যক্তি জপের আরম্ভ করিবে, তাহাতে সাধক মহাপাতকের বিনাশকারী হইবেন।

১। ততো মন্ত্রফলং। ২। চক্ররাজং মনঃ।

মানসস্তু বরারোহে চিন্তনাক্ষররূপবান্ ।
নিগদেন তু যজ্জপ্তং লক্ষমাত্রং বরাননে ॥ ৭ ॥
উপাংশুস্মরণেনৈব তুল্যং ভবতি শৈলজে ।
উপাংশুলক্ষমাত্রং তু যজ্জপ্তং কমলেক্ষণে ॥ ৮ ॥
মানসোচ্চারণাত্তুল্যমেকেন পরমেশ্বরি ।
মুদ্রাসন্নদ্ধদেহঃ সন্ পূর্বোক্তধ্যানযোগতঃ ॥ ৯ ॥
লক্ষমাত্রং জপেদ্ যস্তু মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মভবান্যপি[১] ॥ ১০ ॥
মহপাতকমুখ্যানি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ।
ততো লক্ষত্রয়ং জপ্ত্বা যস্তু[২] মন্ত্রং কুলেশ্বরি ॥ ১১ ॥
মহাপাতককোটীস্তু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ।
চতুর্লক্ষং জপেদ্দেবি স হি বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

নিগদে [উচ্চৈঃস্বরে], উপাংশুতে [নিজে শুনিতে পাওয়া যায় অপরে শুনিতে পায় না এইরূপ জপ] বা মানসে জপ করিবে। হে পরমেশানি! স্পষ্ট বাক্যে যে জপ তাহাকে নিগদ বলে। মুখ নড়িবে অথচ অব্যক্ত [অস্পষ্ট—অপরের শোনার অবিষয়] সে জপ তাহা উপাংশু নামে কীর্তিত হয়। হে বরারোহে, [বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াছে আরোহ শরীর যাঁহার অর্থাৎ বরতনু] মন্ত্রের অক্ষরের চিন্তনস্বরূপই মানস জপ। হে বরাননে! [সুন্দরি] উচ্চৈঃস্বরে যে এক লক্ষ জপ করা হয়, হে শৈলজে! উপাংশুতে একবার স্মরণই তাহার [একলক্ষ নিগদ জপের] তুল্য হয়। হে পদ্মনয়নে! উপাংশু-ভাবে যে এক লক্ষ জপ করা হয়, একবার মানস উচ্চারণে [মানস জপে] তাহার তুল্য ফল হয়। হে পরমেশ্বরি! [অন্বয়ের সুবিধার জন্য নবম শ্লোকের প্রথমার্ধ এইখানে অনূদিত হইল] ॥ ১—৮½ ॥

মুদ্রাসন্নদ্ধদেহ অর্থাৎ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুদ্রাসকল করিয়া [এই গ্রন্থের চতুর্থ পটলে উল্লিখিত মুদ্রাসকল করিয়া] পূর্বোক্তরূপে [তৃতীয় পটলের ২৫ শ্লোক—৩৬ শ্লোক পর্যন্ত ধ্যান বলা হইয়াছে] ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি একলক্ষ মাত্র জপ করে, সে মহাপাপসকল হইতে মুক্ত হয়। দুই লক্ষ জপ করিলে সপ্তজন্ম সম্ভূত প্রধান মহাপাতকসকল নষ্ট করে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। হে কুলেশ্বরি! [কালীকুল ও শ্রীকুলের ঈশ্বরি—কালীপ্রভৃতির

১। পাপানি সপ্তজন্ম। ২। যন্ত্রমন্ত্রং।

কুবের এব দেবেশি পঞ্চলক্ষান্ন সংশয়ঃ।
ষড়্লক্ষজপমাত্রেণ মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
সপ্তলক্ষজপান্মন্ত্রী খেচরীমেলকো ভবেৎ।
অষ্টলক্ষজপান্মন্ত্রী দেবপূজ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১৪ ॥
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং নায়কো ভবতি প্রিয়ে।
বশগাস্তস্য রাজানো যোষিতস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥
নবলক্ষপ্রমাণং তু জপেৎ ত্রিপুরসুন্দরীম্।
রুদ্রমূর্তিঃ স্বয়ং কর্তা হর্তা সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ববন্দ্যঃ সদা সর্বস্বস্থঃ[১] সৌভাগ্যভাগ্ ভবেৎ।
যত্র বা কুত্রচিদ্ভাগে লিঙ্গং যৎ পশ্চিমামুখম্ ॥ ১৭ ॥
স্বয়ম্ভুবাণলিঙ্গং বা বৃষশূন্যং জলস্থিতম্।
পশ্চিমায়তনং চাপি ইতরত্রাপি সুব্রতে ॥ ১৮ ॥

এবং লক্ষ্মী প্রভৃতির ঈশ্বরি] যে ব্যক্তি তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করে, সে সেই জপের ফলে কোটি কোটি মহাপাতক নষ্ট করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! যে চার লক্ষ জপ করে সে বাগীশ্বর হয়। হে দেবেশি! পাঁচলক্ষ জপে কুবের হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছয় লক্ষ জপে মহাবিদ্যাধর [দেব-যোনিবিশেষ অথবা মহাবিদ্যা ধারণ করিতে পারে] হয়। সাত লক্ষ জপে মন্ত্রসাধক খেচরীসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় [আকাশ মার্গে গমন করা খেচরীসিদ্ধি], আটলক্ষ জপ করিলে মন্ত্রসাধক মানুষ, দেবতারও পূজ্য হয়, অণিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধির [অণিমা, মহিমা, লঘিমা. প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, যত্র কামাবসায়িত্ব] অধিপতি হয়, নৃপতিসকল তাহার বশীভূত হয় ও স্ত্রীসকল বিশেষভাবে বশীভূত হয়। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র নয়লক্ষ জপ করিলে সাধক রুদ্রমূর্তিস্বরূপ হইয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ কর্তা ও সংহারকর্তা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮½—১৬ ॥

[পূর্বোক্ত নয় লক্ষ জপের আরও ফল] সাধক সকলের বন্দ্যনীয় হয় এবং সর্বদা সর্বপ্রকারে সুস্থ থাকিয়া সৌভাগ্যবান্ হয়। হে দেবি, হে সুব্রতে! যে কোন স্থানে যদি পশ্চিমমুখী শিবলিঙ্গ থাকে, বা স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ থাকে

১। সর্বস্বচ্ছঃ।

শক্তিক্ষেত্রেষু গঙ্গায়াং নদ্যাং পর্বতমস্তকে।
পবিত্রে সুস্থলে দেবি জপেদ্বিদ্যাং প্রসন্নধীঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপকঃ।
ততো ভবতি বিদ্যেয়ং ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥ ২০ ॥
এবং জপেদ্ যথাশক্তি হোমকর্ম সমারভেৎ।
কিংশুকৈ র্হবনং কুর্যাদ্দশাংশেন বরাননে ॥ ২১ ॥
কুসুম্ভকুসুমৈর্দেবি মধুত্রয়বিমিশ্রিতৈঃ।
বিধিনোক্তপ্রকারেণ বিঘ্নৌঘং নাশয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
সর্বকামপ্রদা রাজ্য-ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
কুণ্ডং বিরচ্য বিধিবৎ সর্বলক্ষণ-লক্ষিতম্ ॥ ২৩ ॥
যোনিকুণ্ডং বাক্‌প্রদং স্যাদাকৃষ্টিকরণং ভগম্।
লক্ষ্মীপ্রদং বর্তুলং স্যাচ্চন্দ্রার্ধে হি ত্রয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

অথবা জলেস্থিত বৃষশূন্য শিবলিঙ্গ থাকে অথবা পশ্চিমদিকে মন্দির [শিবের বা শক্তির মন্দির যদি পশ্চিম দিকে] থাকে বা অন্যপ্রকারে শিব বা শক্তির মন্দির থাকে—সেই সব স্থলে বা শক্তিক্ষেত্রে [৫১ পীঠের মধ্যে যে কোন পীঠে], গঙ্গাতীরে বা নদীতীরে, অথবা পর্বতের চূড়াদেশে, বা উত্তম পবিত্র স্থলে অবস্থান করিয়া প্রসন্ন চিত্ত হইয়া একলক্ষ জপ করিবে; তাহা হইলে সাক্ষাৎ দেবীর স্বরূপ হইয়া যাইবে। তারপর অর্থাৎ একলক্ষ জপের পর উক্ত জপের মন্ত্র [উহাকেই এখানে বিদ্যা বলা হইয়াছে] ত্রৈলোক্য-বশকারক হয় ॥ ১৭—২০ ॥

এইরূপ যথাশক্তি জপ করিয়া হোমকার্য আরম্ভ করিবে। হে বরাননে! হে দেবি! জপের দশাংশ কিংশুক পুষ্পের [পলাশ পুষ্পের] দ্বারা হোম করিবে। তিন প্রকার মধু [মধু, চিনি ও দুগ্ধ] মিশ্রিত কুসুম্ভপুষ্পের দ্বারা বিধিবিহিত-প্রকারে হোম করিবে। তাহাতে ক্ষণমাত্রে সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং উক্ত হোমের দ্বারা সমস্ত কাম্য ফল পাওয়া যায় ও রাজ্যভোগফল, এমন কি মুক্তিও পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার লক্ষণলক্ষিত [যেরূপ ভাবে হোমকুণ্ড রচনার কথা শাস্ত্রে আছে সেই ভাবে কুণ্ড রচনা করিতে হইবে] বিধিবিহিত কুণ্ড রচনা করিয়া বিধিবিহিতভাবে হোম করিতে হইবে,

অথঃ বিংশঃ পটলঃ

শ্রীদেব্যুবাচ

জপহোমবিধিং ব্রূহি যেন বিঘ্নং বিনাশয়েৎ।
সাধকানাং হিতায় ত্বং বদ শঙ্কর সুব্রত ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি জপহোমবিধিং প্রিয়ে।
চক্রং সমর্চয়েদ্দেবি সকলং নিয়তব্রতঃ ॥ ২ ।
বাহ্যং মধ্যগতং বাপি মধ্যং বা চক্রমর্চয়েৎ।
উপচারৈঃ সমারাধ্য সহস্রং প্রজপেচ্ছুচিঃ ॥ ৩ ॥
তদগ্রসংস্থিতো মন্ত্রী তদনন্তফলং[১] লভেৎ।
ধ্যাত্বাথ বা চক্ররাজমন্ত্র[২] পূজাসমন্বিতম্ ॥ ৪ ॥
জপারম্ভং সুধীঃ কুর্যান্মহাপাতকহা ভবেৎ।
নিগদেনোপাংশুনা বা মানসেনাথ বা জপেৎ ॥ ৫ ॥
নিগদঃ পরমেশানি স্পষ্টবাচা নিগদ্যতে।
অব্যক্তস্তু স্ফুরদ্বক্ত্র উপাংশুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীদেবী [পার্বতী] বলিলেন [জিজ্ঞাসা করিলেন] হে শঙ্কর! হে সুব্রত [যাঁহার ব্রত বা নিয়ম অতি উত্তম]! সাধকদের হিতের নিমিত্ত তুমি জপ ও হোমের বিধি বল, যে বিধির দ্বারা সাধক বিঘ্ন নাশ করিতে পারে ॥১॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন [উত্তর করিলেন] হে দেবি! হে প্রিয়ে! জপ ও হোমের বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! নিয়তব্রত অর্থাৎ ব্রত-নিয়মে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া সমস্ত চক্র [শ্রীবিদ্যাচক্রের সমগ্র অংশ] অর্চনা করিবে। চক্রের বাহ্য অংশ, মধ্যস্থিত অংশ, বা মধ্য চক্র অর্চনা করিবে। তারপর উপচারের দ্বারা চক্রের আরাধনা করিয়া, পবিত্র হইয়া এক হাজার জপ করিবে। মন্ত্রের সাধক চক্রের অগ্রে স্থিত হইয়া জপ করিলে অনন্ত ফল লাভ করে। চক্ররাজের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিয়া তারপর ধ্যান করিয়া সুধী ব্যক্তি জপের আরম্ভ করিবে, তাহাতে সাধক মহাপাতকের বিনাশকারী হইবেন।

১। ততো মন্ত্রফলং। ২। চক্ররাজং মনঃ।

মানসস্তু বরারোহে চিন্তনাক্ষররূপবান্।
নিগদেন তু যজ্জপ্তং লক্ষমাত্রং বরাননে॥ ৭॥
উপাংশুস্মরণেনৈব তুল্যং ভবতি শৈলজে।
উপাংশুলক্ষমাত্রং তু যজ্জপ্তং কমলেক্ষণে॥ ৮॥
মানসোচ্চারণাত্তুল্যমেকেন পরমেশ্বরি।
মুদ্রাসন্নদ্ধদেহঃ সন্ পূর্বোক্তধ্যানযোগতঃ॥ ৯॥
লক্ষমাত্রং জপেদ্ যস্তু মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মভবান্যপি[১] ॥ ১০॥
মহাপাতকমুখ্যানি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
ততো লক্ষত্রয়ং জপ্ত্বা যস্তু[২] মন্ত্রং কুলেশ্বরি॥ ১১॥
মহাপাতককোটীস্তু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
চতুর্লক্ষং জপেদ্দেবি স হি বাগীশ্বরো ভবেৎ॥ ১২॥

নিগদে [উচ্চৈঃস্বরে], উপাংশুতে [নিজে শুনিতে পাওয়া যায় অপরে শুনিতে পায় না এইরূপ জপ] বা মানসে জপ করিবে। হে পরমেশানি! স্পষ্ট বাক্যে যে জপ তাহাকে নিগদ বলে। মুখ নড়িবে অথচ অব্যক্ত [অস্পষ্ট— অপরের শোনার অবিষয়] সে জপ তাহা উপাংশু নামে কীর্তিত হয়। হে বরারোহে, [বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াছে আরোহ শরীর যাঁহার অর্থাৎ বরতনু] মন্ত্রের অক্ষরের চিন্তনস্বরূপই মানস জপ। হে বরাননে! [সুন্দরি] উচ্চৈঃস্বরে যে এক লক্ষ জপ করা হয়, হে শৈলজে! উপাংশুতে একবার স্মরণই তাহার [একলক্ষ নিগদ জপের] তুল্য হয়। হে পদ্মনয়নে! উপাংশু-ভাবে যে এক লক্ষ জপ করা হয়, একবার মানস উচ্চারণে [মানস জপে] তাহার তুল্য ফল হয়। হে পরমেশ্বরি! [অন্বয়ের সুবিধার জন্য নবম শ্লোকের প্রথমার্ধ এইখানে অনূদিত হইল]॥ ১—৮½॥

মুদ্রাসন্নদ্ধদেহ অর্থাৎ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুদ্রাসকল করিয়া [এই গ্রন্থের চতুর্থ পটলে উল্লিখিত মুদ্রাসকল করিয়া] পূর্বোক্তরূপে [তৃতীয় পটলের ২৫ শ্লোক—৩৬ শ্লোক পর্যন্ত ধ্যান বলা হইয়াছে] ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি একলক্ষ মাত্র জপ করে, সে মহাপাপসকল হইতে মুক্ত হয়। দুই লক্ষ জপ করিলে সপ্তজন্ম সম্ভূত প্রধান মহাপাতকসকল নষ্ট করে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। হে কুলেশ্বরি! [কালীকুল ও শ্রীকুলের ঈশ্বরি—কালীপ্রভৃতির

১। পাপানি সপ্তজন্ম। ২। যন্ত্রমন্ত্রং।

কুবের এব দেবেশি পঞ্চলক্ষান্ন সংশয়ঃ।
ষড়্লক্ষজপমাত্রেণ মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
সপ্তলক্ষজপান্মন্ত্রী খেচরীমেলকো ভবেৎ।
অষ্টলক্ষজপান্মন্ত্রী দেবপূজ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ১৪ ॥
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং নায়কো ভবতি প্রিয়ে।
বশগাস্তস্য রাজানো যোষিতস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥
নবলক্ষপ্রমাণং তু জপেৎ ত্রিপুরসুন্দরীম্।
রুদ্রমূর্তিঃ স্বয়ং কর্তা হর্তা সাক্ষান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ববন্দ্যঃ সদা সর্বস্বস্থঃ[১] সৌভাগ্যভাগ্ ভবেৎ।
যত্র বা কুত্রচিদ্ভাগে লিঙ্গং যৎ পশ্চিমামুখম্ ॥ ১৭ ॥
স্বয়ম্ভুবাণলিঙ্গং বা বৃষশূন্যং জলস্থিতম্।
পশ্চিমায়তনং চাপি ইতরত্রাপি সুব্রতে ॥ ১৮ ॥

এবং লক্ষ্মী প্রভৃতির ঈশ্বরি] যে ব্যক্তি তিন লক্ষ মন্ত্র জপ করে, সে সেই জপের ফলে কোটি কোটি মহাপাতক নষ্ট করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! যে চার লক্ষ জপ করে সে বাগীশ্বর হয়। হে দেবেশি! পাঁচলক্ষ জপে কুবের হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছয় লক্ষ জপে মহাবিদ্যাধর [দেব-যোনিবিশেষ অথবা মহাবিদ্যা ধারণ করিতে পারে] হয়। সাত লক্ষ জপে মন্ত্রসাধক খেচরীসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় [আকাশ মার্গে গমন করা খেচরীসিদ্ধি], আটলক্ষ জপ করিলে মন্ত্রসাধক মানুষ, দেবতারও পূজ্য হয়, অণিমা প্রভৃতি অষ্ট সিদ্ধির [অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, যত্র কামাবসায়িত্ব] অধিপতি হয়, নৃপতিসকল তাহার বশীভূত হয় ও স্ত্রীসকল বিশেষভাবে বশীভূত হয়। ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্র নয়লক্ষ জপ করিলে সাধক রুদ্রমূর্তিস্বরূপ হইয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ কর্তা ও সংহারকর্তা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮½—১৬ ॥

[পূর্বোক্ত নয় লক্ষ জপের আরও ফল] সাধক সকলের বন্দ্যনীয় হয় এবং সর্বদা সর্বপ্রকারে সুস্থ থাকিয়া সৌভাগ্যবান্ হয়। হে দেবি, হে সুব্রতে! যে কোন স্থানে যদি পশ্চিমমুখী শিবলিঙ্গ থাকে, বা স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ থাকে

১। সর্বস্বচ্ছঃ।

শক্তিক্ষেত্রেষু গঙ্গায়াং নদ্যাং পর্বতমস্তকে।
পবিত্রে সুস্থলে দেবি জপেদ্বিদ্যাং প্রসন্নধীঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র স্থিত্বা জপেল্লক্ষং সাক্ষাদ্দেবীস্বরূপকঃ।
ততো ভবতি বিদ্যেয়ং ত্রৈলোক্যবশকারিণী । ২০ ॥
এবং জপেদ্ যথাশক্তি হোমকর্ম সমারভেৎ।
কিংশুকৈ র্হবনং কুর্যাদ্দশাংশেন বরাননে ॥ ২১ ॥
কুসুম্ভকুসুমৈর্দেবি মধুত্রয়বিমিশ্রিতৈঃ।
বিধিনোক্তপ্রকারেণ বিঘ্নৌঘং নাশয়েৎ ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
সর্বকামপ্রদা রাজ্য-ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
কুণ্ডং বিরচ্য বিধিবৎ সর্বলক্ষণ-লক্ষিতম্ ॥ ২৩ ॥
যোনিকুণ্ডং বাক্প্রদং স্যাদাকৃষ্টিকরণং ভগম্।
লক্ষ্মীপ্রদং বর্তুলং স্যাচ্চন্দ্রার্ধে হি ত্রয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

অথবা জলেস্থিত বৃষশূন্য শিবলিঙ্গ থাকে অথবা পশ্চিমদিকে মন্দির [শিবের বা শক্তির মন্দির যদি পশ্চিম দিকে] থাকে বা অন্যপ্রকারে শিব বা শক্তির মন্দির থাকে—সেই সব স্থলে বা শক্তিক্ষেত্রে [৫১ পীঠের মধ্যে যে কোন পীঠে], গঙ্গাতীরে বা নদীতীরে, অথবা পর্বতের চূড়াদেশে, বা উত্তম পবিত্র স্থলে অবস্থান করিয়া প্রসন্ন চিত্ত হইয়া একলক্ষ জপ করিবে ; তাহা হইলে সাক্ষাৎ দেবীর স্বরূপ হইয়া যাইবে। তারপর অর্থাৎ একলক্ষ জপের পর উক্ত জপের মন্ত্র [উহাকেই এখানে বিদ্যা বলা হইয়াছে] ত্রৈলোক্য-বশকারক হয় ॥ ১৯—২০ ॥

এইরূপ যথাশক্তি জপ করিয়া হোমকার্য আরম্ভ করিবে। হে বরাননে ! হে দেবি ! জপের দশাংশ কিংশুক পুষ্পের [পলাশ পুষ্পের] দ্বারা হোম করিবে। তিন প্রকার মধু [মধু, চিনি ও দুগ্ধ] মিশ্রিত কুসুম্ভপুষ্পের দ্বারা বিধিবিহিত-প্রকারে হোম করিবে। তাহাতে ক্ষণমাত্রে সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং উক্ত হোমের দ্বারা সমস্ত কাম্য ফল পাওয়া যায় ও রাজ্যভোগফল, এমন কি মুক্তিও পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার লক্ষণলক্ষিত [যেরূপ ভাবে হোমকুণ্ড রচনার কথা শাস্ত্রে আছে সেই ভাবে কুণ্ড রচনা করিতে হইবে] বিধিবিহিত কুণ্ড রচনা করিয়া বিধিবিহিতভাবে হোম করিতে হইবে,

বিবিধহোমকুণ্ডানাং ফলানি রচনাপ্রকারশ্চ

নবত্রিকোণকুণ্ডং তু খেচরীসিদ্ধিদায়কম্।
চতুরস্রং শান্তিলক্ষ্মী-পুষ্টিবৃদ্ধ্যম্বুকারণম্[১] ॥ ২৫ ॥
ষড়স্রং সর্বসম্পত্তি-ধনসৌভাগ্যবর্ধনম্।
পদ্মাঙ্কং সর্বসম্পত্তি-কারণং সুরবন্দিতে ॥ ২৬ ॥
অষ্টপত্রং[২] বরারোহে সমীহিত-ফলপ্রদম্।
এতানি সর্বকার্যাণি চতুরস্রে ভবন্তি হি ॥ ২৭ ॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি চতুরস্রস্য লক্ষণম্।
চতুরস্রং সমং হস্তমাত্রং বিরচয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৮ ॥
মেখলাসহিতং দেবি শৃণু লক্ষণমুত্তমম্।
পঞ্চদশাঙ্গুলং খাতং রমণীয়ং যথা ভবেৎ ॥ ২৯ ॥
কণ্ঠদেশেঽঙ্গুলং ত্যক্ত্বা নবাঙ্গুল-সমুন্নতা।
ষড়ঙ্গুল-প্রবিস্তারা মেখলা প্রথমা ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

তাহা হইলেই পূর্বোক্ত ফল পাওয়া যাইবে, নতুবা নয়। *যোনিকুণ্ড বাক্‌শক্তি প্রদান করে [অর্থাৎ বাগ্মিতাকারক], ভগাকৃতি কুণ্ড আকর্ষণকারক হয়। বর্তুল [গোলাকার] কুণ্ড লক্ষ্মী [শ্রী] প্রদান করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কুণ্ডে তিন অর্থাৎ বাক্‌শক্তি, লক্ষ্মী ও আকর্ষণ এই তিন হয় ॥ ২১—২৪ ॥

নবত্রিকোণ কুণ্ড খেচরীসিদ্ধি [আকাশমার্গে বিচরণ] প্রদান করে। চতুরস্রকুণ্ড [ছয়কোণাকুণ্ড] সমস্ত সম্পত্তি, ধন ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে। হে দেববন্দিতে! পদ্মাঙ্ককুণ্ড [পদ্মচিহ্নকুণ্ড] সমস্ত সম্পত্তির কারণ হয়। হে বরতনু! অষ্টপত্রকুণ্ড অভীপ্সিত ফল প্রদান করে। এই সমস্ত কার্য [ফল] চতুরস্র কুণ্ডের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুধী ব্যক্তি চারিদিকে সমান চারহাত চতুরস্রকুণ্ড মেখলার সহিত রচনা করিবেন। হে দেবি! উহার [চতুরস্রকুণ্ডের] উত্তম লক্ষণ শ্রবণ কর। ১৫ আঙ্গুল খাত [গর্ত] রমণীয় হইবে। চারিদিকে এক হাত করে চারি হাত বিস্তার যুক্ত পনর আঙ্গুল গর্ত-বিশিষ্ট কুণ্ড করিতে হইবে। তারপর তাহার মেখলা করিতে হইবে।

১। বৃদ্ধ্যাদিকারণম্। ২। অষ্টকোণং।

* যোনিকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ডের রচনা পরে বলা হইবে।

দ্বিতীয়া মেখলা দেবি চতুরঙ্গুলবিস্তরা।
সপ্তাঙ্গুলোচ্চা কর্তব্যা তৃতীয়া মেখলা ততঃ ।। ৩১ ।।
পঞ্চাঙ্গুলোচ্চা দেবেশি বিস্তারে দ্ব্যঙ্গুলা ভবেৎ।
*(বেদাগ্নিপক্ষবিস্তারা কর্তব্যা মেখলা প্রিয়ে ।। ৩২ ।।
কর্তব্যমথ বা খাতং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতম্।
দ্বাদশাষ্টতদর্ধৈস্তু মেখলাং দেবি কারয়েৎ ।। ৩৩ ।।)
চতুরঙ্গুলমায়ামো তথা চৈবোচ্চতা ভবেৎ।
কুণ্ডস্য পশ্চিমে ভাগে যোনিং কুর্যাৎ সুলক্ষণাম্ ।। ৩৪ ।।
দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘাং তু তথাষ্টাঙ্গুলবিস্তরাম্।
অশ্বত্থপর্ণরূপাং তু ত্রিকোণাং বা বিচক্ষণঃ ।। ৩৫ ।।
অথ চৈকতমে পক্ষে[১] শৃণু বক্ষ্যে হি লক্ষণম্।
অষ্টাদশাঙ্গুলং খাতং কুণ্ডং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ।। ৩৬ ।।
চতুরঙ্গুলবিস্তারা ষডঙ্গুলসমুন্নতা।
মেখলা পূর্ববৎ কার্যা যোনিশ্চাপি তথা ভবেৎ ।। ৩৭ ।।

কণ্ঠদেশে অর্থাৎ গর্তভাগের উপরে গর্তের দিক হইতে এক আঙ্গুল বাদ দিয়া উচ্চতায় নয় আঙ্গুল ও বিস্তারে ছয় আঙ্গুল প্রথম মেখলা করিতে হইবে। হে দেবি! দ্বিতীয় মেখলাটিকে উচ্চতায় সাত আঙ্গুল ও বিস্তারে চার আঙ্গুল করিতে হইবে। হে দেবেশি! তারপর তৃতীয় মেখলা উচ্চতায় পাঁচ আঙ্গুল ও বিস্তারে দুই আঙ্গুল করিতে হইবে। অথবা মতান্তরে প্রথম মেখলা চার আঙ্গুল দ্বিতীয় মেখলা তিন আঙ্গুল ও তৃতীয় মেখলা দুই আঙ্গুল বিস্তার করিতে হইবে। অথবা খাত বা গর্তটি বার আঙ্গুল পরিমিত করিতে হইবে। হে প্রিয়ে! হে দেবি! তাহার মেখলাগুলি ক্রমে ক্রমে বার, আট ও ছয় আঙ্গুল উচ্চ করিতে হইবে ।। ৫—৩৩ ।।

যোনিকুণ্ডের মেখলা চার আঙ্গুল বিস্তার ও চার আঙ্গুল উচ্চ হইবে। [যোনিকুণ্ডের কথা বলা হইতেছে] চতুরস্রকুণ্ড যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ করিয়া কুণ্ডের পশ্চিমদিকে সুলক্ষণ যোনি করিবে। সেই যোনির

---

*এই চিহ্নের মধ্যে পাঠগুলি সব পুস্তকে নাই। কেবলমাত্র খ' সংজ্ঞক পুস্তকে আছে।

১। অথৈকমেখলা পক্ষে।

চতুর্বিংশাঙ্গুলং[১] কুণ্ডং ত্রিকোণং পরিতঃ পৃথক্ ।
খাতং তু পূর্ববৎ কুর্যাৎ কণ্ঠে হিত্বাঙ্গুলং তথা ॥ ৩৮ ॥
পূর্ববন্মেখলাঃ কার্যা একাপি চ তথা ভবেৎ ।
যোনিস্তদ্বন্মহেশানি ত্রিকোণং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩৯ ॥
চতুরস্রেণ কুণ্ডেন[২] সমং কুণ্ডং যথা ভবেৎ ।
তথা পরিমিতং কুর্যাৎ ত্রিকোণাদিকমদ্রিজে ॥ ৪০ ॥
যোনিকুণ্ডং যোনিরূপং ভগাখ্যং ভগরূপকম্ ।
কুর্যাত্রিকোণবদ্দেবি চতুরস্রস্য সংখ্যয়া ॥ ৪১ ॥

দীর্ঘতা বার আঙ্গুল হইবে এবং বিস্তার আট আঙ্গুল হইবে। যোনির আকার অশ্বথ পত্রের মত হইবে অথবা ত্রিকোণাকার হইবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপ যোনি নির্মাণ করিবে। আর একমতে যোনিকুণ্ডের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। বিচক্ষণ ব ক্তি আঠার আঙ্গুল খাত (গর্ত) বিশিষ্ট কুণ্ড করিবে। আর তাহার মেখলা চার আঙ্গুল, বিস্তারও ছয় আঙ্গুল উচ্চতা-বিশিষ্ট হইবে। পূর্ব্বের মত অর্থাৎ গর্তের এক আঙ্গুল বাদ দিয়া মেখলা চার আঙ্গুল বিস্তার ও ছয় আঙ্গুল উচ্চ হইবে। এখানে মেখলা একটিই তিনটি নয়। যোনিও পূর্বের মত অশ্বথ পত্রাকার বা ত্রিকোণাকার হইবে। চব্বিশ আঙ্গুল কুণ্ড অর্থাৎ চারদিকে চব্বিশ চব্বিশ আঙ্গুল পরিমিত হইবে। চারদিকে পৃথক্ পৃথক্ ত্রিকোণ থাকিবে। পূর্বের মত অর্থাৎ আঠার আঙ্গুল খাত [গর্ত] করিবে। কণ্ঠে এক আঙ্গুল বাদ দিয়া পূর্বের মত অর্থাৎ চার আঙ্গুল বিস্তার ও ছয় আঙ্গুল উচ্চ মেখলা করিবে। মেখলা একটি হইবে। হে মহেশানি! পূর্বৎ যোনিও ত্রিকোণ বলিয়া কীর্তিত হয়। হে পর্বতনন্দিনি! চতুরস্রকুণ্ডের তুল্য কুণ্ড যাহাতে হয়, সেইরূপ [যোনিকুণ্ড] করিবে। তবে ত্রিকোণ অধিক থাকিবে। যোনিকুণ্ড যোনির আকার হইবে, ভগকুণ্ড ভগের [গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যভাগকে ভগ বলে] আকার হইবে। চতুরস্রের সংখ্যায় ত্রিকোণবৎ করিবে অর্থাৎ চতুরস্রের চারিদিকে যেমন চারকোণ থাকে, সেইরূপ যোনিকুণ্ড বা ভগকুণ্ডেরও চারিটি ত্রিকোণ করিবে ॥ ৩৪—৪১ ॥

১। দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং। ২। তত্তৎ কুণ্ডং।

বর্তুলকুণ্ডাদিবর্ণনম্।

চতুর্হস্তমিতং সূত্রং বর্তুলাকৃতি যোজয়েৎ।
বর্তুলং রচয়েত্তেন খননং পূর্ববদ্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
মেখলা[১] পূর্ববদ্ যোনিস্তথৈব পরিকীর্তিতা।
অর্ধচন্দ্রং তু কুণ্ডং হি পরিবেষক্রমেণ চ ॥ ৪৩ ॥
চতুর্হস্তমিতং কুর্যাদর্ধচন্দ্রং যথা ভবেৎ।
মেখলা যোনিসহিতা পূর্ববৎ পরমেশ্বরি ॥ ৪৪ ॥
নবত্রিকোণকুণ্ডং তু কথয়ামি বরাননে।
মধ্যচক্রেণ সদৃশং কুণ্ডং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৫ ॥
মধ্যত্রিকোণং দেবেশি ত্রিকোণমিব পূর্ববৎ।
মেখলারহিতং তেন নব কোণং যথা ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥
সন্ধিভেদক্রমেণৈব ততঃ কোণাষ্টকং ভবেৎ।
খনেত্তত্তৎপ্রকারেণ গণিতেন যথাক্রমম্ ॥ ৪৭ ॥
মেখলাঃ[২] পূর্ববৎ কার্যাস্ত্যক্ত্বা কণ্ঠেঽঙ্গুলং ক্রমাৎ।
যোনিস্তথৈব রচয়েৎ সর্বসৌভাগ্যবর্ধনী ॥ ৪৮ ॥

চারহাত সূতা লইয়া তাহাকে মাটিতে গোলাকার করিয়া পাতিত করিবে. এবং গোলাকার রচনা করিবে। খনন পূর্বের মত হইবে অর্থাৎ পনর আঙ্গুল বা ১৮ আঙ্গুল গর্ত হইবে। মেখলা পূর্বের মত অর্থাৎ কুণ্ডের কণ্ঠে এক আঙ্গুল বাদ দিয়া চার আঙ্গুল বিস্তার ও ছয় আঙ্গুল উচ্চ মেখলা হইবে। যোনিও পূর্ববৎ অর্থাৎ অশ্বত্থপত্রের মত বা ত্রিকোণাকার হইবে। ইহাই কথিত হইল। হে পরমেশ্বরি! অর্ধচন্দ্রকুণ্ড পরিধিক্রমে চারহাত পরিমিত করিবে অর্থাৎ চারদিকে চারহাত পরিমিত খাত খনন করিবে, যাহাতে অর্ধচন্দ্রের পরিধি-ক্রমে অর্ধচন্দ্রের আকার হয়। যোনিসহিত মেখলা পূর্ববৎ হইবে অর্থাৎ কণ্ঠের এক আঙ্গুল বাদ দিয়া ৪ আঙ্গুল বিস্তার ও ৬ আঙ্গুল উচ্চ একটি মেখলা হইবে এবং অশ্বত্থপত্রাকৃতি বা ত্রিকোণাকৃতি যোনি হইবে। হে বরাননে! নব-ত্রিকোণ কুণ্ড বলিতেছি। বিচক্ষণ ব্যক্তি মধ্যে চক্র আছে এইরূপ আকারের কুণ্ড করিবে। হে দেবেশি! মধ্যে ত্রিকোণ পূর্বের মত ত্রিকোণের মত হইবে। মেখলা-

---

১। মেখলঃ। ২। মেখলা।

অষ্টপত্রং মহেশানি কমলাকৃতি সম্ভবেৎ।
চতুরস্রস্য মানেন যথা চাষ্টদলং ভবেৎ॥ ৪৯॥
একত্র খননং চাস্য কুর্যান্নেত্রসুখপ্রদম্[1]।
মেখলা পূর্ববৎ কার্যা পদ্মাকৃতিসুখাবহা॥ ৫০॥

কুণ্ডস্থানবর্ণনম্

যোনিস্তথৈব দেবেশি কুর্যাৎ সর্বসমৃদ্ধয়ে।
এবং বিরচ্য কুণ্ডং হি হোমং কুর্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥ ৫১॥
দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কুণ্ডস্য রচনা ভবেৎ।
বর্তুলং রচয়েদ্দেবি কূর্মাকৃতি সুলোচনে॥ ৫২॥
তন্মধ্যে নব কোষ্ঠানি কৃত্বা বর্ণান্ সমালিখেৎ।
মধ্যকোষ্ঠে ক্ষেত্রনাম ততোঽন্যত্র সমালিখেৎ॥ ৫৩॥
স্বরযুগ্মং ক্রমেণৈব দিক্ষু চাষ্টসু যোজয়েৎ।
অবর্গঃ কথিতো দেবি কবর্গাদিকসপ্তকম্॥ ৫৪॥

রহিতরূপে যাহাতে নয়কোণ হয়, সেইরূপ ত্রিকোণ করিবে। সন্ধিভেদক্রমে তারপর আটকোণ হইবে। যাহাতে আটকোণ হয় এইভাবে গণিতের প্রকারে খনন করিবে। পূর্বের মত মেখলা করিবে, কণ্ঠে এক আঙ্গুল বাদ দিয়া মেখলা করিবে। সেইরূপ সকলসৌভাগ্যবর্ধনকারিণী যোনি রচনা করিবে। হে মহেশানি! অষ্টপত্রকুণ্ড পদ্মাকৃতি হইবে। চতুরস্রকুণ্ডের পরিমাণে যাহাতে অষ্টদল পদ্ম হয়, সেইরূপ একস্থানে খনন করিতে হইবে, যাহাতে দেখিতে ভাল লাগে। পূর্বের মত মেখলা করিবে। পদ্মাকৃতি সুখজনক যোনি করিবে। হে দেবেশি! সকল সমৃদ্ধির জন্য ঐরূপ পদ্মাকৃতি যোনি করিবে [অন্বয়ের সুবিধার জন্য ৫১ শ্লোকের প্রথমার্ধ এইখানে অনূদিত হইল]॥ ৪২—৫০½॥

এইভাবে হোমকুণ্ড রচনা করিয়া বিচক্ষণ [বুদ্ধিমান] ব্যক্তি হোম করিবে। দীপস্থান [যে স্থানে পূজাদিকার্য করিলে সেই সকল কার্য দীপ্যমান = প্রকাশমান হয় তাহাকে দীপস্থান বলে] আশ্রয় করিয়া কুণ্ডের রচনা করিতে হইবে। হে দেবি! হে সুনয়নে! প্রথমে কূর্মাকৃতি গোলাকার রচনা করিয়া তাহার

১। কুর্যান্তেন সুখপ্রদম্।

পূর্বাদিক্রমতো দেবি কুবেরান্তং ততো লিখেৎ।
লক্ষবর্ণৌ শম্ভুকোণে বিলিখেৎ কূর্মসংজ্ঞকে ॥ ৫৫ ॥
যস্মিন্ কোষ্ঠে ক্ষেত্রনাম তন্মুখং বিদ্ধি পার্বতি।
মুখস্য পার্শ্বয়োঃ পাণিযুগ্মং জানীহি পার্বতি ॥ ৫৬ ॥
ততঃ পার্শ্বদ্বয়ং কুক্ষিস্থানং হি সুরবন্দিতে।
ততঃ পাদদ্বয়ং বিদ্ধি চান্তে পুচ্ছং প্রকীর্তিতম্ ॥ ৫৭ ॥
মুখে কার্যাণি সিধ্যন্তি মনোরথশতানি হি।
করস্থানে মহাক্লেশঃ সর্বকার্যবিনাশকৃৎ ॥ ৫৮ ॥
উদরে দুঃখমধিকং পাদয়োর্হানিরুচ্যতে।
পুচ্ছে তু ধনহানিশ্চ জায়তে নান্যথা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥
দীপস্থানং ময়া প্রোক্তং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
দীপস্থানং পুরে পশ্যেদ্ গ্রামে বা বিষয়েঽপি বা ॥ ৬০ ॥

মধ্যে নয়টি কোষ্ঠা [ঘর] করিয়া মাতৃকাবর্ণ সকল লিখিবে। মধ্য কোষ্ঠায় ক্ষেত্রের নাম [যে গ্রামে বা তীর্থে হোমাদি করা হইবে তাহার নাম] তদ্ভিন্ন কোষ্ঠায় আটদিকে ক্রমে ক্রমে দুই দুইটি স্বরবর্ণ যোজনা করিবে। হে দেবি! এই স্বরবর্ণগুলিকে অবর্গ বলা হইয়াছে। হে দেবি! তারপর পূর্বাদিক্রমে উত্তরদিক পর্যন্ত কবর্গাদি সপ্তবর্গ লিখিবে, আর ঈশানকোণে 'ল' 'ক্ষ' বর্ণদ্বয় লিখিবে। ইহাকে কূর্মচক্র বলে ; এই কূর্মসংজ্ঞক চক্রে পূর্বোক্তরূপে বর্ণসকল লিখিবে। যে কোষ্ঠায় [ঘরে] ক্ষেত্রের নাম পড়িবে, তাহাকে কূর্মের মুখ বলিয়া জানিবে। হে পার্বতি! মুখের দুই পার্শ্বে দুই হাত জানিবে। তাহার নিম্নে দুই পার্শ্ব এবং কুক্ষিস্থান [উদর] জানিবে। হে দেববন্দিতে! সর্বনিম্নে তিন কোষ্ঠাকে দুই পাদ ও পুচ্ছ বলিয়া জানিবে। কূর্মের যেখানে মুখ, সেই স্থানে বসিয়া কার্য করিলে মনের শত অভিলাষ সিদ্ধ হয়, হস্তের স্থানে কার্য করিলে মহাক্লেশ হয়, সমস্ত কার্য বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৫০½—৫৮ ॥

কূর্মের উদরে হোমাদি করিলে অধিক দুঃখ হয়, পাদদ্বয়ে কার্য করিলে হানি [ক্ষতি বা কার্যের হানি] হয়। পুচ্ছদেশে কার্য করিলে ধনহানি হয়—ইহার অন্যথা হয় না। [স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই] তিনলোকে দুর্লভ দীপস্থান আমি [মহাদেব] বলিলাম। কোন দেশে, সহরে বা গ্রামে বা যে কোন স্থানে দীপস্থান দেখিবে [নির্ণয় করিবে]। হে প্রিয়ে! দীপস্থান নির্ণয় করিলে

যত্র কুত্রাপি বা পশ্যেৎ কার্যসিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
ক্ষেত্রাধিপস্য নাম্না হি দীপস্থানং বিচারয়েৎ ॥ ৬১ ॥
দীপস্থানে জপং কুর্যাদ্ধোমং চ ফলদং সদা।
কুণ্ডং সুলক্ষণং কুর্যাদীশানে মণ্ডপস্য চ ॥ ৬২ ॥
অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রোচ্চং বালুকামণ্ডলং কুরু।
গোময়েন চ সংলিপ্ত-ভূম্যাং সুস্থলরূপকম্ ॥ ৬৩ ॥
তত্র চোল্লেখনং কুর্যাৎ[১] ত্রিরেখাঃ পশ্চিমাঃ ক্রমাৎ।
পূর্বাগ্রে বিলিখেৎ পশ্চাৎ তিস্রো রেখাঃ প্রদক্ষিণাঃ ॥ ৬৪ ॥
উত্তরান্তাস্ততো দেবি লেখনীং তত্র সংক্ষিপেৎ।
প্রোক্ষণং চ ততঃ কৃত্বা সিন্দূরেণ ততঃ[২] পরম্ ॥ ৬৫ ॥
কুঙ্কুমেনাথ বা দেবি কর্পূররজসাঽথবা।
চূর্ণেন বা হরিদ্রায়া ধান্যপিষ্টেন বা প্রিয়ে ॥ ৬৬ ॥
ত্রিকোণং চৈব ষট্‌কোণং বসুপত্রং সমালিখেৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৬৭ ॥

কার্যসিদ্ধি হইবে। ক্ষেত্রের [স্থানের] অধিপতির নামের দ্বারা দীপস্থান বিচার করিবে অর্থাৎ ক্ষেত্রের অধিপতির নামের আদ্য অক্ষর এবং ক্ষেত্রের নামের আদ্য অক্ষর যদি এক কোষ্ঠাস্থিত হয়, তাহা হইলে ভাল হয়—ইহা জানিবে। দীপস্থানে জপ ও হোম করিলে তাহা সর্বদা ফলপ্রদ হয়। পূজামণ্ডপের ঈশানকোণে সুলক্ষণ কুণ্ড রচনা করিবে। কুণ্ড করিয়া সেই কুণ্ডে অঙ্গুষ্ঠের একপর্ব পরিমিত উঁচু হয় এইরূপ বালুকা আস্তৃত করিবে। তারপর গোময়দ্বারা তাহা লেপন করিয়া তাহাকে সুস্থল [দেখিতে ভাল লাগে সুদৃশ্য] করিবে। তারপর সেই বালুকার উপর পশ্চিম দিকে ক্রমে ক্রমে [পূর্বমুখ] তিনটি রেখা করিবে। তারপর পূর্বপার্শ্বের অগ্রে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত তিনটি রেখা করিবে। হে দেবি! তারপর সেখানে লেখনী সংক্ষিপ্ত করিবে অর্থাৎ আর কোন অঙ্কনের প্রয়োজন নাই। হে দেবি! হে প্রিয়ে! তারপর প্রোক্ষণ করিয়া সিন্দূর, কুঙ্কুম, বা কর্পূরের গুঁড়া বা হলুদের গুঁড়া বা ধান্যগুঁড়া অর্থাৎ চালের গুঁড়া দ্বারা ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, ও অষ্টপত্র পদ্ম লিখিবে। চতুরস্র [চারকোণ] চতুর্দ্বারযুক্ত মণ্ডল অঙ্কিত করিবে ॥৫৯-৬৭॥

১। কৃত্বা। ২। সিন্দূরেণ লিখেৎ প্রিয়ে।

হোমপ্রয়োগঃ

মধ্যে পুষ্পং বিনিক্ষিপ্য ত্রিপুরেশ্যা বরাননে।
ততঃ স্রুবাদিপাত্রাণাং[১] পবিত্রীকরণং যজেৎ ॥ ৬৮ ॥
ইধ্মদূর্বাশ্চ দর্ভাশ্চ দ্বিধা কৃত্বা বরাননে।
আজ্যস্থালীং চরুস্থালীং স্থাপয়েদ্ যুগ্মভেদতঃ ॥ ৬৯ ॥
স্রুবং স্রুচং ততঃ পশ্চাৎ প্রণীতাং প্রোক্ষণীং ক্রমাৎ।
দ্বন্দ্বশঃ পরমেশানি স্থাপয়াধোমুখানি চ ॥ ৭০ ॥
অর্ঘ্যপাত্রস্থমুদকং গৃহীত্বা প্রোক্ষণীং যজেৎ।
ত্রিধা চোৎপবনং কৃত্বা প্রোক্ষয়েত্তেন বারিণা ॥ ৭১ ॥
তানি সর্বাণি পাত্রাণি পবিত্রীকরণং ভবেৎ।
উন্মুখানি ততঃ কৃত্বা বালয়া চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭২ ॥

স্থণ্ডিলের মধ্যে ত্রিপুরেশীকে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ "ওঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে স্থণ্ডিলের মধ্যে পুষ্প দিবে। হে বরাননে! তারপর স্রুবাদি [স্রুব, স্রুক্, প্রণীতা, প্রোক্ষণী, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী] পাত্রের পবিত্রীকরণ করিবে। [পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়া পরেই বলিতেছেন] কাষ্ঠ [সমিধ্] দূর্বা, কুশ এই-গুলি দুই দুই ভাগে করিয়া আজ্যস্থালী [ঘৃতপাত্র], চরুস্থালী [চরুপাত্র] দুই দুইটি করিয়া [একস্থানে পাশাপাশি আজ্যস্থালী রাখিতে হইবে] রাখিবে। তারপর আজ্যস্থালী ও চরুস্থালীর পশ্চাতে স্রুব [কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পর্যন্ত একটি লম্বা খয়ের কাঠের দণ্ড, আর তার মাথায় ঘৃতধারা দিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠপর্বের তুল্য ছিদ্রযুক্ত মাথাকে স্রুব বলে] স্রুক্ [স্রুবের নীচে একটু বড় কাঠের পাত্রবিশেষ রাখা হয় তাকে স্রুক্ বলে], প্রণীতা [প্রাদেশ পরিমিত, আট আঙ্গুল গর্তবিশিষ্ট ও চার আঙ্গুল হাতযুক্ত অশ্বত্থকাঠের চারকোণা পাত্রবিশেষ] ও প্রোক্ষণী [কাঠের চারকোণা পাত্রবিশেষ, যাহাতে জল রাখিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্যের প্রোক্ষণ করিতে হয়] পাত্র, দুই দুইটি করিয়া ক্রমশ উবুড় করিয়া রাখিবে। হে বরাননে! হে পরমেশানি! অর্ঘ্যপাত্র হইতে জল লইয়া প্রথমে প্রোক্ষণীপাত্র পূজা করিবে অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রের জল কিঞ্চিৎ লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। তারপর উৎপবন [কুশনির্মিত পবিত্রের ঊর্ধ্বভাগ

১। স্রুগাদিপাত্রাণাং।

পরিস্তীর্য্য চ দূর্বাভিঃ কুণ্ডস্য পরিতঃ প্রিয়ে।
পূর্বাগ্রমুত্তরাগ্রং চ পরিস্তরণমুচ্যতে ॥ ৭৩ ॥
স্রুবং গৃহীত্বা বামেন করেণ[১] স্বমুখং ততঃ।
দর্ভাঙ্কুরেণ তদ্বক্ত্রং পশ্চিমাৎ পূর্বদেশতঃ ॥ ৭০ ॥
ত্রিবারং পরিমৃজ্যাথাধস্তংকরণমানয়েৎ।
উপরিষ্টাত্ততো দেবি যাবদ্বক্ত্রং তু মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
বালয়াঽথ বরারোহে পবিত্রাণি ভবন্তি হি।
মূলবিদ্যাং সমুচ্চার্য কুণ্ডায় নম আলিখেৎ ॥৭৬ ॥
অনেন মনুনা দেবি কুণ্ডং সংপূজয়েৎ সুধীঃ।
কামেশ্বরীং কুণ্ডমধ্যে সকামামৃতুসংযুতাম্[২] ॥ ৭৭ ॥

দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধরিয়া, অধোভাগ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধরিয়া বামহস্ত দক্ষিণহস্তের উপর দিয়া নিম্নদিকে করিয়া পবিত্রটীকে প্রোক্ষণীর জলে স্পর্শ করিতে হইবে—এইরূপ তিনবার করিতে হয়। তিনবার করিয়া সেই জলে [উৎপবনকৃত জলের দ্বারা] প্রোক্ষণীপাত্রকে প্রোক্ষণ করিবে। এই রীতিতে সমস্ত পাত্রেরই [স্রুব, স্রুক্, আজ্যস্থলী, চরুস্থলী, প্রণীতা] পবিত্রীকরণ করিতে হইবে। পাত্রগুলিকে পবিত্র করিয়া চিৎ করিয়া [উপর দিকে মুখ] রাখিবে এবং ত্রিপুরাবালার মন্ত্র [ঐং ক্লীঁ সৌঃ নমঃ] দ্বারা পাত্রগুলিকে অভিমন্ত্রিত করিবে। হে প্রিয়ে! তারপর কুশের চারিদিকে দূর্বা আস্তরণ [ছড়ান] করিয়া দূর্বার পূর্বাগ্র ও উত্তরাগ্র অপর দূর্বার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। ইহাকে আস্তরণ বলে। হে দেবি! তারপর বামহাতে স্রুব লইয়া কুশের দ্বারা সেই স্রুবের মুখ হইতে শেষপর্যন্ত পূর্ব পশ্চিম [অন্ত] ভাগপর্যন্ত তিনবার মার্জনা–সেই স্রুবকে অধঃ করিবে অর্থাৎ কুশোপরি মাটীতে রাখিয়া দিবে। আর স্রুবের উপরে অর্থাৎ মুখপর্যন্ত কুশদ্বারা মার্জনা করিবার সময় "ঐং ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরাবালায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র বলিবে [এই মন্ত্রের দ্বারা স্রুবকে মন্ত্রিত করিবে] ॥ ৬৮—৭৫ ॥

হে বরতনু! বালা অর্থাৎ ত্রিপুরা বালার মন্ত্রে স্রুক্ স্রুবাদি পবিত্র হয়। "ঐং ক্লীঁ সৌঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্রুক্ স্রুবাদিতে কুশ মার্জন করিলে স্রুক্

১। স্রুচং গৃহীত্বা বামেন করেণ স্বমুখং ততঃ। ২। সকামাং মাতুরসংযুতম্।

সমাবাহ্য চ সংপূজ্য তদ্গর্ভে বহ্নিনা যজেৎ।
মূলবিদ্যানেত্রমন্ত্রার্ণদ্বয়েন বিলোকয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য সংপুটস্থং ততঃ পরম্।
ভ্রাময়েৎ কুণ্ডপরিতস্ত্রিধা দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ ॥ ৭৯ ॥
সপুটাদগ্নিখণ্ডং তু হুঁফড়ন্তেন সংত্যজেৎ।
ক্রব্যাদংশং কোণভাগে রাক্ষসে বীরবন্দিতে ॥ ৮০ ॥
কবচেন তু সংপূজ্য জানুভ্যামবনিং গতঃ।
কুণ্ডমধ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য কামবীজং চ বহ্নি চ ॥ ৮১ ॥
মূর্তয়ে নম আলিখ্য মনুনা পূজয়েচ্ছিবাম্।
নাভিমণ্ডলদেশস্থ-বহন্নাড়ীপুটক্রমাৎ ॥ ৮২ ॥

স্রুবাদি পবিত্র হইবে। হে দেবি! মূলবিদ্যা উচ্চারণ করিয়া 'কুণ্ডায় নমঃ' বলিবে অর্থাৎ "ঐং ক্লীঁ সৌঃ কুণ্ডায় নমঃ" মন্ত্রে কুণ্ডের পূজা করিবে। সুধী ব্যক্তি এই মন্ত্রের দ্বারা কুণ্ডের পূজা করিবে। তারপর কুণ্ডমধ্যে সকামা ঋতুসংযুতা কামেশ্বরীকে আবাহন করত পূজা করিয়া তাঁহার গর্ভে বহ্নির দ্বারা পূজা করিবে অর্থাৎ তাঁহাকে বহ্নি রূপ বীজ প্রদান করিবে। 'কামেশ্বরী-মাবাহয়ামি কামেশ্বরি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদিরূপে আবাহন করিবে। আর 'কামেশ্বরীমৃতুস্নাতাং সকামাং বরদায়িনীম্। কামেশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্।" এইভাবে ধ্যান করিয়া "ক্লীঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে। পূজা করিয়া বহ্নি প্রদান করিয়া ভাবিবে তাঁহার গর্ভে শিব-বীজ প্রবিষ্ট হইল। তারপর মূলবিদ্যার নেত্রমন্ত্রের অক্ষরদ্বয় অর্থাৎ "ঐং ক্লী" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড বা স্থণ্ডিল দর্শন করিবে। তারপর অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ "ফট্" মন্ত্রে বামহস্ততলে দক্ষিণহস্তের তর্জনী ও মধ্যমা আঘাত [তিনবার] করত সংরক্ষণ করিবে। তারপর পাত্রস্থিত অগ্নিকে কুণ্ডের উপরে দক্ষিণ হইতে তিনবার ভ্রামিত করিবে। হে বীরবন্দিতে! তারপর পাত্রস্থিত অগ্নি হইতে একখণ্ড [একটু] অগ্নি লইয়া "হুঁ ফট্" মন্ত্রে নৈঋ্র্ত কোণে ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিবে। তারপর কবচ অর্থাৎ "হুঁ" মন্ত্রে বহ্নির পূজা করিয়া জানুদ্বয় দ্বারা ভূমি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ হাঁটুদ্বয় মাটীতে রাখিয়া কুণ্ডমধ্যে বহ্নিকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। তারপর কামবীজ [কং] 'বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ'

জ্ঞানাগ্নিং বাহ্যবহ্নিং চ একীকৃত্য প্রপূজয়েৎ।
মূলবিদ্যাং সমুচ্চার্য আং সোঽহমিতি চোচ্চরেৎ ॥ ৮৩ ॥
বহ্নিচৈতন্যমু:ার্য[১] ঙেন্তং হৃন্মন্ত্রসংযুতম্।
অনেন মন্থনা গর্ভে কামেশ্বর্যা বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

হোমপ্রয়োগঃ

বহ্নের্দেহে ষড়ঙ্গানি যোজয়েৎ সুরবন্দিতে।
সহস্রার্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠ পুরুষস্তথা ॥ ৮৫ ॥
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর উদাহৃতঃ।
চতুর্থ্যন্তান্ ষড়ঙ্গেষু যোজয়েৎ কমলেক্ষণে ॥ ৮৬ ॥
তারং বৈশ্বানরপ্রান্তে জাতবেদ ইহাবহ।
লোহিতাক্ষ ততঃ সর্বকর্মাণীতি চ সাধয় ॥ ৮৭ ॥

অর্থাৎ "কং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ" মন্ত্রে বহ্নির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা [ঐং ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরাদেব্যৈ নমঃ] মন্ত্রে শিবা অর্থাৎ ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবে। নাভিমণ্ডলদেশ হইতে প্রশ্বাস বায়ুর সহিত ভিতর হইতে যেন জ্ঞানাগ্নি বহির্গত হইল, সেই বহ্নি বাহিরের বহ্নির সহিত এক হইয়া গেল—এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র হইতেছে—মূলবিদ্যা অর্থাৎ "ঐং ক্লীং সৌঃ" ইহা উচ্চারণ করিয়া 'আং সোঽহম্' ইহা উচ্চারণ করিবে। তারপর ঙেন্ত অর্থাৎ চতুর্থ্যন্ত 'বহ্নিচৈতন্য' উচ্চারণ করিয়া হৃৎমন্ত্র অর্থাৎ নমঃ মন্ত্র সংযুক্ত করিবে। সুতরাং "ঐং ক্লীঁ সৌঃ আং সোঽহম্ বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" এই মন্ত্র হইল। এই মন্ত্রের দ্বারা কামেশ্বরীর গর্ভে বহ্নিকে চিন্তা করিয়া বহ্নির [জ্ঞানাগ্নি বাহ্যাগ্নি একীকৃত বহ্নির] পূজা করিবে ॥ ৭৬—৮৪ ॥

হে দেববন্দিতে! বহ্নির দেহে ছয় অঙ্গ যোজনা করিবে। ছয় অঙ্গ যথা— (১) সহস্রার্চিঃ, (২) স্বস্তিপূর্ণ, (৩) উত্তিষ্ঠ পুরুষ, (৪) ধূমব্যাপী, (৫) সপ্তজিহ্ব, (৬) ধনুর্দ্ধর। ইহারাই ষড়ঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। হে পদ্মনেত্রে! ছয় অঙ্গে চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত যোজনা করিবে। ইহার প্রয়োগ এইরূপ হইবে—এক একটি ফুল বহ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া "ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ", "স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা", "ওঁ উত্তিষ্ঠপুরুষায় শিখায়ৈ বৌষট্", "ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুঁ", "সপ্তজিহ্বায়

১। মুচ্চার্যঙেমন্তং জেন্তং।

বহ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বহ্নিং সম্যক্ সমর্চয়েৎ।
ধ্যায়েদ্বহ্নিং হেমবর্ণং শক্তিস্বস্তিকধারিণম্ ॥ ৮৮ ॥
বরদাভয়শোভাঢ্যং স্নুবর্ণবরভূষণম্[১]।
এবমগ্নিং সমভ্যর্চ্য তন্মুখে কমলেক্ষণে ॥ ৮৯ ॥
ষট্‌কোণং চিন্তয়েত্তত্র সপ্তজিহ্বাঃ সমর্চয়েৎ।
বহ্নিবায়ুং বামকর্ণং[২] ভূষিতং নাদবিন্দুনা[৩] ॥ ৯০ ॥
অনেন যোজয়েদ্দেবি ক্রমেণ রসনাঃ প্রিয়ে।
যকারাদিসকারান্তা জিহ্বাঃ সপ্ত ভবন্তি হি ॥ ৯১ ॥
পদ্মরাগতপ্তহেম-বর্ণা হি সুরবন্দিতে।
হিরণ্যাখ্যাঃ শম্ভুকোণে পূজয়েৎ সুরবন্দিতে ॥ ৯২ ॥
বৈদূর্যাভা স্নুবর্ণা তু কনকাখ্যা ততঃ পরম্।
পূর্বকোণে সমভ্যর্চ্য পূজয়েদ্রক্তলোহিতাম্ ॥ ৯৩ ॥

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্”, ওঁ ধনুর্ধরায় করতলকরপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্” এইভাবে ষড়ঙ্গন্যাস হইবে। তারপর ভার [ওঁ] ‘বৈশ্বানর’, উহার [বৈশ্বানরের] শেষে ‘জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ’,তারপর ‘সর্বকর্মাণি’এবং ‘সাধয়’ বহ্নিজায়া [স্বাহা] অন্বিত [যুক্ত] মন্ত্রের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে বহ্নিকে পূজা করিবে অর্থাৎ “ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষ গন্ধঃ অগ্নয়ে নমঃ” ইত্যাদিরূপে পঞ্চোপচারে বহ্নির পূজা করিবে। পূজার পূর্বে অগ্নিকে ধ্যান করিবে। মূলে “ধ্যায়েদ্—হইতে স্নুবর্ণবরভূষণম্” পর্যন্ত ধ্যান লিখিত আছে। তাহার অর্থ যথা—‘স্নুবর্ণবর্ণ শক্তি ও স্বস্তিকধারী, বরদ ও অভয় শোভাযুক্ত, শ্রেষ্ঠ স্নুবর্ণালঙ্কারযুক্ত বহ্নিকে ধ্যান করিবে। হে কমলনয়নে! এইভাবে অগ্নির পূজা করিয়া অগ্নির মুখে ষট্‌কোণের চিন্তা করিবে। এবং অগ্নির মুখে সপ্তজিহ্বার পূজা করিবে। বহ্নি [র] বায়ু [য] বামকর্ণ [ঊ], নাদ [̐], বিন্দু [ং] দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ রয্ঁ বীজের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বহ্নির রসনাগুলিকে যুক্ত করিতে হইবে। হে দেবি! হে প্রিয়ে! যকার হইতে সকার পর্যন্ত সাতটি জিহ্বা [অগ্নির জিহ্বা—‘য, র, ল, ব, শ ষ, স’]। হে দেববন্দিতে! অগ্নির জিহ্বাগুলির বর্ণ পদ্মরাগের মত তপ্ত স্নুবর্ণের মত। শম্ভুকোণে অর্থাৎ ঈশান কোণে হিরণ্যা-

১। স্নুবর্ণরত্নভূষণম্। ২। বামকর্ণভূষিতং। ৩। নাদবিন্দুমৎ।

উদ্যদাদিত্যসংকাশাং রক্তাখ্যাং বহ্নিকোণকে।
নীলাং নীলপ্রভাং দেবি কৃষ্ণাখ্যাং রাক্ষসে যজেৎ ॥ ২৪ ॥
শ্বেতাং মুক্তাপ্রভাং দেবি শুভ্রাখ্যাং পশ্চিমে যজেৎ।
ধূম্রিনীং পদ্মরাগাভাং বায়ৌ রক্ততরাং যজেৎ ॥ ২৫ ॥
করালীং চন্দ্রকোট্যাভাং বহুরূপাং তু মধ্যগাম্।
দক্ষিণোত্তরভাগস্থাং পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধিদাম্[১] ॥ ২৬ ॥
ক্রমেণ জিহ্বাবীজান্তেং নামানি পরিপূজয়েৎ।
* [অগ্নির্হূতবাহনেঽথ হুতাশনেঽথ বর্ত্মনে ॥ ২৭ ॥

নামক অগ্নির জিহ্বাকে পূজা করিবে। পূজার রীতি যথা—"এষ গন্ধঃ সরযুঁ হিরণ্যার্চিষে নমঃ।" তারপর প্রবালের মত দীপ্তিযুক্ত উত্তমবর্ণ বিশিষ্ট কনকা নামক জিহ্বাকে পূর্বকোণে অর্থাৎ পূর্বদিকে পূজা করিবে। এষ গন্ধঃ ষরযূঁ কনকার্চিষে নমঃ।" তারপর অগ্নিকোণে রুদ্রলোহিত [রুদ্রের মত রক্তবর্ণ] উদীয়মান সূর্যের মত দীপ্তিবিশিষ্ট রক্তা নামক জিহ্বার পূজা করিবে। "এষ গন্ধঃ শরযূঁ রক্তার্চিষে নমঃ।" রাক্ষস অর্থাৎ নৈঋতকোণে নীলবর্ণ, নীলদীপ্তিযুক্ত কৃষ্ণা নামক জিহ্বার অর্চনা করিবে। "এষ গন্ধঃ বরযূঁ কৃষ্ণার্চিষে নমঃ" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে ॥ ৮৫—২৪ ॥

হে দেবি! পশ্চিম দিকে শ্বেতবর্ণা, মুক্তার মত দীপ্তিযুক্তা শুভ্রা নামক জিহ্বার পূজা করিবে। "এষগন্ধঃ লরযূঁ শুভ্রার্চিষে নমঃ।" বায়ুকোণে পদ্মরাগের মত আভাযুক্তা অতিশয় রক্তবর্ণা ধূম্রিনী [ধূম্রিণী এইরূপ পাঠান্তরও আছে] নামক জিহ্বার পূজা করিবে। এষ "গন্ধঃ ররযূঁ ধূম্রিন্যার্চিষে (ধূম্রিণ্যার্চিষে) নমঃ।" মধ্যভাগে বহুরূপা কোটিচন্দ্রের প্রভাবিশিষ্টা করালী নামক জিহ্বার পূজা করিবে। "এষ গন্ধঃ যরযূঁ করাল্যার্চিষে নমঃ।" দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে সর্বসিদ্ধিদার পূজা করিবে। "ওঁ এষ গন্ধঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।" এই ক্রমে জিহ্বার বীজের শেষে নামের উল্লেখ করিয়া পূজা করিবে। অগ্নি, হুতবাহন, হুতাশন, বর্ত্মা, দেবমুখ, সপ্তজিহ্ব, বৈশ্বানর, জাতবেদা এই ক্রমে আটটি নামের পূজা করিবে ॥ ২৫—২৭ ॥

১। সিদ্ধিদাঃ ২। জিহ্বাবীজান্তে নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।

*] এই চিহ্নের মধ্যস্থিত শ্লোকগুলি সব পুস্তকে নাই, কেবল (খ) পুস্তকে আছে।

দেবমুখঃ সপ্তজিহ্বো বৈশ্বানরো জাতবেদাঃ।
ক্রমেণ পূজয়েত্তত্র অষ্টৌ নামান্যনুক্রমাৎ ॥ ৯৮ ॥]
এবমগ্নিং তু সংপূজ্য১ কামেশীগর্ভসম্ভবম্।
দর্ভকঙ্কণমাদায় করবন্ধং সুলোচনে ॥ ৯৯ ॥
মূলমন্ত্রেণ২ বানেন চতুর্থেন চ হোময়েৎ।
গর্ভাধানং বিধায়েত্থং সীমন্তোন্নয়নাদিকম্ ॥ ১০০ ॥
কামেশীগর্ভজাতস্য বহ্নেশ্চৌলাদিসৎক্রিয়াঃ।
মূলমন্ত্রেণ সঞ্চিন্ত্য বাহ্যচক্রং সমর্চয়েৎ ॥ ১০১ ॥
ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি বসুকোণেষু৩ মাতরঃ।
লোকপালাংশ্চ ভূবিম্বে বহ্নিং প্রৌঢ়ং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১০২ ॥

হে সুনয়নে! এইভাবে কামেশ্বরীগর্ভসম্ভূত অগ্নির পূজা করিয়া কুশের বালা লইয়া করবন্ধ [হস্তবন্ধন দিয়া] মূলমন্ত্র এবং চতুর্থ বাণের দ্বারা হোম করিবে। অর্থাৎ "ঐং ব্লুঁ অগ্নের্গর্ভাধানং সম্পাদয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে ৩ বা ৫ বার আহুতি দিয়া অগ্নির গর্ভাধান সংস্কার সম্পাদন করিবে। এইভাবে গর্ভাধান করিয়া সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতির সম্পাদন করিবে। যথা :—ঐং ব্লুঁ অগ্নেঃ সীমন্তোন্নয়নং সম্পাদয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবে। কামেশ্বরীগর্ভজাত বহ্নির চৌল অর্থাৎ চূড়াকরণাদি ক্রিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা চিন্তা করিবে। অর্থাৎ "ঐং অগ্নেশ্চূড়াকরণং সম্পাদয়ামি স্বাহা" এইভাবে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, মহাব্রত, উপনিষৎস্নান, গোদান ও বিবাহ কর্মের চিন্তা অথবা পূর্ববৎ আহুতি দিয়া এই সমস্ত সংস্কার করিবে ॥ ৯৮—১০০ ॥

তারপর বাহ্যচক্র অর্থাৎ ত্রিকোণের বাহিরে যে চক্র তাহার পূজা করিবে। "ওঁ বাহ্যচক্রায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে। ছয়কোণে [ষট্‌কোণের ছয়কোণ] ষড়ঙ্গের [হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, অস্ত্র—যেমন "ওঁ এষ গন্ধঃ অগ্নের্হৃদয়ায় নমঃ", এইরূপ 'শিরসে স্বাহা'—ইত্যাদি রূপে] পূজা করিবে। আটকোণে [আটটি পদ্মপত্রে] মাতৃগণের [ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, চামুণ্ডা, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী, অপরাজিতা ইঁহাদের পূজা করিবে। যথা :—

১। সংচিন্ত্য। ২। মূলমন্ত্রেণ দেবেশি চতুর্থাস্ত্রেন। ৩। বসুকোণে সুপত্রেষু।

হোম প্রয়োগঃ

ব্রহ্মাণং দক্ষিণেঽভ্যর্চ্য ঘৃতস্থালীং[১] প্রপূজয়েৎ ।*
বহ্নিং সংপূজ্য বিধিবত্তন্মুখে শৈলসম্ভবে ॥ ১০৩ ॥
চক্ররাজং সমাবাহ্য সর্বরশ্মিসমন্বিতম্ ।
সর্বসিংহাসনৈঃ সেব্যমুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ১০৪ ॥
ধূপং বিস্তারয়েৎ সম্যক্ কুণ্ডমণ্ডপপূরিতম্ ।
দীপং চ দর্শয়েন্মন্ত্রী[২] ততো দীপান্ বহুপ্রিয়ে[৩] ॥ ১০৫ ॥
মালাকারেণ সংবেষ্ট্য মেখলাত্রয়মদ্রিজে ।
বিস্তার্য চরুকং পশ্চাৎ সর্বদিক্ষু সুখাপ্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

"হ্রীঁ এষ গন্ধঃ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ" ইত্যাদিরূপে] পূজা করিবে। তারপর ভূপুরে ইন্দ্রাদি দশজন লোকপালের পূজা করিবে ও প্রকট বহ্নির চিন্তা করিবে। অথবা মাতৃগণ, ভূপুরে লোকপাল, ও বহ্নির চিন্তা করিবে ।। ১০১—১০২ ॥

দক্ষিণদিকে ব্রহ্মার পূজা করিয়া ["ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে] ঘৃতপাত্র পূজা করিবে। হে পর্বতসম্ভূতে! বহ্নিকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া তাহার [বহ্নির] মুখে সর্বরশ্মিযুক্ত, সকল সিংহাসন কর্তৃক [পঞ্চসিংহাসনের কথা ষষ্ঠ পটলে বলা হইয়াছে] সেব্য চক্ররাজকে [শ্রীবিদ্যাচক্রকে] আবাহন করিয়া উপচার সমূহের [পঞ্চ উপচার বা দশ বা ষোড়শ উপচার] দ্বারা পূজা করিবে। হোমকুণ্ড ও পূজামণ্ডপ পূর্ণ হইয়া যায় এইরূপ সম্যগ্-ভাবে ধূপ বিস্তার করিবে অর্থাৎ ধূপ দিবে। হে প্রিয়ে! হে পর্বতকন্যে! তারপর মন্ত্রসাধক দীপ দেখাইবে। মেখলাত্রয়কে বেষ্টিত করিয়া মালাকারে বহুদীপ বিস্তার করিবে, অর্থাৎ নিবেদন করিবে। তারপর সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত সব দিক্‌কে অর্থাৎ দিগ্‌দেবতাগণকে চরু প্রদান করিবে। ['ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ" ইত্যাদি রীতিতে চরু দিবে]। প্রথমে নিত্যহোম [নিত্য-হোমের বিধি অনুসারে নিত্যহোম] করিবে। তারপর পূর্বকথিত কামনাহোম [কাম্যহোম—কোন কামনার উল্লেখপূর্বক যে হোম করা হয়, তাহাকে

---

* এই চিহ্নিত শ্লোকের পরে "তত্র বহ্নিং চ সম্পূজ্য কামেশীগর্ভসংভবম্ । গর্ভাধানাদিকা বহ্নেঃ ক্রিয়াঃ মূলেন কল্পয়েৎ।" এইরূপ একটি শ্লোক 'খ' চিহ্নিত পুস্তকে আছে, অন্যত্র নাই।

১ ঘৃতস্থালীং প্রপূরয়েৎ । ২ দীপৈঃ পূরয়েন্মন্ত্রী । ৩ দীপান্ প্রদর্শয়েৎ ।

নিত্যহোমং ততঃ প্রোক্তং কামনাহোমমাচরেৎ।
মালতীজাতিকামল্লীকুসুমৈর্মধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১ ৭ ॥
ঘৃতপূর্ণৈর্হুনেদ্দেবি বাগীশত্বং প্রজায়তে।
মূকস্যাপি চ মূঢ়স্য শিলারূপস্য নান্যথা ॥ ১০৮ ॥
জপাপুষ্পৈরাজ্যযুক্তৈঃ করবীরৈস্তথাবিধৈঃ।
হবনান্মোহয়েন্মন্ত্রী লোকত্রয়নিবাসিনঃ ॥ ১০৯ ॥
কর্পূরকুঙ্কুমে দেবি মিশ্রং মৃগমদেন হি।
হবনান্মদনো দেবি মন্ত্রিণাং বিজিতো ভবেৎ ॥ ১১০ ॥
সৌভাগ্যেন বিলাসেন সামর্থ্যেনাপি সুব্রতে।
চম্পকৈঃ পাটলৈর্হুত্বা শ্রিয়ং প্রোল্লসিতাম্বরাম্ ॥ ১১১ ॥
মন্ত্রী প্রাপ্নোতি মহতীং স্তম্ভয়েজ্জগতীমিমাম্।
শ্রীখণ্ডং গুগ্‌গুলং চন্দ্রমগরুং হোময়েত্ততঃ ॥ ১১২ ॥

কামনাহোম বলে], করিবে। হে দেবি! মধুমিশ্রিত ঘৃতপূর্ণ [ঘৃতপূরিত] মালতী, যুঁই ও মল্লিকা পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। তাহাতে বাগীশ্বরত্ব [বাগ্মিত্ব বা ইচ্ছানুসারে বলার ক্ষমতা] উৎপন্ন হয়। বোবা, মূর্খ, পাথরের মত জড় ব্যক্তিরও বাগীশত্ব হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ঘৃতযুক্ত জবা ফুলের দ্বারা এবং সেইরূপ ঘৃতযুক্ত করবীর পুষ্পের দ্বারা হোম করিলে [অগ্নির বা ত্রিপুরাদেবীর] হোমকারী ব্যক্তি তিনলোকনিবাসিপ্রাণিগণকে মোহিত করিতে পারে। হে দেবি! মৃগমদের [মৃগনাভিকস্তুরী] দ্বারা মিশ্রিত কর্পূর ও কুঙ্কুম দিয়া হোম করিলে মদনও [কামদেবও] মন্ত্রসাধকগণের নিকট সৌভাগ্য, বিলাসিতা ও সামর্থ্যে পরাজিত হইয়া যায়। [শেষের অর্ধ শ্লোকটির অর্থ পরবর্তী শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরে করা হইবে] ॥ ১০৭—১১০½ ॥

চম্পক পুষ্প বা পাটল পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া মন্ত্রসাধক শোভমান বস্ত্রবিশিষ্ট শ্রীকে প্রাপ্ত হয় এবং এই বিশাল জগৎকে স্তম্ভিত করে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে সকলের মুখস্তম্ভন হইয়া যায়, তাহারা কিছুই বলিতে পারে না। চন্দন, গুগ্‌গুল, কর্পূর ও অগুরুদ্বারা হোম করিবে। তাহাতে হোমকারী ব্যক্তি রাজার মহিষী, নাগেন্দ্রস্ত্রী ও দেবতাদের স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে এবং সমস্ত লোক হোমকর্তার বশীভূত হয়ই—ইহাতে সন্দেহ নাই। লাক্ষা দ্বারা

হোমপ্রয়োগঃ

ব্রহ্মাণং দক্ষিণেঽভ্যর্চ্য ঘৃতস্থালীং[১] প্রপূজয়েৎ ।*
বহ্নিং সংপূজ্য বিধিবত্তন্মুখে শৈলসম্ভবে ॥ ১০৩ ॥
চক্ররাজং সমাবাহ্য সর্বরশ্মিসমন্বিতম্ ।
সর্বসিংহাসনৈঃ সেব্যমুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ১০৪ ॥
ধূপং বিস্তারয়েৎ সম্যক্ কুণ্ডমণ্ডপপূরিতম্ ।
দীপং চ দর্শয়েন্মন্ত্রী[২] ততো দীপান্ বহুপ্রিয়ে[৩] ॥ ১০৫ ॥
মালাকারেণ সংবেষ্ট্য মেখলাত্রয়মদ্রিজে ।
বিস্তার্য চরুকং পশ্চাৎ সর্বদিক্ষু সুখাপ্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

"হ্রীঁ" এষ গন্ধঃ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ" ইত্যাদিরূপে] পূজা করিবে। তারপর ভূপুরে ইন্দ্রাদি দশজন লোকপালের পূজা করিবে ও প্রকট বহ্নির চিন্তা করিবে। অথবা মাতৃগণ, ভূপুরে লোকপাল, ও বহ্নির চিন্তা করিবে। ১০১—১০২ ॥

দক্ষিণদিকে ব্রহ্মার পূজা করিয়া ["ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ" এই মন্ত্রে] ঘৃতপাত্র পূজা করিবে। হে পর্বতসম্ভূতে! বহ্নিকে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া তাহার [বহ্নির] মুখে সর্বরশ্মিযুক্ত, সকল সিংহাসন কর্তৃক [পঞ্চসিংহাসনের কথা ষষ্ঠ পটলে বলা হইয়াছে] সেব্য চক্ররাজকে [শ্রীবিদ্যাচক্রকে] আবাহন করিয়া উপচার সমূহের [পঞ্চ উপচার বা দশ বা ষোড়শ উপচার] দ্বারা পূজা করিবে। হোমকুণ্ড ও পূজামণ্ডপ পূর্ণ হইয়া যায় এইরূপ সম্যগ্-ভাবে ধূপ বিস্তার করিবে অর্থাৎ ধূপ দিবে। হে প্রিয়ে! হে পর্বতকন্যে! তারপর মন্ত্রসাধক দীপ দেখাইবে। মেখলাত্রয়কে বেষ্টিত করিয়া মালাকারে বহুদীপ বিস্তার করিবে, অর্থাৎ নিবেদন করিবে। তারপর সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত সব দিক্‌কে অর্থাৎ দিগ্‌দেবতাগণকে চরু প্রদান করিবে। ['ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ" ইত্যাদি রীতিতে চরু দিবে]। প্রথমে নিত্যহোম [নিত্য-হোমের বিধি অনুসারে নিত্যহোম] করিবে। তারপর পূর্বকথিত কামনাহোম [কাম্যহোম—কোন কামনার উল্লেখপূর্বক যে হোম করা হয়, তাহাকে

---

* এই চিহ্নিত শ্লোকের পরে "তত্র বহ্নিঃ চ সম্পূজ্য কামেশীগর্ভসংভবম্। গর্ভাধানাদিকা বহ্নেঃ ক্রিয়া মূলেন কল্পয়েৎ।" এইরূপ একটি শ্লোক 'খ' চিহ্নিত পুস্তকে আছে, অন্যত্র নাই।

১। ঘৃতস্থালীং প্রপূরয়েৎ। ২। দীপং চ পূরয়েন্মন্ত্রী। ৩। দীপান্ প্রদর্শয়েৎ।

নিত্যহোমং ততঃ প্রোক্তং কামনাহোমমাচরেৎ।
মালতীজাতিকামল্লীকুসুমৈর্মধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১০৭ ॥
ঘৃতপূর্ণৈর্হুনেদ্দেবি বাগীশত্বং প্রজায়তে।
মূকস্যাপি চ মূঢ়স্য শিলারূপস্য নান্যথা ॥ ১০৮ ॥
জপাপুষ্পৈরাজ্যযুক্তৈঃ করবীরৈস্তথাবিধৈঃ।
হবনান্মোহয়েন্মন্ত্রী লোকত্রয়নিবাসিনঃ ॥ ১০৯ ॥
কর্পূরকুঙ্কুমে দেবি মিশ্রং মৃগমদেন হি।
হবনান্মদনো দেবি মন্ত্রিণাং বিজিতো ভবেৎ ॥ ১১০ ॥
সৌভাগ্যেন বিলাসেন সামর্থ্যেনাপি সুব্রতে।
চম্পকৈঃ পাটলৈর্হুত্বা শ্রিয়ং প্রোল্লসিতাম্বরাম্ ॥ ১১১ ॥
মন্ত্রী প্রাপ্নোতি মহতীং স্তম্ভয়েজ্জগতীমিমাম্।
শ্রীখণ্ডং গুগ্‌গুলং চন্দ্রমগরুং হোময়েত্ততঃ ॥ ১১২ ॥

কামনাহোম বলে], করিবে। হে দেবি ! মধুমিশ্রিত ঘৃতপূর্ণ [ঘৃতপূরিত] মালতী, যূঁই ও মল্লিকা পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। তাহাতে বাগীশ্বরত্ব [বাগ্মিত্ব বা ইচ্ছানুসারে বলার ক্ষমতা] উৎপন্ন হয়। বোবা, মূর্খ. পাথরের মত জড় ব্যক্তিরও বাগীশত্ব হয়, ইহার অন্যথা হয় না। ঘৃতযুক্ত জবা ফুলের দ্বারা এবং সেইরূপ ঘৃতযুক্ত করবীর পুষ্পের দ্বারা হোম করিলে [অগ্নির বা ত্রিপুরাদেবীর] হোমকারী ব্যক্তি তিনলোকনিবাসিপ্রাণিগণকে মোহিত করিতে পারে। হে দেবি ! মৃগমদের [মৃগনাভিকস্তুরী] দ্বারা মিশ্রিত কর্পূর ও কুঙ্কুম দিয়া হোম করিলে মদনও [কামদেবও] মন্ত্রসাধকগণের নিকট সৌভাগ্য, বিলাসিতা ও সামর্থ্যে পরাজিত হইয়া যায়। [শেষের অর্ধ শ্লোকটির অর্থ পরবর্তী শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া পরে করা হইবে] ॥ ১০৭—১১০২ ॥

চম্পক পুষ্প বা পাটল পুষ্পের দ্বারা হোম করিয়া মন্ত্রসাধক শোভমান বস্ত্রবিশিষ্ট শ্রীকে প্রাপ্ত হয় এবং এই বিশাল জগৎকে স্তম্ভিত করে অর্থাৎ সাধকের সম্মুখে সকলের মুখস্তম্ভন হইয়া যায়, তাহারা কিছুই বলিতে পারে না। চন্দন, গুগ্‌গুল, কর্পূর ও অগুরুদ্বারা হোম করিবে। তাহাতে হোমকারী ব্যক্তি রাজার মহিষী, নাগেন্দ্রস্ত্রী ও দেবতাদের স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারে এবং সমস্ত লোক হোমকর্তার বশীভূত হয়ই—ইহাতে সন্দেহ নাই। লাক্ষা দ্বারা

রাজনাগেন্দ্রদেবানাং পুরস্ত্রীর্বশমানয়েৎ।
সর্বলোকা বশাস্তস্য ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১১৩ ॥
লাক্ষাহোমাদ্ভবেদ্রাজ্যং দারিদ্র্যভয়পীড়িতঃ।
দুর্গোপসর্গশমনং পলত্রিমধুহোমতঃ ॥ ১১৪ ॥
*[দূরস্থিতানাং দেবেশি গুরুণা প্রোক্তমার্গতঃ।
হোমং কুর্যাদ্বশ্যকামৈরন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥
রুধিরাক্তেন ছাগস্য মাংসেন নিশি হোমতঃ।
মধুরত্রয়যুক্তেন গুরুণোক্তবিধানতঃ ॥ ১১৬ ॥
পররাষ্ট্রং মহাদুর্গং সমস্তং স্ববশং নয়েৎ।
মহাপলেন দেবেশি রিপোঃ সৈন্যং বিনাশয়েৎ ॥ ১১৭ ॥]
খেচরী জায়তে রাত্রৌ কৃত্বা হোমং চতুষ্পথে।
ক্ষীরং মধু দধি হ্যাজ্যং পৃথগ্ ঘুত্বা বরাননে ॥ ১১৮ ॥
আয়ুর্ধনমথাঽঽরোগ্যং সমৃদ্ধির্জায়তে নৃণাম্।
ক্রমেণ শৈলজে ক্ষীরমধুভ্যাং মৃত্যুনাশনম্[১] ॥ ১১৯ ॥
দধিমাক্ষিকহোমেন সৌভাগ্যং ধনমাপ্নুয়াৎ।
সিতয়া কেবলং হোমো বৈরিস্তম্ভনকারকঃ ॥ ১২০ ॥

হোম করিলে দারিদ্র্যভয়ে পীড়িত ব্যক্তির রাজ্য হয়। তিনপল মধুদ্বারা হোম করিলে দুর্গের [সেনানিবাসের] বিঘ্ন শান্তি হয়। হে দেবেশি! গুরুর উপদিষ্ট বিধি অনুসারে দূরস্থিত ব্যক্তিগণকে বশীভূত করিবার কামনা করিয়া হোম করিবে, অন্যথা অর্থাৎ কামনা না করিলে হোম নিষ্ফল হইবে। হে দেবেশি! মধুরত্রয়যুক্ত অর্থাৎ মধু শর্করা ও দুগ্ধ মিশ্রিত ছাগের রক্তাক্ত মাংসের দ্বারা রাত্রে গুরুর কথিত বিধি অনুসারে হোম করিলে পররাজ্য, মহাদুর্গ সমস্ত নিজের বশীভূত হয়। হে দেবেশি! মহামাংস অর্থাৎ নরমাংসের দ্বারা হোম করিলে শত্রুর সৈন্য বিনষ্ট হয়। চতুষ্পথে [চৌমাথায়] রাত্রে হোম করিলে খেচরীসিদ্ধি [আকাশমার্গে গমন] উৎপন্ন হয়। হে বরাননে! দুগ্ধ, মধু, দধি, ঘৃত—এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ দ্বারা হোম করিলে মানুষের আয়ুঃ, ধন, আরোগ্য ও সমৃদ্ধি

---

* [ ] এই চিহ্নান্তর্গত শ্লোকগুলি সমস্ত পুস্তকে নাই। কেবলমাত্র 'খ' পুস্তকে আছে।

১। মৃত্যুনাশধমা।

নানাদ্রব্যকহোমফলানি

হোমো[১] দধিমধুক্ষীরলাজভির্বীরবন্দিতে।
রোগহন্তা কালহন্তা মৃত্যুহন্তা ন সংশয়ঃ[২] ॥ ১২১ ॥
কমলৈররুণৈর্হোমঃ সম্যক্‌সম্পত্তিদায়কঃ।
রক্তোৎপলৈর্জগদ্বশ্যং রাজানো বশগাঃ ক্ষণাৎ ॥ ১২২ ॥
নীলোৎপলৈর্মহাদুষ্টা বশমায়ান্তি নান্যথা।
শ্বেতোৎপলৈঃ প্রিয়ং বাচং লভতে হবনাৎ প্রিয়ে ॥ ১২৩ ॥
শ্বেতৈশ্চ ব্রহ্মকমলৈর্লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
কহ্লারহবনান্মন্ত্রী সৌভাগ্যং চ ধনং লভেৎ ॥ ১২৪ ॥
পূর্ণং[৩] দাড়িমহোমেন বশীকুর্যান্মহাসরান্[৪]।
মাতুলুঙ্গফলোদ্‌ভূতহোমেন ক্ষত্রিয়া বশাঃ ॥ ১২৫ ॥
নারঙ্গফলহোমেন বৈশ্যা বশ্যা ভবন্তি হি।
কুষ্মাণ্ডফলহোমেন শূদ্রা বশ্যাস্তথাঽপরে ॥ ১২৬ ॥

[অধিক সম্পত্তি] উৎপন্ন হয়। হে পর্বতনন্দিনি! দুগ্ধ বা মধু দ্বারা ক্রমে ক্রমে [একটির পর আর একটি] হোম করিলে তাহাতে মৃত্যুর নাশ হয়। দধি ও মধুদ্বারা হোম করিলে সৌভাগ্য ও ধন প্রাপ্ত হয়। কেবল মিছরী বা বাতাসা দ্বারা হোম করিলে শত্রুর স্তম্ভন হয় ॥ ১১০ই—১২০ ॥

হে বীরবন্দিতে! দধি, মধু, দুগ্ধ ও খইর দ্বারা হোম, রোগবিনাশকারী, কালনাশকারী [কাল তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না], মৃত্যুনাশকারী—ইহাতে সন্দেহ নাই। অরুণ [ঈষৎলাল] পদ্মের দ্বারা হোম সম্যগ্‌ভাবে সম্পত্তিদায়ক হয়; রক্তপদ্মের [গাঢ় লালপদ্ম] দ্বারা হোম করিলে জগৎ ও রাজারা ক্ষণমাত্রে বশীভূত হয়। নীলপদ্মের দ্বারা হোম করিলে অতিশয় দুষ্ট ব্যক্তিসকল বশীভূত হয়—ইহার অন্যথা হয় না। হে প্রিয়ে! শ্বেতপদ্মের দ্বারা হোম করিলে হোমকারী ব্যক্তি প্রিয়বাক্য লাভ করে অর্থাৎ অপরে তাহার নিকট প্রিয়বাক্য বলে অথবা সেই হোমকারী ব্যক্তি সকলকে প্রিয়বাক্য বলে, কাহাকেও অপ্রিয় বলে না। শ্বেত ব্রহ্মকমলের [ব্রহ্মকমল পূর্বে তিব্বতে পাওয়া যাইত বলিয়া শোনা যায়] দ্বারা হোম করিলে লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। কহ্লার [একপ্রকার শ্বেতপদ্ম]

১। হোমস্তেন্মধুরক্ষীর...। ২। যঃ। ৩। কহ্লারহোমেন। ৪। বশীকুর্যান্মহীশ্বরান।

দ্রাক্ষাফলৈঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ লক্ষহোমান্ন সংশয়ঃ।
কদলীফলহোমেন লক্ষমাত্রেণ ভূভৃতঃ ॥ ১২৭ ॥
বশ্যাস্তু[1] দশসংখ্যাকা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
খর্জুরীফলহোমেন লক্ষমাত্রেণ ভূভুজঃ ॥ ১২৮ ॥
বশ্যা বিংশতিসংখ্যাকা ইত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী।
নারিকেলফলৈর্হোমাৎ সমৃদ্ধির্জায়তে প্রিয়ে ॥ ১২৯ ॥
লক্ষমাত্রেণ মন্ত্রজ্ঞো রাজাঽপর ইব প্রিয়ে।
পক্বাম্রফলহোমেন[2] লক্ষমাত্রেণ সুন্দরি ॥ ১৩০ ॥
চতুঃসমুদ্রপর্যন্তাং মেদিনীং বশমানয়েৎ।
পনসস্য ফলৈর্হোমাল্লক্ষেণ শতভূভুজঃ ॥ ১৩১ ॥

পুষ্পের দ্বারা হোম করিলে মন্ত্রসাধক সৌভাগ্য ও ধন প্রাপ্ত হয়। দাড়িম [ডালিম] ফলের দ্বারা সম্পূর্ণ হোম করিলে মহীশ্বর অর্থাৎ রাজাদিগকে [যদিও মূলপাঠে "মহাসরান্" এইরূপ পাঠ আছে, তথাপি তাহার অর্থের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া পাঠান্তর "মহীশ্বরান্" এর অর্থ করা হইল] বশীভূত করিতে পারে। মাতুলুঙ্গ [বীজপূর বা ছোলঙ্গ বৃক্ষ] ফলের দ্বারা হোম করিলে ক্ষত্রিয়-সকল বশীভূত হয়। নারঙ্গ ['নারিং' দেশীভাষা, আকারে কমলালেবুর মত তবে খুবই অম্ল] ফলের দ্বারা হোম করিলে বৈশ্যসকল বশীভূত হয়। চালকুমড়া দ্বারা হোম করিলে অপর শূদ্রেরা বশীভূত হয়। দ্রাক্ষা ফলের [আঙ্গুর ফল বা কিসমিস] দ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। কদলীর [কলার], দ্বারা লক্ষ হোম করিলে দশ জন রাজা বশীভূত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই খেজুরের দ্বারা লক্ষহোম করিলে কুড়িজন রাজা বশীভূত হয়—ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা। হে প্রিয়ে! নারিকেল ফলের দ্বারা হোম করিলে সমৃদ্ধি [সম্পত্তি] হয়। হে প্রিয়ে! নারিকেলের দ্বারা এক লক্ষ হোম করিলে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অপর রাজার মত হয়। [১৩০ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্ধটি পরবর্তী শ্লোকের প্রথমার্ধের সহিত অন্বিত বলিয়া উহার অনুবাদ পরের শ্লোকের সহিত করা হইল।]

॥ ১২১—১২৯½ ॥

১। বশাস্তু। ২। পক্বাম্রফলহোমেন।

বশা ভবন্তি দেবেশি নাত্র কার্যা বিচারণা।
তিলাজ্যহোমাদ্দেবেশি কার্যসিদ্ধি র্ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১৩২ ॥
রাজিকালবণাভ্যাং তু দুষ্টলোকান্ বশং নয়েৎ।
গুগ্গুলস্য চ হোমেন সর্বদুঃখানি নাশয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥
কুঙ্কুমেন হুনেদ্দেবি ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
বৈরিণো বশগাঃ শীঘ্রং চন্দনস্যাপি হোমতঃ ॥ ১৩৪ ॥
রক্তচন্দনহোমেন বশ্যা হি পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ।
কর্পূরস্য চ হোমেন বাগ্বশ্যং জায়তে নৃণাম্ ॥ ১৩৫ ॥
কস্তুরীহোমতো দেবি রাজানো রাজমন্ত্রিণঃ।
বশ্যা ভবন্তি সকলাঃ পরিবারযুতাঃ প্রিয়ে ॥ ১৩৬ ॥
তিলতণ্ডুলহোমেন শান্তির্ভবতি মন্দিরে।
শর্করাগুড়হোমেন সর্বকামার্থসাধকঃ[১] ॥ ১৩৭ ॥
ঘৃতপায়সহোমেন সিতাযুক্তেন মান্ত্রিকঃ।
ত্রৈলোক্যং বশমায়াতি ধান্যসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৮ ॥

হে সুন্দরি! পক্ক আম্রফলের দ্বারা লক্ষ হোম করিলে চার সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে বশীভূত করে। হে দেবেশি! কাঁটালের দ্বারা লক্ষ হোম করিলে একশত সংখ্যক নৃপতি বশভূত হয়—এই বিষয়ে কোন বিচারের প্রয়োজন নাই। হে প্রিয়ে! হে দেবেশি! ঘৃতমিশ্রিত তিলের দ্বারা হোম করিলে কার্যসিদ্ধি হয় [হোমকারীর ঈপ্সিত কার্য]। রাজসর্ষপ বা কৃষ্ণসর্ষপ ও লবণের দ্বারা হোম করিলে দুষ্ট লোক-সকলকে বশীভূত করিতে পারে। গুগ্গুলের দ্বারা হোম করিলে সকল দুঃখ নষ্ট করে। হে দেবি! কুঙ্কুমের দ্বারা হোম করিবে, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হইবে। চন্দনের [শ্বেত চন্দনকাঠের] দ্বারা হোম করিলে শত্রুসকল শীঘ্র বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। রক্তচন্দন কাঠের দ্বারা হোম করিলে পুরুষগণ ও স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। কর্পূরের দ্বারা হোম করিলে মনুষ্যগণের বাগ্বশ্যতা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যিনি কর্পূরের দ্বারা হোম করেন, অন্যান্য মানুষ তাঁহার কথায় বশীভূত হয়। হে দেবি! হে প্রিয়ে! কস্তুরী [মৃগের নাভিতে উৎপন্ন সুগন্ধিদ্রব্যকে মৃগনাভিকস্তুরী বলে] দ্বারা হোম

১। সর্বকার্যার্থসাধকঃ।

নানাবিধান্নহোমেন ধান্যসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
সোপস্করৈশ্চ বটকৈ-রুপসর্গান্ বিনাশয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥
বন্ধুককুসুমৈর্হোমঃ সর্বশত্রূন্[১] বিনাশয়েৎ।
জপাপুষ্পৈ র্জগদ্বশ্যং[২] বনপুষ্পৈশ্চ মোহনম্॥ ১৪০ ॥

নানাদ্রব্যকহোমফলানি

বকুলস্য হুনেৎ পুষ্পৈঃ সৌভাগ্যং জায়তে মহৎ।
দশাঙ্গধূপহোমেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ[৩] ॥ ১৪১ ॥
জম্বুফলৈঃ স্ত্রিয়ো বশ্যাঃ কুষ্মাণ্ডৈর্দৈত্যকন্যকাঃ।
শ্রীফলৈরতুলাং লক্ষ্মীং পত্রৈর্বা সুরবন্দিতে ॥ ১৪২ ॥
ইক্ষুখণ্ডৈঃ সুখাবাপ্তিস্তদ্রসাদ্রাজকন্যকাঃ।
বশ্যা ভবন্তি দেবেশি নারিকেলজলেন বা ॥ ১৪৩ ॥

করিলে রাজারা, রাজমন্ত্রীরা এবং তাঁহাদের পরিবারভুক্ত সকলে হোমকারীর বশীভূত হন। তিল ও চালের দ্বারা হোম করিলে মন্দিরে [হোমকারীর গৃহে] শান্তি হয়। চিনি ও গুড়ের দ্বারা হোম করিলে হোমকারী সমস্ত কাম্য বস্তুর সাধক হয়। মন্ত্রসাধক ব্যক্তি শর্করামিশ্রিত ঘৃত ও পায়সের দ্বারা হোম করিয়া ত্রৈলোক্যকে নিজের বশ্যতাপ্রাপ্ত করান এবং ধান্যসিদ্ধি [যত ধান্য পাইবার ইচ্ছা হয় তত ধান্য প্রাপ্ত হওয়াকে ধান্যসিদ্ধি বলে] প্রাপ্ত হন। নানাবিধ অন্নের দ্বারা হোম করিলে নিশ্চিত ভাবে ধান্যসিদ্ধি হয়। ধনে ও সর্ষে প্রভৃতি বাটিয়া সেইসব মশলাসংযুক্ত বড়া [মাষকলাই বা বিরির বড়া] দ্বারা হোম করিলে সমস্ত উপসর্গ অর্থাৎ রোগ বা দোষ বিনষ্ট করে। বন্ধুক পুষ্পের দ্বারা অনুষ্ঠিত হোম সমস্ত শত্রুর বিনাশ করে। জবাপুষ্পের দ্বারা কৃত হোমে জগৎ বশ্যতাপ্রাপ্ত হয় এবং বনপুষ্পের দ্বারা কৃত হোমে জগতের মোহন হয় অর্থাৎ জগৎ মোহপ্রাপ্ত হয় ॥ ১২৯১/২—১৪০ ॥

বকুলপুষ্পের দ্বারা হোম করিলে মহৎ সৌভাগ্য উৎপন্ন হয়। দশাঙ্গধূপের দ্বারা হোম করিলে অতুল সৌভাগ্য হয়। জম্বুফলের [কালজামের] দ্বারা হোমে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়, চালকুমড়ার দ্বারা হোমে দৈত্যকন্যাগণ বশীভূত হয়। হে সুরবন্দিতে! বিল্বফলের দ্বারা বা বিল্বপত্রের দ্বারা হোম করিলে

১। সর্বসম্বান্। ২। জপাপুষ্পৈর্জগদ্বশ্যং বাণপুষ্পৈশ্চ মোহনম্। ৩। লভেৎ।

কেবলং ঘৃতহোমেন বরদাঃ সর্বশক্তয়ঃ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মানং হবনসিদ্ধিদম্[১] ॥ ১৪৪ ॥
পুষ্পং সমগ্রং জুহুয়াৎ কমলং[২] বাঽপি পুষ্কলম্।
কুসুম্ভবনপুষ্পাণি[৩] যথেষ্টানি[৪] হুনেৎ প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥
শতসংখ্যাস্তিলা দেবি রাজিকাঃ শতসংখ্যয়া।
লাজা মুষ্টিপ্রমাণাস্তু ঘৃতং গদ্যাণমাত্রকম্ ॥ ১৪৬ ॥
চুলুকার্ধং[৫] পয়ঃ ক্ষীরমন্নং গ্রাসমিতং ভবেৎ।
স্থূলং ফলং মহেশানি কুষ্মাণ্ডং মাতুলুঙ্গকম্ ॥ ১৪৭ ॥
মনঃপ্রিয়ৈশ্চ খণ্ডৈশ্চ ফলং ভবতি নিশ্চয়াৎ।
রম্ভাফলং চতুঃখণ্ডৈর্লঘু[৬] চেৎ খণ্ডাতে ন হি ॥ ১৪৮ ॥

অতুল লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়। ইক্ষুখণ্ডদ্বারা হোমে সুখের প্রাপ্তি হয়। ইক্ষুরস দ্বারা হোম করিলে রাজকন্যাগণ বশীভূত হয়। হে দেবেশি! অথবা নারিকেল-জলের দ্বারা হোম করিলেও রাজকন্যারা বশীভূত হয়। কেবল ঘৃত দ্বারা হোম করিলে সকল শক্তি [কালী, তারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি] বরদায়িকা হন। হে দেবি! কতটা পরিমাণে কোন্ কোন্ দ্রব্যে হোম করিলে সিদ্ধি-দায়ক হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক একবারে এক এক পুষ্প সমগ্র অর্থাৎ একটি পুষ্প না ছিঁড়িয়া সমগ্রভাবে হোম করিবে। পদ্মপুষ্পও সমগ্র হোম করিবে অথবা এক একবারের হোমে প্রচুর পুষ্পও হোম করতে পারা যায়। হে প্রিয়ে! কুসুম্ভপুষ্প বা বনপুষ্প যথেষ্টভাবে [হোমকারীর ইচ্ছানুযায়ী একসঙ্গে অনেকগুলি পুষ্প] হোম করিবে। হে দেবি! এক এক-বারের হোমে তিল বা রাজসর্ষপ একশত সংখ্যায় হোম করিবে। খই একমুষ্টি পরিমাণে হোম করিবে। ঘৃত আটচল্লিশ রতি পরিমাণে এক একবারে হোম করিবে। জল [ইক্ষুরস বা নারিকেল জল] এক বারে এক চোলের অর্ধ পরিমাণে [আমাদের হাতে যতটুকু জল ধরে তাহাকে চুলুক বলে] হোম করিবে। দুগ্ধও অর্ধ চুলুক আহুতি দিবে। অন্ন একগ্রাস পরিমাণে এক একবারে আহুতি দিবে। হে মহেশানি! ফল বড় হইলে যেমন চালকুমড়া বা মাতুলুঙ্গ [বীজপুর—ছোলঙ্গ] তাহার খণ্ড [টুকরা] যে পরিমাণে দিলে

১। সিদ্ধয়ে। ২। কমলং চাপি। ৩। কুসুম্ভবাণপুষ্পাণি। ৪। যথোক্তানি।
৫। চুলুকার্ধং ভবেৎ ক্ষীরম্। ৬। চতুঃখণ্ডং লঘু চেৎ।

নারিকেলস্য খণ্ডং হি[১] রম্ভায়াঃ ফলবৎ প্রিয়ে
পর্বস্থানং চেক্ষুখণ্ডং মনঃসন্তোষকারি বা ॥ ১৪৯ ॥
দ্রাক্ষাফলং সমগ্রং স্যান্নারঙ্গং খার্জুরং তথা।
গুগ্‌গুলং ক্রমুকার্ধং তু কুঙ্কুমং চ তথা ভবেৎ ॥ ১৫০ ॥
গুঞ্জাসমং চ কর্পূরং কস্তুরী ঘুসৃণং তথা।
চন্দনং চাগরুং দেবি ক্রমুকেন সমং ভবেৎ ॥ ১৫১ ॥
মনঃপ্রিয়াণি সর্বাণি ফলানি হবনে প্রিয়ে[২]।
লাক্ষা গুগ্‌গুলসংখ্যা স্যাদ্ যদ্ যদ্ বস্তু মনোহরম্ ॥ ১৫২ ॥
মনঃপ্রিয়াহুতীঃ কৃত্বা হোমং কুর্যাৎ সুলোচনে।
এতদাহুতিমানং তে কথিতং সর্ববিঘ্নহৃৎ ॥ ১৫৩ ॥
যথেচ্ছয়া বরারোহে শ্রীবিদ্যাং পরিতোষয়েৎ।
যথাশক্তি জপং কৃত্বা তদ্দশাংশেন হোময়েৎ ॥ ১৫৪ ॥

হোমকারীর মনের প্রিয় হয়, সেই পরিমাণে এক একবারে হোম করিবে। কলা বড হইলে চারখণ্ডের এক এক খণ্ড আহুতি দিবে, ছোট হইলে খণ্ডিত [টুকরা] করিবে না। সমগ্র ফল [কলা] আহুতি দিবে। হে প্রিয়ে! রম্ভাখণ্ডের মত নারিকেল খণ্ডও অর্থাৎ নারিকেলকে চারভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগ এক এক বারে আহুতি দিবে। ইক্ষুখণ্ড—এক এক পর্ব আহুতি দিবে অথবা মনের সন্তোষজনকভাবে অধিক অংশও দিতে পারা যায়। দ্রাক্ষাফল, নারঙ্গ এবং খর্জুর এক একটি সমগ্র আহুতি দিবে। গুগ্‌গুল সুপারির অর্ধপরিমিত আহুতি দিবে। কুঙ্কুমও একটি সুপারির অর্ধ পরিমিত আহুতি দিবে ॥ ১৪১—১৫০ ॥

কর্পূর একগুঞ্জা [কুঁচ] পরিমিত দিবে। কস্তুরী এবং ঘুসৃণ [গন্ধদ্রব্য বিশেষ] ও একগুঞ্জা পরিমিত হোম করিবে। হে দেবি! চন্দন [কাঠ] এবং অগরু একটি সুপারীর পরিমাণে হইবে [আহুতি দিতে হইবে]। হে প্রিয়ে! হোমে হোমকর্তার মনঃপ্রিয় ফলসকল দেওয়া যায়। গুগ্‌গুল যতটা পরিমাণে ও সংখ্যায় আহুতি দেওয়া হয় লাক্ষাও [জতু বা গালা] ততটা সংখ্যায় এবং ততটা পরিমাণে আহুতি দিতে হয়। যেই যেই বস্তু মনোহর হইবে, হে সুলোচনে!

১। খণ্ডং হি স্থূলং কুর্যান্মনঃ প্রিয়ম্। ২। প্রিয়ং।

কিংশুকৈঃ পাপসংঘাত-নাশকৈরথ বা প্রিয়ে।
নানাদ্রব্যৈঃ পৃথগ্‌ভূতৈ র্মিশ্রিতৈ র্বা বরাননে ॥ ১৫৫ ॥
যথাশক্ত্যা তু মিলিতৈর্হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিশেষবিধিমুত্তমম্ ॥ ১৫৬ ॥*
আদৌ কুণ্ডং সমুৎপাদ্য সর্বলক্ষণসংযুতম্।
চতুরস্রং তু শোভাঢ্যং শতহোমেঽর্ধহস্তকম্ ॥ ১৫৭ ॥
সহস্রে হস্তমাত্রং চ চতুরস্রং দ্বিহস্তকম্।
দ্বিহস্তময়ুতে প্রোক্তং লক্ষে হস্তচতুষ্টয়ম্ ॥ ১৫৮ ॥
কোটিহোমেঽষ্টহস্তং চ কৃত্বা কুণ্ডস্য লক্ষণম্।
শান্তিকে চতুরস্রং তু বশ্যে চৈবার্ধচন্দ্রকম্ ॥ ৫৯ ॥

সেই সকল মনঃপ্রিয় বস্তু আহুতি [প্রদান] পূর্বক হোম করিবে। হে বরতনু! এইভাবে আহুতির পরিমাণ তোমাকে বলা হইল। পরিমাণমত আহুতি-প্রদান সকল বিঘ্ননাশকারী। হোমকারী ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীবিদ্যাকে [ত্রিপুরাদেবী] পরিতুষ্ট করিবে। হে প্রিয়ে! হে বরাননে! যথাশক্তি জপ করিয়া জপের দশভাগ হোম করিবে। পাপসমূহের নাশক পলাশপুষ্পের দ্বারা, অথবা পৃথক্ পৃথক্ নানা দ্রব্যের দ্বারা বা মিশ্রিত নানাদ্রব্য দ্বারা বা যথাশক্তি মিলিত দ্রব্যের দ্বারা বিচক্ষণ ব্যক্তি হোম করিবে। হে দেবি! এখন উত্তম বিশেষবিধি [হোমসম্বন্ধে বিশেষ বিধি] শ্রবণ কর। প্রথমে সমস্ত লক্ষণযুক্ত [কুণ্ডের যেরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণযুক্ত] কুণ্ড [হোমকুণ্ড] রচনা করিয়া চতুরস্র [চারকোণা] ও শোভাযুক্ত কুণ্ডরচনা করিতে হইবে। একশত সংখ্যক হোম করিলে আধহাত পরিমাণ কুণ্ড করিতে হইবে [পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে আধহাত পরিমাণ হইবে]। এক সহস্র হোম করিলে একহস্ত পরিমিত [চারিদিকে এক এক হাত] কুণ্ড করিতে হইবে। চারহাজার হোমে দুইহাত পরিমিত কুণ্ড, দশহাজার হোমে—দুইহস্ত পরিমিত, একলক্ষ হোমে চারহস্ত পরিমিত, কোটিসংখ্যক হোমে অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ডের লক্ষণ হইবে। ঃ শান্তিকর্মে হোমকুণ্ড চতুরস্র অর্থাৎ চারকোণা

---

* এই ১৫৬ শ্লোক হইতে ১৭৪ শ্লোক পর্যন্ত পাঠ 'খ' পুস্তকে নাই।

ঃ যে কর্ম দ্বারা গ্রহদোষাদি বা রোগাদি নাশ করা হয়, তাহাকে শান্তি কর্ম বলে।

ষট্‌কোণং স্তম্ভনে চৈব মারণে তদ্বদেব হি।
আকর্ষণে ত্রিকোণং চ বৃত্তমুচ্চাটনে তথা ॥ ১৬০ ॥

শান্ত্যাদিকর্ম্মণাং দিগাদিনির্ণয়ঃ।

নানাসিদ্ধিহিতার্থায় পদ্মকোণং চ সিদ্ধিদম্।
উত্তরে শান্তিকং চৈব স্তম্ভনে বারুণীং দিশম্ ॥ ১৬১ ॥
মারণং দক্ষিণে চৈব পশ্চিমে বশ্যকর্ম্মণি
দাহকর্ম চ আগ্নেয়ে বিদ্বেষো নৈঋতে তথা ॥ ১৬২ ॥
উচ্চাটনে তু বায়ব্য ঈশান্যে [ঐশানে] সর্বসিদ্ধিদম্।
কৃত্তিকাকর্ষণে প্রোক্তা ভরণী মারণে তথা ॥ ১৬৩ ॥
স্বাতী বশ্যে তথোচ্চাটে জ্যেষ্ঠা স্তম্ভনমেব চ।
বিদ্বেষণে শততারং চাভিজিত্বং তু শান্তিকে ॥ ১৬৪ ॥
সোমে সর্বাকর্ষণং চ মারণং মঙ্গলে তথা।
বুধেন স্তম্ভনং কার্যং গুরুবারে চ পৌষ্টিকম্ ॥ ১৬৫ ॥

হইবে। বশ্য! কর্মে অর্ধচন্দ্রাকার কুণ্ড হইবে। স্তম্ভন [] কর্মে ষট্‌কোণ কুণ্ড করিতে হইবে, মারণ• কর্মে সেইরূপ অর্থাৎ ষট্‌কোণ কুণ্ড, আকর্ষণ () কার্যে ত্রিকোণ কুণ্ড এবং উচ্চাটন § কর্মে গোলাকার কুণ্ড হইবে ॥ ১৫১—১৬০ ॥

নানাপ্রকার সিদ্ধিরূপ হিতের জন্য পদ্মকোণ পদ্মের আকারের অর্থাৎ [প্রস্ফুটিতপদ্ম] কুণ্ড সিদ্ধিপ্রদ। উত্তরদিকে শান্তিকর্ম প্রশস্ত, স্তম্ভন কর্মে পশ্চিম দিক প্রশস্ত, মারণ কর্মে দক্ষিণ দিক এবং বশীকরণ কর্মে পশ্চিম দিক প্রশস্ত। দাহকর্ম অর্থাৎ অপরের শরীরে দাহ [উত্তাপ] উৎপাদন করায় অগ্নিকোণে প্রশস্ত। বিদ্বেষণকর্মে নৈঋত কোণ, উচ্চাটনকর্মে বায়ুকোণ প্রশস্ত আর ঈশান কোণ সকলপ্রকার সিদ্ধিদায়ক অর্থাৎ শান্তি, পুষ্টি প্রভৃতি কর্মে প্রশস্ত। আকর্ষণকর্মে

! বশ্য বা বশীকরণ কর্ম তাহাকে বলে যে কর্মের দ্বারা জীবগণকে বশীভূত করা হয়।

[] যে কর্মদ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রবৃত্তি বা সহজাত কর্মের নিরোধ করা হয় তাহাকে স্তম্ভন কর্ম বলে।

• যে কর্ম দ্বারা কোন জীবকে মারিয়া ফেলা হয় তাহাকে মারণ কর্ম বলে।

() যে কর্মের দ্বারা কর্মকর্তার ঈপ্সিত কোন প্রাণীকে নিজের নিকট উপস্থিত করান হয়, তাহাকে আকর্ষণ কর্ম বলে। § যে কর্মের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তাহার নিজের দেশ, বা গ্রাম বা গৃহ হইতে বিচ্যুত করা হয়, তাহাকে উচ্চাটন কর্ম বলে

শুক্রে চ সর্বকামস্ত ভানোরথ [ভানাবথ] শুভানি চ।
পূর্বাহ্নে বশ্যকর্মাণি মধ্যাহ্নে প্রাতিনাশনম্ ॥ ১৬৬ ॥
উচ্চাটনং চাপরাহ্নে সন্ধ্যায়াং মারণে তথা।
শান্তিকে অর্ধরাত্রং চ পৌষ্টিকং প্রাতরেব হি ॥ ১৬৭ ॥
স্তম্ভনে গজচর্মাণি মারণে মাহিষং তথা।
মৃগচর্ম তথোচ্চাটে ছাগলং বশ্যকর্মণি ॥ ১৬৮ ॥
বিদ্বেষে জম্বুকং প্রোক্তং গোচর্ম শান্তিকে তথা।
নানাসিদ্ধিহিতার্থায় ব্যাঘ্রচর্মমুদাহৃতম্ ॥ ১৬৯ ॥
শ্বেতং ধ্যানং ভবেচ্ছান্তৌ পীতং স্তম্ভনকারকম্।
বশ্যাকর্ষণয়ো রক্তং ক্ষোভণার্থং প্রিয়াবহম্ ॥ ১৭০ ॥
কৃষ্ণং চ মারণে প্রোক্তং ধূম্রমুচ্চাটনাদিকে
রাজবৃক্ষস্য সমিধো হোতব্যাঃ স্তম্ভকর্মণি ॥ ১৭১

কৃত্তিকা নক্ষত্র শুভ, মারণ কর্মে ভরণী নক্ষত্র প্রশস্ত। বশীকরণে স্বাতী নক্ষত্র, উচ্চাটন কর্মেও স্বাতী নক্ষত্র, স্তম্ভন কর্মে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, বিদ্বেষকর্মে শতভিষা, শান্তিকর্মে অভিজিৎ নক্ষত্র প্রশস্ত। সকলের আকর্ষণকর্মে সোমবার প্রশস্ত; মারণ কর্মে মঙ্গলবার, বুধবারে পরের ধননাশকর্ম ফলপ্রদ, পুষ্টিকর্মে [যাহার দ্বারা নিজের মঙ্গল হয় তাহা পুষ্টিকর্ম] বৃহস্পতিবার প্রশস্ত, সমস্ত কামনা করিয়া কর্ম করিতে শুক্রবার প্রশস্ত, শুভকর্মে রবিবার প্রশস্ত। বশীকরণকর্ম পূর্বাহ্নে করিতে হয়, বিদ্বেষণ কর্মে মধ্যাহ্ন প্রশস্ত, উচ্চাটনে অপরাহ্ণ, মারণ কর্মে সন্ধ্যাকাল প্রশস্ত। শান্তিকর্মে অর্ধরাত্র কাল প্রশস্ত, পুষ্টিকর্মে প্রাতঃকালই শুভ। স্তম্ভন কর্মে হস্তিচর্মের উপর বসিয়া কার্য করা প্রশস্ত, মারণ কর্মে মহিষের চর্ম প্রশস্ত, উচ্চাটন কর্মে মৃগচর্ম, বশীকরণে ছাগলের চর্ম, বিদ্বেষণে শৃগালের চর্ম, শান্তি কর্মে গোচর্ম প্রশস্ত। নানাপ্রকার সিদ্ধি ও মঙ্গলের জন্য ব্যাঘ্রচর্মই শাস্ত্রে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্তিকর্মে শ্বেতবর্ণের ধ্যান করিতে হয়। স্তম্ভন কর্মে হলদে রং এর ধ্যান, বশীকরণ ও আকর্ষণ কর্মে লাল রং এর ধ্যান করিতে হয়, আর ক্ষোভণ বা বিদ্বেষণকর্মে যে বর্ণ নিজের প্রিয়, সেইবর্ণের ধ্যান করিতে হয় ॥ ১৬১—১৭ ॥

মহিষীঘৃতসংযুক্তং সদা বৈ সিদ্ধিদায়কম্।
মারণেঽত্যচিরা হোমং [ত্যচিরাদ্ধোমং] সমিদ্ভি [সমিধৈ]
দাড়িমোদ্ভবৈঃ ॥ ১৭২ ॥

অজাঘৃতেন দেবেশি বশয়েৎ সচরাচরম্।
বিদ্বেষণ্যৈব হোতব্য [ব্যা] উন্মত্তসমিধস্তথা ॥ ১৭৩ ॥
অতসীতৈলসংযুক্তা বিদ্বেষণমতঃ পরম্।
সর্ববিঘ্নসমূহং তু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৪ ॥
পূর্ণাহুতিং ততো দেবি পূজয়িত্বা তু কন্যকাঃ।
পূজিতং তেন ত্রৈলোক্যং কন্যকা যেন পূজিতাঃ ॥ ১৭৫ ॥
বালয়া পূজয়েদ্দেবি শ্রীবিদ্যাং পূজয়েত্ততঃ।
পঞ্চসিংহাসনৈর্দেবি শ্রীবিদ্যাং তত্র পূজয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥
সুবাসনীস্ততঃ[১] পূজ্যাঃ শ্রীবিদ্যাং[২] তত্র পূজয়েৎ।
বিপ্রান্ সন্তোষয়েৎ পশ্চাচ্ছ্রীবিদ্যাং তত্র পূজয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

মারণ কর্মে কৃষ্ণবর্ণের ধ্যান কথিত হইয়াছে, উচ্চাটন প্রভৃতি কর্মে ধূম্র বর্ণের [ধূম্রের মত বর্ণের ধ্যান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। স্তম্ভন কর্মে রাজবৃক্ষের [পিয়ালবৃক্ষের বা লঙ্কায় অবস্থিত বৃক্ষ বিশেষের] সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। মহিষীঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম সর্বদা সিদ্ধিদায়ক। দাড়িম [ডালিম] বৃক্ষোৎপন্ন সমিধের দ্বারা হোম অতি অচিরে [অতিশীঘ্র ! মারণকার্যের সাধক। হে দেবেশি ! ছাগীঘৃতের দ্বারা হোম চর অচর বিশিষ্ট জগৎকে বশীভূত করে। বিদ্বেষণ কার্যে উন্মত্তসমিধের [ধুতরা ফুলের গাছের কাঠ বা মুচুকুন্দ বৃক্ষের কাষ্ঠ] দ্বারা হোম করিবে। অতসীপুষ্পবাসিত বা অতসীপুষ্পের বীজ হইতে উৎপন্ন তৈল সংযুক্ত সমিধের দ্বারা হোম বিদ্বেষণ কার্যে ফলদায়ক। উহার দ্বারা অর্থাৎ অতসীতৈল সংযুক্ত সমিধের দ্বারা হোম সমস্ত বিঘ্ননাশ করে —ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি ! তারপর কন্যাগণকে [কুমারীগণকে] পূজা করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। যিনি কুমারীগণের পূজা করিয়াছেন তিনি ত্রৈলোক্যের পূজা করিয়াছেন। হে দেবি ! ত্রিপুরাবালার দ্বারা [ত্রিপুরাবালার মন্ত্রের দ্বারা] শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে [ত্রিপুরাদেবীর মূর্তি হইতেছে ত্রিপুরাবালা, আর একমূর্তি শ্রীবিদ্যা; ত্রিপুরভৈরবীও ত্রিপুরাদেবীর আর এক মূর্তি

১। যোগিন্যশ্চ ততঃ পূজ্যাঃ। ২। শ্রীবিদ্যামথ পূজয়েৎ।

যোগিন্যশ্চ ততঃ পূজ্যাঃ শ্রীবিদ্যাং পরিতোষয়েৎ।
দর্শনানি সমগ্রাণি পূজয়েদ্বিবিধানি চ ॥ ১৭৮ ॥
শ্রীবিদ্যাং তোষয়েত্তত্র পূর্ণাহুতিমথাঽঽচরেৎ ॥ ১৭৯ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে ত্রিপুরাজপহোমবিধানবিবরণং নাম বিংশঃ পটলঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যাদি]। তারপর পঞ্চসিংহাসনের [ষষ্ঠ হইতে নবম পটল পর্যন্ত পঞ্চ-সিংহাসনের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে] দ্বারা সেখানে [সেই হোমে] শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। তারপর স্থবাসিনী [স্থবাসিনী নামক দেবীগণ] গণকে পূজা করিবে, সেখানে অর্থাৎ স্থবাসিনী পূজাকালেও শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিবে, সেই ব্রাহ্মণ সন্তোষণ স্থলেও শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। তারপর যোগিনীগণের পূজা করিবে এবং শ্রীবিদ্যার পরিতোষ সম্পাদন করিবে। নানাপ্রকার সমগ্র দর্শন [দর্শনশাস্ত্র] পূজা করিবে, দর্শনের পূজাস্থলেও শ্রীবিদ্যার পরিতোষবিধান করিবে। অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবে ॥ ১৭১—১৭৯ ॥

ইতি শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের বিংশ পটলের অনুবাদ ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ পটলঃ

আত্মচতুষ্টয়েন চতুরস্রাখ্যকুণ্ডবর্ণনম্

ঈশ্বর উবাচ

হোমান্তরং প্রবক্ষ্যামি যেন ব্রহ্ম সনাতনম্।
জ্ঞানেন চতুরস্রাখ্যং কুণ্ডং সঞ্চিন্ত্য পূর্ববৎ ॥ ১ ॥
আত্মভিশ্চতুরস্রং তদ্বিজ্ঞেয়ং বীরবন্দিতে।
আত্মানো বেদসংখ্যা হি জ্ঞাতব্যা দেশিকোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
সাধারণেন পক্ষেণ বর্ততে সর্বজন্তুষু ॥ ৩ ॥
স আত্মা পরমেশানি প্রাণরূপী বরাননে।
প্রাণস্তু পবনো দেবি হৃদয়স্থানমন্দিরঃ ॥ ৪ ॥
শরীরং ব্যাপ্য সকলং চরস্যাপ্যচরস্য চ।
হংসস্বরূপী বিজ্ঞেয়ঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসবিলাসবান্ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বর [মহাদেব] বলিলেন—অন্যপ্রকার হোমের সম্বন্ধে বলিব—যাহার দ্বারা সনাতন [নিত্য] ব্রহ্ম [প্রাপ্তি হয়]। পূর্বে যেমন চতুরস্র [চারকোণা] কুণ্ডের কথা বলা হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ চতুরস্র কুণ্ড আছে। তবে [এখানে] জ্ঞানের দ্বারা চতুরস্র কুণ্ডের চিন্তা করিবে। [কিরূপে জ্ঞানের দ্বারা চতুরস্র কুণ্ড চিন্তা করিতে হইবে—তাহা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশদ ভাবে বলা হইয়াছে]। হে বীরবন্দিতে! আত্মসমূহের দ্বারা [চারপ্রকার আত্মার দ্বারা কুণ্ডটি চারকোণা] সেই কুণ্ডকে চতুরস্র বলিয়া জানিবে। আত্মা চতুঃ-সংখ্যক, ইহা উত্তম শিষ্য জানিবে। [দেশিক শব্দের অর্থ গুরুও হয় আবার শিষ্যও হয়—এখানে শিষ্য অর্থ গ্রাহ্য], যে আত্মচতুষ্টয়ের জ্ঞানমাত্রে পুনর্জন্ম হয় না। সাধারণভাবে সকল জন্তুতে পুনর্জন্ম আছে ॥ ১—৩ ॥

হে পরমেশ্বরি! হে বরাননে! হে দেবি! যাহা প্রাণরূপী অর্থাৎ প্রাণবায়ু তাহা আত্মা। প্রাণ বায়ুস্বরূপ, হৃদয়স্থান তাহার মন্দির অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণ অবস্থান করে। [যদিও সমস্ত শরীরে বায়ু অবস্থান করে তথাপি হৃদয়-দেশস্থিত বায়ুকে প্রাণ বলে]। এই প্রাণবায়ু চর ও অচর প্রাণীর সমস্ত শরীরকে

জীব ইত্যেব নামাস্ত ভ্রান্ত্যা শ্বাসান্ন[১] বস্তুতঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসৌ দেহভাবাদ্ ভ্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
কুলালচক্রভেদেন ঘটাকাশং যথা ঘটে।
দৃশ্যতে পরমেশানি আকাশং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥
ঘটে ভবতি ভিন্নত্বং নাকাশে ভিন্নতা ভবেৎ।
তথা দেহগতো জীবো দেহনাশে বরাননে ॥ ৮ ॥

ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে। এই প্রাণ শ্বাস [নাক দিয়া বাহিরে বায়ুর গমনকে শ্বাস বা নিঃশ্বাস বলে। বাহির হইতে নাসিকাদ্বারা শরীরের ভিতরে বায়ুর প্রবেশকে উচ্ছ্বাস বা প্রশ্বাস বলে] ও উচ্ছ্বাস কার্য করে। ইহাকে [এই প্রাণকে] হংস স্বরূপ জানিবে। ইহার নাম জীব। তবে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ উপাধিবশত ভ্রান্তিতে প্রাণকে জীব বলা হয়। বস্তুত অর্থাৎ পরমার্থত জীব প্রাণ নয় কিন্তু পরমাত্মস্বরূপ। জীব যে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য করে তাহা দেহভাববশত ভ্রান্তি। প্রাণাদির সহিত আত্মার অধ্যাসবশত বা প্রাণাদিতে আত্মার আরোপবশত আত্মার দেহভাব হয় অর্থাৎ আত্মা নিজেকে দেহবান্ বলিয়া মনে করে। দেহবান্ বলিয়া মনে করার ফলে প্রাণরূপ দেহের [সূক্ষ্মদেহের] কার্য যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তাহাকে আত্মা বা জীব নিজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বলিয়া মনে করে! অতএব এই জীবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভ্রান্তিই ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কুম্ভকার তাহার চক্র পরিচালনা করিয়া ঘট নির্মাণ করে। কুম্ভকারের চক্রের চালনার ভেদবশত ভিন্ন ভিন্ন ঘট উৎপন্ন হয়। ঘটাকাশ সেই সকল ঘটে বিদ্যমান আছে দেখা যায়। কিন্তু হে পরমেশানি! আকাশ সমস্ত ঘট বা বস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান। আকাশ বস্তুত ঘটে পরিচ্ছিন্ন [সসীম] হয় না ॥ ৪—৭ ॥

ঘট ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আকাশের ভিন্নতা [ভেদ] নাই। হে বরাননে! সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহে জীব ভিন্ন ভিন্ন হয়, দেহ নষ্ট হইয়া গেলে দেহস্থিত জীব [আত্মা] সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। সেইহেতু আত্মা পরম মহৎ

১। ভ্রান্ত্যা শ্বাসস্বলক্ষিতঃ।

ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্বত্র তস্মাদাত্মা[১] পরং মহৎ।
আত্মজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং দ্বিতীয়স্তু শৃণু প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
অন্তরাত্মেতি কিং নাম তচ্ছৃণুস্ব পদং মহৎ।
অন্তঃশব্দেন দেবেশি রহস্যং সূক্ষ্মরূপকম্ ॥ ১০ ॥
পরমাণুস্বরূপেণ সর্বং ব্যাপ্য বিজৃম্ভতে।
অন্তরঙ্গতয়া তেন চরং ব্যাপ্যথ বাহ্যচরম্ ॥ ১১ ॥
ব্যাপ্যতে সকলং তস্মাদন্তরাত্মেতি গীয়তে।
স এব হংস আত্মা যোগিগম্যো[২] যদা[৩] ভবেৎ ॥ ১২ ॥
তারচক্ষুর্বরারোহে নিগমাগম-পক্ষবান্।
শিবশক্তি-পদদ্বন্দ্বো বিন্দুত্রয়-বিলোচনঃ ॥ ৩ ॥

[নিরতিশয় বৃহৎ]। হে প্রিয়ে! আমি আত্মজ্ঞান বলিলাম [চারটি আত্মার মধ্যে জীব=জীবাত্মা বা আত্মার কথা বলা হইল] এখন দ্বিতীয় আত্মার কথা শোন ॥ ৮—৯ ॥

এই দ্বিতীয় আত্মার নাম কি? অন্তরাত্মা [এখানে দ্বিতীয় আত্মা যে অন্তরাত্মা তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য প্রশ্ন করিয়া উত্তররূপে বলিয়াছেন]। এই অন্তরাত্মা মহৎ পদ [প্রাপ্তব্য] তাহা শ্রবণ কর। হে দেবেশি। অন্তঃ [অন্তর] শব্দের দ্বারা রহস্য অর্থাৎ ভিতরে বিদ্যমান সূক্ষ্মস্বরূপ বুঝাইতেছে। এই অন্তরাত্মা পরমাণুরূপে সমস্ত বস্তুকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছে। চর বা অচর সকল বস্তুর অন্তরঙ্গরূপে সেই অন্তরাত্মাদ্বারা চর অচর সকল বস্তু ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই হেতু ইহাকে অন্তরাত্মা বলা হয়। সেই অন্তরাত্মাই যখন যোগিগণের গম্য [জ্ঞেয়] হয়, তখন তাহাকে হংস আত্মা বলা হয়। [যদিও পূর্বে প্রাণরূপ আত্মাকেও হংসস্বরূপ বলা হইয়াছে, তথাপি এই অন্তরাত্মা প্রকৃত-স্বরূপে হংস আত্মা। প্রাণ তাহার বাহ্য বলিয়া তাহাকেও হংস বলা হয়]। হে বরতনু! এই হংস আত্মার চক্ষু হইল ওঁকার। বেদ ও তন্ত্র তাহার দুই পক্ষ। শিব ও শক্তি তাহার পদদ্বয়। তিন বিন্দু তাহার তিন নেত্র [∴ এইরূপ বিন্দুত্রয়কে কামকলা বলে, কামকলার নীচে নাদরূপী প্রকৃতি বা শক্তি থাকেন ∴]। এই তিনবিন্দু বা কামকলা হংস আত্মার নেত্র। ইনি পরমহংস [এই

১। তস্মাদাপ্যপদং মহৎ। ২। যোগগম্য। ৩। যথা।

অয়ং পরমহংসস্তু[1] সৃষ্টিং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতি।
তদা ভূতানি জায়ন্তে ক্রমেণ কমলেক্ষণে। ১৪ ॥
আকাশং পবনোঽগ্নিশ্চ চলং [জলং] পৃথ্বী বরাননে।
পঞ্চকন্যাস্ত দেবেশি প্রথমং চিত্তমুচ্যতে[2] ॥ ১৫ ॥
অবিদ্যাখ্য-সরোমধ্যে মোহপঙ্ক-প্রপূরিতে।
প্রপঞ্চকমলে ভূত-পদ্মাক্ষ-পরিজৃম্ভিতে। ১৬ ॥

অন্তরাত্ম-জ্ঞানাত্ম-পরমাত্মনাং বর্ণনম্

বিহারোঽস্যৈব হংসস্য সৃষ্ট্যা মায়াময়ো ভবেৎ।
অয়মেব মহাদেবি নিষ্প্রপঞ্চো যদা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
সংহাররূপী হংসস্তু তদাত্মানং প্রদর্শয়েৎ।
পঙ্ক্তিত্বমস্য নাস্ত্যেব সোঽহমাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

হংসবস্তুটি এখানে পরমাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশোন্মুখ অবস্থারূপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণের উপরে অথচ পরমাত্মার নীচে যে সমস্ত জগৎকারণস্বরূপ তাহাকেই এখানে হংস আত্মা বলা হইয়াছে। ইনি পরমাত্মার ঈষদ্বিকাশোন্মুখ অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া ইঁহাকে পরমহংস বলা হইয়াছে] সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। হে কমলনয়নে! সৃষ্টির আদিতে ভূতসকল [সূক্ষ্ম ভূতসকল] ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী [আনন্দাশ্রম পুস্তকে 'জল' স্থলে 'চলং' পাঠ আছে। ঐ পাঠ ভুল মনে করিয়া 'জলং' করা হইয়াছে উৎপন্ন হইল। হে বরাননে! হে দেবেশি! এই পঞ্চভূতের প্রথম অবস্থাকে চিত্ত বলে। অবিদ্যা নামক সরোবরমধ্যে মোহ- [অবিবেক] পঙ্ক পূরিত জগৎপদ্মে পঞ্চভূত-পদ্মতুল্য ইন্দ্রিয় বিলসিত অর্থাৎ—অবিদ্যা, মোহ, সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় ও জগৎ—এই সকলের মধ্যে ইনি [অন্তরাত্মা] বিচরণ করেন ॥ ১০—১৬ ॥

এই হংস আত্মার বিহার মোহপঙ্কপূরিত, জগৎ কমলবিশিষ্ট পঞ্চভূত পদ্ম-বীজযুক্ত অবিদ্যাসরোবরে হইয়া থাকে। সৃষ্টিবশত ইনি মায়াময়। হে মহাদেবি! ইনি [হংস আত্মা] যখন জগৎপ্রপঞ্চশূন্য হন, তখন সংহাররূপী

১। অয়ং পরমহংসস্তু স্পষ্টং সর্বত্র তিষ্ঠতি। ২। চিৎ সমুচ্যতে।

পরমাত্মেতি জানীহি ত্রয়মেতদুদাহৃতম্ ।
*পক্ষপুচ্ছশিরো দেবি আকার-প্রতিভাসকঃ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানাত্মা কথ্যতে ভদ্রে যঃ সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপকঃ ।
যেনেদং জ্ঞায়তে সর্বং সমত্বেন বরাননে ॥ ২০ ॥
চন্দ্রবিম্বং যথা দেবি জলক্ষীরেষু দৃশ্যতে ।
ন লিপ্তস্ত [প্তং ত] স্তু১ দেবেশি নীরক্ষীরবিভেদতঃ ॥ ২১ ॥
কর্দমে চন্দনে বিম্বং ন ভবেল্লিপ্তমদ্রিজে ।
সর্বসাক্ষী তথা ভদ্রে জ্ঞানাত্মা পরিকীর্তিতঃ ॥ ২২ ॥

হংস নিজ আত্মাকে [স্বরূপকে] প্রদর্শন করেন। তখন ইহার পক্ষিত্ব থাকে না, তিনি তখন 'আমিই সেই আত্মা' এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই পরমাত্মা। এইভাবে তিন আত্মার [জীব বা আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মার] কথা বলা হইল। [এখানে প্রাণপ্রধান দেহরূপ উপাধি-উপহিত চৈতন্যকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হইয়াছে। আর পরমাত্মার যে ঈষদ্ বিকাশোন্মুখ অবস্থা-যাহাকে ওঁকার বলে, তাহাকেই এখানে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে। শিব, শক্তি, কামকলা, এই সকলের সমষ্টি ওঁকারের স্বরূপ। ইহা যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা জানিতে পারেন। সাধারণে তাহা পারে না। এই শিব শক্তি কামকলা বা নাদ বিন্দু ত্রিবলয় [নাদ = শক্তি, বিন্দু = শিব, ত্রিবলয় = কামকলা] সমুদায়কে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ এই অন্তরাত্মা বা হংস—অবিদ্যা, মোহ, পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও স্থূলজগৎ—এই পুর্যষ্টককে বিহরণ করেন অর্থাৎ অবিদ্যা, মোহ, পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও স্থূল জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই অন্তরাত্মা বা হংসরূপ আত্মাও শুদ্ধ আত্মা নন, কিন্তু মায়াময় অর্থাৎ মায়ারূপ উপাধি দ্বারা উপহিত। ইনি যখন নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ উপাধি-রহিত হন, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়। অন্তরাত্মা যখন আমিই সেই আত্মা অর্থাৎ আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ভূত ইত্যাদি নই, কিন্তু আত্মা বা পর-মাত্মা এইরূপ বুঝিতে পারেন তখন তিনি পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান বা তিনিই তখন পরমাত্মা হইয়া যান। সুতরাং প্রাণ = জীবাত্মা, শিবশক্তি কামকলাদি = অন্তরাত্মা। উপাধিবিরহিত চৈতন্য = পরমাত্মা]

---

* এতচ্চিহ্নিত শ্লোকার্ধ সব পুস্তকে নাই। ১। ক পুস্তিকায়

আত্মান্তরাত্ম-পরমজ্ঞানাত্মানঃ প্রকীর্তিতাঃ।
এতদ্রূপং হি চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বরাননে ॥ ২৩ ॥
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু-ত্রিবলয়াঙ্কিতম্।
অর্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং সদা ॥ ২৪ ॥
পরাহন্তাময়ে সর্ব-জ্ঞানদীপ-বিজৃম্ভিতে।
সংবিদগ্নৌ হুনেদ্দেবি প্রপঞ্চহবিরুৎকটম্ ॥ ২৫ ॥

হে দেবি! পক্ষ, পুচ্ছ [লেজ] ও মস্তক এইগুলি পক্ষীর আকারের দ্যোতক। হে ভদ্রে! এখন জ্ঞানাত্মার কথা বলা হইতেছে, যিনি সাক্ষাৎ সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য তাঁহাকেই জ্ঞানাত্মা বলা হয়। [অবিদ্যা-উপহিত চৈতন্য সাক্ষিচৈতন্য। আর অবিদ্যারহিত চৈতন্য পরমাত্মা। এইরূপ ভেদ জ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মার বুঝিতে হইবে]। হে বরাননে! যিনি সর্বত্র সমান [তুল্য] রূপে সমস্ত বস্তুকে জানিতেছেন, তিনিই সাক্ষিরূপ জ্ঞানাত্মা। হে দেবি! জল ও দুগ্ধে যেমন চন্দ্রবিম্ব দেখা যায় [বিম্বভূত চন্দ্র প্রতিবিম্বরূপে জলে বা দুগ্ধে দৃষ্ট হয়], জল বা দুগ্ধের ভেদ থাকিলেও চন্দ্র সেই ভেদে লিপ্ত নয়। হে দেবেশি! হে পর্বতনন্দিনি! কর্দম বা চন্দনে যেমন চন্দ্রাদি বিম্ব লিপ্ত হয় না। হে ভদ্রে! সেইরূপ সকলের সাক্ষী জ্ঞানাত্মা কোথায়ও লিপ্ত নন; এই-ভাবে জ্ঞানাত্মার কথা বলা হইল ॥ ১৭—২২ ॥

হে বরাননে! আত্মা [জীবাত্মা], অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা—এই চারিটি আত্মার কথা বলা হইয়াছে। এই চারিটি আত্মস্বরূপ চিৎকুণ্ডটি চতুরস্র [চতুষ্কোণ]। বাহিরের হোমকুণ্ডের যেমন চার পার্শ্ব বা চারিটি কোণ থাকে এবং সেই কুণ্ডে অগ্নি জ্বলে—সেইরূপ এই অন্তর্যাগ যোগিগণের চিন্তনীয় হোমেও চারিটি আত্মা হইতেছে চারিটি কোণ বা পার্শ্ব। আর এখানে অগ্নি হইতেছে চিৎ [চৈতন্য], এই জন্য ইহাকে চিৎকুণ্ড বলা হয়। বাহিরের হোমকুণ্ডের যেমন মেখলা ও যোনি থাকে, এখানে এই অন্তর্যাগের চিৎকুণ্ডটি আনন্দরূপ মেখলা দ্বারা সুন্দর। বাহিরের কুণ্ডে কোন কোন স্থলে তিনটি মেখলা থাকে, সেইরূপ এখানে তিনটি বিন্দু (.˙.) অথবা তিনটি বলয়যুক্ত বিন্দু



কামকলা বা কুণ্ডলিনী সমেত শিব তিনটি মেখলাস্বরূপ। বিন্দুর নীচে অর্ধমাত্রা থাকে (.˙.‿), সেই অর্ধমাত্রাই এই চিৎকুণ্ডের যোনিস্বরূপ

শব্দাখ্যং মাতৃকারূপ-মক্ষবর্ণ-বিরাজিতম্[১] ।
অক্ষরাণি হুতান্যত্র[২] নিঃশব্দং ব্রহ্ম জায়তে ॥ ২৬ ॥
পুণ্যপাপে হবির্দেবি কৃত্যাকৃত্য হবিঃ প্রিয়ে ।
সঙ্কল্পশ্চ বিকল্পশ্চ ধর্মাধর্মৌ হবিস্তথা ॥ ২৭ ॥
জুহুয়াৎ পরমেশানি মন্ত্রাভ্যাং বিমলাননে ।
মূলবিদ্যাং ব্রহ্মরূপাং ধ্যাত্বা তু তদনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥
তদন্তে চোচ্চরেৎ পশ্চাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যৈ তু দেশিকঃ ।
ধর্মাধর্মহবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ॥ ২৯ ॥
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তিং[৩] জুহোম্যহম্ ।
স্বাহান্তেন হুনেদ্দেবি সকলং নিষ্কলং জগৎ ॥ ৩০ ॥

[বাহিরের কুণ্ডে অশ্বত্থপত্রাকার বা ত্রিকোণাকার যোনি থাকে] এই চিৎকুণ্ড সর্বদা আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ, এখানে চিৎ বা চৈতন্যকে কুণ্ডরূপে রূপিত করায় তাহা সর্বদা ব্রহ্মানন্দময়। হে দেবি! পরম অহন্তাময় জীবের যে অহন্তা বা অহঙ্কার তাহা মায়িক—জড়। আসল অহন্তা হইতেছে পরমাত্মা। অতএব চৈতন্য কুণ্ডটির চিৎরূপ পরমাত্মা পরম অহন্তাময়, এবং সমস্ত জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা বিলসিত অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, এমন যে সংবিদগ্নি অর্থাৎ চৈতন্যরূপ অগ্নি [সংবিৎ ও চৈতন্য একার্থক] সেই অগ্নিতে—হে দেবি! প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎরূপ মহৎ হবিঃ আহুতি দিবে। জ্ঞানী সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মে লয় করিয়া আমি ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এইরূপ ভাবেন। এখানে হোমটিকে সেইভাবে রূপিত করা হইয়াছে। চৈতন্যরূপ অগ্নি অর্থাৎ ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ আহুতি দেওয়ার অর্থ জগতের লয় করা। হোমকুণ্ডের মধ্যে অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত মাতৃকাবর্ণ লিখিত থাকে। এখানে এই চিৎকুণ্ডের চিৎ বা ব্রহ্ম হইতে সমস্ত মাতৃকাবর্ণ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রথমে ব্রহ্মকে শব্দাত্মক মনে হয়, কিন্তু চিৎ বা ব্রহ্ম শব্দাত্মক নয় [শব্দরহিত]। এই জন্য এখানে বলা হইয়াছে যে সমস্ত অক্ষরকে চৈতন্যাগ্নিতে আহুতি দিবে অর্থাৎ অক্ষরসমূহকেও ব্রহ্মে লয় করিয়া দিবে, তখন নিঃশব্দ অর্থাৎ শব্দরহিত ব্রহ্ম উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন হইবের অর্থ জানা যাইবে। ব্রহ্মকে শব্দশূন্যরূপে যোগী বা জ্ঞানী জানিতে

১। বিরাজিতে ২। হুনেদত্র। ৩। মক্ষবৃত্তি। [অন্যান্য পুস্তকে অক্ষবৃত্তীঃ এইরূপ দ্বিতীয়া বহুবচনান্ত প্রয়োগ দেখা যায়]

অন্তর্হোমমন্ত্রঃ

অন্তর্হোমমনুর্দেবি সর্বমায়ানিকৃন্তনঃ।
প্রকাশাকাশহস্তাভ্যা-মবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা¹ ॥৩১॥
ধর্মাধর্মৌ কলাস্নেহ-পূর্ণবহ্নৌ জুহোম্যহম্।
অগ্নিজায়ান্বিতো মন্ত্রো বিদ্যান্তে কথিতস্তব ॥৩২॥
নিষ্প্রপঞ্চো যদা দেবি জায়তে মন্ত্রবিত্তমঃ।
তদা সচ্চিন্ময়ঃ সাক্ষাৎ কেবলং ব্রহ্মসাধকঃ ॥৩৩॥

পরিবেন। হে দেবি! হে প্রিয়ে! হে পরমেশানি! হে বিমলাননে! সঙ্কল্প, বিকল্প, ধর্ম ও অধর্মরূপ হবিঃ, পাপ, পুণ্য, ও কর্তব্য অকর্তব্যরূপ হবিঃ নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা [চিদগ্নিতে] আহুতি দিবে। [অন্যান্য তন্ত্রে ৪টি মন্ত্র আহুতির কথা আছে, এখানে ২টি] মূলবিদ্যা ত্রিপুরাদেবীকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া তারপর সাধক ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত উচ্চারণ করিবে। [মন্ত্রের অর্থ "ধর্ম ও অধর্মরূপ হবির দ্বারা প্রদীপ্ত এমন আত্মরূপ অগ্নিতে আমি মনরূপ স্রুকের দ্বারা সুষুম্নামার্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে আহুতি দিতেছি।" হে দেবি! এই মন্ত্রের শেষে স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া কলাযুক্ত [ভৌতিকপদার্থ সহিত] এবং নিকল অর্থাৎ জগতের মূল সহিত জগৎকে আহুতি দিবে [লীন ভাবনা করিবে] । ২৩—৩০ ॥

হে দেবি! এই অন্তর্হোমের মন্ত্র সমস্ত মায়ার ছেদনকারক। প্রকাশ অর্থাৎ চৈতন্য, আকাশ অর্থাৎ সত্তা—এই চৈতন্য ও সত্তারূপ হস্তদ্বয় অবলম্বন করিয়া উন্মনী স্রুক্ [আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে সাধক উঠিলে তাহার মনের লয় হয়, সেই অবস্থা উন্মনীভাব] সেই উন্মনীরূপ স্রুকের দ্বারা, কলা অর্থাৎ শক্তি, সেই শক্তিরূপ স্নেহপূর্ণ চৈতন্যবহ্নিতে ধর্ম ও অধর্ম আহুতি দিতেছি। [ইহা ২ মন্ত্রের অর্থ] এই মন্ত্রের শেষে অগ্নিজায়া অর্থাৎ "স্বাহা" উচ্চারণ করিতে হইবে। এই স্বাহান্ত মন্ত্র আমি [মহাদেব] তোমাকে [পার্বতীকে] বিদ্যার [ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্রের] শেষে অথবা ত্রিপুরাদেবীর মন্ত্রের শেষে এই [পূর্বোক্ত দুইটি মন্ত্র] স্বাহান্ত মন্ত্র তোমাকে বলিলাম। হে দেবি! শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবিৎ সাধক যখন নিষ্প্রপঞ্চ [প্রপঞ্চাতীত] হয়, তখন সে কেবল সচ্চিন্ময় ব্রহ্ম হইয়া যায়।

১। মবলম্ব্যোন্মনী স্রুচা। ২। পূর্ণবহ্নিঃ।

*দাসোঽহং জুহংসোঽপি পীত্বা মৃত্যুং সুখী ভবেৎ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে জ্ঞানহোমবিধির্নাম
[অন্তর্হোমবিধির্নাম] একবিংশঃ পটলঃ ॥২১॥

নিবৃত্তিমার্গের সাধক সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মে লয় করিয়া দিয়া আমি শুদ্ধ ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার অবিদ্যা, মোহ, প্রভৃতি জগৎ সমস্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়। সাধক নিষ্প্রপঞ্চ হইয়া যায়; শেষে প্রকৃত ব্রহ্মরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মন্ত্রের সাধনা করিতে করিতে দেবীর কৃপায়ই সাধক এইরূপ প্রপঞ্চাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই হেতু তন্ত্রে মন্ত্রের সাধনার কথা প্রথমে বলা হইয়াছে। শেষে নির্বাণ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। আমি দাস আমি হংস [প্রকৃত আত্মা] হইয়াও মৃত্যুকে পান করিয়া অর্থাৎ এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক সুখী হইবে। [* এই অর্ধেক শ্লোক সমস্ত পুস্তকে নাই, এই জন্য ইহার অর্থেরও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহার পূর্বে সাধক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়—বলা হইয়াছে ইহার পর আবার 'দাস' এইরূপ চিন্তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ] ॥৩১—৩৪॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের একবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

অথ দ্বাবিংশঃ পটলঃ

ঈশ্বর উবাচ।

হোমাদিকং তু সকলং কুমারীপূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং নৈব পূজনাৎ সফলং ভবেৎ ॥১॥
কুমারীপূজনাদ্দেবি পূজাকোটিফলং ভবেৎ।
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ভবেৎ ॥২॥
কুমারী ভোজিতা[১] যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্।
কুমার্যৈ যজ্জলং দত্তং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥৩॥
অন্নং তু মীননয়নে কুলাচলসমং ভবেৎ।
একাব্দাৎ ষোড়শাব্দান্তাঃ কন্যকাঃ পূজয়েচ্ছুভাঃ[২] ॥৪॥
বিবাহরহিতাঃ স্বাশ্চে-দুত্তরোত্তরসিদ্ধিদাঃ।
বিবাহিতাস্তু দেবেশি বালা[৩] এব কুমারিকাঃ ॥৫॥
সুবাসিন্যো মদপ্রৌঢ়াঃ সংশয়ং ত্যজ সুব্রতে।
কুমারীপূজনং দেবি কুমারীমন্ত্রনা ভবেৎ[৪] ॥৬॥

মহাদেব বলিলেন—কুমারীর পূজা ব্যতীত হোম প্রভৃতির [হোম, জপ, পূজা, অভিষেক তর্পণ] পরিপূর্ণ ফল হয় না। কুমারীর পূজা করিলে সমস্ত সফল হয়। হে দেবি! কুমারীর পূজা হইতে কোটি পূজার ফল সিদ্ধ হয়; কুমারীকে যদি একটি পুষ্প প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহা মেরু [সুমেরু] সদৃশ হয় অর্থাৎ প্রচুর ফলদায়ক হয় ॥১—২॥

যিনি কুমারীকে ভোজন করাইয়াছেন তিনি ত্রৈলোক্যকে [ত্রৈলোক্যের জীবসমূহকে] ভোজন করাইয়াছেন। কুমারীকে যে জল প্রদান করা হয় তাহা সাগরসদৃশ হয় [অতিশয় ফলপ্রদ]। হে মৎস্যনেত্রে! কুমারীকে যে অন্ন-প্রদান করা হয় তাহা কুলপর্বত-সদৃশ হয়। [আটটি কুলপর্বত আছে—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র ও হিমালয়]। একবৎসর হইতে ষোলবৎসর পর্যন্ত শুভ কন্যাকে [কুমারীকে] পূজা করিবে। এই কন্যাসকল যদি বিবাহরহিত [অবিবাহিতা] হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর সিদ্ধিদায়িকা হয় অর্থাৎ একবৎসরের বয়স্কা কুমারী অপেক্ষা দুই বৎসরের কুমারী অধিক সিদ্ধিদায়িকা, তাহার অপেক্ষা তিন বৎসরের কুমারী অধিক সিদ্ধিদায়িকা

১। পূজিতা। ২। পূজনে শুভাঃ। ৩। কন্যা এব। ৪। ভবেৎ তত্র মে।

মন্ত্রভেদেন তেনৈব শ্রীবিদ্যাং চ প্রপূজয়েৎ।
নৈমিত্তিকং প্রবক্ষ্যামি যেন ব্রহ্মময়ো বুধঃ ॥৭॥
নির্বিকল্পস্য দেবেশি নান্যস্য সুরবন্দিতে।
সর্বশঙ্কাবিনির্মুক্তঃ সর্বজ্ঞঃ সাধকোত্তমঃ ॥৮॥
দূতীযাগবিধিং কুর্যাৎ খেচরো জায়তে প্রিয়ে।
অর্ঘ্যপাত্রে বহ্নিসূর্য-সোমামৃতময়ে শিবে ॥৯॥
সোমামৃতং তু জানীহি নানাদ্রব্যময়ং সদা।
সবিকল্পস্য দেবেশি বর্ণানুক্রমভেদতঃ ॥১০॥

ইত্যাদি। হে দেবেশি! বিবাহিত কুমারীরা বালা অর্থাৎ বিবাহিত কুমারীকে বালা বলা হয়। সেই বালা কুমারী দুই প্রকার সুবাসিনী ও মদপ্রৌঢ়া। হে সুব্রতে [যাঁহার ব্রত বা নিয়ম অতিশয় শোভন]। এই বিষয়ে সন্দেহ পরিত্যাগ কর। হে দেবি! কুমারীর পূজা কুমারীর মন্ত্রের দ্বারাই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কুমারীর মন্ত্র ভিন্ন। সেই হেতু ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কুমারীকে পূজা করিবে এবং শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। হে সুরবন্দিতে! নির্বিকল্পের [নির্বিকল্প সাধকের] নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্ত বা সাধনা বলিব, যাহাতে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মময় হইতে পারেন। নির্বিকল্পের সাধকের যাহা উপায় তাহা অন্যের অর্থাৎ সবিকল্পের উপায় নয়। সকল শঙ্কা [সন্দেহ] বিমুক্ত সর্বজ্ঞ [সর্বশাস্ত্রজ্ঞ] শ্রেষ্ঠ সাধক দূতীযাগের অনুষ্ঠান করিবেন। হে প্রিয়ে! দূতীযাগের দ্বারা খেচর [আকাশমার্গচারী] হন। [বহুতন্ত্রে দূতীযাগ নামক একটি ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে]। তন্ত্রসারাদিতে দূতীযাগ অন্যপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি [ভাঙ্] র শোধনাদির কথা আছে। কিন্তু এই জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে দূতীযাগ অন্যরূপ কথিত হইয়াছে ইহা অত্যন্ত কঠিন। ইহা নির্বিকল্প অবস্থাপন্ন সাধকেরই সাধনা। অনুবাদে ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে] অথবা খেচরের অর্থ ব্রহ্মে বিচরণ; সাধক ব্রহ্মে বিচরণ করেন—এই দূতীযাগের দ্বারা। হে শিবে! বহ্নি, সূর্য ও সোমামৃতময় অর্ঘ্যপাত্রে সর্বদা নানাদ্রব্যময় বস্তুকে সোমামৃত বলিয়া জানিবে। হে দেবেশি! এই সোমামৃত সবিকল্প সাধকের পক্ষে বর্ণের ক্রমভেদ অনুসারে বুঝিতে হইবে। [একটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে—দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং মৈরেয় [মদ্যবিশেষ] দিতে হইবে। এই দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মদ্যবিশেষকে সোমামৃত বলিয়া চিন্তা

দূতীযাগাদ্যনুকূলো বিচারঃ

কথ্যন্তে দ্রব্যভেদাস্তু ক্রমেণ বরবর্ণিনি।
ক্ষীরাজ্যমধুমৈরেয়-দ্রব্যভেদা ভবন্তি হি ॥১১॥
সর্বজ্ঞত্বে বরারোহে যজ্ঞে দোষো ন বিদ্যতে।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞেষু বাজিহত্যা কথং ভবেৎ ॥১২॥
দ্রব্যভেদা বরারোহে বহবঃ সন্তি ভেদতঃ।
জলং ক্ষীরং ঘৃতং ভদ্রে মধু মৈরেয়মৈক্ষবম্ ॥১৩॥
পৌষ্ট্যং তরুময়ং[১] ধান্যসম্ভবং বহুনির্মিতম্।
সহকারভবং দেবি বিবিধং বহুভেদতঃ[২] ॥১৪॥

করিবে। আর উক্ত অর্ঘ্যপাত্রকে বহ্নিময়, সূর্যময় ও সোমামৃতময় বলিয়া চিন্তা করিবে। তারপর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণবর্ণের স্ত্রী, ক্ষত্রিয়স্ত্রী, বৈশ্যস্ত্রী এবং শূদ্রস্ত্রীকে শোধন করিবে অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা তাহাদের মস্তকে উক্ত দ্রব্যের ছিটা দিবে। তারপর সেই অর্ঘ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ স্বীকার [পান করিয়া] সবিকল্পক সাধক পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। এই সমস্ত কথা এখানে জ্ঞানার্ণবে অতি সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে। ইহার সংকেতমাত্র দেওয়া হইয়াছে। নির্বিকল্পের সাধনাই এখানে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে. পরবর্তী শ্লোকগুলিতে] ॥৩—১০॥

হে বরবর্ণিনি [উত্তম বর্ণশালিনী]। ক্রমে ক্রমে দ্রব্যের ভেদ বলা হইতেছে [অর্ঘ্যপাত্রে যেসকল দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহাদের ভেদ]। দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও ইক্ষুজাত মৈরেয় [মদ্যবিশেষ] এই সমস্ত দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রশ্ন হইতে পারে মৈরেয় বা মদ্যবিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া কিরূপে অর্ঘ্যপাত্রে দেওয়া হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হে বরতনু। সর্বজ্ঞত্বে যজ্ঞে দোষ হয় না। অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে যজ্ঞে নিষিদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ দোষাবহ নয়। সর্বজ্ঞের পক্ষে কোন দ্রব্য নিষিদ্ধ হয় না—ইহাই ভাবার্থ। কেন সর্বজ্ঞের পক্ষে যজ্ঞাদিতে নিষিদ্ধ দ্রব্যে দোষ হয় না—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—"অশ্বমেধাদি যজ্ঞে কিরূপে অশ্বহত্যা করা হইত। প্রাণিহিংসা-মাত্রই পাপজনক—ইহা শাস্ত্রে আছে। অথচ অশ্বমেধাদি যজ্ঞে অশ্বাদির

১। তরুভবং। ২। বর্ণভেদতঃ।

মাদকং ধর্মসংছেদাদ্বর্জ্যমাসীৎ সুলোচনে।
জ্ঞানেন সংস্কৃতং তত্তু মহাপাতকনাশনম্ ॥১৫॥
ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান-স্বর্ণস্তেয়াদি-পাতকান্।
নাশয়েৎ পূজনাদ্দেবি নির্বিকল্পঃ স মন্ত্রবিৎ ॥১৬॥
বিচারয়েৎ সদা সর্বং সর্ববিদ্ বীরবন্দিতে।
জলং জলচরং বিদ্ধি ঘটং পূর্ণং সমানয়েৎ ॥১৭॥
স্থাপিতং দেবি সপ্তাহাজ্জলং জীবসমন্বিতম্।
ক্ষীরং বৈ যস্য জীবস্য তস্য মাংসং[১] ন সংশয়ঃ ॥১৮॥

বধ করা হইত। সেই অশ্ববধ পাপ নয়। সামান্যশাস্ত্রের দ্বারা প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও বিশেষবিধি-বলে অশ্বাদিহত্যা যেমন পাপজনক নয়, সেইরূপ সামান্যশাস্ত্রের দ্বারা সুরাপানাদি পাপজনক [নিষিদ্ধ বলিয়া] হইলেও বিশেষবচনে জ্ঞানীর পক্ষে সুরাপানাদি দোষাবহ নয়—ইহাই তাৎপর্য। হে দেবি! বৃক্ষজাত পৌষ্য নামক মদ্য অথবা পুষ্পসঞ্জাত মদ্য, ধান্য হইতে উৎপন্ন মদ্য বা বহুবস্তু দ্বারা নির্মিত মদ্য বা আম্র হইতে উৎপন্ন মদ্যবিশেষ এইরূপ আরও নানাপ্রকার ভেদবিশিষ্ট মদ্যবিশেষ মাদকদ্রব্য বলিয়া ধর্মের বিনাশ করে বলিয়া বর্জনীয় ছিল। হে সুনয়নে! সেইসকল বস্তু [মদ্যাদি] জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হইলে মহাপাপের বিনাশক হয়। হে দেবি! নির্বিকল্প মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি অর্থাৎ যে সাধকের মন বিকল্প অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তি পূজার দ্বারা [দেবী প্রভৃতির পূজা দ্বারা] ব্রাহ্মণহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ চুরি করা প্রভৃতি জনিত পাপসকল নষ্ট করিয়া ফেলেন।

হে বীরবন্দিতে! সর্বজ্ঞ ব্যক্তি [ব্রহ্মই সব বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞকে সর্বজ্ঞ বলা যায়] সর্বদা সকল বস্তু বিচার করিবেন। জলচরকে জল বলিয়া জানিবেন। হে দেবি! জীবসমন্বিত পূর্ণঘট আনিয়া স্থাপন করিবেন। সেই জীবসমন্বিত ঘট একসপ্তাহ স্থাপন করিলে (তাহা) জল [জল-সদৃশ] হইয়া যায়। যে জীবের যাহা দুগ্ধ তাহা সেই জীবের মাংসই। ইহাতে সন্দেহ নাই [যদি কেহ মনে করেন মাংস ভক্ষণ করা পাপ; অতএব দুগ্ধ পান করাই শ্রেয়ঃ, তাহার উত্তরে বিচার করিয়া বলা হইয়াছে

১। মাসং।

কৃশা পুত্রবতী নারী বন্ধ্যা পুষ্টা যতঃ১ প্রিয়ে।
মাকন্দফলজং২ রম্যং প্রাবং সেব্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥১৯॥
অমাদকত্বাদ্দেবেশি চৈক্ষবং সেব্যতে বুধৈঃ।
অনামিষং নাস্তি কিঞ্চিৎ সর্বং ক্ষীরাদিকং প্রিয়ে ॥২০॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ো জ্ঞানসমুচ্চয়ঃ।
শমীবৃক্ষে যথা বহ্নিস্তথা তিষ্ঠতি সুন্দরি ॥২১॥
সর্বভূতেষু বিজ্ঞানং জ্ঞাতব্যং দেশিকোত্তমৈঃ।
কাষ্ঠনির্মথনাদ্দেবি প্রকটো বহ্নিরুচ্যতে ॥২২॥
তৎকাষ্ঠং দহ্যতে তেন যথা ব্রহ্মময়ং জগৎ।
পাপপুণ্যাবনির্মুক্তং জ্ঞানমেতদ্ বরাননে ॥২৩॥

দুগ্ধও প্রাণীর মাংস। গোদুগ্ধ গরুর মাংস। সুতরাং নির্দোষ খাদ্য কিছুই নাই। বিচারের দ্বারা সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিলে—তখন আর দোষ থাকিবে না—ইহাই অভিপ্রায়] ॥১১—১৮॥

হে প্রিয়ে! যেহেতু পুত্রবতী নারী কৃশা হয়, বন্ধ্যা স্ত্রী পুষ্টা হয়। [অভিপ্রায় এই যে দুগ্ধ মাংসস্বরূপ, কারণ পুত্রবতী স্ত্রীর মাংস দুগ্ধ হইয়া নির্গত হয় বলিয়া তাহার শরীর কৃশ হয়। আর বন্ধ্যা স্ত্রীর দুগ্ধ থাকে না বলিয়া তাহার শরীর পুষ্ট হয়। এইহেতু দুগ্ধও আমিষ পদার্থ] আম্রবৃক্ষজাত ফল অর্থাৎ আম্রফল নরম ও সুন্দর [হলদে ইত্যাদি] হইলে দ্বিজাতিগণের সেব্য হয়। [আম্র কাঁচা অবস্থায় অসেব্য হইলেও পক্কাবস্থায় যেমন সেব্য হয়, সেইরূপ যেসকল বস্তু অজ্ঞানাবস্থায় অসেব্য জ্ঞানীর জ্ঞানাবস্থায় তাহা সেব্য হইতে পারে]। হে দেবেশি! ইক্ষুজাত মদ্য অমাদক বলিয়া বিদ্বান্‌গণ সেবা করেন। হে প্রিয়ে। অনামিষ অর্থাৎ নিরামিষ বস্তু কিছু নাই, দুগ্ধ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই নিরামিষ নয় কিন্তু আমিষ। বেদাদিশাস্ত্র এবং পুরাণশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা প্রচ্ছন্নভাবে আছে [জ্ঞানীর জ্ঞানদৃষ্টির কথা বেদাদিশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলেও গূঢ়ভাবে আছে ইহাই অভিপ্রায়]। হে সুন্দরি! যেমন শমীবৃক্ষে বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেইরূপ বেদাদিশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। উত্তম শিষ্য সকল প্রাণীতে জ্ঞান জানিবেন অর্থাৎ সকল প্রাণীর অন্তরে বিজ্ঞান

১। উত্তম । ২। [illegible] সকলঃ [illegible] ।

কিঞ্চিদুল্লাসপর্যন্তং গ্রাহ্যমেতৎ সুরেশ্বরি।
যজ্ঞাঙ্গং তু যতো[1] লৌল্যাৎ পাতকী ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥২৪॥
মাদকং বস্তু সকলং বর্জয়েৎ কনকাদিকম্।
কলঞ্জং পাতকী তস্মাদ্ ব্রহ্ম[2] ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥২৫॥
ধর্মাধর্মপরিজ্ঞানাৎ সকলেঽপি পবিত্রতা।
বিণ্মূত্রং স্ত্রীরজো বাঽপি নখাস্থি সকলং প্রিয়ে ॥২৬॥

তুরীয়াগান্তকুলে বিচারঃ

বিচারয়েন্মন্ত্রবিত্তু পবিত্রাণ্যেব সুব্রতে।
অন্নং ব্রহ্ম বিজানীয়াত্তেন যস্য সমুদ্ভবঃ ॥ ২৭।

বিদ্যমান ইহা উত্তম অধিকারী [শিষ্য] জানিবেন। হে দেবি! একটি কাষ্ঠের সহিত অপর কাষ্ঠের ঘর্ষণ করিলে বহ্নি উৎপন্ন হয়। সেই বহ্নিকে প্রকট বহ্নি বলে [কাষ্ঠের ভিতরে বহ্নি গূঢ় থাকে], আবার সেই কাষ্ঠজাত বহ্নির দ্বারা সেই কাষ্ঠই দগ্ধ হয়। এইরূপ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, আবার ব্রহ্মের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ব্রহ্ম সমস্ত জগতে থাকিলেও পাপ ও পুণ্য হইতে নির্মুক্ত। হে বরাননে! ইহাকেই জ্ঞান বলে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, অথচ ব্রহ্ম জগতের পাপপুণ্যনির্মুক্ত—ইহা জানাকে জ্ঞান বলে। হে সুরেশ্বরি! যজ্ঞের অঙ্গরূপে যে সুরা বা মাংসপ্রভৃতি যজ্ঞাবশিষ্টরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা কিঞ্চিৎ [অল্প] আনন্দ পর্যন্তই গ্রাহ্য [সুরা বা মংসাদি যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তুতে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকা পাপজনক] যেহেতু লৌল্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের চাপল্য বা লোভবশত যজ্ঞাঙ্গ সুরাদির গ্রহণে গ্রহণকারী পাপী হয়, ব্রহ্মঘাতী হয়। সেইহেতু [অজ্ঞানীর লোভ হেতু] পাপী ব্যক্তি সুবর্ণ প্রভৃতি সমস্ত মাদক বস্তু পরিত্যাগ করিবে এবং কলঞ্জও [বাণের আগায় বিষ মাখাইয়া সেই বাণ দ্বারা যে পশু মারা হয়, সেই পশুর মাংসকে কলঞ্জ বলে] বর্জন করিবে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে যিনি উত্তম, তাঁহার নিকট সবই ব্রহ্ম। ধর্ম, অধর্ম সবকিছুতে ব্রহ্মের জ্ঞান থাকায় ব্রহ্মবিদ্বরের নিকট সব বস্তু পবিত্র। হে প্রিয়ে! বিষ্ঠা, মূত্র, স্ত্রীরজঃ, নখ, অস্থি – এই সকলই ব্রহ্মবিদ্বরের নিকট ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১৯—২৬।

১। ততঃ। ২। ধর্মো।

নানাজীবাশ্রয়ং[1] তত্ত্ব্ পুরীষং কেন নিন্দ্যতে।
নানাবিধা হি দেবেশি দেবতাঃ সলিলস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
তেনোদকেন যজ্জাতং মূত্রং কস্মাত্তু দূষয়েৎ।
গোমূত্রপ্রাশনং দেবি গোময়স্যাপি ভক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
প্রায়শ্চিত্তে তু কথিতং ব্রহ্মহত্যাদিকে প্রিয়ে।
মলে মূত্রে কথং দোষো ভ্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥৩০॥
স্ত্রীরজঃ পরমেশানি দেহস্তেনৈব জায়তে।
কথং[2] তু দূষণং[3] যেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥৩১॥
পুরুষস্য তু যদ্বীর্যং বিন্দুরিত্যভিধীয়তে।
বিন্দুস্তু পরমেশানি কায়োঽয়ং শিবরূপকঃ ॥৩২॥
শিবতত্ত্বেন চাস্থ্যাদি-দূষণং নাস্তি বৈন্দবে।
রেতঃ পবিত্রং দেহস্য কারণং কেন নিন্দ্যতে ॥৩৩॥

হে সুব্রতে! মন্ত্রজ্ঞ বিচার করিবেন—পবিত্র বস্তু কি? অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সেই অন্ন হইতে যাহার [যে বিষ্ঠার] উৎপত্তি হয়, তাহা অর্থাৎ বিষ্ঠা নানাপ্রকার জীবের আশ্রয়। সেই বিষ্ঠাকে [পুরীষকে] কে নিন্দা করে? হে দেবেশি! নানাপ্রকার দেবতা জলে অবস্থান করেন। সেই জলের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় [মূত্র], সেই মূত্রকে কেন দোষ দিবে অথবা সেই মূত্র কেন দুষ্ট হইবে? হে দেবি! গোমূত্রের প্রাশন [পান] এবং গোময়ের ভক্ষণেরও বিধি দেখা যায়। হে প্রিয়ে! ব্রাহ্মণহত্যাদি প্রায়শ্চিত্তে গোমূত্রপ্রাশন ও গোমূত্রভক্ষণ কথিত হইয়াছে। সুতরাং মল ও মূত্রে দোষ কিরূপে হইবে? মল ও মূত্র দোষাবহ এইরূপ বুদ্ধি ভ্রান্তিই ইহাতে সংশয় নাই। হে পরমেশানি! স্ত্রীর রজঃ, তাহার দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয়, তাহা দোষযুক্ত কেন হইবে? যাহার দ্বারা [স্ত্রীরজঃ হইতে উৎপন্ন দেহের দ্বারা] পরম পদ [মোক্ষ] প্রাপ্ত হওয়া যায়। [মনুষ্যাদি জন্মে দেহধারী ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি লাভ করে]। পুরুষের যে বীর্য তাহাকে বিন্দু বলে। হে পরমেশানি! বিন্দুই শিবরূপ দেহ [বিন্দু হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, বিন্দু শিবস্বরূপ বলিয়া তদুৎপন্ন দেহও শিবস্বরূপ অথবা দেহ দ্বারা মঙ্গলাত্মক মুক্তি হয় বলিয়া দেহ শিব অর্থাৎ

১। নাশ্রয়ভবমুদে'বি। ২। কথং তে। ৩। দূষণং চৈব।

জ্ঞানমার্গোঽয়ং[১] সকলো নির্বিকল্পস্য সুন্দরি[২] ।
সবিকল্পো[৩] মহেশানি পাপভাগ্‌ জায়তে নরঃ ॥৩৪॥
মাতৃগর্ভাদ্বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ ।
ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্যস্য দেহস্থান্যপি বল্লভে ॥৩৫॥
নির্বিকারতয়া তত্র নান্যথা ভবতি প্রিয়ে ।
ভগলিঙ্গসমাযোগো[৪] জন্মকালে ভবেৎ সদা ॥৩৬॥
কাম্যতে সা যদা দেবি জায়তে গুরুতল্পগঃ ।
অতএব যদা তস্য[৫] বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ ॥৩৭॥

মঙ্গসস্বরূপ।] শিরতত্ত্বের দ্বারা অস্থি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সুতরাং বিন্দুসম্বন্ধি শরীরে দোষ নাই। [পুরুষের বীর্য হইতে উৎপন্ন দেহে অস্থি, মজ্জা, শুক্র, নখাদি উৎপন্ন হয়, আর রজঃ হইতে—রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়]। দেহের কারণ রেতঃ [বীর্য] পবিত্র, কে তাহাকে নিন্দা করে ? হে সুন্দরি। এই সমস্ত যে বিচার করা হইল ইহা নির্বিকল্প সাধকের জ্ঞানমার্গ [যে সাধক নির্বিকল্প অর্থাৎ যাঁহার কোন বস্তুতে বা গুণে কার্যে কোন প্রকার বিকল্প হয় না, সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি থাকে, তাঁহার জ্ঞানমার্গ যেরূপ হয়—তাহা এই পূর্বোক্ত কতকগুলি শ্লোকে বলা হইয়াছে]। হে মহেশানি। সবিকল্প মানুষ কিন্তু পাপভাগী হয়। [যাহার বুদ্ধি সবিকল্প জাগতিক বস্তুসমূহে ত্যাজ্য গ্রাহ্য বুদ্ধি আছে, ইহা উত্তম, ইহা দুষ্ট ইত্যাদি বিকল্প আছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে সবিকল্প বলা হয়, সেইরূপ ব্যক্তি যদি মূত্র, পুরীষ, রেতঃ, রজঃ প্রভৃতি ভক্ষণাদি করে তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে] ॥২৬—৩৪॥

হে প্রিয়ে! মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া [প্রথমে] শিশুই থাকে। তাহার [শিশুর] দেহস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় নির্বিকাররূপে তখন থাকে অন্যপ্রকার [বিকার যুক্ত] হয় না। জন্মকালে সর্বদা লিঙ্গ ও যোনির সংযোগ হয়। হে দেবি। কিন্তু যখন ভগলিঙ্গসংযোগ কামনা করে বা স্ত্রীকে কামনা করে তখন গুরুপত্নীগামী [গুরুপত্নীগামীর পাপপ্রাপ্ত] হয়। অতএব যখন তাহার [শিশু বড় হইলে তাহার] বাসনা কুৎসিত হয়, তখন তাহার সেই সেই দোষ সংযোগ হয়, তদ্ভিন্ন সমস্তই শুভ অর্থাৎ কুৎসিৎ বাসনা ভিন্ন সমস্ত শুভ। হে ভদ্রে।

১। জ্ঞানমার্গঃ সকলং। ২। সুন্দরম্। ৩। সবিকল্পশ্চেন্মহেশানি।
৪। ভগলিঙ্গসমাযোগাজ্জন্মকালে সমুদ্ভবেৎ। ৫। [illegible]

তত্তদ্দূষণ-সংযুক্ত-মন্ত্রাৎ সর্বং শুভং ভবেৎ।
পবিত্রং সকলং ভদ্রে বাসনা কলুষা স্মৃতা ॥৩৮॥
অতএবার্ঘ্যপাত্রস্য[১] প্রতিষ্ঠানন্তরং ততঃ।
মঞ্চকং গজদন্তস্য হেমরূপ্যাদি-নির্মিতম্ ॥৩৯॥
বিশুদ্ধক্ষৌমরচিতাং তুলিকাং তত্র যোজয়েৎ।
*পুষ্পান্ বিকীর্য তন্মধ্যে কর্পূরস্য রজস্তথা ॥৪০॥
মণ্ডুকাদীংস্ততো[২] দেবি উপর্যুপরি শৈলজে।
মণ্ডুকং পূজয়েদাদৌ রুদ্রং কালাগ্নি-সংযুতম্ ॥৪১॥
আধারশক্তিং কূর্মং চ তথাঽনন্তং বরাহকম্।
পৃথিবীং চ তথা কন্দং নালং পদ্মং তথা দলান্ ॥৪২॥

সমস্তই পবিত্র। বাসনাই কেবল কলুষ বলিয়া শাস্ত্রে স্মৃত হয়। অতএব অর্ঘ্যপাত্রের [৯ম শ্লোকে অর্ঘ্যপাত্রের বর্ণনা আরম্ভ করিয়া তারপর এতদুর বিচার করা হইয়াছে, এখন সেই অর্ঘ্যপাত্রের কথা বলিতেছেন] প্রতিষ্ঠা [স্থাপন] করিবার পর হস্তিদন্তের মঞ্চক [ছোট খাট] সোনা ও রূপা দিয়া মোড়া [ছোট খাট] সেই অর্ঘ্যপাত্রে যুক্ত করিবে এবং তাহার উপরে একটি বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্রের তুলিকা [গদী] রাখিবে। অর্ঘ্যপাত্রের মধ্যে পুষ্প ও কর্পূরের গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। [অর্ঘ্যপাত্রে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মৈরেয় [মদ্যবিশেষ] যে দিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর তাহার উল্লেখ করা হয় নাই]। হে দেবি! হে পর্বতনন্দিনি! তারপর উপরি উপরি মণ্ডুক [মুনিবিশেষ] প্রভৃতির পূজা করিবে। প্রথমে মণ্ডুকের [মণ্ডুক নামক মুনিবিশেষ] ['ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডুকায় নমঃ' এই রীতিতে] পূজা করিবে। তারপর কালাগ্নিসংযুক্ত রুদ্রের পূজা করিবে। [মণ্ডুকের উপরে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কালাগ্নয়ে নমঃ', তার উপরে "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে রুদ্রায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে পূজা করিবে]। তারপর ক্রমে ক্রমে আধারশক্তি, কূর্ম, অনন্ত, বরাহ, পৃথিবী, কন্দ [পদ্মের কন্দ] নাল, পদ্ম, দল [ফুলের পাতা], কেসর [পদ্মের গর্ভ হইতে পাতার উপরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উৎপন্ন হয় তাহাকে কেসর বলে, তাহার অপর নাম কিঞ্জল্ক] ইহাদের পূজা করিয়া তারপর কর্ণিকার

১। অতএবার্ঘপাত্রস্য   ২। মণ্ডুকাদীংস্তত্র দেবি

*পুষ্পশব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু এখানে আর্ষপ্রয়োগবশতঃ পুংলিঙ্গ হয়েছে।

কেসরাণি চ সংপূজ্য কর্ণিকাং পূজয়েত্ততঃ।
মঞ্চকং চ সমভ্যর্চ্য তত্র পাদচতুষ্টয়ে ॥৪৩॥
ধর্মং জ্ঞানং চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং চ ক্রমাদ্ যজেৎ।
অপূর্বান্ পূজয়েদেতাং-স্তৎপাদানাং সমীপকে[১] ॥৪৪॥

দূতীযাগপ্রয়োগঃ

আত্মান্তরাত্ম-পরম-জ্ঞানাত্মনঃ ক্রমাদ্ যজেৎ।
মঞ্চকাগ্রেষু[২] সংপূজ্য গুণত্রয়মথার্চয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
দূতীং সুলক্ষণাং রম্যাং সর্বলক্ষণ-লক্ষিতাম্।
নানালঙ্কার-সুভগাং সর্বজ্ঞাং শারদামিব ॥ ৪৬ ॥
পূজয়েৎ পরমেশানি পঞ্চকামৈঃ শরৈস্তথা।
বটুকাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষু পূজয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৪৭ ॥
মাতৃকাং বিন্যসেত্তস্যা দেহে কামশরান্বিতাম্।
ত্রিকোণং চিন্তয়েদ্যোনৌ তত্র তং পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৪৮ ॥
ত্রিকোণমধ্যে বালাখ্যাং কামেশীং পরিপূজয়েৎ।
গণেশং চ কুলাধ্যক্ষং[৩] তথা লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥ ৪৯ ॥

[পদ্মের গর্ভ] পূজা করিবে। তারপর মঞ্চকের [খাটের] পূজা করিয়া তাহার চার পায়ায় ক্রমে ক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যের পূজা করিবে। তৎপাদ অর্থাৎ গুরুর সমীপে অথবা গুরু ও তন্ত্রাভিজ্ঞ আচার্যগণের সমীপে এই সমস্ত অপূর্ব দেবতাদির পূজা করিবে ॥ ৩৫—৪৪ ॥

মঞ্চকের [খাটের] অগ্রভাগগুলিতে ক্রমে ক্রমে আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার পূজা করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের পূজা করিবে। [পূজার মন্ত্র পূর্ববৎ—"ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আত্মনে নমঃ" ইত্যাদি]। হে পরমেশানি ! সুলক্ষণা, সমস্ত [শুভ] লক্ষণযুক্তা নানা অলঙ্কারে সৌভাগ্যান্বিতা, মনোরমা, সরস্বতীর মত সর্বজ্ঞা দূতীকে পঞ্চকাম [মদন, মন্মথ ইত্যাদি] ও পঞ্চশরের দ্বারা পূজা করিবে। [পূজার ক্রম যথাঃ—"এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীঁ মন্মথেশ্বর্যৈ নমঃ", "......ঐঁ কন্দর্পেশ্বর্যৈ নমঃ", "......ব্লূঁ মকরধ্বজেশ্বর্যৈ নমঃ", "......স্ত্রীঁ মীনকেতনীশ্বর্যৈ

১। সমীপগে। ২। মঞ্চকান্তত্র। ৩। কুলাধ্যক্ষান্ দুর্গাং লক্ষ্মীং।

ত্রিকোণেষু চ সংপূজ্য বসন্তং মদনং প্রিয়ে।
স্তনয়োঃ পূজয়েৎ পশ্চান্মুখে তস্যাঃ কলাধরম্ ॥ ৫০ ॥
দক্ষপাদাদিমূর্ধান্তং বামে মূর্ধাদি সুন্দরি।
পাদান্তং পূজয়েৎ সর্বাঃ কলা বৈ কামসোময়োঃ ॥ ৫১ ॥
শ্রদ্ধাপ্রীতী রতিশ্চৈব ধৃতিঃ কান্তির্মনোরমা।
মনোহরা মনোরামা মদনোন্মাদিনী প্রিয়ে ॥ ৫২ ॥

নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে দ্রাং ক্ষোভণেশ্বর্যৈ নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে দ্রীং দ্রাবণেশ্বর্যৈ নমঃ", "এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীঁ আকর্ষণেশ্বর্যৈ নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে ব্লূঁ বশীকরণেশ্বর্যৈ নমঃ", 'এতেগন্ধপুষ্পে স্ত্রীঁ উন্মাদেশ্বর্যৈ নমঃ।" তারপর সিদ্ধির নিমিত্ত চতুর্দিকে বটুকাদির [বটুক, ক্ষেত্রপাল, ভৈরব ও গণেশ] পূজা করিবে। তারপর তাহার [দূতীর দেহে] কামশরযুক্ত মাতৃকান্যাস করিবে। যেমন, ললাটে —দ্রাং অং নমঃ। মুখবৃত্তে=দ্রীঁ আং নমঃ। বামচক্ষুতে—ক্লীঁ ইং নমঃ। দক্ষিণচক্ষুতে—ব্লূঁ ঈং নমঃ। বামকর্ণে=স্ত্রীঁ উং নমঃ। দক্ষিণকর্ণে—দ্রাং উং নমঃ। বামনাসায়—দ্রীঁ ঋং নমঃ"। এইভাবে পঞ্চবাণ শেষ হইলে আবার সেই পঞ্চবাণের আদি বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মাতৃকান্যাস করিবে] তারপর তাহার মস্তকে ত্রিকোণ চিন্তা করিয়া সেই ত্রিকোণ পূজা করিবে। ত্রিকোণের মধ্যে বালাখ্যা কামেশীকে পূজা করিবে ['ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ বালায়ৈ কামেশ্বর্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে]। তারপর ত্রিকোণের তিনকোণে ক্রমে ক্রমে কুলাধ্যক্ষ, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ গং গণপতয়ে নমঃ। ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। এইভাবে পূজা হইবে] তারপর সেই দূতীর স্তনদ্বয়ে [বাম ও দক্ষিণ] ক্রমে বসন্ত ও মদনের পূজা ['ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ বসন্তায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে] করিবে। পরে তাহার মুখে কলাধরের পূজা করিবে। হে সুন্দরি! তারপর দক্ষিণপাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত [পাদের অঙ্গুল্যগ্র, অঙ্গুলিমূলে, গোড়ালি, জানু, পাদসন্ধি, হস্তের অঙ্গুল্যগ্র, অঙ্গুলিমূল, কব্জি, কনুই, বাহুমূল, ওষ্ঠ, গণ্ড, নাসা, কর্ণ, চক্ষু ও মস্তক -এই ষোল অঙ্গে অকারাদি স্বরযুক্ত রূপে কামকলার পূজা করিবে। যথাঃ— দক্ষিণপাদের অঙ্গুল্যগ্রে—' ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ'। অঙ্গুলিমূলে— ' ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং প্রীত্যৈ নমঃ'। ইত্যাদিক্রমে পূজা করিতে হইবে।] আর

মোহিনী দীপনী চৈব শোষণী চ বশংকরী।
রঞ্জনী সুভগা দেবি ষোড়শী প্রিয়দর্শনা ॥ ৫৩ ॥
ষোড়শস্বরসংযুক্তা এতাঃ কামকলা যজেৎ।
পূষা[1] বশা চ সুমনা রতিঃ প্রীতিস্তথা ধৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥
ঋদ্ধিঃ সৌম্যা মরীচিশ্চ শৈলজে চাংশুমালিনী।
অঙ্গিরাঃ[2] শশিনী চৈব ছায়া সম্পূর্ণমণ্ডলা ॥৫৫॥
তথা তুষ্ট্যমৃতে চৈব কলাঃ সোমস্য ষোড়শ।
স্বরৈরেব প্রপূজ্যা হি সর্বকার্যার্থসিদ্ধিদাঃ ॥৫৬॥
বালাক্রমং মস্তকেঽস্যাঃ সংপূজ্য তদনন্তরম্।
তস্যা মদনগেহং[3] তু পূজয়েৎস্তগমালয়া ॥৫৭॥
ত্রিকোণং তদ্গতং জ্ঞাত্বা সর্বসিদ্ধিপ্রদাভিধম্।
সর্বানন্দময়ং মধ্যে চক্রযুগ্মং প্রপূজয়েৎ ॥৫৮॥
পূর্ববৎক্রমযোগেন শ্রীবিদ্যাং তত্র পূজয়েৎ।
ধূপাদিকং সমর্প্যাথ স্বলিঙ্গে তদনন্তরম্ ॥৫৯॥

বামে মস্তক হইতে বামপাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্তস্থলে—ক্রমে ক্রমে কামের কলাদিগের ও চন্দ্রের কলাদিগের পূজা করিবে। হে প্রিয়ে! হে দেবি! ষোলটি স্বর [অ আ ইত্যাদি] যুক্তরূপে শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ধৃতি, কান্তি, মনোরমা, মনোহরা, মনোরামা, মদনোন্মাদিনী, মোহিনী, দীপনী, শোষণী, বশংকরী, রঞ্জনী, সুভগা, ষোড়শী—এই ষোলটি কামকলার পূজা করিবে। [অর্ধ শ্লোকের অনুবাদ পরবর্তী শ্লোকের সঙ্গে করা হইবে অর্থের সামঞ্জস্যের জন্য] ॥ ৪৫—৫৩½ ॥

পূষা, বশা, সুমনা, রতি, প্রীতি, ধৃতি, ঋদ্ধি, সৌম্যা, মরীচি, অংশুমালিনা, অঙ্গিরা, শশিনী, ছায়া, সম্পূর্ণমণ্ডলা, তুষ্টি, অমৃতা—এই ষোলটি চন্দ্রের কলা। হে শৈলজে! ইঁহারা সর্বকার্যের ফলসিদ্ধিপ্রদা, ইঁহাদিগকে স্বরের দ্বারা পূজা করিবে। [পূজার ক্রম = যথা (মস্তক হইতে বাম পর্যন্ত) মস্তকে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং পূষ্ণে নমঃ", বামচক্ষুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ আং বশায়ৈ নমঃ।" বামকর্ণে—

১। সূর্য। ২। আঙ্গিরাঃ পাশিনী চৈব। ৩। মদনগেহে তু।

"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ইং সুমনসে নমঃ।" বামনাসায়—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঈং রত্যৈ নমঃ"। বামগণ্ডে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ উং প্রীত্যৈ নমঃ।" বামদিকের ওষ্ঠে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঊং ধৃত্যৈ নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঋং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ।" বাম হস্তের কূর্পরে (কনুইতে) "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৠং সৌম্যায়ৈ নমঃ।" বাম কব্জিতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৯ং মরীচয়ে নমঃ।" বাম হস্তাঙ্গুলি মূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ৡং অংশুমালিন্যৈ নমঃ।" বাম অঙ্গুলি অগ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এং অঙ্গিরসে নমঃ"। বাম পাদ-মূলে কোমরে) "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং শশিন্যৈ নমঃ।" বামজানুতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ওং ছায়ায়ৈ নমঃ।" বামপায়ের গোড়ালীতে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঔং সম্পূর্ণ-মণ্ডলায়ৈ নমঃ।" বামপায়ের অঙ্গুলিমূলে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং তুষ্ট্যৈ নমঃ।" বামপায়ের অঙ্গুল্যগ্রে—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অঃ অমৃতায়ৈ নমঃ।'] তারপর ইঁহার [দূতীর] মস্তকে বালার ক্রম অর্থাৎ ত্রিপুরা বালার পূজা করিবে। [যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরাবালায়ৈ নমঃ" এইমন্ত্রে ত্রিপুরাবালার পূজা করিবে]। তারপর তাঁহার [দূতীর] মদনগেহ [যোনি] ভগমালা-মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। [যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ভগভুগে ভগিনি ভগোদরি ভগাঙ্গে ভগমালে ভগাবহে ভগগুহে ভগযোনি ভগনিপাতিনি সর্বভগবশঙ্করি ভগরূপে নিত্যক্লিন্নে ভগস্বরূপে সর্বভগানি মে হ্যানয় বরদে রেতে সুরেতে ভগক্লিন্নে ক্লিন্নদ্রবে ক্লেদয় সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরি অমোঘে ভগবিচ্চে ক্ষুভ ক্ষোভয় সর্বসত্বান্ ভগেশ্বরি ঐং ব্লূং জং ভেং ব্লূং ভোং ব্লূং হেং ব্লুং হেং ক্লিন্নে সর্বাণি ভগানি মে বশমানয় স্ত্রীঁ হর ব্লেং হ্রীঁ—ভগমালায়ৈ নমঃ"। (এই পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠার অনুবাদে দ্রষ্টব্য)]। তাঁহার ভগকে [যোনিকে] সকলসিদ্ধিপ্রদ ত্রিকোণকে সর্বানন্দময় জানিয়া মধ্যে [ত্রিকোণ মধ্যে] চক্রদ্বয়ের পূজা করিবে। [ত্রিপুরাবালাচক্র ও শ্রীবিদ্যাচক্র] পূর্ববৎ ক্রমযোগে অর্থাৎ কুলাচারপদ্ধতি অনুসারে—সেখানে [সেই যোনিতে] শ্রীবিদ্যার পূজা করিবে। তারপর ধূপ দীপ প্রভৃতি [শ্রীবিদ্যাকে] সমর্পণ করিয়া অনন্তর নিজের [সাধকের] লিঙ্গে পূজা [করিবে]। হে ভুবনেশানি! হে মহাত্রিপুরসুন্দরি। তার অর্থাৎ ওঁ, তারপর 'নমঃ শিবায়' এই বিদ্যা [মন্ত্র] দশ অক্ষরের বলিয়া খ্যাত [শ্ ই ব্ আ য়্ অ ন্ অ ম্ অ]। হে দেবি! এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের লিঙ্গে শিবকে পূজা করিবে। তারপর পঞ্চমূর্তি শিবের পূজা হইবে—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান [পূজা যথা :—

তারং চ ভুবনেশানি১ মহাত্রিপুর-সুন্দরি২ ।
নমঃ শিবায় বিদ্যেয়ং দশার্ণা পরিকীর্তিতা ॥৬০॥
অনয়া বিদ্যয়া দেবি স্বলিঙ্গে৩ পূজয়েচ্ছিবম্ ।
যজেত্তৎ পুরুষাঘোর সদ্যোবামেশসংজ্ঞয়া ॥৬১॥
নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ ।
শান্ত্যতীতা৪ চ সংপূজ্যা৫ ষড়ঙ্গাবরণং যজেৎ ॥৬২॥

দূতীযাগপ্রয়োগঃ

সমগ্রবিদ্যামুচ্চার্য নন্দিকেশং প্রপূজয়েৎ ।
মধ্যে বৃষণয়োর্দেবি গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ৬৩ ॥

"নমঃ শিবায় তৎপুরুষায় নমঃ' ইত্যাদি রীতিতে] তারপর —নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, শান্ত্যতীতা এই পাঁচজনের পূজা করিবে [পূজাক্রম যথাঃ—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ" ইত্যাদি]। তারপর ষড়ঙ্গ ও আবরণের পূজা করিবে [যথা ঃ—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নং শিরসে স্বাহা শিরোঙ্গদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে শিং কবচায় হুঁ কবচাঙ্গ-দেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গদেবতায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে য়ং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গদেবতায়ৈ নমঃ]। আবরণ পূজা—["ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবস্য আবরণদেবতাভ্যো নমঃ]
॥ ৫৫—৬২ ॥

হে দেবি! বৃষণদ্বয়ের [অণ্ডকোশদ্বয়ের] মধ্যে সমগ্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত [আতপচাল] প্রভৃতি দ্বারা নন্দিকেশের [নন্দীকেশ্বরের] পূজা করিবে। [ঐং হ্রীঁ শ্রী নন্দীকেশ্বরায় নমঃ। এষ গন্ধঃ নন্দীকেশ্বরায় নমঃ এই রীতিতে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে]। তারপর নন্দিকেশকে ধূপ দীপ প্রভৃতি নিবেদন করিয়া ইন্দ্রিয় ও মন জয় [সংযম] পূর্বক সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা করিয়া যোনি চালিত করিবে। [দুই হস্তের মধ্যমাকে সংকুচিত করিয়া

১। ভুবনেশানী। ২। মহাত্রিপুরসুন্দরী। ৩। স্বলিঙ্গং।
৪। শান্ত্যতীতাং। ৫। সংপূজ্য।

নিবেদ্য ধূপদীপাদি বিজিতেন্দ্রিয়-মানসঃ।
সর্বসংক্ষোভিণীং মুদ্রাং বদ্ধা যোনিং প্রচালয়েৎ ॥ ৬৪ ॥
ক্ষোভিণ্যাং বাঽথ বা দেবি গজতুণ্ডাখ্যয়াঽথবা।
উচ্চরন্ ভগমালাং তু দ্রাবিণী-বীজমুচ্চরেৎ ॥ ৬৫ ॥
অক্ষুব্ধঃ সন্ বরারোহে যাবদ্রেতঃ প্রবর্ততে।
রজোময়ং রজঃ সাক্ষাৎ সংবিদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
প্রকৃতিঃ পরমেশানি বীর্যং পুরুষ উচ্যতে।
সর্বং সাক্ষাৎ সামরস্যং১ শিবশক্তিময়ং ততঃ ॥ ৬৭ ॥
তয়োর্যোগো মহেশানি যোগ এব ন সংশয়ঃ।
সীৎকারো মন্ত্ররূপস্তু বচনং স্তবনং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

মধ্যস্থলে রাখিবে। দুই হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে সেই সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করিবে। তর্জনীদ্বয় দণ্ডাকার করিবে। অনামিকাদ্বয়কে মধ্যমাদ্বয়ের উপরে রাখিবে। ইহাই সর্বসংক্ষোভিণী মুদ্রা]। হে দেবি! এই ক্ষোভিণী [সর্বসংক্ষোভিণীর অপর নাম ক্ষোভিণী] মুদ্রা দ্বারা অথবা গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রা [দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া—সেই দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা অঙ্গুলি সরলভাবে ঊর্ধ্বদিকে বহির্গত করিয়া রাখিলে গজতুণ্ডমুদ্রা হয়] দ্বারা ভগমালা মন্ত্র [২১৩ পৃষ্ঠায় উক্ত "ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ভগভুগে......" ইত্যাদি মন্ত্র] উচ্চারণ করিয়া দ্রাবিণী বীজ [দ্রীঁ] উচ্চারণ করিবে। হে বরারোহে [বরতনু]! যতক্ষণ না রেতঃ প্রবৃত্ত হয় [উৎসৃষ্ট হয়] ততক্ষণ অচঞ্চল হইয়া থাকিবে। রজঃ [স্ত্রীরজঃ] রজোময় অর্থাৎ রজোগুণাত্মক—উহা সাক্ষাৎ সংবিৎ [চৈতন্য] ই, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর সেই রজঃ প্রকৃতিস্বরূপ এবং বীর্য পুরুষস্বরূপ কথিত হয়। সুতরাং সমস্তই সামরস্য অর্থাৎ শিব ও শক্তির সমরসতা সমভাবতা স্বরূপ। সমস্ত জগৎই শিবশক্তিময়। হে পরমেশানি! হে মহেশানি! সেই রজঃ ও রেতঃ শক্তি ও শিবস্বরূপ বলিয়া তাহাদের যোগ [সংযোগ] যোগই [সমাধিই] সন্দেহ নাই। সেই যোনিসংযোগে [অর্থাৎ মৈথুনে] যে সীৎকার তাহা মন্ত্রস্বরূপ, বচন [কথা] স্তবস্বরূপ ॥ ৬৩—৬৮ ॥

১। সামরস্যে।

নখদন্তক্ষতান্যত্র পুষ্পাণি বিবিধানি চ।
কূজনং গায়নং স্তুত্যা তাড়নং হবনং ভবেৎ॥ ৬৯ ॥
আলিঙ্গনং তু কস্তুরী-ঘুসৃণাদিকমদ্রিজে।
মর্দনং[১] তর্পণং বিদ্ধি বীর্যপাতো বিসর্জনম্॥ ৭০ ॥
কুলদ্রব্যেণ সংশোধ্য শিবশক্তিময়ং প্রিয়ে।
বীজামৃতং পরব্রহ্মরূপং নিক্ষিপ্য সুন্দরি॥ ৭১ ॥
অর্ঘ্যপাত্রামৃতে ত্যক্ত্বা[২] নির্বিকল্পঃ সদানঘঃ[৩]।
শ্রীবিদ্যাক্রমমভ্যর্চ্য পরব্রহ্মময়ো ভবেৎ॥ ৭২ ॥
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সামরস্যং বরাননে।
সবিকল্পস্তু দেবেশি পাপভাগ্ জায়তে নরঃ॥ ৭৩ ॥
বিচিকিৎসাকরো[৪] মন্ত্রী জায়তে গুরুতল্পগঃ।
অতএব বরারোহে নির্বিকল্পঃ সদা ভবেৎ॥ ৭৪ ॥
ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যাদূতীযজন-
বিধির্নাম দ্বাবিংশঃ পটলঃ॥ ২২ ॥

[এই দূতীযাগপ্রয়োগ— নির্বিকল্প জ্ঞানাবস্থাযুক্ত সাধকের পক্ষে অন্যের নয়—ইহা পূর্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। মহাদেবের মদনদহনের মত এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কামজিৎ সাধকেরই অনুষ্ঠেয়। কামকলুষিত চিত্ত মানুষের পক্ষে ইহার ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রুচিসম্পন্ন মানব ইহা দেখিয়া যদি তন্ত্রের উপর নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহা হইলে তাহাদেরই মহাভ্রম ব্যতীত আর কিছু হইবে না। শিবকথিত এই তন্ত্র-সাধন গুরুকৃপাব্যতীত ধারণা করাই সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে যে নির্বিকল্প-জ্ঞানসাধকের সাধনরহস্য বিবৃত হইয়াছে—উহা মোটেই কামসম্ভোগ নয়। ইহা কামনার অতীত অবস্থা। এই পরম বিশুদ্ধ সাধনে দোষদৃষ্টি করিলে দোষদৃষ্টিকারীরই হানি। তন্ত্রের বা তন্ত্রোক্ত এই সাধনের সাধকের কিছুই হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি—ইহা মহাদেবের মদনদাহন প্রক্রিয়া-স্বরূপ। অনধিকারীর এই সাধনা নয়]

১। রমণং। ২। মুক্ত্বা। ৩। সদানঘে। ৪। বিচিকিৎসা ভবেন্মন্ত্রী।

এই [শিবশক্তিসামরস্যযোগে] নখ ও দন্তক্ষতসকল নানাপ্রকার পুষ্প ; কূজন ও গান—স্তুতি। তাড়ন হোমস্বরূপ হয়। হে পর্বতনন্দিনি! ইহাতে আলিঙ্গন কস্তুরী [মৃগনাভি কস্তুরী] এবং ঘুসৃণ [একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য] প্রভৃতি। মর্দনকে তর্পণ বলিয়া জানিবে। বীর্যপাতকে ত্যাগ বলিয়া জানিবে। হে প্রিয়ে! শিবশক্তিময় পরব্রহ্মরূপ বীজামৃতকে [রজঃ ও রেতঃকে] কুলদ্রব্যের [সুরা] দ্বারা সংশোধন করিয়া অর্ঘ্যপাত্রামৃতে [অমৃতময় অর্ঘ্যপাত্রে] নিক্ষেপ করত নিষ্পাপ ও নির্বিকল্প হইয়া অবস্থান করিবে। হে সুন্দরি! তারপর শ্রীবিদ্যাক্রম অর্থাৎ অঙ্গ ও আবরণ সহিত শ্রীবিদ্যার পূজা করিয়া পরব্রহ্মময় হইবে। হে বরাননে! তোমাকে এই সামরস্য [শিব ও শক্তির সামরস্য] জ্ঞান বলিলাম। হে দেবেশি। সবিকল্প সাধক [বিকল্প জ্ঞানবান্ সাধক] মানুষ ইহা করিলে পাপভাগী হইবে। আর যে মন্ত্রসাধক ব্যক্তি এই নির্বিকল্পজ্ঞান সম্পন্ন সাধকের সামরস্যজ্ঞানে সন্দেহ করিবে সে গুরুপত্নী-গমনরূপ পাপভাগী হইবে। হে বরারোহে! অতএব সর্বদা নির্বিকল্প হইবে ॥ ৬৯—৭৪ ॥

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের দ্বাবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

অথ ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ।

জ্ঞানদূতীযাগঃ

ঈশ্বর উবাচ।

দূত্যন্তরং প্রবক্ষ্যামি[১] যেন ব্রহ্ম সনাতনম্।
প্রণবাখ্যং যাগগেহং প্রবিশ্য সুরবন্দিতে ॥ ১ ॥
ইচ্ছাজ্ঞান-ক্রিয়াদ্রব্য রচিতং সুধয়া যুতম্।
অন্বয়া পরমেশানি তত্ত্বজ্ঞানময়ে[২] শিবে ॥ ২ ॥
পর্যঙ্কে পুরুষার্থৈস্তু[৩] পাদৈশ্চ পরিমণ্ডিতে।
আত্মান্তরাত্ম-পরম-জ্ঞানাত্মাঙ্গ-বিভূষিতে ॥ ৩ ॥
তৎপদার্থত্বংপদার্থো হসিপদার্থশ্চ সুন্দরি।
পদার্থত্রয়মেতত্ত্ব্ জ্ঞানসূত্র-প্রকাশকম্ ॥ ৪ ॥
এতৎসূত্রময়ৈঃ পট্টৈ-গু্ম্ফিতেঽম্বরমণ্ডিতে।
সুমনোবাস-সুভগে পরাং তত্র প্রপূজয়েৎ ॥ ৫ ॥
জাতিভেদস্তু দূতীনাং চতুর্ধা বীরবন্দিতে।
হস্তিনী শঙ্খিনী চৈব চিত্রিণী পদ্মিনী প্রিয়ে ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন—হে সুরবন্দিতে! অন্য একপ্রকার দূতীর কথা বলিব। যাহাতে জগন্মাতৃরূপ সুধার দ্বারা যুক্ত ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্য দ্বারা রচিত, নিত্য ব্রহ্ম [শব্দ ব্রহ্ম] স্বরূপ প্রণবাত্মক যাগগৃহে প্রবেশ করিয়া হে পরমেশানি! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়াত্মক পাদের [পায়ার] দ্বারা ভূষিত, মঙ্গলাত্মক, শিবাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানময়, আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মরূপ অঙ্গের দ্বারা অলঙ্কৃত খট্বায় তৎপদার্থ, ত্বংপদার্থ ও অসিপদার্থ অবস্থিত [ইহা দেখিবে]। হে সুন্দরি! এই তিনটি পদার্থ [তৎ ত্বম্ ও অসি পদার্থ] জ্ঞানসূত্রের প্রকাশক অর্থাৎ জ্ঞানের উপায়। এই জ্ঞানসূত্রময় পট্টবস্ত্রের দ্বারা গ্রথিত বস্ত্রভূষিত, উত্তম মনরূপ সুগন্ধ দ্বারা মনোহর সেই গৃহে পরার [দেবীর—এখানে ত্রিপুরসুন্দরী-দেবীর] পূজা করিবে। হে বীরবন্দিতে! হে প্রিয়ে! এই দূতীসকলের চার প্রকার জাতিভেদ আছে, যথাঃ—(১) হস্তিনী, (২) শঙ্খিনী, (৩) চিত্রিণী, ও (৪) পদ্মিনী ॥ ১—৬ ॥

১। দূত্যন্তরং সা ভবেন্মন্ত্রী। ২। তত্র জ্ঞানময়ে। ৩। পুরুষার্থস্তু বেদৈঃ।

চতুর্বিধা হি দূত্যস্ত সুন্দর্যশ্চারুলোচনাঃ।
বৈখরী হস্তিনী জ্ঞেয়া স্থূলা যস্মাদ্ বরাননে ॥ ৭ ॥
* যয়েদং ধার্যতে সর্বং ব্রহ্মাণ্ড-পরিমণ্ডলম্।
বর্গাষ্টকেন দেবেশি সুতে দিগ্ গজ সঞ্চয়ম্।
তেনেয়ং করিণী প্রোক্তা মধ্যমা শঙ্খিনী ভবেৎ ॥৮
শঙ্খিনী তু যথা ভদ্রে বিশুদ্ধা পাপবর্জিতা।
সর্বদেবপ্রিয়া সা হি শান্তি-সৌভাগ্যশোভিতা[১] ॥ ৯ ॥
তথা বনস্পতিগতা মধ্যমা বাগ্ বরাননে।
চিত্রিণী বল্লরী দেবি মহাদোষবিনাশিনী ॥ ১০ ॥
যস্যাঃ ফলং বরারোহে শিবশক্তিময়ং সদা।
শিবশক্তিময়ং দেবি প্রাণিমাত্রজগত্রয়ম্ ॥ ১১ ॥

[এই পটলে যে দূতীযাগের প্রয়োগ বলা হইয়াছে ইহা জ্ঞান [আত্মজ্ঞান] লাভের উপায়রূপে জ্ঞানের সাধনকে দূতীযাগরূপে রূপিত করা হইয়াছে। এখানে প্রণব বা ওঁকারকে যাগগৃহরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যাগগৃহে যেমন যাগকরা হয়. এখানে ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানলাভ করা যায় বলিয়া ওঁকারটি যাগগৃহ। ওঁকারকেও ব্রহ্ম বলে এবং উহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য। গীতাতেও আছে—"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" [গীঃ ৮।৩]। ওঁকারকে এক হিসাবে সমস্ত জগৎকারণ ঈশ্বর [সগুণ ব্রহ্ম] বলা যায়। অতএব ওঁকারের মধ্যেই—ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও ঘটাদি দ্রব্য আছে। আর ওঁকারের উপরে যে নাদ [‿] তাহা শক্তিস্বরূপ। এইজন্য বলা হইয়াছে অম্বরা অর্থাৎ জগন্মাতৃদ্বারা যুক্ত।. এই ওঁকাকে যাগগৃহ কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানময় শিবকে খট্বা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ওঁকারের নাদের (‿) উপর যে বিন্দু [॰] তাহা শিবস্বরূপ। সেই শিবকে খট্বা বলা হইয়াছে। শিব তত্ত্বজ্ঞানময়। খট্বার চারটি পা [পায়া] থাকে। এখানে তত্ত্বজ্ঞানময় খট্বার পা হইতেছে—আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা। এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। খট্বার উপর মানুষ বা দেবতা অবস্থান করেন। এখানে—তৎপদাথ, ত্বংপদার্থ ও অসি-পদার্থকে খট্বার উপরিস্থিত পদার্থ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের তৎ-পদের বাচ্যার্থ ঈশ্বর, ত্বং-পদের বাচ্যার্থ জীব, অসি-পদের বাচ্যার্থ

---

* এতচ্চিহ্নিত অর্ধশ্লোকটি সকল পুস্তকে নাই, কেবলমাত্র 'খ' সংজ্ঞক পুস্তকে আছে।

১। শান্তসৌরভ্যশোভিতা।

হও। অথচ ঈশ্বর ও জীবের অভেদ সম্ভব নয় বলিয়া তৎ ত্বং পদের লক্ষ্যার্থ শুদ্ধচৈতন্যকে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এইজন্য "তত্ত্বমসি" বাক্যের তিনটি পদার্থকে জ্ঞানসূত্রের প্রকাশক বলা হইয়াছে। এই জ্ঞানদূতীযাগে ও তন্ত্রানুসারে সাধন বলিবার জন্য বলা হইয়াছে-সেই গৃহে, খট্বার উপরে পরা অর্থাৎ শক্তির পূজা করিবে। এখানে চার প্রকার দূতী বলা হইয়াছে। ইহারা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীরূপ চার প্রকার শব্দ। তন্ত্রে পরব্রহ্ম হইতে শব্দের সৃষ্টি, শব্দ হইতে অর্থের সৃষ্টি। আর শব্দের অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা অর্থজ্ঞান পূর্বক জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, এই শব্দরূপ দূতী জ্ঞানলাভের কারণ]।

হে বরাননে! চারপ্রকার দূতীই সুন্দরী, মনোহরনেত্রবিশিষ্টা। তাহাদের মধ্যে বৈখরী শব্দকে হস্তিনী নামক দূতী বলিয়া জানিবে। যেহেতু যে শব্দ আমরা উচ্চারণ করি বা অপরের নিকট হইতে শুনি তাহা বৈখরীশব্দ, তাহা স্থুল, আর হস্তিনীও স্থূলা, এইজন্য বৈখরীশব্দই হস্তিনীনামক দূতী। যাহার দ্বারা [যে হস্তিনী দ্বারা] সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ধৃত হইয়া আছে। শব্দ অর্থের জনক বলিয়া বৈখরী শব্দ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ অর্থের জনক হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডের ধারক বলা হইয়াছে। হে দেবেশি! বৈখরীশব্দরূপ হস্তিনীদূতী আটটি বর্গের দ্বারা দিগ্‌গজসমূহকে প্রসব করে। [সমস্ত শব্দই মাতৃকাবর্ণের দ্বারা রচিত। সেই মাতৃকাবর্ণসমূহে আটটি বর্গ আছে। যথা, অবর্গ—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। কবর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চবর্গ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। টবর্গ—ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। তবর্গ—ত, থ, দ, ধ, ন,। পবর্গ—প, ফ ব, ভ, ম। যবর্গ—য, র, ল, ব। শবর্গ—শ, ষ, স, হ।] শব্দ হইতে অর্থের সৃষ্টি হয় বলা হইয়াছে, অতএব হস্তিনী দূতী অষ্টবর্গের দ্বারা দিগ্‌গজ অর্থাৎ জগৎ এবং সমস্ত শব্দ সৃষ্টি করে। ইহা বলা হইয়াছে। সেইহেতু ইহাকে হস্তিনী বলা হইয়াছে। হে বরাননে! মধ্যমা বাক্ শঙ্খিনী হয়। হৃদয়দেশে যে শব্দ বিদ্যমান, অপরে শুনিতে পায় না, নিজে শুনিতে পায়, এইরূপ সূক্ষ্ম শব্দকে মধ্যমা বলে। এখানে এই মধ্যমাকে শঙ্খিনীদূতী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। হে ভদ্রে! শঙ্খিনী বিশুদ্ধা, পাপশূন্যা, সকল দেবতার প্রিয়া, এবং শান্তি ও সৌভাগ্যের দ্বারা শোভিতা। হে বরাননে! এই মধ্যমা বাক্ বনস্পতিগতা অর্থাৎ বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতিতেও এই মধ্যমা থাকে। [বৃক্ষ প্রভৃতির শব্দ কেহ শুনিতে পায় না, সূক্ষ্ম। এই জন্য সেই বৃক্ষস্থিত শব্দকে

তেষু সর্বেষু পশ্যন্তী[১] জীবেষু পরমাশ্রয়া।
পরব্রহ্মণি সংলীনা পরা বাক্ পরমেশ্বরি ॥ ১২ ॥

দূতীনাং পূজনপ্রকারঃ

তাং দূতীং তত্র সংপূজ্য সমাধিকুসুমৈঃ শুচিঃ[২] ।
তদঙ্গেষু[৩] কলাঃ পূজ্যাঃ ক্রমেণ সুরবন্দিতে ॥ ৩ ॥
পদ্মিনী তু পরা জ্ঞেয়া হংসস্বচ্ছ-বিকাসিনী[৪] ।
হংসোদয়েন পদ্মং হি ত্যক্ত্বা সংকোচমদ্রিজে ॥ ১৪ ॥
বিকাসয়তি সৌভাগ্যং তথা বস্তুবিলাসতঃ।
পরা প্রকাশমায়াতি পদ্মিনীত্বমতো ভবেৎ॥ ৫ ॥
তস্যা দেহে বরারোহে কলাঃ পূজ্যাস্তু ষোড়শ।
চিৎকলা সংকলা জ্ঞানকলা সংবিৎকলা তথা॥ ৬ ॥

মধ্যমা বলা হইয়াছে]। হে দেবি ! চিত্রিণী [নামক দূতী] বল্লরী যার অপর নাম মঞ্জীর [বোল]। মহাদোষের বিনাশকারিণী। হে বরতনু ! যাহার [যে চিত্রিণীর] ফল সর্বদা শিবশক্তিময়। হে দেবি ! ত্রিজগতে [ত্রিভুবনে] প্রাণিসমুদায় শিবশক্তির স্বরূপ। [শিব ও শক্তির অংশ স্বরূপ হইতেছে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণিসমুদায়। শিবশক্তি আন্তর বলিয়া তদ্রূপ চিত্রিণী দূতীও আন্তর]। হে পরমেশ্বরি ! সেই ত্রিভুবনস্থিত সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় স্বরূপ হইতেছে পশ্যন্তী শব্দ। [নাভিমূলে অবস্থিত যোগিগণের গম্য অতীন্দ্রিয় আন্তর শব্দকে পশ্যন্তী শব্দ বলে। চিত্রিণী—সেই পশ্যন্তী স্বরূপ। পশ্যন্তী শব্দ, সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় শিবশক্তিস্বরূপ। অতএব চিত্রিণী যে সকল প্রাণীর আশ্রয়ভূত শিবশক্ত্যাত্মক হইবে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র]। এই চিত্রিণী পরব্রহ্মে লীন হয়। পরা বাক্ বা শব্দই পরব্রহ্ম [মূলাধারে অবস্থিত অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ শব্দকে পরা বাক্ [শব্দ] বলা হয়] ॥৭—১২ ॥

হে দেববন্দিতে ! সেই চিত্রিণী নামক দূতীকে শুচি [শুদ্ধ] হইয়া সমাধি পুষ্পের দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার অঙ্গসমূহে ক্রমে ক্রমে কলাসমূহের পূজা করিবে [আন্তর শব্দ পশ্যন্তীকে সমাধিদ্বারা সাক্ষাৎ করিতে হয়। এই সমাধিযোগে সাক্ষাৎকারকে এখানে সমাধি কুসুমদ্বারা পূজারূপে রূপিত করা হইয়াছে।

১। পশ্যন্তী। ২। শুচিঃ। ৩। তদঙ্গে সকলাঃ। ৪। হংসস্বচ্ছবিকাশিনী।

আত্মনস্তু কলা জ্ঞেয়াশ্চতস্রঃ পরমেশ্বরি।
বিরাগতা মোক্ষকলা পরমাণুকলা তথা ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাকলাচতুষ্কং তু বিজ্ঞেয়ং চান্তরাত্মনি।
বিদ্যা[১] সন্তোষতা তৃপ্তিঃ পরব্রহ্ম-প্রকাশতা ॥ ১৮ ॥

তারপর সেই সমাধিযোগে তাহার অঙ্গসকলের সাক্ষাৎকারকে অঙ্গসমূহের পূজারূপে কল্পনা করা হইয়াছে অথবা অঙ্গসমূহের মানস পূজা করিবে। অঙ্গসকল পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইতেছে]। পরা বাক্ যাহা মূলাধারচক্রে অবস্থিত তাহাই পদ্মিনী [দূতী] এই পদ্মিনী বা পরা বাক্ হংসের মত স্বচ্ছ, বিকাসশীল [হংস যেমন স্বচ্ছ শুভ্র, সেইরূপ পরা বাক্ ও স্বচ্ছ প্রকাশস্বভাব]। হংসের অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় হইলে পদ্ম সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরা বাক্ জ্ঞানরূপ হংসের উদয়ে বস্তুর স্বভাববশতঃ [পরা বাকের স্বভাববশতঃ সৌভাগ্যের বিকাশ করে অর্থাৎ সাধকের নিকট তাহার স্বরূপ প্রকাশিত করে] প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব এই পরা বাক্ পদ্মিনী হয়। হে বরতনু! সেই পদ্মিনীর [পরা বাকের] দেহে ষোল কলার পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! উক্ত ষোলকলার মধ্যে আত্মার কলা চারটি যথাঃ—চিৎকলা, সৎকলা, জ্ঞানকলা ও সংবিৎকলা। [আত্মা সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। এখানে সৎ বা সত্তাকে সৎকলা বলা হইতেছে। চিৎকে চিৎকলা বলা হইয়াছে। আর অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যাংশকে জ্ঞানকলা বলা হইয়াছে এবং চিদভিন্ন আনন্দাংশ যখন অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সংবিৎকলা বলা হইয়াছে। অতএব এই চারটি আত্মার কলা]। আর অন্তরাত্মাতে চারটি কলা আছে জানিবে, যথাঃ—বিরাগতা [বৈরাগ্য], মোক্ষকলা [মুক্তি], পরমাণুকলা [অন্তরাত্মা চিৎ ও অচিৎ মিশ্রিত স্বরূপ বলিয়া পরমাণু তাহার অচিদংশের কলা] এবং বিদ্যাকলা [শাস্ত্রজন্য জ্ঞানকে এখানে বিদ্যাকলা বলা হইয়াছে] [অষ্টাদশ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধভাগটি পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয়যুক্ত বলিয়া পরবর্তী শ্লোকের সহিত উহার অর্থ করা হইয়াছে] ॥ ১৩—১৭½ ॥

১। বিধেঃ।

পরমাত্মকলা জ্ঞেয়াঃ সংলীনা পরবস্তুনি।
লুপ্তিঃ[১] শান্তিকলা বোধকলা ব্যাপ্তিকলা পরা ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানাত্মনঃ কলা জ্ঞেয়াশ্চতস্রঃ পরমেশ্বরি।
কলা ষোড়শ দেবেশি শ্রীবিদ্যার্ণেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥
ষোড়শার্ণা ব্রহ্মরূপা কলা ষোড়শরূপিণী।
আত্মা জাগ্রৎস্বরূপেণ ত্রৈলোক্যং রচয়ত্যসৌ ॥ ২১ ॥
অন্তরাত্মা তত্ত্বরূপঃ[২]স্তমোরূপশ্চ[৩] মিশ্রিতঃ।
অতএব রাজোরূপ-স্তমোরূপঃ পরঃ শিবঃ ॥ ২২ ॥
পরমাত্মা হি বিজ্ঞেয়ো জ্ঞানাত্মা[৪] তুর্যয়া যুতঃ।
এতাঃ কলা বরারোহে[৫] তস্যা দেহে প্রকাশয়েৎ ॥ ২৩ ॥

বিদ্যা [জ্ঞান], সন্তোষতা [সন্তোষ], তৃপ্তি ও পরব্রহ্ম প্রকাশ [প্রকাশ-স্বরূপ পরব্রহ্ম] এইগুলিকে পরমাত্মার কলা বলিয়া জানিবে, এইগুলি পরবস্তু অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন হইয়া আছে—ইহা জানিবে। হে পরমেশ্বরি! লুপ্তি অর্থাৎ লেপ বা লয় [সমাধি দ্বারা ব্রহ্মে জগতের লয়], শান্তিকলা [বিষয়াদি হইতে উপরতি], বোধকলা [সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানকলা] পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যাপ্তিকলা [সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া থাকা], হে পরমেশ্বরি! এই চারিটিকে জ্ঞানের—জ্ঞানাত্মার কলা বলিয়া জানিবে। হে দেবেশি! উক্ত ষোলটি কলা শ্রীবিদ্যার ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের বর্ণসমূহে স্থিত ["শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স কহল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ" এই মন্ত্র ত্রিপুরার ষোড়শাক্ষরী মন্ত্র, ইহাকে শ্রীবিদ্যামন্ত্রও বলে। এই পুস্তকের ৲০৬ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য]। ষোড়শাক্ষর মন্ত্র ষোল কলাস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ। এই আত্মা [পূর্বে যে চার আত্মার কথা বলা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আত্মা] জাগ্রৎস্বরূপে ত্রৈলোক্য রচনা করে [প্রাণপ্রধান বস্তুকে আত্মা বলা হইয়াছিল। এই আত্মা প্রাণের সাহায্যে সমস্ত স্থূল জগৎ সৃষ্টি করে]। অন্তরাত্মা, তত্ত্বস্বরূপ [চৈতন্যস্বরূপ] এবং তমোরূপ [রজস্তমোরূপ] মিশ্রিত পদার্থ। অতএব অন্তরাত্মা রজোরূপ ও তমোরূপ [চৈতন্য ও অচিৎ অর্থাৎ রজো ও তমো এই উভয়ের মিশ্রিত অবস্থা হইতেছে অন্তরাত্মা। শিবশক্তিময় সমস্ত জগৎকে অন্তরাত্মা বলা

১। লয়ঃ। ২। তত্ত্বরূপো বিজ্ঞেয়ঃ পরমেশ্বরি। ৩। তমোরূপত্বমিশ্রিতঃ। ৪। জ্ঞানাত্মাবস্থয়া যুতঃ। ৫। বরারোহে পরাদেহে প্রকাশয়েৎ।

তৎপদার্থং তু জানীহি মুখমস্যা বরাননে।
ত্বংপদার্থোঽসি বাক্যার্থঃ কুচযুগ্মং ক্রমেণ হি ॥ ২৪ ॥

নাদস্য বিশ্বযোনিত্ব-বর্ণনম্

ভোগস্তু পরমেশানি নাদো ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
নাদোদিতং১ বরারোহে বিশ্বং যোনির্ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
তত্রৈব শক্তিং সংপূজ্য স্বাত্মলিঙ্গং শিবং যজেৎ২।
পরস্পর-প্রভাবেন (?) ব্রহ্মানন্দরসো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
তং রসং মনসা দেবি বহ্ন্যাদ্যাগতং প্রিয়ে৩।
অর্ঘ্যামৃতেন সংযোজ্য ততঃ শ্রীচক্রমর্চয়েৎ ॥ ২৭ ॥

হইয়াছে]। আর পরশিবকে [চৈতন্যমাত্র পরমশিবকে] পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। জ্ঞানাত্মাকে চতুর্থী দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ চতুর্থ আত্মা বলিয়া জানিবে। হে বরতনু! এই চার আত্মার পূর্বোক্ত ষোলটি কলা তাঁহার অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার [ত্রিপুরাদেবীর] দেহে প্রকাশ করিবে অর্থাৎ সমাধিদ্বারা শ্রীবিদ্যার দেহে অবস্থিত বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে। হে বরাননে! তৎপদার্থ [ঈশ্বরচৈতন্য] ইহার অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার বা পরাবাকরূপ পদ্মিনীদূতীর মুখ বলিয়া জানিবে। ত্বংপদার্থ এবং অসিবাক্যার্থ ['অসি' শব্দটি সমগ্র তত্ত্বম্-রূপ বাক্যের দ্যোতক বলিয়া অসির অর্থই বাক্যার্থ] কে তাঁহার [শ্রীবিদ্যার] স্তনদ্বয় বলিয়া জানিবে [কল্পনা করিবে] ॥ ১৭২ — ২৪ ॥

হে পরমেশানি! ভোগ [বিষয়ভোগ] নাদস্বরূপ, ব্রহ্মময় [বিষয়- ভোগকে নাদস্বরূপ, চিন্তা করিতে হইবে। নাদ হইতেছে শক্তিস্বরূপ। শক্তি জড় নয়, অতএব নাদ, ব্রহ্মময় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দপ্রচুর। নাদে বা শক্তিতে প্রচুর আনন্দ। অতএব ভোগকে আনন্দপ্রচুর ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবে। তাহাতে ভোগচিন্তা দূরীভূত হইয়া আনন্দাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইবে]। হে বরতনু! সমস্ত জগৎ নাদ [শক্তি হইতে] উৎপন্ন। অতএব শক্তি বা নাদই সমস্ত বিশ্বের যোনি। অথবা সমস্ত বিশ্ব [জগৎ] যোনিস্বরূপ [কার্য-কারণের অভেদ লক্ষ্য করিয়া কার্য জগৎকে কারণাত্মক নাদ বা যোনিস্বরূপ বলা হইয়াছে]। সেই যোনিতে [দূতীর যোনিতে] শক্তির পূজা করিয়া নিজের

১। নাদাবৃতং। ২। ভাচে। ৩। স্মরেৎ।

ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
ন ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণস্তু ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়স্তথা ॥ ২৮ ॥
বৈশ্যো ন বৈশ্যঃ শূদ্রো ন শূদ্রস্তু পরমেশ্বরি।
চাণ্ডালো নৈব চাণ্ডালঃ পৌল্কসো ন চ পৌল্কসঃ ॥ ২৯ ॥
সর্বং সমং বিজানীয়াৎ পরমাত্ম-বিনিশ্চয়াৎ[১]।
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং নিম্নমার্গেণ গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥
গ্রামমধ্যগতং সর্বং বিষ্ঠামূত্রাদিপূরিতম্।
মৃতগোশ্বান-মার্জার-খরাদিরুধিরান্বিতম্[২] ॥ ৩১ ॥
সমস্তমপি দেবেশি গঙ্গায়াং মিলিতং যথা[৩]।
গঙ্গামৃতে[৪] তু দেবেশি কালুষ্যং নৈব তিষ্ঠতি ॥ ৩২ ॥
তথা[৫] সচ্চিন্ময়ে জ্ঞানে সমতা সর্বজন্তুষু।
সর্বদ্রব্যেষু গিরিজে সমতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

লিঙ্গরূপী শিবকে পূজা করিবে। পরস্পরের অর্থাৎ শিব ও শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ রস হইবে [সাধক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগকে শিব ও শক্তির সংযোগ বা সামরস্য চিন্তা করিবে, তাহা হইলে সাধকের মনের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের অনুভব হইবে]। হে দেবি! হে প্রিয়ে! সেই শিবশক্তির সংযোগে সামরস্যরূপে যে আনন্দ হইবে, সাধক সেই রস অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে মনের চিন্তার দ্বারা, শরীর হইতে নির্গত প্রশ্বাসের সহিত সেই ব্রহ্মানন্দ বহির্গত হইল—এইরূপ মনে করিয়া, সেই রস বা ব্রহ্মানন্দকে অর্ঘ্যামৃতের সহিত সংযুক্ত [সংযুক্ত করিলাম এইরূপ ভাবিয়া] করিয়া শ্রীচক্রের [শ্রীবিদ্যাচক্রের] পূজা করিবে। হে বরাননে! ব্রহ্মানন্দময় [ব্রহ্মানন্দাভিব্যঞ্জক] জ্ঞানের কথা বলিতেছি। [যে জ্ঞানে] ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হয় না, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় হয় না, বৈশ্য বৈশ্য হয় না, শূদ্র শূদ্র হয় না, চণ্ডাল চণ্ডাল হয় না, পৌল্কস [একপ্রকার নীচজাতীয় মনুষ্য] পৌল্কস হয় না। সর্বত্র পরমাত্মার নিশ্চয় পূর্বক সকলকে সম [ব্রহ্ম] জানিবে। আকাশ হইতে পতিত জল নিম্ন মার্গে গমন করে ॥ ২৫—৩০ ॥

হে দেবেশি! গ্রামের মধ্যে অবস্থিত বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ সমস্ত বস্তু, মৃত গো, কুকুর, বিড়াল, গর্দভ প্রভৃতির রক্তে মিশ্রিত সমস্ত যেমন

১। পরমাত্মনি নিশ্চয়াৎ। ২। খরাখর। ৩। যদা। ৪। গঙ্গামৃতং তদেবাসীৎ। ৫। তদা।

যথা সূর্যপ্রকাশোঽয়ং সমত্বেন[1] প্রবর্ত্ততে।
উত্তমস্যাপি চান্যস্য তমঃ সংহরতে ক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥
শোষয়ন্ দুগ্ধমূত্রাণি চন্দনং চৈব কর্দমম্।
অতএব মহেশানি মন্ত্রী সর্বসমো যদা[2] ॥ ৩৫ ॥
সিদ্ধিস্তদৈব[3] বিজ্ঞেয়া শ্রীগুরোঃ কৃপয়া প্রিয়ে ॥ ৩৬ ॥
ইতি শ্রীমজ্জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে জ্ঞানদূতীযজন-বিধির্নাম
ত্রয়োবিংশঃ পটলঃ ॥ ২৩ ॥

গঙ্গায় গিয়া মিলিত হয়। গঙ্গায় ঐ সমস্ত পতিত হইলেও কিন্তু গঙ্গামৃত অর্থাৎ গঙ্গাজলে কখনও কলুষতা থাকে না। সেইরূপ সচ্চিদাত্মক জ্ঞানে সমস্ত জন্তুতে সমতা থাকে। [সমস্তই সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই—এইরূপ জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদ, বিষ্ঠা মূত্রাদিভেদ গোকুক্কুরাদিভেদ থাকে না। তাঁহার নিকট সবই সম [তুল্য]। ব্রহ্ম হইতেছেন সম। সুতরাং জ্ঞানীর নিকট সবই সম অর্থাৎ ব্রহ্ম]। হে পর্বতকন্যে! সমস্ত বস্তুতে সমতা [তুল্যতা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতা] আছে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেমন উত্তমব্যক্তি, হীনব্যক্তি প্রভৃতি সর্বত্র সূর্যের প্রকাশ তুল্যভাবেই থাকে [সূর্য উত্তম বস্তুকে যেমন প্রকাশিত করে হীনবস্তুকেও সেইরূপ প্রকাশিত করে]। সূর্য উদিত হইয়া ক্ষণমাত্রেই অন্ধকার বিনষ্ট করে। সূর্য তুল্যভাবে দুগ্ধ, মূত্র, চন্দন [বাটাচন্দন] ও কর্দমকে শোষণ করে [শুকাইয়া দেয় বা তাহার রস শোষণ করে] এক কথায় সূর্য সর্বত্র সম। এইরূপ যখন মন্ত্রসাধক সর্বত্র সম [তুল্যদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি] হন, হে মহেশানি! হে প্রিয়ে! তখনই শ্রীগুরুর কৃপায় তাঁহার সিদ্ধি হয়—ইহা জানিবে ॥ ৩১—৩৬ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

১। সমত্বেনা বর্ত্ততে। ২। যথা। ৩। সিদ্ধিস্তত্রৈব।

চতুর্বিংশঃ পটলঃ।

দীক্ষাবিধিঃ

ঈশ্বর উবাচ

দীক্ষাবিধিং প্রবক্ষ্যামি যেন শিষ্যঃ সুখী ভবেৎ।
দীয়তে সকলং দেবি গুরবে প্রাণসংযুতম্ ॥ ১ ॥
ধনরত্ন সুবর্ণাদি-পট্টবস্ত্র সমুচ্চয়ম্।
ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি তদ্ভাবান্নানাপাপসমুচ্চয়ঃ ॥ ২ ॥
তস্মাদ্দীক্ষেতি নামাস্যাঃ সর্বশাস্ত্রেষু সুব্রতে।
পাপিনে কৃপণায়াপি শঠায় কপটায় চ ॥ ৩ ॥
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ।
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ ॥ ৪ ॥
ভক্তিহীনায় দেবেশি ন দেয়া মলিনায় চ।
দানশীলায় ভক্তায় সাধবে[১] তীর্থচেতসে ॥ ৫ ॥
সন্মার্গবর্তিনে[২] চাগ্নিদেবদ্বিজরতায় চ।
সর্বশাস্ত্রার্থ-বেদার্থ-জ্ঞানিনে সুব্রতায় চ ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন—দীক্ষাবিধি বলিব যাহাতে শিষ্য সুখী হয়। হে দেবি! গুরুকে প্রাণসংযুক্ত [প্রাণের সহিত] ধন, রত্ন, সুবর্ণাদি, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য-সকল দেওয়া হয়, গুরুকে সেই সমস্ত বস্তুর দানের ফলে [শিষ্যের] নানাপ্রকার পাপসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে সুব্রতে! সেইহেতু [গুরুকে দান করায় পাপের ক্ষয় হেতু] সকল শাস্ত্রে ইহার নাম দীক্ষা। হে দেবেশি! পাপী, কৃপণ [ব্যয়কুণ্ঠ], শঠ [ধূর্ত], কপট [বাহিরে একরূপ ভিতরে অন্যরূপ], দীন [দৈন্যযুক্ত], আচারহীন, মন্ত্রের উপর দ্বেষপরায়ণ, নিন্দুক, মূর্খ, তীর্থের উপর দ্বেষপরায়ণ, ভক্তিহীন ও মলিন [চিত্ত মালিন্যযুক্ত] ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবে না। হে বরারোহে! [শ্রেষ্ঠ শরীরবিশিষ্টে] দানশীল, ভক্ত, সাধু [সাধনে আগ্রহান্বিত], তীর্থে যাহার চিত্ত (উৎসুক) আছে, সন্মার্গবর্তী [শাস্ত্রকথিত মার্গানুসারী] অগ্নি, দেবতা ও দ্বিজগণে রত [সেবাপরায়ণ], সমস্ত শাস্ত্রের বিশেষত বেদশাস্ত্রের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন, সুব্রত [শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিষ্ঠাসম্পন্ন] এইরূপ

১। সাধিনে। ২। সন্মার্গবর্তিনে রাজ্ঞে।

দীক্ষা দেয়া বরারোহে অন্যথাঽঽপত্তিভাগ্ ভবেৎ।
অথ বক্ষ্যে বরারোহে দীক্ষাকারণ-মুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
মণ্ডপং বেদিকাং কৃত্বা পুষ্পবৈতান-মণ্ডিতম্।
দীপমালাবলীরম্যং নানাধূপ-সুধূপিতম্ ॥ ৮ ॥
সিন্দূররঙ্গ-মালাভির্মণ্ডিতং চিত্র-চিত্রিতম্।
বেদিকায়াং বরারোহে কুঙ্কুমেনাথ বা প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
সিন্দূররজসা বাঽপি বিলিখেচ্চক্রমুত্তমম্।
মধ্যচক্রং বরারোহে নবকোণবিরাজিতম্ ॥ ১০ ॥
চতুরস্রং তু সংলিখ্য সুবর্ণকলশান্নব।
রৌপ্যতাম্রাদিরচিতান্ মৃত্তিকারচিতাংশ্চ বা ॥ ১১ ॥
জলপূর্ণান্ বিশেষাঢ্যান্ স্বর্ণরত্নপ্রপূরিতান্।
ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ সুভগান্ সুগন্ধেন চ চর্চিতান্ ॥ ১২ ॥
বশিন্যাদ্যষ্টকং তত্র[১] বসুকুম্ভেষু পূজয়েৎ।
মধ্যকুম্ভে বরারোহে শ্রীবিদ্যাং পরিতোষয়েৎ ॥ ১৩ ॥

ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবে। নতুবা [পাপী প্রভৃতিকে দীক্ষা দিলে] দীক্ষাদানকারী আপদ্ভাগী [আপদ্প্রাপ্ত] হইবেন। হে বরারোহে! হে প্রিয়ে। অনন্তর উত্তম দীক্ষার কারণ অর্থাৎ দীক্ষার প্রক্রিয়া বলিতেছি। পুষ্প, চন্দ্রাতপাদি দ্বারা ভূষিত মণ্ডপ [গৃহ] ও বেদি রচনা করিবে। মণ্ডপের মধ্যে দীপমালা [দীপ-সকল] সজ্জিত করিয়া মণ্ডপকে মনোরম করিবে। নানাপ্রকার ধূপের গন্ধে সুগন্ধিত করিবে। সিন্দূর ও আভির প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে, নানাপ্রকার উত্তমচিত্র দ্বারা চিত্রিত করিবে। হে বরারোহে! বেদিতে কুঙ্কুম অথবা সিন্দূর দ্বারা উত্তম চক্র অঙ্কিত করিবে। হে বরারোহে! চক্রের মধ্যভাগ বা মধ্যচক্রটি নয়টি কোণের দ্বারা বিরাজিত হইবে ॥১—১০ ॥

চতুরস্র [চতুষ্কোণ] লিখিয়া নয়টি সুবর্ণকলশ বা রৌপ্য বা তাম্র বা পিত্তল কলশ অথবা মৃত্তিকানির্মিত কলশ [নয়টি কোণে] স্থাপিত করিবে। সমস্ত কলশ জলপূর্ণ করিবে এবং কলশের মধ্যে স্বর্ণ, রত্ন দিয়া কলশগুলিকে বিশেষান্বিত করিবে। কলশগুলিতে ফল ও পুষ্প সজ্জিত করিয়া কলশগুলিকে

১। অত্র সর্বকুম্ভেষু।

ক্রমং সমস্তমভ্যর্চ্য কুমার্যাদ্যর্চনং যজেৎ।
সুবাসিনী ব্রহ্মবৃন্দং যোগিনো বিবধানপি ॥ ১৪ ॥

গুরুণা শিষ্যস্যাভিষেকঃ

তদঙ্গহবনং কুর্যাৎ সর্বেষাং তৃপ্তিহেতবে।
*গুরুঃ শিষ্যমুপানীয় ভক্তিনম্রমকল্মষম্ ॥ ১৫ ॥
প্রাণানায়ম্য বিধিবচ্ছুদ্ধপীঠে নিবেশ্য চ।
সুরাস্ত্বামিত্যাদিমন্ত্রৈ-শ্চিরন্টাভির্বৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥
অভিষিঞ্চেচ্চ তন্মূর্ধ্নি তদেতৎকলশোদকৈঃ।
পরিধাপ্য সুবাসোভি-শ্চন্দনাদ্যবলেপ্য চ ॥ ১৭ ॥
বামতঃ পরমেশানি স্বাসনে পূজিতে শুচিম্।
সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যং শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ ॥ ১৮ ॥

সুদৃশ্য করিবে। সুগন্ধের দ্বারা, কলশগুলিকে চর্চিত [যুক্ত] করিবে। তার মধ্যে আটটি কলশে বশিনী প্রভৃতি [বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশী ও কৌলিনী] আটজনের পূজা করিবে। [পূজাবিধি যথাঃ— 'ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ রবলূঁ বশিনীবাগ্দেবতায়ৈ নমঃ। অথবা ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ রবলূঁ বশিনীবাগ্দেবতায়ৈ নমঃ'। এইরূপ কামেশ্বরী প্রভৃতিরও পূজা হইবে। [১২৩ পৃষ্ঠার অনুবাদে ইহাদের ন্যাস দেখিয়া পূজার নির্ণয় করিবে।] হে বরারোহে! মধ্যের কলসে শ্রীবিদ্যার [ত্রিপুরাদেবীর] পরিতোষ অর্থাৎ পূজা করিবে। শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরার পূজায় যেরূপ ক্রম লিখিত হইয়াছে সেই সমস্ত ক্রম অনুসারে পূজা করিবে। তারপর কুমারীর পূজা করিবে। বিবাহিতা কুমারী দুইপ্রকার বলা হইয়াছিল—সুবাসিনী ও মদপ্রোঢ়া [দ্বাবিংশ পটলে], তাহাদের মধ্যে সুবাসিনী কুমারীদের পূজা করিবে। ব্রহ্মবৃন্দের অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে এবং বিবিধ যোগিগণের পূজা করিবে ॥ ১১—১৪ ॥

সকলের [কুমারীগণ, যোগিগণ, এবং ব্রহ্মবৃন্দের] তৃপ্তির জন্য কুমারী-পূজার অঙ্গরূপ হোম করিবে। তারপর গুরু-[পিতৃ] গৃহবাসিনী [সুবাসিনী] কুমারী স্ত্রীলোকগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বিধিপূর্বক প্রাণায়াম করিয়া—ভক্তিতে

---

* গুরুঃ শিষ্যমুপানীয় এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া 'বামতঃ পরমেশানি' পর্যন্ত শ্লোকগুলি [প্রায় ৩টী শ্লোক] কেবলমাত্র খ পুস্তকে আছে, অন্যান্য পুস্তকে নাই।

ষড়ধ্বরূপং শ্রীচক্রং তস্য মূর্দ্ধ্নি বিচিন্তয়েৎ।
*[অভাবে তু বৃহচ্ছঙ্খং জলেনাপূর্য সুন্দরি ॥ ১৯ ॥
কলাস্তত্র সমারাধ্য দেবীং সংপূজ্য সেচয়েৎ।]
স্বদৃষ্ট্যাহবলোকয়েত্তং তু দৃষ্ট্যা দৃষ্টিং তু মেলয়েৎ[১] ॥ ২০ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং কুর্যাদ্ যাবন্নিশ্চলতা ভবেৎ।
নৈশ্চলং[২] শাম্ভবো বেদ্যঃ শূন্যাশূন্য-[৩] বিবর্জিতঃ[৪] ॥২১ ॥

বিনীত, নিষ্পাপ শিষ্যকে আনিয়া, তাহাকে শুদ্ধ পীঠে [পিঁড়ে] বসাইয়া তাহার মস্তকে সেই নয় কলশের জলের দ্বারা "সুরাস্ত্বাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক[সেচন] করিবেন। [সুরাস্ত্বামিত্যাদি মন্ত্র প্রসিদ্ধ, তথাপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথঃ সঙ্কর্ষণস্তথা প্রভুঃ ॥ ১ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋ্ঋতস্তথা ॥ ২ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতাঃ শেষা দিক্পালাঃ পান্তু তে সদা ॥ ৩ কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ ॥ ৪ এতাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ ॥ ৫ গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ। দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৬ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৭ ॥ অস্ত্রাণি সর্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ॥ ৮॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৯ ॥] হে পরমেশানি! তারপর গুরু শুদ্ধ শিষ্যকে উত্তম বস্ত্র সকল পরিধান করাইয়া, শরীরে চন্দনাদির অবলেপন করাইয়া নিজের বাম ভাগে পূজিত আসনে শৃঙ্গারের সকল বেশযুক্ত করাইয়া বসাইবেন ॥ ১৫—১৮ ॥

তাহার [শিষ্যের] মস্তকে ছয় অধ্বাযুক্ত [পদাধ্বা, ভুবনাধ্বা, বর্ণাধ্বা, তত্ত্বাধ্বা, কলাধ্বা, ও মন্ত্রাধ্বা—এই ছয়টি অধ্বা শ্রীচক্রে থাকে। ইহা এই পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠায় অনুবাদে দ্রষ্টব্য] শ্রীচক্রের [শ্রীবিদ্যাচক্র] চিন্তা করিবে। হে সুন্দরি! শ্রীচক্রের চিন্তা করিতে না পারিলে জলের দ্বারা বৃহৎ শঙ্খ

* [ ] এই চিহ্নের মধ্যবর্তী পাঠটি কেবল 'খ' পুস্তকে আছে। ১। যোজয়েৎ। ২। নৈশ্চল্যং শাম্ভবীং। ৩/৪। শূন্যং শূন্যবিবর্জিতং তথা।

শূন্যং শিবময়ং বস্তু পুরুষঃ পরমেশ্বরি।
অশূন্যং শক্তিরাদ্যা হি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরি ২২ ॥
শক্ত্যাধিক্যে রজঃ স্থৌল্যং সংযোগাচ্ছিবয়োর্যদা।
স্বপ্নাবস্থা তদা জ্ঞেয়া যোগঃ শক্ত্যধিকস্ততঃ ॥ ২৩ ॥
শক্তির্জাগ্রদিতি খ্যাতা শিবো নিশ্চলতা প্রিয়ে।
সুষুপ্তিরিতি মন্ত্রজ্ঞৈঃ কথিতা নিশ্চলা যতঃ ॥ ২৪ ॥
গুণত্রয়ং তু কথিতং জাগ্রৎ[১] স্বত্বগুণা প্রিয়ে।
তমোগুণা সুষুপ্তিস্তু শিবে নিশ্চলরূপিণী ॥ ২৫ ॥
শিবাধিক্যাদ্ গুণাতীতং বস্তু জানীহি সুন্দরি।
শিবশক্তিসমাযোগ স্থিরাধিক্যং যদা ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
তদা তুর্যাং বিজানীয়াৎ সর্ববন্ধনিকৃন্তনীম্[৩]।
কলাঃ ষোড়শ দেবেশি আত্মজ্ঞানে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥

পূর্ণ করিয়া, তাহাতে কলাসকলের [২৩শ পটলে যে ১৬টি কলার কথা বলা হইয়াছে তাহাদের] আরাধনা করিয়া দেবীর [শ্রীবিদ্যা অর্থাৎ ত্রিপুরাদেবীর] পূজা করিয়া সেই শঙ্খজলের দ্বারা শিষ্যকে অভিষেচন করিবে। গুরু নিজের দৃষ্টিদ্বারা [চক্ষুদ্বারা] শিষ্যকে দেখিবেন। নিজের দৃষ্টিদ্বারা শিষ্যের দৃষ্টি মিলাইবেন। যতক্ষণে শিষ্য নিশ্চল অর্থাৎ সমাধিস্থ না হয় ততক্ষণ গুরু আজ্ঞা-সংক্রমণ অর্থাৎ নিজের শক্তি বা ইচ্ছা প্রয়োগ করিবেন। এই নিশ্চলতা অর্থাৎ গুরু কর্তৃক শিষ্যের সমাধিপ্রাপ্তিকে শাম্ভবী বিদ্যা বা শাম্ভবী দীক্ষা জানিবে। এই নিশ্চলতা [নির্বিকল্পক সমাধি] শূন্যাশূন্যরহিত অর্থাৎ শিবশক্তির অতীত বা গুণাতীত অবস্থা। হে পরমেশ্বরি! শিব শূন্যময় অর্থাৎ শূন্য বস্তু, পুরুষ স্বরূপ। আর আদ্যা শক্তি অশূন্য, তিনি প্রকৃতি। যখন শিব ও শিবার [শক্তির] সংযোগ হইলে শক্তির আধিক্যবশত রজোগুণের স্থূলতা অর্থাৎ প্রাকট্য হয়, তখন স্বপ্নাবস্থা বলিয়া জানিবে। সেইহেতু যোগে [সমাধিতে] শক্তির আধিক্য হয় অর্থাৎ শিবশক্তির যোগে শক্তির আধিক্য হইলে যোগ বা সমাধি হয়। শক্তি জাগ্রৎ বলিয়া খ্যাত হন। হে প্রিয়ে! শিব নিশ্চল। এই নিশ্চল অবস্থাকে মন্ত্রজ্ঞগণ সুষুপ্তি বলিয়া থাকেন। হে প্রিয়ে! গুণত্রয় [সত্ত্ব, রজঃ ও

৩

১। প্রবৃদ্ধগুণা। ২। শিবাধিক্যং। ৩। সর্ববোধনিকৃন্তনীম্।

শ্রীবিদ্যাধ্যানাৎ সংসারবৃক্ষনাশঃ

শ্রীবিদ্যাবীজসংলীনাঃ শিষ্যদেহে প্রকাশয়েৎ।
চতুর্বিধা ষোড়শার্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ২৮ ॥
তদ্ধ্যানাত্তু মনঃস্থৈর্য মুনম্নীতি নিগদ্যতে।
ব্রহ্মজ্ঞানে মনঃপক্ষী তৃষ্ণাচঞ্চু-বিলক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥
সংকল্পেন বিকল্পেন পক্ষাভ্যাং চঞ্চলঃ সদা।
মোহমৎসরকামৈশ্চ ক্রোধাহঙ্কারদুর্মদৈঃ ॥ ৩০ ॥
সন্নদ্ধপিচ্ছসবলঃ[১] কৃত্যাকৃত্যপদদ্বয়ঃ।
সংসারবৃক্ষে দেবেশি ধনপুত্রাদিমূলকে ॥ ৩১ ॥
অবিদ্যাবিস্তৃতে নিন্দা-স্তুতিশাখা-সুশোভিতে।
অভিলাষস্ফুরৎপুষ্প-ভরিতে পাতকাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

তমঃ] কথিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে জাগ্রদবস্থা সত্ত্বগুণের বা সত্ত্বগুণাত্মক। হে শিবে! তমোগুণাত্মক সুষুপ্তি কিন্তু নিশ্চলরূপী। হে সুন্দরি! শিবের আধিক্য [শিবশক্তির যোগে শিবের আধিক্য] বশত গুণাতীত বস্তু হয় অর্থাৎ গুণাতীত অবস্থা হয়। শিব ও শক্তির সংযোগে যখন শিবের আধিক্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আধিক্য বা চৈতন্যের অধিক অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই অবস্থাকে চতুর্থী [জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির তুলনায় চতুর্থী] অবস্থা বলিয়া জানিবে। ঐ অবস্থা, সকল বন্ধনের ছেদন করে ॥ ১৯—২৬ ॥

হে দেবেশি! আত্মজ্ঞানে অবস্থিত [আত্মজ্ঞানের সহায়ভূত] চিৎ, সৎ, জ্ঞান, সংবিৎ বৈরাগ্য, মোক্ষ, পরমাণু, বিদ্যাকলা বিদ্যা, সন্তোষ, তৃপ্তি, পরব্রহ্ম প্রকাশ, লুপ্তি, শান্তি, বোধ ও ব্যাপ্তি এই ষোল কলা। [২ শ পটল ১৬—২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য] ষোলটী কলা শ্রীবিদ্যাবীজের মধ্যে লীন আছে; সেইগুলিকে [গুরু] শিষ্যের দেহে প্রকাশিত করিবেন। মহাত্রিপুরসুন্দরী চতুর্বিধা [আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চারিভাবে অবস্থিত] ও ষোলঅক্ষর বিশিষ্টা [শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক হ ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ]। সেই মহাত্রিপুরসুন্দরীর ধ্যান করিলে মনের স্থৈর্য হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে সেই মনঃস্থৈর্যকে উন্মনী বলা হয়। [সংসারবৃক্ষ বর্ণনা করিতেছেন] মন পক্ষিস্বরূপ [সংসার-

---

১। শবলঃ।

পর্ণপূর্ণে বরারোহে পাপপুণ্যফলান্বিতে।
তত্র শাখাদ্বয়ে স্থূলে শ্রুতদৃষ্টাভিধঃ স্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পক্ষিণং তং সমাক্রম্য জ্ঞানপাশেন পাশয়েৎ[১]।
পক্ষিখেলারতো নিত্যং কটাক্ষঃ শ্রীগুরোঃ প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥
তেন পক্ষদ্বয়ং ছিন্নং যদা ভবতি নিশ্চয়াৎ।
তদা সমুন্মনীভূত উন্মুখো নিশ্চয়াৎ প্রিয়ে ॥ ৩৫ ॥

বৃক্ষে মন পক্ষিস্বরূপ], তৃষ্ণা সেই পক্ষীর চঞ্চু, অতএব সেই মনঃপক্ষী তৃষ্ণাচঞ্চু দ্বারা যুক্ত ; সেই মনঃপক্ষী সর্বদা সঙ্কল্প [ইহা নীল, ইহা পীত এইরূপ জ্ঞানই সঙ্কল্প] ও বিকল্প [ইহা নীল অথবা পীত এইরূপ কোটিদ্বয়াত্মক জ্ঞান বিকল্প] রূপ পক্ষদ্বারা চঞ্চল। মোহ [অবিবেক], মৎসর [অন্যের উপর শুভদ্বেষ], ও কামের [স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ], দ্বারা এবং ক্রোধ [চিত্তের জ্বলনভাব] অহঙ্কার [অহমভিমান] ও দুষ্ট মদ [নিকৃষ্ট হইয়া উৎকৃষ্টের অভিমান] দ্বারা সজ্জিত পুচ্ছযুক্ত [মনরূপ পক্ষীর পুচ্ছ হইতেছে = মোহ, মৎসর, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ও মদ]। কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম এই পক্ষীর পদদ্বয়। এই পক্ষী সংসারবৃক্ষে বসিয়া আছে। সংসার বৃক্ষটি এইরূপ। হে দেবেশি ! ধনপুত্র প্রভৃতি [স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি] এই সংসারবৃক্ষের মূল। অবিদ্যা দ্বারা এই বৃক্ষ বিস্তার লাভ করিয়াছে ; নিন্দা ও স্তুতিরূপ শাখাদ্বারা এই বৃক্ষ সুশোভিত। অভিলাষ [নানাপ্রকার ইচ্ছা] রূপ বিকশিত পুষ্পদ্বারা এই বৃক্ষটি পরিপূর্ণ। পাপ প্রভৃতি [পাপ, উপপাপ, মহাপাপ] পত্রের দ্বারা এই বৃক্ষ পূর্ণ। হে বরারোহে ! পাপ [ভোগ্যরূপে পাপফল দুঃখ] ও পুণ্য [ভোগ্যরূপে পুণ্যফল সুখ] রূপ ফলের দ্বারা এইবৃক্ষ যুক্ত। সেই সংসারবৃক্ষের দুইটি স্থূল শাখায় পক্ষী অবস্থিত। দুইটি স্থূল শাখা হইতেছে শ্রবণ ও দর্শন। [দেখা ও শোনা দ্বারা নানাপ্রকার বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি মনে উৎপন্ন হয়, এইজন্য দেখা ও শোনাকে শাখাদ্বয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে]। সেই পক্ষীকে [মনকে] আক্রমণ করিয়া [ধরিয়া] জ্ঞানপাশের দ্বারা বদ্ধ করিবে [জ্ঞানের দ্বারা মনের প্রবৃত্তি প্রতিহত হইয়া যায়। এইজন্য জ্ঞানকে মনের পাশ [জাল] বলা হইয়াছে]। হে প্রিয়ে! শ্রীগুরুর কটাক্ষ সর্বদা পক্ষীর খেলায়রত [যাহারা পাখী ধরে, তাহারা পাখীকে খেলাইয়া ধরে। শ্রীগুরুর কৃপাকটাক্ষও মনকে খেলাইয়া ধরে অর্থাৎ মনের প্রবৃত্তি বশীভূত করেন। সেই শ্রীগুরুর কটাক্ষদ্বারা যখন পক্ষীর পক্ষদ্বয় [সঙ্কল্প

১। জ্ঞানুৎ।

সর্বসঙ্কল্পরহিতা কলা সপ্তদশী ভবেৎ।
উন্মনী নাম তস্যা হি ভবপাশনিকৃন্তনী১ ॥ ৩৬ ॥
উন্মন্যা সহিতো যোগী ন যোগী নোন্মনী২ পরা।
যথা কর্পূরগো দীপো ন দীপো ন পুনঃ শশী ॥ ৩৭ ॥
অতএব মহেশানি দৃষ্ট্যা সংক্রমণং যজেৎ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন পশ্চাদ্বাচং৩ হি যোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
আদাবকথ্য সংযোজ্যং স্পর্শেনৈব সুলোচনে।
স্পর্শঃ স্পর্শ ইবাভাতি শ্রীগুরোঃ করসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥
স্পর্শেন ধাতবঃ সদ্যো লোহাদ্যাঃ সুরবন্দিতে।
সুবর্ণতাং প্রাপ্য সর্বে বিশিষ্টাভরণান্বিতঃ ॥ ৪০ ॥
করস্পর্শস্তু দেবেশি প্রপঞ্চ-মলিনাদিকম্।
লোহত্বং নাশয়িত্বা হি সুবর্ণত্বং করোতি হি ॥ ৪১ ॥

ও বিকল্প। স্থির হইবে, তখন নিশ্চিতভাবে মন উন্মনীভূত [অর্থাৎ স্থির] হইয়া উন্মুখ অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখ হইবে অর্থাৎ মনে উচ্চচিন্তার উদয় হইবে ॥ ২৩½—৩৫ ॥

সমস্ত সঙ্কল্পশূন্য [মনের সঙ্কল্পশূন্য অবস্থা] কলাই সপ্তদশী কলা [পূর্বে যে ষোলটি আত্মকলার কথা বলা হইয়াছিল তাহার অপেক্ষায়=এই সংকল্পশূন্য অবস্থাটী সপ্তদশকলা]। এই কলার নাম উন্মনী, ইহা সংসারপাশছেদনকারী [মনের সঙ্কল্পশূন্যতা হইলে সংসারবন্ধন থাকে না যেহেতু মন হইতেই বন্ধন]। উন্মনীর সহিতই যোগী হয়, উৎকৃষ্ট উন্মনী যোগী নয় [উন্মনীটি চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা, যোগীর সেই অবস্থা হয়। অবস্থাটি কখনও যোগী হইতে পারে না। যোগী অবস্থাবান্ হন]। যেমন দীপ [অগ্নিপ্রকাশ] কর্পূরে থাকে। কর্পূর দীপ নয়। কিন্তু চন্দ্র সেইরূপ নয় অর্থাৎ কর্পূর যেমন নিজে প্রকাশক নয় কিন্তু দীপ দ্বারা প্রকাশক। চন্দ্র কিন্তু নিজেই প্রকাশক। হে মহেশানি! অতএব গুরু দৃষ্টিদ্বারা সংক্রমণ করিবেন অর্থাৎ নিজের জ্ঞান শিষ্যে সংক্রমণ করিবেন। পরে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের উপদেশ দ্বারা সেই বাক্যের অর্থ যোজনা করিবেন অর্থাৎ বুঝাইয়া দিবেন। [গুরু, কৃপাবলেই শিষ্যের জ্ঞান উৎপাদন করেন। সেইজ্ঞান যাহাতে শিষ্যের দৃঢ় হয়, সেইজন্য পশ্চাৎ মহাবাক্যাদির

১। ভবপাশনিকৃন্তনম্। ২। ন শিবয়। ৩। পশ্চাদ্বাণং।

করে পুষ্প-ফলান্ কৃত্বা ব্রহ্মরন্ধ্রে করং ক্ষিপেৎ।
তস্মাদ্ ব্রহ্ম ত্বমেবাসীতি বাক্যার্থঃ করাদ্ ভবেৎ॥ ৪২॥
অনির্বাচ্যোপদেশোঽয়ং স্পর্শনাদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রকে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে কর্পূরধবলো গুরুঃ॥ ৪৩॥
বরাভয়করো নিত্যো ব্রহ্মরূপী সদাঽনঘঃ।
জাগর্তি পরমেশানি নিজস্থান-প্রকাশকঃ॥ ৪৪॥
পশ্চাৎ ষট্চক্রবিজ্ঞানং শিষ্যায় প্রতিবোধয়েৎ।
আধারং স্বর্ণবর্ণং চ চতুর্দল-সুশোভিতম্॥ ৪৫॥

উপদেশ ও তাহার অর্থবোধন করেন]। হে সুনয়নে! প্রথমে [গুরু] স্পর্শের দ্বারাই অকথ্য [যাহা শব্দের দ্বারা বলা যায় না, সেই ব্রহ্মবস্তু] কে শিষ্যে সংযোজ্য [সংযুক্ত করেন] অর্থাৎ জ্ঞান উৎপাদন করেন। [স্পর্শের দ্বারা শিষ্যের জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে শাম্ভবী দীক্ষা বলে]। শ্রীগুরুর হস্তস্পর্শ বস্তুত স্পর্শ বলিয়াই আভাত হয় [যেহেতু তাহাতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যায়]। হে দেববন্দিতে! যেমন বিশিষ্ট রত্নাদির স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি ধাতু সুবর্ণ হইয়া অলঙ্কারে পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর হস্তস্পর্শ শিষ্যের সংসারমালিন্যরূপ লোহত্ব নষ্ট করিয়া স্বর্ণত্ব অর্থাৎ জ্ঞানিত্ব সম্পাদন করে। হে দেবেশি! সেই হেতু গুরু হস্তে পুষ্প ও ফল লইয়া শিষ্যের ব্রহ্মরন্ধ্রে বিন্যস্ত করিবেন। তাহা হইতেই [গুরুর হস্তস্পর্শ হইতেই] "ত্বং ব্রহ্ম অসি" তুমিই ব্রহ্ম এইরূপ বাক্যার্থজ্ঞান হইবে, হস্ত হইতেই [হস্তস্পর্শ হইতেই] জ্ঞান হয়। শিষ্যের ব্রহ্মরন্ধ্রে হস্তস্পর্শ দ্বারা যে জ্ঞানোৎপাদন ইহা অনির্বাচ্য উপদেশ [এই উপদেশে কোন শব্দ বলিতে হয় না]। হে পরমেশানি! ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে [ছত্রাকারে সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত] কর্পূরতুল্য শুভ্রবর্ণ, সর্বদা নিষ্পাপ নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ, বর ও অভয় করে বিদ্যমান গুরু জাগ্রত আছেন এবং তিনি নিজস্থান অর্থাৎ গুরুস্থানকে প্রকাশিত করিতেছেন। গুরু এইভাবে শিষ্যের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া পরে শিষ্যকে ষট্চক্রের জ্ঞান প্রদান করিবেন বা শিষ্যে ষট্চক্রজ্ঞান প্রতিবোধিত [বুঝান] করিবেন। [৪৫ শ্লোকের শেষার্ধ পর শ্লোকের সহিত অন্বিত বলিয়া, পরের শ্লোকের সঙ্গে উহার অর্থ করা হইবে]॥ ৩৬—৪৫॥

ষট্‌চক্রবর্ণনম্

বাদিসান্তৈ-শ্চতুর্বর্ণৈ-স্তপ্তহেম-সমপ্রভৈঃ।
গণেশসহিতং বিদ্ধি স্বাধিষ্ঠানং ততঃ প্রিয়ে ॥ ৪৬
ইন্দ্রগোপ-প্রতীকাশং স্ফুরদ্‌বিদ্রুম-সন্নিভৈঃ।
বাদিলান্তৈঃ স্ফুরদ্বর্ণৈ র্ব্রহ্মণা মণ্ডিতং প্রিয়ে ॥ ৪৭ ॥
নীলবর্ণং তৃতীয়ং হি মণিপুরং দশারকম্।
বিদ্যুৎপুঞ্জ প্রভাবর্ণৈ র্ডাদি-ফান্তৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ৪৮ ॥
গদাধরং হরিং[১] প্রৌঢ়ং চতুর্থং শৃণু সুব্রতে।
পিঙ্গাভং দ্বাদশারং তু কাদি-ঠান্তৈঃ সুলোচনে ॥ ৪৯ ॥
বিস্ফুলিঙ্গ-প্রভৈর্বর্ণৈঃ শিবেন চ যুতং প্রিয়ে।
বিশুদ্ধচক্রং দেবেশি ধূম্রবর্ণং কলাস্রকম্ ॥ ৫০ ॥
স্বরৈর্মাণিক্য-সংকাশৈ র্মণ্ডিতং পরমেশ্বরি।
জীবাত্মনাধিষ্ঠিতং হি[২] তজ্জানীহি তদন্ততঃ[৩] ॥ ৫১ ॥

আধার অর্থাৎ মূলাধারে যে চক্র আছে তাহা স্বর্ণবর্ণ। সেই চক্রে চতুর্দল-পদ্ম আছে, চতুর্দলপদ্মের চারিটি দল [পত্র] ক্রমে ক্রমে ব, শ, ষ, স এই চারি বর্ণের দ্বারা যুক্ত, আর সেই পদ্মের বর্ণগুলি তপ্ত স্বর্ণের মত প্রভাযুক্ত। সেই চক্রে গণেশ অবস্থিত। এই চক্রের নাম মূলাধার। হে প্রিয়ে! তারপর স্বাধিষ্ঠান চক্র। উহার বর্ণ রক্তবর্ণ কীটতুল্য অর্থাৎ উহা রক্তবর্ণ। এই পদ্মের ছয়টি দল আছে। সেই ছয়টি বর্ণ যথাক্রমে ব, ভ, ম, য, র, ল, ব। এই বর্ণ-গুলির রং প্রকাশমান প্রবালের মত। বর্ণগুলি স্পষ্ট। এই চক্রে ব্রহ্মা অবস্থান করেন। হে প্রিয়ে! তৃতীয় চক্র নীলবর্ণ অর্থাৎ পদ্মটি নীলবর্ণ। উহার নাম মণিপুর। উহা নাভিতে বিদ্যমান। এই পদ্মের দশটি দল [পত্র আছে]। সেই পত্রে যথাক্রমে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ আছে। সেই বর্ণ বা অক্ষরগুলির রং বিদ্যুতের মত। এই চক্রে গদাধর হরি প্রকট-ভাবে বিদ্যমান। হে সুব্রতে! চতুর্থচক্রের কথা শ্রবণ কর। হে সুনয়নে! চতুর্থ চক্র হৃদয়দেশে বিদ্যমান। এই চক্রের পদ্মের বারটি দল [পত্র] আছে। পদ্মটির বর্ণ পিঙ্গল। আর তাহাতে বর্ণগুলি আছে তাহার রং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের

১। গদাধরহরিং। ২। হি জানীহি। ৩। তদনন্তরম্।

আজ্ঞাচক্রং মহেশানি বিদ্যুৎকোটি-সমপ্রভম্।
দ্বিদলং হক্ষবর্ণাভ্যাং শুভ্রাভ্যাং পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৫২।
পরমাত্ম-স্বরূপাঢ্যং নাদরূপং হি সপ্তমম্।
নাদো বিলীনো তস্মাদ্ ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৩ ॥
দেহেঽক্ষরাণি দেবেশি নাদ এবাত্র কারণম্।
নাদঃ পবনসংযোগাৎ কুণ্ডলিন্যা যুতো যদা ॥ ৫৪ ॥
প্রসন্নপরমেশানি[১] ষট্‌চক্রাণাং দলেষু সঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপত্বং প্রাপ্তবান্ সুরবন্দিতে ॥ ৫৫ ॥
অব্যক্তরূপতাং প্রাপ্তা উদাত্তাদিস্বরৈঃ ক্রমাৎ।
এবং সর্বজ্ঞতাং তস্মৈ দত্ত্বাচ্ছিষ্যায়[৩] সদ্‌গুরুঃ ।। ৫৬ ॥
শিষ্যস্তদা শ্রীগুরোস্তু পূজাং কুর্যাৎ সুলক্ষণাম্।
রত্নাভরণ-শোভাঢ্যাং পট্টবস্ত্র-ধনান্বিতাম্ ॥ ৫৭ ॥

প্রভার মত। সেই বর্ণগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ। এই চক্রে শিব বিদ্যমান। ইহার নাম অনাহত চক্র। হে দেবেশি! ইহার পর বিশুদ্ধ চক্র। এই চক্রে পদ্মের বর্ণ ধূম্র [ধূমের বর্ণের মত]। এই পদ্মের ১৬টি দল আছে। ষোলদল যথাক্রমে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং (ং) অঃ [ঃ] এই ষোলটি স্বরবর্ণ আছে। এই বর্ণগুলির রং মাণিক্যের মত। এই চক্র কণ্ঠে অবস্থিত। এই চক্রে জীবাত্মা অবস্থিত। হে পরমেশ্বরি! তারপর আজ্ঞাচক্র জানিবে। এই আজ্ঞাচক্র ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশে বিদ্যমান। হে মহেশানি! এই আজ্ঞাচক্রের পদ্মটি কোটি বিদ্যুৎ-প্রভাতুল্য প্রভাযুক্ত। এই পদ্মে দুইটি দল আছে। দুইটি দলে যথাক্রমে 'হ ও ক্ষ' এই দুই বর্ণ বিদ্যমান। বর্ণদুইটির রং শুভ্র। এই চক্রে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। এরপর সপ্তম চক্রকে নাদস্বরূপ বলা হয়। অবশ্য সেখানে কোন পদ্ম নাই। নাদকে পূর্বে শক্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে। উহা [নাদ] বিলীন অবস্থায় যখন বিদ্যমান, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় অথবা বিলীন অবস্থাপন্ন নাদই ব্রহ্ম ॥ ৪৫২/১—৫৩ ॥

হে দেবেশি! দেহে অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে ষট্‌চক্রে যে অক্ষরসকল

১। প্রসন্নঃ। ২। [illegible] প্রাপ্য উদাত্তাদিস্বরৈঃ। ৩। দত্ত্বা শিষ্যায়।

গজাশ্বমহিতাং ভদ্রে মহিষীগোসমন্বিতাম্।
ক্ষেত্রগ্রাম-মহারাম-রম্যাং চেটীশতান্বিতাম্ ॥ ৫৮ ॥
সুবর্ণরশ্মিভরিতাং[১] কস্তুরীচন্দ্রচন্দনাম্।
গুরুং সন্তোষ্য বিধিবৎ প্রসাদং তত্ত্বসংযুতম্ ॥ ৫৯ ॥
গৃহ্নীং[২]য়াচ্ছিষ্যবর্যস্তু[৩] গুরুস্তস্য[৪] অনন্তরম্।
বালাং প্রকাশয়েৎ কর্ণে দক্ষিণে চ ততঃ পরম্ ॥ ৬০ ॥
পঞ্চসিংহাসনগতা বিদ্যাঃ পশ্চাৎ প্রকাশয়েৎ।
ততো রহস্যং পরমং মহাত্রিপুর-সুন্দরীম্ ॥ ৬১ ॥

আছে, নাদই তাহাদের কারণ। যখন বায়ু সংযোগবশত নাদ, কুণ্ডলিনীর [মূলাধারচক্রে বিদ্যুদ্বর্ণা, সর্পাকৃতি, দ্বিমুখবিশিষ্টা, স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ছিদ্রে মুখ দিয়া সুষুপ্তা শক্তিকে কুণ্ডলিনী বলে] সহিত যুক্ত হইয়া প্রসন্নতা [স্বচ্ছতা] প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নাদই ষটচক্রের দল [পদ্মপত্র] গুলিতে পঞ্চাশদ্ বর্ণ স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। হে পরমেশানি! হে দেববন্দিতে! সেই নাদ ক্রমে ক্রমে উদাত্ত প্রভৃতি [উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, প্রচয়] স্বররূপে অব্যক্ত স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সদ্গুরু এইভাবে [যেরূপ ষট্চক্রাদির বর্ণনা করা হইল] সেই শিষ্যকে সর্বজ্ঞতা প্রদান, করিবেন। শিষ্যও তখন [গুরুকৃপা প্রাপ্তিকালে] শ্রীগুরুর উত্তমলক্ষণযুক্ত [অতি উত্তম] পূজা করিবে। রত্নালঙ্কার, পট্টবস্ত্র [পশমীকাপড়], ধন, হস্তী, অশ্ব, মহিষী, গাভী, জমি, গ্রাম, বড় উপবন অর্থাৎ বাগান, একশত দাসী, সুবর্ণরাশি, কস্তুরী, কর্পূর, চন্দন প্রভৃতি প্রদান করিয়া শিষ্য গুরুর পূজা করিবে। গুরুকে যথাবিধি [শাস্ত্র বিধি অনুসারে] সন্তুষ্ট করিয়া শিষ্য গুরুর প্রসাদ গ্রহণ করিবে, সেই প্রসাদের সহিত তত্ত্ব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান থাকিবে। অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণপূর্বক শিষ্য গুরুর প্রসাদ [প্রসন্নতা] গ্রহণ করিবে। অনন্তর গুরু সেই শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে বালা অর্থাৎ ত্রিপুরা বালার মন্ত্র প্রকাশ করিবেন [প্রদান করিবেন]। তার পর পঞ্চ সিংহাসন মন্ত্র [এই গ্রন্থের ষষ্ঠ পটল হইতে নবম পটল পর্যন্ত পঞ্চ সিংহাসনগত বিদ্যার [মন্ত্র] কথা বর্ণিত হইয়াছে] প্রদান করিবেন। তারপর পরম রহস্য [গোপ্য] মহাত্রিপুরসুন্দরীর মন্ত্র প্রদান করিবেন ॥ ৫৪—৬১ ॥

১। সুবর্ণরাশিভরিতাম্। ২। গৃহীত্বা।
৩। শিষ্যবর্গস্তু। ৪। [illegible]।

শ্রীবিদ্যায়া অতিশ্রেষ্ঠত্বম্

প্রকাশয়েদ্দক্ষকর্ণে পরব্রহ্মময়ীং প্রিয়ে।
সর্বসৌভাগ্যজননীং ভোগমোক্ষফলপ্রদাম্ ॥ ৬২ ॥
শ্রীবিদ্যাং ষোড়শার্ণাং তু ব্রহ্মানন্দ-স্ফুরৎকলাম্।
ন প্রকাশয় দেবেশি সর্বস্বমিব সুব্রতে ॥ ৬৩ ॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু যামলেষ্বপি সুব্রতে।
গুপ্তা শ্রীষোড়শার্ণেয়ং নিধানমিব সংস্মরেৎ[১] ॥ ৬৪ ॥
সহোদরায় সর্বস্ব-প্রাণদায়াপি বন্ধবে।
রাজ্ঞে রাজ্যপ্রদায়াপি পুত্রায় প্রাণদায় চ ॥ ৬৫ ॥
ন দেয়া ষোড়শার্ণেয়ং দেয়ং[৩] সর্বস্বমদ্রিজে[৪]।
সপুত্রদারসহিতং শিরো দেয়ং কথঞ্চন ॥ ৬৬ ॥
উদকে লবণং লীনং যথা ভবতি শৈলজে।
মনো ভবতি বৈ লীনং[৫] পাদয়োঃ শ্রীগুরোঃ প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

হে প্রিয়ে! হে দেবেশি! হে সুব্রতে! শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে সকল সৌভাগ্যের জননী, ভোগ ও মোক্ষ ফলদায়িনী, ব্রহ্মানন্দকলার প্রকাশিকা [ব্রহ্মানন্দ অভিব্যক্ত হয় যাহা হইতে] পরব্রহ্মময়ী [পরব্রহ্মস্বরূপিণী], ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা [শ্রীবিদ্যার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র] প্রকাশিত [প্রদান] করিবে। সর্বস্বের মত ইহাকে প্রকাশিত করিবে না। [পূর্বে বলিলেন—প্রকাশ করিবে, আবার পরে বলিতেছেন প্রকাশ করিবে না। ইহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ কথন মনে হয়। কিন্তু তা নয়। তাৎপর্য এই যে অতি উত্তম অধিকারীকে এই বিদ্যা প্রদান করিবে, যাকে তাকে ইহা দিবে না]। হে সুব্রতে! বেদশাস্ত্রসমূহ, পুরাণসমূহ এবং যামলসমূহে [তন্ত্র শাস্ত্র তিন প্রকার—আগম, তন্ত্র ও যামল। সেই যামলে ইহা গুপ্ত। অথবা এখানে সামান্যভাবে তন্ত্র-শাস্ত্রমাত্রকে যামল বলা হইয়াছে। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রসমূহেও ইহা গোপ্য] এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা গুপ্তা। ইহাকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রত্নের মত মনে করিবে। হে পর্বতনন্দিনি! সহোদর ভ্রাতাকে, সর্বস্বদাতাকে এমন কি প্রাণদাতাকে, বন্ধুকে, রাজাকে, রাজ্যদানকারীকে, প্রাণপ্রদ পুত্রকেও এই

১। সংস্মর। ২। সর্বস্বপ্রাণদায়াপি। ৩। ষোড়শার্ণেয়ং ন সর্বস্ব। ৪। সর্বস্বমপি অদ্রিজে। ৫। মনো ভবতি তল্লীনম্।

তদা দেয়া মহাবিদ্যা কৃপয়া ষোড়শাক্ষরী।
অক্ষরৈঃ সহিতা বাঽপি নিরক্ষরতয়া স্থিতা ॥ ৬৯ ॥
আকাশে নীলিমা দেবি ভ্রান্ত্যা দৃষ্টোদরে[১] যথা।
অক্ষরাণি তথা সন্তি শ্রীবিদ্যায়াং সুরেশ্বরি ॥ ৭০ ॥
ষোড়শার্ণাং ব্রহ্মরূপাং জানীহি পরমেশ্বরি।
যথা রত্নময়ে দীপে কজ্জলং নৈব বিদ্যতে[২] ॥ ৭১ ॥
শ্রীবিদ্যায়াং তথাঽব্যক্তব্যক্ততা[৩] বীরবন্দিতে।
ন দদ্যাদ্ যস্য কস্যাপি দদ্যাৎ প্রাণপ্রিয়ায় চ ॥ ৭২ ॥
কৃতার্থোঽসি শিশোর্বাক্যং প্রবদেদ্দেশিকোত্তমঃ।
ষোড়শার্ণাং মহাবিদ্যাং ন দদ্যাদ্ ব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ৭৩ ॥

ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যা দিবে না। স্ত্রীপুত্রের সহিত নিজের মস্তক দিবে তথাপি এই ষোড়শাক্ষরী বিদ্যা কিছুতেই দিবে না। হে শৈলজে! হে প্রিয়ে! জলে যেমন লবণ লীন হইয়া যায় সেইরূপ যাহার মন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে লীন হয়, সেই অবস্থায় ঐরূপ শিষ্যকে [গুরু] কৃপাপূর্বক ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা প্রদান করিবেন। হে সুরেশ্বরি! শ্রীবিদ্যার [মন্ত্রের] যে অক্ষর সকল তাহার সহিত নিরক্ষররূপে বিদ্যা অবস্থান করেন অর্থাৎ ষোড়শ অক্ষর যুক্ত শ্রীবিদ্যা মন্ত্র দ্বারা যে শ্রীবিদ্যা দেবী অভিহিত হন তিনি আবার পরব্রহ্মস্বরূপে অক্ষরের দ্বারাও অবাচ্য। সেখানে কোন অক্ষর বা বর্ণ নাই। হে দেবি! আমরা যে আকাশ দেখিতে পাই তাহার যেন উদর দেখা যায় অর্থাৎ উল্টানো বড় কড়ার মত দেখা যায়। সেই আকাশে নীল বর্ণ যেমন ভ্রান্তিবশত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীবিদ্যাতে [পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীবিদ্যাদেবীতে] অক্ষরগুলি ভ্রান্তিবশত মনে হয়। বস্তুত শ্রীবিদ্যাতে কোন অক্ষর নাই। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৬২—৭০ ॥

হে পরমেশ্বরি! এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে। যেমন রত্ননির্মিতদীপে কজ্জল পড়ে না, সেইরূপ হে বীরবন্দিতে! শ্রীবিদ্যাতে ব্যক্ততা নাই। শ্রীবিদ্যা অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ; বস্তুত ব্যক্ততা তাহাতে নাই। যাহাকে তাহাকে এই বিদ্যা দিবে না। প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিকে ইহা দিবে।

১। পৃষ্টোদরে। ২। বিদ্যতে অপি। ৩। তথা দেবি ব্যক্ততা বীরবন্দিতে।

একোচ্চারেণ দেবেশি বাজপেয়স্য কোটয়ঃ।
অশ্বমেধসহস্রং[১] তু তুলাং নায়াতি সর্বদা ॥ ৭৪ ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবো ভবেৎ।
ধেনূনাং কপিলানাং হি দত্তা যৈঃ কোটিকোটয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি তুলাং নায়াতি সর্বদা।
অর্ধোদয়ে পুণ্যতিথৌ হেমভার-সহস্রকম্ ॥ ৭৬ ॥
তুলাপুরুষকোট্যস্তু তুলাং নায়ান্তি ষোড়শীম্।
যদা যদ্বর্ণ্যতে বস্তু তদা সর্বং নিরাময়ম্ ॥ ৭৭ ॥
তথাঽ জ্ঞেয়া মহাবিদ্যা ষোড়শার্ণা বরাননে।
পরমাত্ম স্বরূপেয়ং বিশ্বস্পন্দন-রূপিণী ॥ ৭৮ ॥

[হে পার্বতি!] তুমি এই বিদ্যা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলে। উত্তম আচার্য যখন এই শ্রীবিদ্যার উপদেশ দেন তখন শিশুর বাক্য বলেন—অর্থাৎ শিশুর বাক্য যেমন অস্ফুট অবাচ্য, সেইরূপ এই শ্রীবিদ্যার উপদেশ অবাচ্য [অব্যক্ত] ব্রহ্মরূপিণী ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যারূপ মহাবিদ্যা [গুরু] অপরকে দিবেন না। অথবা শিশুর বাক্য যেমন বুঝা যায় না। উত্তমগুরু সেইরূপ শ্রীবিদ্যাকে অব্যক্তভাবে বলিবেন, স্পষ্টভাবে কাহাকে বলিবেন না বা দিবেন না। এই শ্রীবিদ্যারূপ ষোড়শাক্ষরীর একবার উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, কোটি বাজপেয় যাগ বা সহস্র অশ্বমেধ যাগ কখনও তাহার তুলনা প্রাপ্ত হয় না। এই শ্রীবিদ্যা একবার উচ্চারণ করিলে সমস্ত পৃথিবীর প্রদক্ষিণ [প্রদক্ষিণতুল্য ফল] হইয়া যায়। যাহারা কোটি কোটি * কপিলা ধেনু দান করে, তাহাদের সেই দানের ফল একবার উচ্চারিত শ্রীবিদ্যার ফলের তুলনা কখনও প্রাপ্ত হয় না।

অর্ধোদয়ে [পৌষ বা মাঘমাসের অমাবস্যাতে রবিবার, শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে তাহাকে অর্ধোদয়যোগ বলে] পুণ্যতিথিতে এক হাজার সুবর্ণভারের দান বা কোটি কোটি তুলাপুরুষ দানও [সুবর্ণের তুলা (পাল্লা) নির্মাণ করিয়া তাহাতে নিজে বসিয়া নিজের শরীরের পরিমিত সুবর্ণপুরুষ মাপিয়া দান করাকে তুলাপুরুষ দান বলে। উহাতে যজ্ঞাদি অনেক অনুষ্ঠান

১। অশ্বমেধসহস্রাণি তত্ত্বজ্ঞানং সমাচরেৎ। ২। তথা চেয়ং মহাবিদ্যা।

* সুবর্ণের মত বর্ণবিশিষ্ট ধেনু কপিলাধেনু।

অজপা গায়ত্রী

শ্বাসোচ্ছ্বাসতয়া দেবি ষট্‌শতান্যেক-বিংশতিঃ।
সহস্রাণি দিবারাত্রৌ হংসঃ-শব্দজপো ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
স্পন্দনত্বেন সকলং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্বতঃ।
আত্মত্বেনাজপা জ্ঞেয়া সূর্যসোম-স্বরূপিণী ॥ ৮০ ॥
নিরঞ্জন-স্বরূপা চ নিরাভাস-স্বরূপিণী।
অতনুত্ব-তনুত্বাভ্যাং সূক্ষ্মত্বেন বরাননে ॥ ৮১ ॥
প্রবোধা-[১] পাদনেনাপি মণ্ডিতা[২] বহ্নিজায়য়া।
ষড়ঙ্গৈঃ শোভিতাং দেবীং হংসেনৈব প্রপূজিতাম্ ॥ ৮২ ॥
অব্যক্তরূপ-[৩] গায়ত্রীচ্ছন্দোবক্ত্রাং বরাননে।
সাক্ষাৎ পরমহংসাভাং দেবতাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৮৩ ॥
শ্রীবিদ্যাং ব্যাপিকাং বিদ্ধি পরজ্যোতিঃস্বরূপিণীম্।
আত্মস্বরূপ[৪]-লিঙ্গং হি মায়াগেহগতং প্রিয়ে ॥ ৮৪ ॥

থাকে] এই ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যার তুল্যতা প্রাপ্ত হয় না। হে বরাননে! যখন যে বস্তুর বর্ণনা করা হয়, সেই বস্তু নির্দোষ বলিয়া তখন ধরা হয়। এইরূপ যেমন সমস্ত দোষশূন্য বস্তু প্রশংসিত হয়, ষোড়শাক্ষরী এই মহাবিদ্যাকে সেইরূপ জানিবে অর্থাৎ জগতে সমস্ত নির্দোষ বস্তুতুল্য হইতেছে এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা। এই বিদ্যা পরমাত্মস্বরূপ এবং সমস্ত জগতের স্পন্দনরূপিণী অর্থাৎ সমস্ত জগতের স্পন্দনের মূল এই বিদ্যা ॥ ৭১—৭৮ ॥

হে দেবি! শ্বাস [নিশ্বাস] ও উচ্ছ্বাস [প্রশ্বাস] রূপে দিবারাত্রিতে [এক অহোরাত্রে] জীবের একুশ হাজার ছয়শত বার 'হংসঃ' শব্দের জপ হইতেছে। [শ্বাস বায়ুর বহির্গমন সময়ে 'হং' ও প্রবেশের সময় 'সঃ' জপ হইতেছে। শ্বাস ও প্রশ্বাস ২১৬০০ বার দিবারাত্রে হয়, অতএব ২১৬০০ বার অজপা জপ হয়। ইহা জীব জানিতে পারে না। জানিতে পারিলে আর মালাদিজপ করিতে হয় না]। এই হংসজপ স্তন্দন বা স্পন্দনরূপে সমস্ত বস্তুকে সর্বপ্রকারে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই অজপাকে আত্মারূপে জানিবে। ইহা সূর্য ও চন্দ্র স্বরূপিণী ['হং'=সূর্য। সঃ=চন্দ্র]। আর ইহা নিরঞ্জন

১। প্রচোদয়াদনেনাপি। ২। মণ্ডিতাং। ৩। অব্যক্তরূপা গায়ত্রী।
৪। আত্মস্বরূপঃ লিঙ্গং।

শ্রদ্ধাতসঙ্গিনী-নীরক্ষালিতং[1] ভববন্দনম্।
সুমনোমণ্ডিতং বাঽপি সমাধিকুসুমৈঃ[2] বরম্ ॥ ৮৫ ॥
জ্ঞানাঙ্গারে প্রপঞ্চাখ্যং ধূপং দীপং চ চিন্ময়ম্[3]।
অধিতিষ্ঠতি সর্বত্র সর্বনৈবেদ্য-মণ্ডিতম্ ॥ ৮৬ ॥
নিষ্প্রপঞ্চং নিরাভাসং কেবলং ব্রহ্মসৎকলম্।
ষোড়শার্ণা পরা বিদ্যা শ্রীবিদেত্যভিধীয়তে ॥ ৮৭ ॥

[নিষ্কলঙ্ক] স্বরূপা এবং বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশশূন্য স্বরূপা। হে বরাননে! এই অজপা অশরীর ও শরীর বিশিষ্টরূপে সূক্ষ্মা অর্থাৎ ইহার কল্পিতরূপে শরীর আছে বস্তুত শরীর নাই। বহ্নিজায়া অর্থাৎ "স্বাহা" মন্ত্র দ্বারা ইহা প্রবোধ প্রাপ্ত হন [জাগরিত হন]। ["সোঽহং হংসঃ স্বাহা" এই ভাবে অর্থচিন্তাপূর্বক জপ করিলে এই অজপা গায়ত্রী জাগরিতা হন]। ইনি ছয় অঙ্গের [হৃদয়, শিরঃ, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতলকর] দ্বারা শোভিত, এই দেবী [অজপা গায়ত্রীদেবী] "হংস" মন্ত্রের দ্বারা পূজিত। ইঁহার রূপ [স্বরূপ], গায়ত্রীছন্দঃ ও মুখ অব্যক্ত। হে বরাননে! ইনি সাক্ষাৎ পরমহংস [পরমাত্মা] পরমেশ্বরী দেবতা স্বরূপ। ইঁহাকে পরমজ্যোতিঃস্বরূপিণী, ব্যাপিকা শ্রীবিদ্যা বলিয়া জানিবে। এই শ্রীবিদ্যা আত্মস্বরূপের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপিকা। হে প্রিয়ে! ইনি জীবের নিকট [প্রচ্ছন্নভাবে] মায়াগৃহে অবস্থিত অর্থাৎ মায়ায় অপ্রকাশিত। শ্রদ্ধারূপ জলের দ্বারা ক্ষালিত [ধৌত] জগতের বন্দনীয়। [শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইঁহার বন্দনা করিতে হয়]। উত্তম [শুদ্ধ] মনের দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব মনের দ্বারা ইঁহার চিন্তা করিতে হয়] সমাধিপুষ্পের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমাধি-যোগে ইঁহাকে বরণ করিতে হয়। জ্ঞানরূপ অঙ্গারে জগৎরূপ ধূপ দিতে হয় অর্থাৎ জ্ঞানে জগৎ লয়পূর্বক ইঁহার পূজা চিন্তা করিতে হয়। আর চিন্ময় দীপ দিতে হয় অর্থাৎ ইঁহার দীপ হইতেছে চিন্ময়—চৈতন্যস্বরূপ। ইনি সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন, সমস্ত নৈবেদ্য দ্বারা ভূষিত অর্থাৎ সমস্তই ইহার নৈবেদ্য ইনি সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেন। ইঁহাতে প্রপঞ্চ বা জগৎ বস্তুত নাই। ইঁহাকে কেহ প্রকাশিত করিতে পারে না [স্বয়ংপ্রকাশ] কেবল ব্রহ্মরূপ সৎকলাবিশিষ্ট অর্থাৎ সদ্‌ব্রহ্ম-স্বরূপ। এই ষোড়শাক্ষরী পরা বিদ্যা [শ্রীবিদ্যা] পূর্বোক্ত স্বরূপ বলিয়া ইঁহাকে শ্রীবিদ্য বলা হয় ॥ ৭৯—৮৭ ॥

১। ক্ষালিতং ভাববন্দিনম্। ২। সমার্চিতকুসুমৈর্বরম্। ৩। তন্ময়ম্।

শুক্লপক্ষে শুভদিনে শুভবারে বরাননে।
মন্ত্রাদ্যারম্ভণং কুর্যাদ্ গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ ॥ ৮৮ ॥
ন বারমাসদোষা হি গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ।
পবিত্রং[১] সর্বদেবশি দানমেবং[২] শুভে দিনে ॥ ৮৯ ॥
চৈত্রে[৩] বৈ নিষ্ফলং জ্ঞেয়ং নীরজায়তলোচনে।
বৈশাখে ক্ষেত্রলাভং চ জ্যৈষ্ঠে চ মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৯০ ॥
আষাঢ়ে বন্ধুনাশং চ শ্রাবণে চ শতায়ুষম্।
ক্ষয়ো ভাদ্রপদে মাসি আশ্বিনে রত্নসম্পদঃ ॥ ৯১ ॥
কার্তিকে তু ভবেল্লক্ষ্মী র্মার্গশীর্ষে ধনং মহৎ।
পৌষে[৪] তু সম্ভবেৎ ক্লেশো মাঘে সম্পত্তিরুত্তমা ॥ ৯২ ॥
ফাল্গুনে সর্বকার্যাণি মাসানাং ফলমীদৃশম্।
শিষ্যস্য প্রথমার্ণং হি গৃহীত্বা সুন্দরি প্রিয়ে ॥ ৯৩ ॥
নাম সঙ্কল্পয়েদ্দেবি মনোজ্ঞং[৫] স্থিরবুদ্ধয়ে।
শ্রীবিদ্যাং হৃদয়ে[৬] তস্য ন্যসেদব্যক্ত-রূপিণীম্ ॥ ৯৪ ॥

হে বরাননে! শুক্লপক্ষে শুভদিনে [সিদ্ধিযোগ (শুক্রবারে নন্দা ইত্যাদি), অমৃতযোগ ইত্যাদিতে] শুভবারে [শুক্র, গুরু, সোম, বুধ] মন্ত্রাদির [মন্ত্রজপ, পুরশ্চরণ, হোম ইত্যাদি] আরম্ভ করিবে। অথবা চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণে মন্ত্রাদি জপ আরম্ভ করিবে। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে বারদোষ এবং মাসদোষ লাগে না। হে সর্বদেবেশি [সকল দেবতার নিয়ন্ত্রণকারিণি] শুভদিনে [শুভযোগে] দানই [দান, জপ, হোম ইত্যাদি] পবিত্রকারক। হে পদ্মনয়নে! চৈত্রমাসে দানাদি নিষ্ফল জানিবে। বৈশাখ মাসে দানাদিতে ভূমি লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে নিশ্চিত মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুর মৃত্যু, শ্রাবণে শতবৎসর আয়ুঃপ্রাপ্তি, ভাদ্রমাসে ক্ষয় হয়, আশ্বিনে রত্নসম্পদ্ হয়, কার্তিকমাসে লক্ষ্মীলাভ, অগ্রহায়ণে মহৎ ধন হয়, পৌষে ক্লেশপ্রাপ্তি, মাঘমাসে উত্তম সম্পত্তিপ্রাপ্তি হয়, ফাল্গুন মাসে সমস্ত কার্য সিদ্ধ হয়। মাসসমূহের এইরূপ ফল কথিত হইল। হে সুন্দরি! হে প্রিয়ে! শিষ্যের নামের প্রথম অক্ষর গ্রহণ করিয়া সেই প্রথম অক্ষরটি নামের বা মন্ত্রের

১। পবিত্রং পত্রদেবেশি। ২। বামনং বা শুভে দিনে। ৩। চৈত্রেহনিষ্টফলং। ৪। পুষ্যে তু সকলা রোগাঃ। ৫। মনোহহং স্থিতিবুদ্ধয়ে। ৬। হৃদয়ে ন্যসা।

শ্রীবিদ্যাক্ষর-পঙ্‌ক্তিস্তু পরব্রহ্মণি চিন্ময়ী১।
উদকে লবণং লীনং যথা তিষ্ঠতি পার্বতি ॥ ৯৫ ॥
তস্মাদ্ ব্রহ্মময়ীং বিদ্ধি সর্বশাস্ত্রেষু যোজিতাম্ ॥ ৯৬ ॥
ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে দীক্ষাবিধির্নাম
চতুর্বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৪ ॥

প্রথম অক্ষর হইবে, সেইরূপ মনোহর নাম [মন্ত্র] শিষ্যের স্থিরবুদ্ধির নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে অর্থাৎ শিষ্যকে সেই নাম বা মন্ত্র দিবে। শিষ্যের হৃদয়ে অব্যক্ত-রূপিণী শ্রীবিদ্যার ন্যাস করিবে। হে পার্বতি! যেমন জলে লবণ লীন হইয়া থাকে সেইরূপ শ্রীবিদ্যার অক্ষরগুলি পরব্রহ্মে লীনরূপে বিদ্যমান। উহা অর্থাৎ শ্রীবিদ্যার অক্ষরগুলি চিন্ময়। সুতরাং শ্রীবিদ্যাকে সর্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য [ব্যাখ্যাত] ব্রহ্মময়ী বলিয়া জানিবে ॥ ৮৮—৯৬ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের চতুর্বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

---

১ চিন্ময়ীম্।

অথ পঞ্চবিংশঃ পটলঃ

পবিত্রারোপণবিধিঃ

ঈশ্বর উবাচ

পবিত্রারোপণং বক্ষ্যে সাধকানাং হিতায় চ।
বর্ষমাত্রকৃতা পূজা সফলা[১] ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১ ॥
তস্মাৎ পবিত্রপূজা হি কর্তব্যা সিদ্ধিহেতবে।
আরভ্য মিথুনার্কং হি তুলাসংক্রান্তি-মাসকম্ ॥ ২ ॥
অতিরম্যা মহাপূজা পবিত্রাণাং সুরেশ্বরি।
পক্ষদ্বয়েঽপি পূজা স্যাচ্চতুর্থ্যামষ্টমীদিনে ॥ ৩ ॥
নবম্যাং বা চতুর্দশ্যাং পবিত্রারোপণং যজেৎ।
সৌবর্ণরৌপ্য-তাম্রাণাং সূক্ষ্মসূত্রাণি কারয়েৎ ॥ ৪ ॥
কার্পাসসম্ভবান্যেব[২] পট্টসূত্র-সমুদ্ভবম্।
ত্রসরীসূত্র-সম্ভূতং পদ্মবল্কল-সম্ভবম্ ॥ ৫ ॥

মহাদেব বলিলেন—হে সুরেশ্বরি! সাধকগণের হিতের নিমিত্ত পবিত্রারোপণ [পবিত্রারোপণ একটি উৎসব। ইষ্টদেবতাকে যজ্ঞোপবীত প্রদান এই উৎসবের প্রধান কর্ম। বৈষ্ণবদেরও শ্রাবণ মাস হইতে কার্তিকের পূর্বে শুক্লপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞোপবীতদান করিতে হয়। এই পবিত্রারোপণ বৎসরের মধ্যে একবার করিতে হয়। না করিলে সমস্ত বৎসরের পূজা নিষ্ফল হয়। এখানে শক্তিসাধকেরও এই পবিত্রারোপণ বলা হইতেছে—ইহাতেও যজ্ঞোপবীত দান দেবীর উদ্দেশ্যে করিতে হয়] বলিতেছি। এই পবিত্রারোপণ উৎসব করিলে সমস্ত বৎসরের পূজা নিশ্চয় সফল হয়। সেই হেতু সিদ্ধির নিমিত্ত পবিত্র পূজা করিবে। সূর্যের মিথুন রাশি গমন অর্থাৎ আষাঢ় মাসে আরম্ভ করিয়া তুলা সংক্রান্তি মাস অর্থাৎ কার্তিক মাসের মধ্যে পবিত্রের [যজ্ঞোপবীতের] অতিসুন্দর মহাপূজা করিতে হয়। চতুর্থী অথবা অষ্টমী বা নবমী কিংবা চতুর্দশী তিথিতে পবিত্রারোপণ পূজা [উৎসব] করিবে। সোনার বা রূপার বা তামার সূক্ষ্ম সূত্র রচনা করিবে, অথবা কার্পাস তুলার সূত্র, কিংবা পট্ট [পশমী] সূত্র হইতে উৎপন্ন, অথবা তন্তুবায়ের উপকরণ-

---

১। নিষ্ফলা। ২। কার্পাসসম্ভবাসূত্র।

সর্ভমুঞ্জশণোদ্ভূতং পবিত্রায় প্রকল্পয়েৎ।
প্রণবশ্চন্দ্রমা বহ্নি র্ব্রহ্মা নাগো গুহো রবিঃ ॥ ৬ ॥
সাম্বাখ্যঃ সর্বদেবশ্চ নবতন্তুষু পূজয়েৎ।
শিরোমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য হৃন্মন্ত্রেণ ততঃ পরম্ ॥ ৭ ॥
প্রক্ষালয়েত্ততোঽভ্যুক্ষ্যাস্ত্র[১]মন্ত্রেণ চ[২] দেশিকঃ।
অবরুধ্য চ নেত্রেণ গ্রথিতং কবচেন হি ॥ ৮ ॥
রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং চ রক্তচন্দনচন্দনৈঃ।
কস্তুরীঘুসৃণাদ্যৈশ্চ কর্পূরৈর্ন [র্না] গরৈরপি[৩] ॥ ৯ ॥
গৈরিকাদ্যৈ র্বিচিত্রং তৎ কারয়েৎ সুমনোহরম্।
মূলমন্ত্রেণ চাভ্যুক্ষ্য স্থাপয়েদীশকোণকে ॥ ১০ ॥
পবিত্রবৃন্দং সকলং ষড়ঙ্গৈস্তু পবিত্রিতম্।
কৃত্বা দেবেশি পূর্বস্মিন্ দিবসে সদ্য এব বা ॥ ১১ ॥

বিশেষ হইতে উৎপন্ন সূত্র দ্বারা কিম্বা পদ্মের বল্কল অর্থাৎ মৃণাল সূত্র হইতে, উৎপন্ন, কুশ, মুঞ্জতৃণ অথবা শণ হইতে নির্মিত সূত্রকে পবিত্রের [যজ্ঞোপবীতের] জন্য ব্যবহার করিবে [ষষ্ঠ শ্লোকের শেষার্দ্ধের অনুবাদ পরবর্তী শ্লোকের অনুবাদের সহিত করা হইবে। যেহেতু পরের সহিত ইহার অন্বয় আছে ॥ ১—৫½ ॥

পবিত্রের [যজ্ঞোপবীতের] নয়টি তন্তুতে [গুণে] প্রণব, চন্দ্র, বহ্নি, ব্রহ্মা, নাগ, গুহ [কার্তিক], রবি, সাম্ব, এবং সর্বদেব এই নয় জনের পূজা করিবে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শিরোমন্ত্রের [ঐং] দ্বারা পবিত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া হৃৎমন্ত্রে [নমঃ] প্রক্ষালিত করিবে। অস্ত্রমন্ত্রের [ফট্] দ্বারা পবিত্রকে অভ্যুক্ষণ করিয়া নেত্রমন্ত্রে [ঔঁ] অবরোধ [সংস্কারবিশেষ] করত কবচের [হুঁ] দ্বারা গ্রথিত [গ্রন্থি] করিবে। রোচনা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কস্তুরী, ঘুসৃণ [সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ] প্রভৃতির দ্বারা এবং কর্পূর, নাগর, [একরকম রঙিন বস্তু] প্রভৃতি দ্বারা এবং গৈরিকপ্রভৃতি দ্বারা বিচিত্র মনোহর করিবে। মূল মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিয়া [যেই দেবীর পবিত্রারোপণ উৎসব হইবে

১। অভ্যুক্ষ্য শস্ত্রমন্ত্রেণ। ২। চ নাস্তি। ৩। কর্পূরৈর্বিগ্রসৈরপি।

অষ্টোত্তরশতৈঃ সূত্রৈর্নবসূত্রেণ কল্পিতৈঃ।
উত্তমং তৎ পবিত্রং হি তদর্ধং মধ্যমং স্মৃতম্ ॥ ১২॥
তস্যাপ্যর্ধং কনিষ্ঠং স্যাত্রিবিধং কথিতং প্রিয়ে।
অধিবাসন-বেলায়াং যবান্ বিস্তার্য সুব্রতে ॥ ১৩॥
চতুর্ভিরাসনৈস্তত্র পুষ্পং নিক্ষিপ্য দেশিকঃ।
পবিত্রাণি পবিত্রাণি পঞ্চামৃত-সমুচ্চয়ৈঃ ॥ ১৪ ॥
রচিতান্যমলৈঃ পঞ্চরত্নৈঃ সর্বৌষধীগণৈঃ।
নববস্ত্রযুগেনাথ সম্যগাচ্ছাদ্য সুব্রতে ॥ ১৫ ॥
দেবি কুম্ভং[১] প্রতিষ্ঠাপ্য পূর্ণং[২] চামীকরাদিভিঃ।
দেবীমাবাহ্য তৎকুম্ভে মূলমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তাঁহার মূল মন্ত্রের দ্বারা অভ্যুক্ষণ হইবে।] ঈশান কোণে পবিত্র রাখিয়া দিবে। হে দেবেশি! সমস্ত পবিত্রকে [যজ্ঞোপবীতকে ষড়ঙ্গদ্বারা পবিত্রিত [শুদ্ধ] করিবে। [মূল মন্ত্রপূর্বক হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অস্ত্রায় ফট্ এইভাবে ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা পবিত্রিত করিতে হইবে]। পবিত্রারোপণোৎসবের পূর্বদিন বা ঐ দিনে ষড়ঙ্গ মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিবে। ১০০টি পবিত্রের প্রত্যেকটিতে ৯টি সূত্র করিয়া যে পবিত্র করা হয় তাহা উত্তম। তাহার অর্ধেক অর্থাৎ ৫০টি পবিত্র করিলে তাহা মধ্যম হয়। আর তাহারও অর্ধেক [২৭টি সূত্র] দ্বারা পবিত্রকে কনিষ্ঠ [অধম] বলা হয়। হে প্রিয়ে! হে সুব্রতে! শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পবিত্রারোপণের অধিবাস-কালে যব ছড়াইয়া তাহার উপর চারটি আসন পাতিয়া সেই আসনে পুষ্প নিক্ষেপ করত পঞ্চামৃত দ্বারা পবিত্রগুলিকে সিক্ত করিবে। তার পর নির্মল পঞ্চরত্ন, সর্বৌষধি প্রভৃতি ঘটে দিয়া, সেই ঘটকে নূতন বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করত স্বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা ঘটপূর্ণ করিয়া দেবী [এখানে ত্রিপুরাদেবী] ঘট রূপে স্থাপন করিবে এবং সেই ঘটে দেবীকে আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে॥ ৫২ই—১৬॥

১। দেবীকুম্ভং। ২। পবিত্রং তু পুরাদিভিঃ।

পবিত্রার্পণবিধিঃ

ততঃ ক্রমং সমভ্যর্চ্য পবিত্রার্পণমারভেৎ।
শ্রীবিদ্যয়া[1] পবিত্রাণি গুরোর্নাম্না চ দেশিকঃ ॥ ১৭ ॥
পবিত্রং গুরবে দদ্যাৎ সর্বেভ্যস্তদনন্তরম্।
গুরুভ্যস্ত্রিবিধেভ্যশ্চ পবিত্রাণ্যর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৮ ॥
তিথিনিত্যাগণায়াথ পবিত্রারোপণং যজেৎ।
নবচক্রস্থিতায়াথ চক্রেশীনবকায় চ ॥ ১৯ ॥
রশ্মিবৃন্দায়[2] দেবেশি প্রত্যেকং ভাবপূর্বকম্।
পবিত্রকং সমর্প্যাথ গুরূন্[3] সন্তোষয়েৎ প্রিয়ে ॥ ২০ ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রৈশ্চ নানাধন-সমুচ্চয়ৈঃ।
তৎপ্রসাদং পবিত্রং চ ধারয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ২১ ॥

তারপর ত্রিপুরাদেবীর যেভাবে পূজার ক্রম [চতুর্থ পটলে লিখিত হইয়াছে] আছে, সেইভাবে পূজা করিয়া পবিত্রের অর্পণ [দান] আরম্ভ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞ সাধক শ্রীবিদ্যা উল্লেখ পূর্বক গুরুর নাম উল্লেখ করিয়া গুরুকে পবিত্র প্রদান করিবে। [যথাঃ—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ হ স ক হ ল হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐং সৌঃ (গুরুর নাম যথা) সন্তোষানন্দনাথেভ্যঃ পবিত্রং নিবেদয়ামি]। তারপর ত্রিবিধ গুরুর [পরম, পরাপর, পরমেষ্ঠী] সকলকে পবিত্র অর্পণ করিবে। তারপর তিথিনিত্যাগণের [এই পুস্তকের ১৬৭ পৃঃ হইতে ১৬৯ পৃষ্ঠায় অনুবাদে তিথিনিত্যাগণের পূজার উল্লেখ করা হইয়াছে—দ্রষ্টব্য] পবিত্রারোপণ পূজা অর্থাৎ পবিত্র অর্পণ করিবে। নবচক্রে স্থিত নয়জন চক্রেশীকে [শ্রীত্রিপুরা, ত্রিপুরেশী, ত্রিপুরসুন্দরী, ত্রিপুরবাসিনী, ত্রিপুরা, শ্রীত্রিপুরমালিনী, ত্রিপুরসিদ্ধা, ত্রিপুরাম্বা ও মহাত্রিপুরসুন্দরী] পবিত্র প্রদান করিবে। তারপর রশ্মিবৃন্দকে পবিত্র অর্পণ করিবে। হে দেবেশি! ইঁহাদের প্রত্যেককে ভাবের সহিত পবিত্র অর্পণ করিয়া অনন্তর গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। হে প্রিয়ে! স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, নানাবিধ ধনের দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া অনন্তর তাঁহার প্রসাদরূপে পবিত্র ধারণ করিবে। তারপর এই পবিত্রারোপণ উৎসবের অঙ্গরূপ হোম করিয়া পবিত্রের দ্বারা কুমারী প্রভৃতির পূজা করিবে। কুমারীগণের পূজা করিয়া

১। শ্রীবিদ্যায়া পবিত্রং তু। ২। তাস্মিন্‌ বৃন্দায়। ৩। গুরুঃ।

তদঙ্গহোমং নির্বর্ত্য পবিত্রেণ সমর্চয়েৎ।
কুমারীপূজনং কুর্যাত্ততঃ সুবাসিনীগণম্[১] ॥ ২২ ॥
যোগিন্যো যোগিনশ্চৈব ব্রাহ্মণা বিবিধা গণাঃ।
পূজ্যা হি পরমেশানি যদী [যদি] চ্ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে শ্রীবিদ্যাপবিত্রারোপণ-বিধি
র্নাম পঞ্চ-বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৫ ॥

তারপর সুবাসিনীগণের [চিরকাল পিতৃগৃহে অবস্থিতা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা] পূজা করিবে। তারপর বিবিধ যোগিনী ও যোগিগণের এবং বিবিধ ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। হে পরমেশানি! যদি সিদ্ধির ইচ্ছা কর তাহা হইলে—যোগিনী, যোগী, ও ব্রাহ্মণগণের এবং কুমারীগণের পূজা করিবে ॥ ১৭—২৩ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রের পঞ্চবিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

১। সুবাসিনীগণম্।

অথ ষড়্বিংশঃ পটলঃ।

দমনারোপণবিধিঃ

ঈশ্বর উবাচ।

দমনারোপণং বক্ষ্যে সাধকানাং হিতায় চ।
সংবৎসরকৃতা পূজা যেন পূর্ণা ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
তপোভঙ্গায় মদনো মম শৈলভবে যদা।
ভস্মীভবৎ তদা পত্নী রতিঃ প্রীতিশ্চ দুঃখিতে ॥ ২ ॥
তন্নেত্রবারিসম্ভূতা দমনস্য লতা ভবেৎ।
তৎসৌরভ্যং চ সৌভাগ্যং মহদাসীৎ সুলোচনে ॥ ৩ ॥
তেন সন্তুষ্টস্তুহদা[১] বরো দত্তো ময়া প্রিয়ে।
রত্যৈ প্রীত্যৈ চ তস্মাত্তু মদনঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ৪ ॥
দমনেন চ যো মন্ত্রী বর্ষমধ্যে ন পূজয়েৎ।
তস্য সাংবৎসরী পূজা মদনায় ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥
ইতি তস্মৈ বরো দত্তো ময়ৈব সুরবন্দিতে।
তস্মাদ্দমনপূজা হি কর্তব্যা বীরবন্দিতে ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন—হে প্রিয়ে! সাধকগণের হিতের জন্য দমনারোপণ উৎসব বলিব, যে দমনারোপণ উৎসবের দ্বারা পূর্ণ সংবৎসরের অনুষ্ঠিত পূজা পূর্ণ হয়। হে পর্বতকন্যে! আমার তপস্যাভঙ্গের নিমিত্ত যখন মদন [কামদেব] ভস্মীভূত হইল, তাহার পত্নীদ্বয় রতি ও প্রীতি দুঃখিতা হইয়াছিল। তাহাদের অশ্রুজল হইতে দমন নামক লতা উৎপন্ন হয়। হে সুলোচনে! সেই দমন লতার সৌরভ ও সৌভাগ্য [উত্তমদৃশ্য] উৎকট হইয়াছিল। সেই দমন লতার সৌরভসৌভাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি রতি প্রীতিকে বর দিয়াছিলাম; সেই বরপ্রদান হইতে মদনকে প্রকট [উজ্জীবিত] করিয়াছিলাম। যে মন্ত্রবান্ সাধক এক বৎসরের মধ্যে দমন লতার দ্বারা পূজা করে না, তাহার সম্পূর্ণ বৎসরকৃত পূজা কামে পর্যবসিত হইবে [পূজা দ্বারা দেবতাতে ভক্তি হয়। ভক্তির বিপরীত কাম। দমনলতার দ্বারা পূজা না করিলে সাধকের সমস্ত পূজা দেবতাতে ভক্তির পরিবর্তে কামে পর্যবসিত হয়—নিষ্ফল হয়, ইহাই

১। সন্তুষ্টহৃদয়াদহো।

অন্যথা তৎফলং বর্ষকৃতং কামায় জায়তে।
সমূলং দমনং দেবি স্থাপয়েৎ পাত্রকে বরে ॥ ৭ ॥
দমনং নবধা কুর্যাৎ পূজয়েত্তদনন্তরম্।
আনন্দেশ্বরবীজেন ততো ভিন্নেন সুন্দরি ॥ ৮ ॥

দমনপূজনম্

আনন্দেশ্বরবীজেন[১] নবধা বিন্দুনা সহ।
নবপ্রকারভিন্নাঙ্গং দমনং[২] পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥
অঘোরবিদ্যয়া পশ্চাদভিষিচ্য তমেব হি।
পূর্বোক্তয়া দক্ষিণস্যাং দিশি সিংহাসনোক্তয়া ॥ ১০ ॥
অস্ত্রেণ রক্ষণং কুর্যাৎ কবচেন ততঃ পরম্।
বদ্ধ্বা ত্রিশূলমুদ্রাং তু ভ্রাময়েদ্দমনোপরি ॥ ১১ ॥
চৈত্রে সিতচতুর্দ্দশ্যাং দমনারোপণং ভবেৎ।
উদ্ধরেদস্ত্রমন্ত্রেণ হৃদয়েন চ লেপয়েৎ ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ]। হে দেবি! মূলের [শিকড়] সহিত দমন লতা উত্তম পাত্রে স্থাপন করিবে। সেই দমন লতাকে নয় ভাগে ভাগ করিয়া অনন্তর পূজা করিবে। হে সুন্দরি! তারপর আনন্দেশ্বরের বীজের [হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্] দ্বারা ভিন্নভাবে পূজা করিবে [হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্ এতে গন্ধপুষ্পে দমনায় নমঃ]। নয়ভাগে বিভক্ত দমন লতাকে নয় প্রকারে ভিন্নভিন্ন ভাবে আনন্দেশ্বরবীজের দ্বারা বিন্দুর সহিত পূজা করিবে অর্থাৎ দমনলতাকে পূজা করিবে এবং বিন্দুকেও পূজা করিবে। অথবা বিন্দু (চন্দ্রবিন্দুর) সহিত আনন্দেশ্বর বীজের দ্বারা দমনের পূজা করিবে। [বিন্দু হইতেছে শিবাশ্রিত জগতের উপাদান কারণ] [অর্থের বোধের সুবিধার জন্য নবম শ্লোকের অনুবাদ এই অষ্টমশ্লোকের সহিত করা হইল] ॥ ১—৯ ॥

পূর্বকথিত দক্ষিণ-দিকের সিংহাসনোক্ত অঘোরবিদ্যার [মন্ত্রের] দ্বারা সেই দমনককে [লতাকে] অভিষেক করিবে। [এই গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় অনুবাদে অঘোর মন্ত্র বলা হইয়াছে। যথা—"অঘোরে ঐং ঘোরে হ্রীঁ ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বশর্বেভ্যঃ হ্রীঁ শ্রীঁ নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপে হেসৌঃ"]। তারপর

১। আনন্দেশ্বরীবীজেন। ২। দমনঃ।

শ্রীখণ্ডঘুসৃণেন্দ্বাদ্যৈরধিবাসং চ কারয়েৎ।
প্রথমে দিবসে কুর্যাদধিবাসমনুত্তমম্‌॥ ১৩॥
সদ্যোঽধিবাসনং বাঽপি বর্ষপূজাসুসিদ্ধয়ে।
প্রাতঃকালে চতুর্দ্দশ্যাং নিত্যার্চানন্তরং ততঃ॥ ১৪॥
নবকোণং বিরচ্যাথ সিন্দূরেণ মহাপ্রভম্‌।
কলশান্নব সংস্থাপ্য হেমরত্নাদি-পূরিতান্‌॥ ১৫॥
একং বা কলশং রম্যং স্থাপয়েদ্দেশিকোত্তমঃ।
দক্ষতো মণ্ডলং কৃত্বা কুঙ্কুমাদ্যৈর্বিচিত্রিতম্‌॥ ১৬॥
অশোকতরুমালিখ্য [মালেখ্য] ত্রিকোণং মণ্ডলং লিখেৎ।
তন্মধ্যে পূজয়েৎ কামং অরুণং চারুণপ্রভম্‌॥ ১৭॥
রক্তবস্ত্রং রক্তভূষং বামদক্ষিণয়োঃ প্রিয়ে।
রতিপ্রীতি-বিশোভাঢ্যং পঞ্চবাণং ধনুর্দ্ধরম্‌॥ ১৮॥

অস্ত্র অর্থাৎ 'ফট্‌' মন্ত্রের দ্বারা রক্ষণ, কবচ অর্থাৎ 'হুঁ' মন্ত্রের দ্বারা ত্রিশূলমুদ্রা বন্ধন করিয়া [ত্রিশূলমুদ্রা যথা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া অপর অঙ্গুলিত্রয় অসংশ্লিষ্টরূপে প্রসারিত করাকে ত্রিশূলমুদ্রা বলে] দমনের উপরে ভ্রামিত করিবে। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই দমনারোপণ উৎসব হয়। অস্ত্র মন্ত্রের [ফট্‌] দ্বারা দমনক উদ্ধৃত করিবে। হৃদয় [নমঃ] মন্ত্রের দ্বারা শ্রীখণ্ড [চন্দনবিশেষ], ঘুসৃণ [সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ] কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা দমনকে লিপ্ত করিবে অর্থাৎ ঐসকল দ্রব্য দমনককে লিপ্ত করিবে। অথবা হৃদয় [নমঃ] মন্ত্র দ্বারা লিপ্ত করিয়া শ্রীখণ্ড, ঘুসৃণ, কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা অধিবাস করিবে। প্রথম দিনে [উৎসবের পূর্বদিনে] উত্তম অধিবাস করিবে অথবা সদ্য অর্থাৎ দমনকোৎসব দিনেই অধিবাস করিবে সমস্ত বৎসরের পূজার সুসিদ্ধি নিমিত্ত। চতুর্দশীর প্রাতঃকালে নিত্যপূজা করিবার পর সিন্দূরের দ্বারা প্রদীপ্ত নবকোণ রচনা করিয়া [এই পুস্তকের শেষে যন্ত্র-সমূহে দ্রষ্টব্য] সুবর্ণ রত্ন প্রভৃতি দ্বারা পরিপূরিত নয়টি কলস স্থাপন করিবে। অথবা উত্তম সাধক একটি মনোরম কলস স্থাপন করিবেন। দক্ষিণ দিকে মণ্ডল করিয়া কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা চিত্রিত করিবে॥ ১০—১৬॥

অশোকবৃক্ষ অঙ্কিত করিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। সেই ত্রিকোণ

মণ্ডলের মধ্যে অরুণ বর্ণ [ঈষদ্রক্তবর্ণ], রক্তবস্ত্রান্বিত, রক্তালঙ্কারযুক্ত, বাম ও

বসন্তসহিতং কামং কদম্ববনমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন তং কামং পূজয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ১৯ ॥
বাগ্‌ভবং ভুবনেশানীং শ্রিয়ং কামাত্মকে ন চ।
কামায় নম আলিখ্য বিদ্ধ্যেয়ং ববৰ্ণিনী ॥ ২০ ॥
কামবীজত্রয়ং চোক্ত্বা ভরেমাত্মকমুচ্চরেৎ।
রত্যৈ নমশ্চাষ্টবর্ণা রতিবিদ্যা বরাননে ॥ ২১ ॥
প্রীতিং বদেদ্রতি-স্থানে প্রীতিমন্ত্রোঽষ্টবর্ণকঃ[১]।
গৌরশ্যামে রতিপ্রীতী ক্রমেণ মণিভূষণে ॥ ২২ ॥
পদ্মতাম্বুলহস্তে চ রক্তবস্ত্রবিরাজিতে।
দিব্যাভরণভূষে চ পুষ্পদামবিরাজিতে ॥ ২৩ ॥
বামদক্ষিণয়োর্ধ্যাত্বা কামস্য তদনন্তরম্।
বসন্তং পূজয়েৎ পশ্চাৎ কদম্ববনমধ্যগম্ ॥ ২৪ ॥

দক্ষিণে যথাক্রমে রতি ও প্রীতি দ্বারা শোভিত, পঞ্চবাণ [ক্ষোভণ, দ্রাবণ, আকর্ষণ, বশ্য, উন্মাদ] সমন্বিত ধনুর্ধারী, কদম্ববনমধ্যস্থিত, বসন্ত সহিত তরুণ [যুবক] কামকে পূজা করিবে। সিদ্ধির নিমিত্ত এই [নিম্নবর্ণিত] মন্ত্রের দ্বারা সেই কামদেবের পূজা করিবে। হে প্রিয়ে। বাগ্‌ভব [ঐং] ভুবনেশানী [হ্রীঁ] শ্রী [শ্রীং] কামাত্মক [ক্লীঁ] কামায় নমঃ লিখিয়া। অর্থাৎ "ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীং কামায় নমঃ" ইহা উচ্চারণ করিলে নয় অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র হয়। [এই মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। যথা—"ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কামায় নমঃ এষ গন্ধঃ কামায় নমঃ ইত্যাদি রীতিতে পূজা করিতে হইবে]। হে বরাননে। তিনটি কামবীজ লিখিয়া [ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ] ভরেমাত্মক অর্থাৎ 'ভ্রেং' উচ্চারণ করিবে। তারপর "রত্যৈ নমঃ।" বলিবে। এই "ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ভ্রেং রত্যৈ নমঃ" আট অক্ষরের মন্ত্র রতিদেবীর মন্ত্র। 'রতি'র স্থানে প্রীতি বলিলে [বাকী সব সমান] প্রীতির মন্ত্র হয়। [যথা—"ক্লীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ভ্রেং প্রীত্যৈ নমঃ]। সুতরাং ইহাও আট অক্ষরের। রতি গৌরবর্ণা, প্রীতি শ্যামবর্ণা; উভয়েরই মণির ভূষণ আছে, উভয়ের হস্তে পদ্ম ও তাম্বুল। উভয়েই রক্তবস্ত্রশোভিতা, দিব্য অলঙ্কার ও ভূষণসমন্বিতা ও পুষ্পমালা শোভিতা।

১। প্রীতিমাবষ্টবর্ণিকা।

দমনারোপণস্যাঙ্গবিধিঃ

গৌরবর্ণং বামহস্তে সুধাপূর্ণঘটান্বিতম্।
দক্ষহস্তেন দধতং নানাপুষ্পসমুচ্চয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সাঙ্গং কামং প্রপূজ্যাথ ধূপদীপাদি দর্শয়েৎ।
দমনে পূজিতঃ[১] কামঃ সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ ॥ ২৬ ॥
তেন সম্যক্ প্রপূজ্যাথ মহাত্রিপুরসুন্দরীম্[২]।
ক্রমং সমর্চয়েৎ সম্যক্ কুমারী র্ভোজয়েদ্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥
সুবাসিনীশ্চ সংপূজ্য যোগিনীগণমর্চয়েৎ ॥
ব্রাহ্মণান্ পরিপূজ্যাথ নানাদর্শনমানবান্ ॥ ২৮ ॥
তদঙ্গহবনাৎ পশ্চাদ্ গুরুং রত্নাদিভূষণৈঃ।
স্বর্ণভারসহস্রৈশ্চ দিব্যবস্ত্রমনোরমৈঃ ॥ ২৯ ॥
পূজয়িত্বা ততো দেবি পূর্ণাহুতিমথোচ্চরেৎ।
অনেন বিধিনা দেবি দমনারোপণং যজেৎ ॥ ৩০ ॥

কামের বামে ও দক্ষিণে রতি ও প্রীতির ধ্যান [এবং পূজা] করিয়া পশ্চাৎ বসন্তের পূজা করিবে ॥ ১৭—২৪ ॥

সেই বসন্ত কদম্ববনমধ্যস্থিত, গৌরবর্ণ, বামহস্তে সুধাপূর্ণঘট, দক্ষিণ হস্তে নানাপুষ্পসম্ভার ধারণ করিয়া আছেন। এইভাবে অঙ্গের সহিত কামদেবের পূজা করিয়া ধূপ দীপ প্রভৃতি দেখাইবে। দমনে অর্থাৎ দমনারোপণ উৎসবে কাম সম্যগ্‌ভাবে পূজিত হইয়া সমস্ত কার্য সাধন করেন, সেইহেতু সম্যগ্‌-ভাবে কামের পূজা করিয়া অনন্তর মহাত্রিপুরসুন্দরীকে সমগ্রক্রম অনুসারে সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবে। তারপর বিদ্বান্ সাধক কুমারীগণকে ভোজন করাইবেন। বিদ্বান্ সাধক সুবাসিনীগণের [পিতৃগৃহে চিরকাল অবস্থান-কারিণী বিবাহিতা বা বিবাহিতা স্ত্রী] পূজা করিয়া যোগিনীগণের [সমাধি যোগ সাধনকারিণী স্ত্রী অথবা দেবীর পরিবার যোগিনী] পূজা করিবেন। অনন্তর বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে নিপুণ ব্রাহ্মণ মানুষগণকে পূজা করিবেন। তারপর দমনারোপণের অঙ্গরূপ হোম করিয়া অনন্তর রত্নাদি ভূষণের দ্বারা, সহস্র ভার স্বর্ণ দ্বারা এবং মনোহর দিব্যবস্ত্র সমূহ দ্বারা গুরুর পূজা করিয়া পূর্ণাহুতির

১। দমনে পূজিতং কামং। ২। মহাত্রিপুরসুন্দরি।

তস্য সাংবৎসরী পূজা সফলা শৈলসম্ভবে ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমজ্‌জ্ঞানার্ণবে নিত্যাতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
শ্রীবিদ্যাদমনারোপণ-বিধির্নাম ষড়্‌বিংশঃ পটলঃ ॥ ২৬ ॥

সমাপ্তমিদং জ্ঞানার্ণবতন্ত্রম্।

অনুষ্ঠান করিবে। হে দেবি! এই প্রকারে [এই পটলে যেরূপ বলা হইল] দমনারোপণ যাগ অর্থাৎ দমনারোপণ উৎসব করিবে। হে পর্বতনন্দিনি! যিনি এইভাবে দমনারোপণ যাগ করেন তাঁহার পূজা সফল হয় ॥ ২৫—৩১ ॥

শ্রীজ্ঞানার্ণবতন্ত্রে ষড়্‌বিংশ পটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

॥ নবভারত তন্ত্রশাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থমালা ॥

(মূল, টীকা, টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদসহ)

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ॥ ৪০·০০

ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত

কুলার্ণবতন্ত্র ॥ ৩০.০০ পরশুরামকল্পসূত্রতন্ত্র ॥ ৩০·০০

নিত্যোৎসবতন্ত্র ৩৫·০০ নিত্যাষোড়শিকার্ণব তন্ত্র ২০·০০

গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ও সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সম্পাদিত

সরস্বতীতন্ত্র— ॥ ৩·০০ ষট্‌চক্রনিরূপণ— ॥ ৫·০০

গুপ্তসাধনতন্ত্র—শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ॥ ৬·০০

অন্নদাকল্পতন্ত্র— ঐ ॥ ৫·০০

ভূতডামরতন্ত্র—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

বৃহৎ-তন্ত্রসার— ঐ (একখণ্ডে সম্পূর্ণ) ॥ ২৫·০০

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ তত্ত্বরত্ন ॥ ৩·০০

তারারহস্য—শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত ॥ ১০·০০

নির্ব্বাণতন্ত্র—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ॥ ৫·০০

কালীতন্ত্র— ঐ ॥ ১০·০০

সৌভাগ্যলক্ষ্মীতন্ত্র—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ ॥ ৫·০০

নিরুত্তরতন্ত্র— ঐ ॥ ৮·০০

ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্র—শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ ॥ ৫·০০

মাতৃকাভেদতন্ত্র— ঐ ॥ ৫·০০

বগলামুখিতন্ত্র—শ্রীমৎ ত্রিরানন্দ মহাভারতী ॥ ৬·০০

শ্রীজ্যোতির্লাল দাস সম্পাদিত

কুব্জিকাতন্ত্র— ॥ ৬·০০ মায়াতন্ত্র— ॥ ৭·০০

কুমারীতন্ত্র— ॥ ৪·০০ কামাখ্যাতন্ত্র— ॥ ৬·০০

কামধেনুতন্ত্র— ॥ ১০·০০ যোনিতন্ত্র— ॥ ৮·০০

ছিন্নমস্তাতন্ত্র—স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী ॥ ৫·০০

যোগিনীতন্ত্র—শ্রীমৎ স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী ॥ ৩০·০০

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত

তন্ত্রাভিধান— ॥ ৩০·০০ মুণ্ডমালাতন্ত্র— ॥ ১৬·০০

তোড়লতন্ত্র— ॥ ৬·০০ শারদাতিলকম্— ॥ ৫০·০০

কঙ্কালমালিনীতন্ত্র—অধ্যাপক অযোধ্যানাথ শাস্ত্রী ॥ ৮·০০

শ্যামারহস্যম্—শ্যামানন্দতীর্থ ॥ ৩৫·০০

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র—দণ্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম ॥ ২৫·০০

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত

দেবীপুরাণ— ॥ ৩৫·০০ কালিকাপুরাণ ॥ ৪০·০০

দেবীভাগবত ॥ ৭৫·০০ অগ্নিপুরাণ— ॥ ৬০.০০